Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিকড়ের সন্ধানে

হামিদা মুবাশ্বেরা

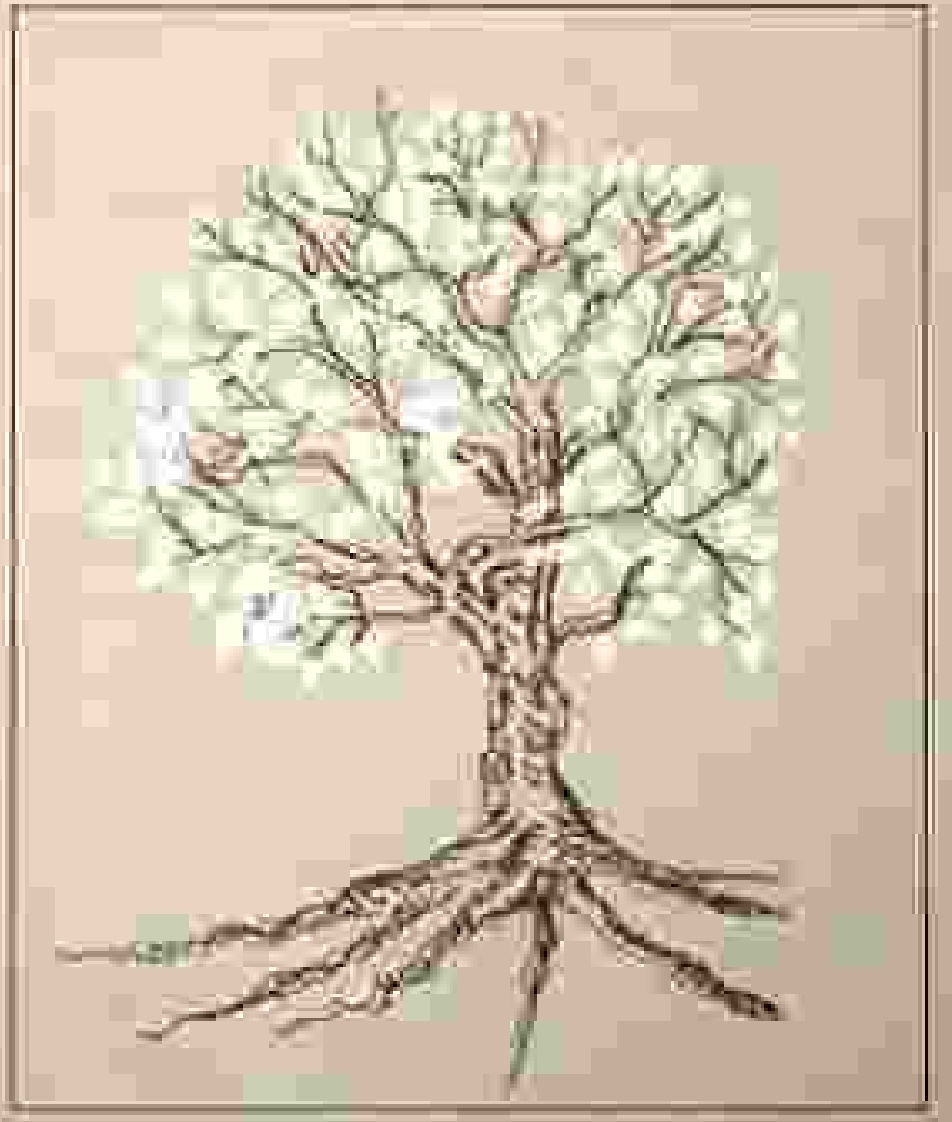

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বই :	শিকড়ের সন্ধানে
রচনা :	হামিদা মুবাশ্বেরা
সম্পাদনা :	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার, মুরসালিন নিলয়, নুসরাত আন্নাবা
শারয়ি নিরীক্ষণ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আবুল হাসানাত, মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ মুরতাযা
বানান :	যাহিদ আহমাদ, এইচ. এম. সিরাজ, জাবির মুহাম্মদ হাবীব
প্রচ্ছদ :	সানজিদা সিদ্দিকি কথা

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিকড়ের সন্ধানে

সমকালীন প্রকাশন

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিকড়ের সন্ধানে

হামিদা মুবাশ্বেরা

প্রথম প্রকাশ

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

গ্রন্থসূত্র

লেখিকা কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মুদ্রণ

স্বরবর্ণ প্রিন্টিং এন্ড প্রেস

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

অনলাইন পরিবেশক

www.islamiboi.com

www.rokomari.com

www.wafilife.com

ISBN: 978-984-93864-9-0

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 430.00 US $ 20.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০১৪০৯-৮০০-৯০০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্পণ

আব্বাকে, যার অফুরান দুআর ফল হিসেবে আমি দ্বীনের পথে এসেছি বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নিশ্চয়ই আল্লাহর পরিকল্পনা সর্বোত্তম, তাই আব্বা চলে যাওয়ার এক যুগ পরে এই বই প্রকাশিত হচ্ছে। এটা আমার তাকদির যে, আব্বার 'প্রিয় মায়ন' ইসলাম নিয়ে সামান্য পড়াশোনা করেছে এবং তা নিয়ে এক-আধটু লেখালেখিও করছে, কিন্তু এটা তিনি দেখে যেতে পারলেন না। ইনশা আল্লাহ, পরকালে এটা তার জন্য সারপ্রাইজ হয়ে থাকবে।

আর আম্মাকে, আমার দেখা লৌহমানবী, যাকে জীবনে কোনো প্রতিকূলতার সামনে হার মানতে দেখিনি। আকাশ-ছোঁয়া স্বপ্ন দেখা এবং তা বাস্তবায়ন করার প্রেরণা আমি আম্মার কাছ থেকে পেয়েছি।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকাশকের কথা

'আত্মপরিচয়' শব্দটি সকলের কাছে পরিচিত হলেও অধিকাংশ মানুষ সত্যিকার অর্থেই 'আত্মপরিচয়' সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। শুধু সাধারণই নয়, জিজ্ঞাসা-পিপাসু মানুষকেও যদি আত্মপরিচয় সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দিতে বলা হয়, আমার বিশ্বাস—তিনি লেজেগোবরে করে ফেলবেন। এর কারণ হলো, আমরা পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে যতখানি না সন্দিগ্ধ, নিজেদের আত্মপরিচয়ের বেলায় ঠিক ততখানিই বেখবর।

মানবজীবন ঠিক তখনই পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে, যখন মানুষ নিজেকে জানতে শুরু করে এবং আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। নিজেকে উদঘাটন করতে পারলেই ঠিক করে ফেলা যায় জীবনের দর্শন। জীবনের গন্তব্য, উদ্দেশ্য এবং রদবদল, সবকিছু সহজ হয়ে যায় যদি নিজেকে জানা যায়। যদি একেবারে শিকড়ে ফিরে গিয়ে চেনা যায় নিজের প্রকৃতি।

'মুসলিম' হিসেবে এই ব্যাপারটা আরও বিশদভাবে সত্য। আমরা যদি নিজেদের আত্মপরিচয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রদত্ত গৌরবময় মর্যাদা 'মুসলমানিত্বের' সঠিক মর্মার্থই বুঝতে না পারি, তাহলে কীভাবে নির্ধারণ করব নিজেদের গন্তব্য এবং উদ্দেশ্য? কেনই-বা আমরা মুসলিম, অন্যরা কেন নয়, কীভাবে আমরা মুসলিম হলাম, আমাদের ঠিক আগে, আল্লাহর একত্ববাদে যারা আসীন ছিলেন, তারা কোন পরিচয়ে ধন্য হয়েছেন, তাদের সাথে আমাদের যোগসূত্র কোথায়? সাদৃশ্য আর বৈসাদৃশ্য কী কী—এসব জানতে পারাই হলো আমাদের আত্মপরিচয় সন্ধানের প্রথম সবক।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিকড়ের সন্ধানে বইতে লেখিকা হামিদা মুবাশ্বেরা ঠিক আমাদের জন্য এই কাজটিই করেছেন। তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন অতীতে—একেবারে গোড়ায়, যেখান থেকে আমাদের আত্মপরিচিতির শুরু। কত হাওয়া বদল করে, কত বাঁক পেরিয়ে, কত সময় পার করে, কত ঘাত-প্রতিঘাতে আমরা আমাদের শেষ পরিচয় 'মুসলিম'-এ এসে ঠেকেছি, সেই মহাযাত্রার রহস্যপানে লেখিকা আমাদের ভ্রমণ করিয়েছেন। তিনি আমাদের ডুব দিইয়েছেন কখনো তাওরাতে, কখনো ইঞ্জিলে, আবার কখনো কুরআনে। প্রসঙ্গাক্রমে ঢুকে পড়েছেন বিশাল বিস্তৃত হাদিসশাস্ত্রের ভেতরেও। লেখিকার অন্বেষণ প্রক্রিয়া, জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সত্যকে আঁজলা ভরে তুলে আনার ঢং বেশ আশা জাগানিয়া। এ রকম একাডেমিক একটি বিষয়কে তিনি কীভাবে সাধারণ মানুষদের জন্যও উপযোগী করে ফেললেন তা-ও এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

বইটি অনেক তৃষিত প্রাণের আত্মার খোরাক হবে, ইনশা আল্লাহ। নিজেদের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে পরিব্যাপ্ত যাদের হৃদয়-মন, তাদের জন্য *শিকড়ের সন্ধানে* হয়ে উঠবে নতুন একটি আলোর মশাল, যা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সুদূরে, একেবারে শিকড়ে, ইনশা আল্লাহ। লেখিকার জন্য আমাদের প্রাণভরা দুআ। আল্লাহ যেন তার কলমে অফুরন্ত বারাকাহ দান করেন। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যও রইল দুআ। এমন একটি কাজ করতে পেরে সমকালীন পরিবারও আনন্দিত। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লেখিকার কথা

আমি এমন একটা সমাজে বেড়ে উঠেছি যেখানে একাডেমিক পড়াশোনায় ভালো হলেই যে-কারো সাত খুন মাফ হয়ে যায়। এ জন্য ইসলাম প্র্যাকটিসের প্রাথমিক দিনগুলোতে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো একটা অনুভূতি হতো। আমি তো কিছুই জানি না ইসলামের ব্যাপারে! কিন্তু কই, এ জন্য তো কেউ কখনো আমাকে তিরস্কার করেনি!

আমার খুব অভিমান হতো। পরিবারের সবার প্রতি, এই সমাজের প্রতি! আল্লাহর দৃষ্টিতে আমি কেমন এটা নিয়ে কেন আমাকে ওরা কেউ চিন্তা করতে বলেনি?

কুরআনের অর্থ পড়তে গিয়ে কান্না চলে আসত, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু হাল তো ছাড়া যাবে না। ভালো রেজাল্টের জন্য জীবনে কত পরিশ্রম করেছি, এবার একটু এই দিকে পরিশ্রম করি!

ধর্ম বইয়ে যখন আয়াতুল কুরসি পড়েছিলাম, ভালো নাম্বার পাওয়ার আশায় সেটার অর্থও একদম ঝরঝরা করে মুখস্থ করেছিলাম। ওটার একটা অংশই সেই সময়ের আমার মতো ডুবন্ত মানুষের জন্য খড়কুটো হয়ে এসেছিল—'মানুষের পক্ষে ততটুকুই জানা সম্ভব যতটুকু তিনি অনুমতি দেন' (ভাবার্থ)।

আমি তখন আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে চাওয়া শুরু করলাম। আল্লাহ আমার অমুক ব্যাপারে সংশয় হচ্ছে, আমাকে পথ দেখাও!

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এভাবেই শুরু। আমার রব আমাকে ফিরিয়ে দেননি আলহামদুলিল্লাহ। ভার্সিটি থেকে কাঁটাবনের ইসলামি বইয়ের দোকানগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে হাতে পেয়ে যেতাম এমন কোনো বই যেখানে আছে ঠিক আমার প্রশ্নেরই জবাব!

এভাবে পড়েছি, এলোমেলোভাবে, হাতড়ে হাতড়ে। অনেকে তখন বইয়ের নাম বলে সাহায্য করেছেন, তাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছে ইনশা আল্লাহ।

'শিকড়ের সন্ধানে' আমার সেই ক্লান্তিকর অথচ আনন্দদায়ক যাত্রার ফসল।

মালয়েশিয়া থাকতে হঠাৎ করেই একদিন মনে হলো—'আচ্ছা, আমার অনাগত সন্তানেরা যদি আমাকে কোনোদিন বলে বসে, 'মা, তুমি কীভাবে আমাদের যাত্রাকে সহজ করেছ?' তখন আমি কী উত্তর দেবো?

ওরা কি আমার ওপর সেভাবেই অভিমান করবে যেভাবে আমার রাগ হতো সবার প্রতি?

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সবাই যেন এটা জেনে বড় হয়—'আমরা কেন মুসলিম' সে জন্যই মূলত এই বইটি লেখা।

নিঃসন্দেহে আমরা এখন এক কঠিন সময় পার করছি। মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা চোখের পলকে অস্থিতিশীল হয়ে যাচ্ছে, জানমালের কোনো নিরাপত্তা নেই। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর, চীন, মায়ানমার, ইয়েমেন সর্বত্র এক অস্থির অবস্থা। আমরা ক্রমাগত দুআ করে যাচ্ছি আল্লাহর সাহায্যের জন্য, কেন আসছে না সেটা নিয়ে হাহাকার করছি। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছি, আমাদের কাজকর্মই হয়তো আমাদের ওপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে যাওয়ার কারণ? নিজের অজান্তে আমরা হয়তো তাদেরই মতো হয়ে গেছি, যাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন অভিযোগ করে বলবেন—

হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে।[১]

আমি সবসময় দুআ করি—এই অভিযোগের তির যেন আমার, আমার পরিবার এবং আমার চারপাশের মানুষগুলোর দিকে না আসে। এই বইটা তাই 'শিকড়ের

---

[১] সুরা ফুরকান (২৫), আয়াত : ৩০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সন্ধানে' নিয়োজিত হওয়ার একটা বিনম্র প্রচেষ্টা। আমরা কেন মুসলিম; ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের সাথে আমাদের বিশ্বাস ও জীবনাচারের পার্থক্যটা কোথায়, সেটা আবিষ্কারের একটা যাত্রা। এটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কুরআনের ঘটনাগুলোর একটা নির্মোহ বিশ্লেষণ।

বইটি পড়ে গুটিকয়েক মানুষও যদি কুরআনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হন, 'মুসলিম' পরিচয়ে গর্ববোধ করতে শুরু করেন, তবেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে, ইনশা আল্লাহ।

সবচেয়ে বড় আশা, আল্লাহ যেন এই সামান্য প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নেন। আমার আব্বা, আম্মা, শ্বশুর, শাশুড়ি, আমাদের সবার জন্য যেন সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে গৃহীত হয়। নিশ্চয়ই আমাদের আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হলো কি না সেটাই মুখ্য বিষয়।

হামিদা মুবাশ্বেরা
USA, জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বইটি নিয়ে কিছু কথা

সকল প্রশংসা ও স্তুতি বিশাল এ জগতের অধিপতি মহান আল্লাহর। অজস্র সালাত ও অফুরান সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। আল্লাহ তাকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছিলেন একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হিসেবে।

প্রতিটি জাতির জন্যই নিজেদের ইতিহাস জেনে রাখা অতীব জরুরি। কেননা, যে জাতি আত্মপরিচয় জানে না, সে জাতি কখনোই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, দ্বীন ইসলামের অনুসারী বলতে আমরা কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরই বুঝি। অথচ আল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানা যায়, সকল নবির প্রচারিত ধর্ম এবং পরিচালিত জীবনব্যবস্থা ছিল ইসলাম। শুধু তা-ই নয়, তারা সর্বদা নিজেদের 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতেন।

» ...তবে আমি (নুহ) তো তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান রয়েছে কেবল আমার রবের জিম্মায়। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন আজীবন মুসলিম হয়ে থাকি।[১]

» আর ইবরাহিম ও ইয়াকুব নিজ নিজ সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিল, হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন।

---

[১] সুরা ইউনুস (১০), আয়াত : ৭২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।[১]

» আর মুসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো, তবে কেবল তাঁর ওপরই তাওয়াক্কুল করো।[২]

» অতঃপর ঈসা যখন তাদের (বনি ইসরাইলের) মাঝে কুফরি দেখতে পেল, তখন সে বলতে লাগল, আল্লাহর জন্য কে আমাকে সাহায্য করবে? হাওয়ারিগণ বলল, আল্লাহর জন্য আমরা আপনাকে সাহায্য করব। আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম।[৩]

পবিত্র কুরআনে বহুসংখ্যক নবির কাহিনি বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

নিশ্চয়ই তোমরা তো একই জাতির (মুসলিম জাতির) অন্তর্ভুক্ত। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো।[৪]

অর্থাৎ সকল নবির উম্মতই মুসলিম জাতির সদস্য। আল কুরআনের একটি বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে পূর্ববর্তী নবিদের কাহিনি। দ্বীন ইসলাম কীভাবে তাদের জামানা থেকে ধাপে ধাপে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় এসে পূর্ণতা পেয়েছে—তারই এক অনবদ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে পবিত্র আল কুরআনে।

কুরআনের সেই সূত্র ধরে লেখিকা হামিদা মুবাশ্বেরা মুসলিম জাতির আদি ইতিহাসের স্বরূপ সন্ধানে প্রয়াস চালান। পরিশেষে পাঠকদের সামনে হাজির হন তার নবরচিত *শিকড়ের সন্ধানে* বইটি নিয়ে। এখানে তৎকালীন বিভিন্ন নবির অনুসারীদের পাশাপাশি বনি ইসরাইলের ইতিবৃত্ত বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দাসত্বের নিগড়ে শৃঙ্খলিত এবং তা থেকে মুক্তিলাভ, আল্লাহ প্রদত্ত অজস্র

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ১৩২

[২] সুরা ইউনুস (১০), আয়াত : ৮৪

[৩] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৫২

[৪] সুরা আম্বিয়া (২১), আয়াত : ৯২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিআমতপ্রাপ্তি, নবুওয়াত ও রাজত্ব পাওয়া সত্ত্বেও পুনরায় নাফরমানিতে লিপ্ততা, কীভাবে ইসলামি ধর্মবিশ্বাস থেকে ইহুদি মতবাদের সৃষ্টি—এ বিষয়গুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এ বইতে। ইহুদিদের আলোচনার পর ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের কথা এসেছে। কীভাবে ঈসা নবির প্রচার করা একত্ববাদী ইসলামি ধর্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে বিকৃত হয়েছে, কীভাবে এর রীতিনীতিগুলো আমূল বদলে গিয়েছে তা-ও বিবৃত হয়েছে। এমনকি তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সাথে বর্তমান খ্রিষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস ও কর্মপ্রবাহের যে আকাশপাতাল পার্থক্য তা-ও লেখিকা নিপুণতার সাথে তুলে ধরেছেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পূর্বযুগে যারা স্ব স্ব নবির শিক্ষাগুলো অনুসরণ করেছে, আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান এনেছে, অসৎকাজ থেকে দূরে থেকেছে এবং সৎকাজের দিকে ধাবিত হয়েছে, তারাও আমাদের মতো মুসলিম। পরকালে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং নিঃসন্দেহে তারা মুক্তি পাবে। এর প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ তাআলার নিম্নলিখিত বাণীতে—

> *নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী), যারা ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সাবেই সম্প্রদায়, (এদের মধ্যে) যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ভালো কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট পুরস্কার। তাদের কোনো প্রকার ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।*[১]

পক্ষান্তরে এ সকল নবির যেসব অনুসারী তাদের শিক্ষা থেকে সরে গিয়েছে এবং কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে, তারা পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী। এরা আল্লাহর শাস্তির যোগ্য।

» তাদের পরে এলো এমন এক অপদার্থ বংশধর, যারা সালাত কলুষিত করল ও লালসা পরবশ হলো। সুতরাং অচিরেই তারা কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।[২]

» কিতাবিদের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) মধ্যে যারা কুফরি করে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৬২

[২] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ৫৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারাই সৃষ্টির অধম।[১]

এই ইতিহাসগুলো জেনে রাখা আমাদের জন্য জরুরি কেন?

পূর্ববর্তী নবি-রাসুল ও তাদের অনুসারীদের ইতিহাস কেন আমাদের জন্য জরুরি, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় কুরআন ও হাদিসের পাতায়। পূর্ববর্তী নবি ও তাদের অনুসারীদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবার অনেক উপকরণ রয়েছে।

> *আর রাসুলদের এ সকল সংবাদ আমি আপনার কাছে বর্ণনা করছি যার দ্বারা আমি আপনার মনকে স্থির করি। এভাবে আপনার কাছে এসেছে এক মহাসত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মারকপত্র।*[২]

আরও একটি কারণে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। আর তা হলো, তারা যে সকল কাজ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই কাজ আমাদের দ্বারাও হয়ে যেতে পারে। এই ইতিহাসগুলো জানা থাকলে আমরা তাদের মতো ভুল করার ব্যাপারে সতর্ক হব এবং সঠিক পথে অবিচল থাকতে পারব। হাদিস থেকে জানা যায়, উম্মতে মুহাম্মাদিও তাদের মতো অনেক অসৎকাজে লিপ্ত হবে। কাজেই এসব ইতিহাসের শিক্ষাগুলো আমাদেরকে ভুল থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে।

আবু সাঈদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণগুলো বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করলে তোমরাও (অজ্ঞতাবশত) গর্তে প্রবেশ করবে।

আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, এরা কি ইহুদি আর খ্রিষ্টান? তিনি বললেন, তা নয় তো কী?[৩]

শিকড়ের সন্ধানে বইটিতে আলোচ্য বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। লেখিকা

---

[১] সুরা বাইয়িনাহ (৯৮), আয়াত : ৬

[২] সুরা হুদ (১১), আয়াত : ১২০

[৩] *সহিহ বুখারি* : ৬৮২১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পূর্ববর্তীদের ভুলের সাথে আমাদের ভুলগুলোর সাদৃশ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন বিকৃত আকিদাকে রদ করে বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদার শ্রেষ্ঠত্বও তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। এদিক থেকে বইটিকে অত্যন্ত সার্থক বলে মনে হয়।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রচুর ইসরাইলি বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাইলি বিবরণ হচ্ছে বিভিন্ন ইহুদি ধর্মীয় গ্রন্থের উদ্ধৃতি। স্রেফ উপদেশ গ্রহনের উদ্দেশে বনি ইসরাইল থেকে বর্ণনা করা একটি জায়েজ বিষয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। বনি ইসরাইল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা করো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদিস) আরোপ করল, সে যেন জাহান্নামকে একমাত্র আশ্রয় বানিয়ে নিল।[১]

কিন্তু বনি ইসরাইল থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাসমূহ কখনোই আকিদার অংশ নয়। এগুলো প্রাচীন আলিমরাও ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে শরিয়তে এর অবস্থান কী তারা সেটাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—

...সেসব ইসরাইলি বিবরণ, শরিয়ত যার সত্যাসত্য সম্পর্কে নীরব। যাতে রয়েছে সংক্ষিপ্ত তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যা কিংবা শরিয়তে বর্ণিত অস্পষ্ট তথ্যকে নির্দিষ্টকরণ, যাতে আমাদের বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। কেবল শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্যে আমরা তা উল্লেখ করব—প্রয়োজনের তাগিদে বা তার ওপর নির্ভর করার উদ্দেশ্যে নয়। নির্ভর তো করব শুধু কুরআন ও হাদিসের ওপর। আর কোনো বর্ণনায় দুর্বলতা থাকলে তাও আমরা উল্লেখ করব।[২]

ইসরাইলি বিবরণের এ ব্যাপারটিতে পাঠকদের দৃষ্টি রাখার জন্য সবিনয় অনুরোধ করব।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩৪৬১

[২] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন একটি বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল। সত্যি বলতে, বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত পর্যাপ্ত গ্রন্থের বড়ই অভাব। লেখিকা হামিদা মুবাশ্বেরার এই প্রয়াস বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য উপকারী ইলমের উৎস হবে, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ এই কাজটিকে কবুল করে নিন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি বইটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

প্রথম ও শেষে সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর।

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

লেখক : অন্ধকার থেকে আলোতে–১, ২, ৩

১৭ই জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

সূচনা	২১
বনি ইসরাইলের পরিচয়	২৫
শাম ও মিশরের যোগসূত্র	৩০
নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনি	৩৩
নবুওয়াত-পরবর্তী মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনি	৩৭
মুসা আলাইহিস সালামের মিশর-ত্যাগ ও ফিরআউনের পতন	৪৫
প্যালেস্টাইনের পথে বনি ইসরাইলের যাত্রা	৪৯
নির্বাসনের ৪০ বছর	৫৫
বনি ইসরাইলের জেরুজালেমে প্রবেশ	৮৩
বনি ইসরাইলের পদস্খলন	৯১
বাদশাহ তালুত ও তার নেতৃত্বে জয়লাভ	৯৭
দাউদ আলাইহিস সালামের শাসনকাল	১০৩
সুলাইমান আলাইহিস সালামের শাসনকাল	১০৭
জিনজগৎ ও সুলাইমান আলাইহিস সালাম	১২১
সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুপরবর্তী অবস্থা	১৩৭
বনি ইসরাইল থেকে ইহুদি হয়ে যাওয়া	১৪৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইহুদি এবং খ্রিষ্টান : এক উম্মাহর বিভাজনের পটভূমি ১৫৬
ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম ১৬৮
ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিযাসমূহ ১৮১
উম্মাহর দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া ১৮৬
উম্মাহর তিন ভাগে বিভক্ত হওয়া ১৯১
খ্রিষ্টধর্মের মূলনীতি এবং বাইবেল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ২০৯
বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রিত্ববাদের পর্যালোচনা ২১৩
ঈসা আলাইহিস সালামই কি আল্লাহ! ২১৯
ঈসা আলাইহিস সালাম কি আল্লাহর ছেলে! ২২৩
আদি পাপ : বাইবেলের আলোকে আলোচনা ২২৮
আদি পাপ : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ২৩২
ক্রুশবিদ্ধের ঘটনা : বাইবেল যা বলে ২৩৬
ক্রুশবিদ্ধের ঘটনা : ইসলাম যা বলে ২৪০
বাইবেলের আলোকে বর্তমান খ্রিষ্টানদের জীবনযাত্রা ২৫৩
খ্রিষ্টধর্মের বিবর্তন : বিকৃতির অনুসন্ধান ২৫৭
বাইবেলে শেষ নবির আগমন-বার্তা ২৬৯
এক সূত্রে গাঁথা সবকিছু ২৭৭
তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব : আমাদের জীবনে এর প্রাসঙ্গিকতা ২৮১
নির্ঘন্ট ২৯১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচনা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা, পরিচিত কিছু বোনের সাথে কথা বলছিলাম সুরা ফাতিহা নিয়ে। শেষ আয়াত নিয়ে কথা বলার সময় অবধারিতভাবে সেই হাদিসটির[১] প্রসঙ্গ এলো যেখানে জানানো হচ্ছে—আল মাগদুবি আলাইহিম الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (যাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ) বলতে ইহুদিদের এবং আদ-দাল্লীন الضَّالِّينَ (যারা পথভ্রষ্ট) বলতে খ্রিষ্টানদের[২] বোঝানো হচ্ছে। শুনে এক বোন খুব সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আপু, ইহুদি কারা?' আমি একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি! কী বলব? দিনের মধ্যে ১৭বার[৩] যাদের মতো হওয়া থেকে আশ্রয় চাইছি, তাদের সম্পর্কেই আমরা জানি না, অদ্ভুত না বিষয়টা?

আরেককবার এক পরিচিত খালাম্মা আমাকে বলছিলেন, 'আশুরার একটা সিয়াম রেখেই আমি কাহিল, আরেকটা রাখতে পারব না। আল্লাহ তো জানেনই আমি ইহুদি না!' একবার মনে হয়েছিল বলি, 'আল্লাহ তো সবই জানেন, আন্টি। এভাবে ভাবলে তো কোনো কিছুই করার দরকার নেই।' কিন্তু চুপ করে ছিলাম। কারণ,

---

[১] আদি ইবনু হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইহুদিরা অভিশপ্ত এবং নাসারাগণ পথভ্রষ্ট। *সহিহ তাখরিজু শারহিল আকিদাতিত তাহাবিয়া* : ৫৩১, *সাহিহাহ* : ৩২৬৩

[২] আমরা খ্রিষ্টান টার্মটার সাথেই বেশি পরিচিত, কিন্তু কুরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত টার্ম হচ্ছে নাসারা, যেটার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে, আমরা সামনে সেটা নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

[৩] ফরয রাকাতের সংখ্যা ১৭। প্রতি রাকাতেই আমাদের সুরা ফাতিহা পড়তে হয়।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুঝতে পারছিলাম, আশুরার সময় দুই দিন সিয়াম রাখার মাধ্যমে[১] ইহুদিদের সাথে আচার অনুষ্ঠানে পার্থক্য বজায় রাখার নির্দেশটার তাৎপর্যই তিনি বুঝে উঠতে পারেননি!

নিঃসন্দেহে এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং আমাদের প্রায় সবার ঘরেরই বাস্তব চিত্র।

কিন্তু এমনটা কি হওয়ার কথা ছিল? আল্লাহ তো কুরআনের একটা বড় অংশজুড়ে ইহুদি-খ্রিস্টানদের পরিচয়, তাদের করে যাওয়া ভুলগুলো তুলে ধরেছেন। তাহলে আমাদের জ্ঞানের এমন দৈন্যদশা কেন?

কারণটা সম্ভত আমাদের জীবনে কুরআনের অবস্থান। এ কথা অনস্বীকার্য যে, কুরআন আমাদের অধিকাংশের জীবনেই অর্থহীন কিছু শব্দমালা, যার অবস্থান শেলফের সবচেয়ে ওপরের তাকে, ধূলিমলিন অবস্থায়।

অন্যের কথা কী আর বলব, এই আমিই তো সেই ছোট্ট বেলাতেই হুজুরের কাছে কুরআন 'খতম' দিয়েছিলাম; কিন্তু কুরআন যে বুঝে পড়ার জিনিস, সেটা কেউ কখনো বলেনি! তবে একটা ভাষা কিছুই না বুঝে তিলাওয়াত করছি—ব্যাপারটা কেন যেন আমার একটুও ভালো লাগত না। তাই বহুবারই ভেবেছি পুরো কুরআন অর্থসহ পড়ে ফেলব। কিন্তু প্রতিবারই একদম শুরুতে গিয়েই আটকে গেছি। সুরা বাকারার পুরোটা জুড়ে মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনী বলা হচ্ছে, কোথা থেকে শুরু হয়েছে, কীসের পরে কী হলো কিছুই বুঝতাম না। তাই উৎসাহ ধরে রাখতে পারতাম না।

তখন বুঝিনি, কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতিটা আসলে কথোপকথনের ভঙ্গির মতো। আদতে কুরআন কোনো 'ইতিহাসের বই' নয়। কুরআনে আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলছেন। তাই কুরআনের বিরবণশৈলী অনেকটা কথোপকথনের ভঙ্গির মতো।

---

[১] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দিন সিয়াম রেখেছেন; সাহাবিদেরও সিয়াম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবিরা তখন আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, এটা তো ইহুদি আর খ্রিস্টানদের কাছেও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন! (আর আমরা যেহেতু তাদের বিরোধিতা করি, তাই আশুরার দিনে আমাদের সিয়াম রাখাটা উচিত হচ্ছে কি?) তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহলে ৯ তারিখেও আমি সিয়াম রাখব।—*সহিহ মুসলিম* : ১১৩৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ হয়তো আমাদের একটা বিষয় শেখাতে চান—কোনো কাহিনির যে অংশটা ওই শিক্ষার সাথে প্রাসঙ্গিক, তখন কেবল সেটাই উল্লেখ করেন। কারও সাথে কথা বলার সময় আমরা কিন্তু এমনটাই করি। আল্লাহ আমার সাথে, শুধুই আমার সাথে কথা বলছেন—এই অনুভূতির স্বাদ আমি তখনই পাব যখন অন্য কোনো উৎস থেকে কুরআনের সেই কাহিনিগুলো সম্পূর্ণরূপে আমাদের জানা থাকবে। তা না হলে অনুবাদ পড়তে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা প্রবল, যেটা আমার হতো।

আজকাল আমরা সবাইকে অর্থ-সহ কুরআন পড়তে উৎসাহিত করি, কিন্তু পড়তে গিয়ে এমন কোনো বিড়ম্বনার স্বীকার হচ্ছে কি না সেই খোঁজ রাখি না। পড়তে গিয়ে হয়তো তাদেরও মনে হচ্ছে, কুরআনে শুধুই পূর্ববর্তী নবিদের কাহিনি। যেটার সাথে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই!

কিন্তু আসলেই কি তাই? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পাঠানো সর্বশেষ ঐশী বাণীতে উল্লেখিত কাহিনির সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না—এটা কি হতে পারে কখনো? কোথাও বিশাল কোনো ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো?

কুরআনের কাহিনিগুলোর পরতে পরতে আসলে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগানোর মতো অসংখ্য নির্দেশনা। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই 'ইতিহাস' বিষয়টি আমাদের সামনে খুব নিরস আর একঘেঁয়ে হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুঘল শাসকদের মাঝে কে কার ছেলে আর কার আমলে কী হয়েছিল এসব মুখস্থ করতে হতো বলেই হয়তো অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সাজানোর কথা আমাদের মাথাতেই আসে না! এই একই মানসিকতা নিয়ে আমরা যখন কুরআনের অনুবাদ পড়তে যাই, তখন সেখানে বর্ণিত নবিদের কাহিনি আমাদের কাছে নিছক 'গল্প' মনে হয়।

অথচ কুরআনের একটা বিশাল অংশজুড়ে আল্লাহ পূর্ববর্তী নবি-রাসুলদের অনুসারীদের কথা বলেছেন তাদের ভুলগুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না আজকের যারা ইহুদি এবং খ্রিষ্টান তারা একসময় আমাদের নবিদেরই (মুসা আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম)[১]

---

[১] আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবি একই

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উম্মত ছিল। তাই সুরা ফাতিহাতে আমরা আদতে সেই সব বৈশিষ্ট্য থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যেসবের কারণে ইহুদিরা আল্লাহর অভিশাপ কুড়িয়েছিল এবং খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমাদের মাঝে থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মুসলিম পরিচয়টা পরকালে খুব একটা উপকারে আসবে না।

এই বইতে তাই আমরা কুরআনে বর্ণিত বনি ইসরাইলের কাহিনি ধারাবাহিকভাবে জানব ও সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা বোঝার চেষ্টা করব, কীভাবে এক উম্মাহ থেকে আমরা ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুসলিম—এই তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে গেলাম। ইনশা আল্লাহ, এই বইটি পড়লে—

এক. কুরআন অর্থ-সহ বুঝতে সুবিধা হবে। কারণ, কুরআনের একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে বনি ইসরাইল সম্পর্কিত বর্ণনা।

দুই. আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব। তখনকার ইহুদিরা কেন তার অবাধ্যতা করেছিল, সেগুলোর ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া কখন কেমন ছিল ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট হবে।

তিন. আজকের ইসরাইল রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠার পেছনে একটা ধর্মীয় যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। সেই যুক্তির স্বরূপ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এর গ্রহণযোগ্যতা বুঝতে পারব।

চার. আমরা মুসলিমরা এখন 'রোল মডেলের' যে চরম সংকটে ভুগছি তা থেকে বের হয়ে আসতে পারব। আমরা 'রোল মডেল' হিসেবে গ্রহণ করতে পারব কুরআন ও সুন্নাহর চরিত্রগুলোকে। এক কথায় আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে কুরআন ও হাদিসকে এক অন্য আলোয় দেখা।

বাণী প্রচার করে গেছেন।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনি ইসরাইলের পরিচয়

বইটি আমরা বনি ইসরাইলের কাহিনি দিয়ে শুরু করছি, তার কারণ মূলত দুটি—

এক. বনি ইসরাইলের ইতিহাস জানলে অল্প সময়ে কুরআনের বিশাল একটি অংশ বোঝা যাবে।

দুই. বনি ইসরাইলের কাহিনি ধারাবাহিকভাবে না জানলে কুরআনে এতৎসংশ্লিষ্ট অংশ বুঝতে পারা কঠিন হয়ে যাবে। এ ছাড়া অন্য কাহিনিগুলো এমন নয়।

বনি ইসরাইল কারা?

বনি ইসরাইল কারা—এটা জানতে হলে প্রথমেই আমাদের ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে জানতে হবে। আমরা হয়তো অনেকেই জানি, ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে 'Father of faith' বলা হয়। একেশ্বরবাদী হিসেবে দাবি করা তিনটি প্রধান ধর্ম—ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম; সবগুলোতেই তিনি স্বীকৃত ও সম্মানিত। সবাই তাকে নিজেদের ধর্মের অনুসারী হিসেবে দাবি করে। এই টানাহ্যাঁচড়াকে খণ্ডন করে দিয়ে আল্লাহ কুরআনে তাকে আখ্যায়িত করছেন 'হানিফ'[১] হিসেবে।

---

[১] ইবরাহিম ইহুদি কিংবা নাসারা ছিলেন না, বরং তিনি তো একজন 'হানিফ' এবং তিনি কখনোই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নন।[সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৬৭] হানিফ বলতে ওই ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি বাতিল দ্বীন থেকে বিশুদ্ধ দ্বীনের দিকে ধাবিত হন।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বাবা ছিলেন একজন মূর্তিপূজক।[১] অপরদিকে তিনি এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। একত্ববাদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে স্বভাবতই তৎকালীন রাজার সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন।[২] তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাওহিদের বাণী থেকে।[৩] আল্লাহর নির্দেশে তখন হিজরত করেন তিনি। সাথে কেবল স্ত্রী সারাহ এবং ভাইয়ের ছেলে লুত আলাইহিস সালাম।[৪] হিজরতকালে তারা এমন এক জনপদে এসে হাজির হন, যেখানকার শাসক ছিল ভীষণ লম্পট আর অত্যাচারী। সুন্দরী নারীদের সে কুক্ষিগত করে রাখত এবং তাদের স্বামীদের নির্বিচারে হত্যা করত। যেহেতু ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দাওয়াত-গ্রহণকারীদের মাঝে সারাহ-ই একমাত্র নারী, তাই তিনি জীবন বাঁচানোর জন্য তাকে (দ্বীনি অর্থে) নিজের বোন বলে পরিচয় দেন।[৫]

তারপরও সেই শাসক সারাহকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। সারাহ আল্লাহর কাছে দুআ করেন। এতে শাসকের হাত সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে যায়। শাসক মিনতিভরে ক্ষমা চায় সারাহর কাছে। সারাহ দয়াপরবশ হয়ে রবের কাছে শাসকের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। শাসক সুস্থ হয়ে পুনরায় একই পাপকাজে সফল হবার প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে তিনবারের বেলায় তার শিক্ষা হয়। অগত্যা সে সারাহকে ছেড়ে দেয় এবং উপহার হিসেবে প্রদান করে হাজেরাকে,[৬] যিনি ছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মালাকাত আঈমানুহু।[৭] হাজেরা ও সারাহর গর্ভ থেকে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দুটি বংশধারার সৃষ্টি হয়। একটি ধারা তৈরি হয় ইসমাইল আলাইহিস সালামের দ্বারা (বিবি হাজেরার গর্ভ থেকে), আরেকটি ইসহাক

---

[১] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ৪১-৪৩

[২] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ২৫৮

[৩] সুরা শুআরা (২৬), আয়াত : ৬৯-৭৪; সুরা আনআম (৬), আয়াত : ৭৭-৭৮; সুরা আনকাবুত (২৯), আয়াত : ১৬-১৯

[৪] সুরা আনকাবুত (২৯), আয়াত : ২৬; তাফসির দ্রষ্টব্য

[৫] *সহিহ বুখারি :* ২২১৭ (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)

[৬] *সহিহ বুখারি :* ২২১৭ (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)

[৭] এখানে প্রচলিত শব্দ 'দাসি'র বদলে কুরআনীয় টার্ম 'মালাকাত আইমানুহু' ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আমাদের দেশে অনেক সময় গৃহকর্মীদেরও দাসি হিসেবে অভিহিত করা হয়, ফলে ইসলামে দাসপ্রথার ফিকহ নিয়ে অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলাইহিস সালামের দ্বারা (সারাহর গর্ভ থেকে)।

এখন আমরা দেখব—সকল ধর্মের মূলে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কীভাবে জড়িত ছিলেন। মাঝখানে অনেকে থাকলেও মূলত ক্রমটা এ রকম—

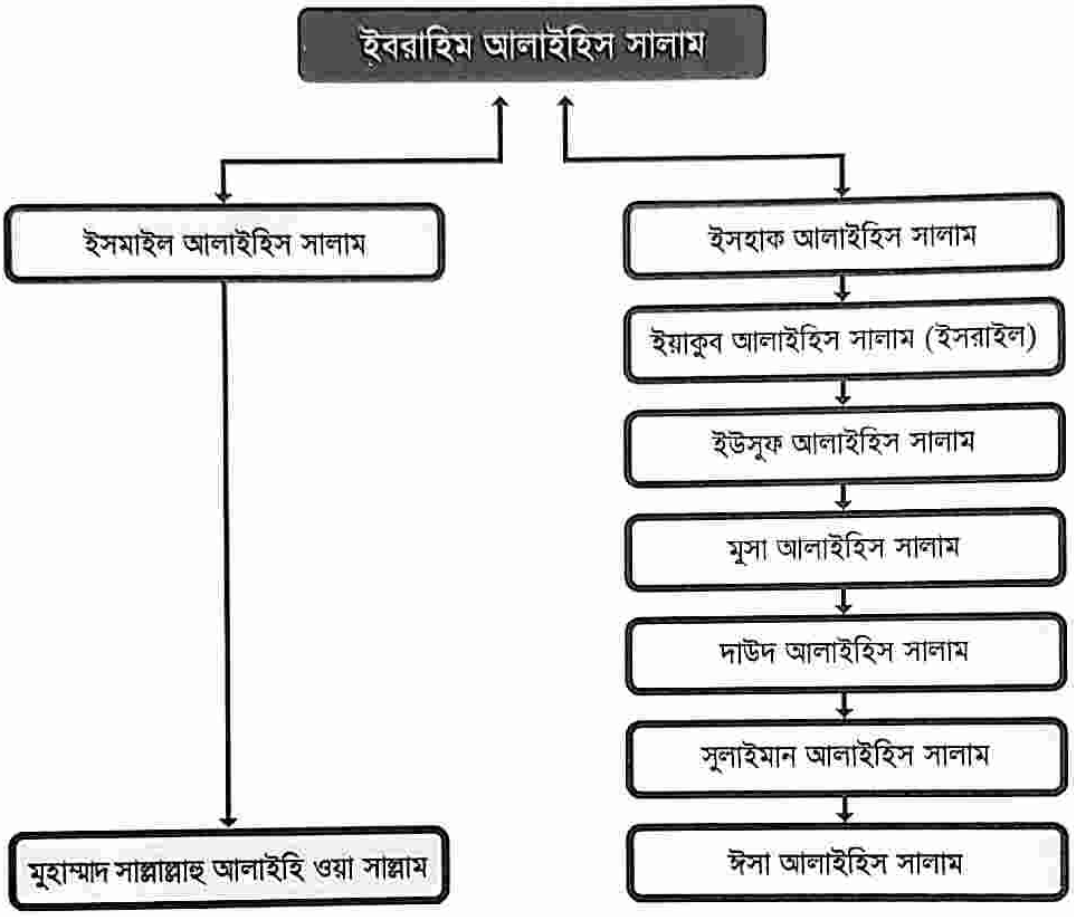

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বনি ইসরাইল মূলত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর। এদের বনি ইসরাইল বলার কারণ হচ্ছে—ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আরেক নাম ছিল ইসরাইল। এই বংশ থেকে অসংখ্য নবির আগমন ঘটেছে; কিন্তু ইসমাইল আলাইহিস সালাম থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত মাঝে আর কোনো নবির আগমন ঘটেনি। তাই এ ধারাকে বলা যেতে পারে বনি ইসমাইল।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রথম সন্তান ছিলেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম। আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার দুধের শিশু ইসমাইল ও স্ত্রী হাজেরাকে আরব মরুভূমির জনমানবহীন প্রান্তরে রেখে আসেন। পানির সন্ধানে হাজেরা সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন; যা পরবর্তীতে হজের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়। এটি পালনের মাধ্যমে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিম উম্মাহ আজও হাজেরাকে স্মরণ করে বিনম্র শ্রদ্ধায়। আল্লাহর অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে এ সময় সৃষ্টি হয় জমজম কূপ, যাকে কেন্দ্র করেই জনশূন্য মরুভূমি পরিণত হয় জনবহুল শহরে। ইসমাইল আলাইহিস সালামের উত্তরসূরিরাও সেখানেই বেড়ে উঠতে থাকে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।[১]

এদিকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন শামে—যা এখনকার সিরিয়া, জেরুজালেম-সহ বিশাল একটি জায়গা নিয়ে গঠিত ছিল। ফেরেশতারা যখন লুত আলাইহিস সালামের জাতিকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হলেন, সেই একই সময়ে তারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে সারাহর গর্ভে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেন।[২]

এভাবে মক্কায় বনি ইসমাইল এবং শাম দেশে বনি ইসরাইলের বংশধরগণ বাস করতে থাকে।

বনি ইসরাইলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য

নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালো জানেন, কেন তিনি কুরআনের এত বিশাল একটি অংশ জুড়ে বনি ইসরাইলের কাহিনি উল্লেখ করার সিদ্ধান্ত নিলেন; কিন্তু আলিমগণ বনি ইসরাইলের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যকে এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন—

» সময়ের দিক থেকে আমরা ও তারা সবচেয়ে কাছাকাছি। ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঠিক আগের নবি এবং তার জাতিও বনি ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত।

» রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের পর এটাই সবচেয়ে বড় উম্মত (সংখ্যার দিক থেকে)।

» এরাই প্রথম উম্মত—যাদের আল্লাহ তাআলা জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর আগে আল্লাহ অবাধ্য জাতিদের প্রাকৃতিক আজাব দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দিতেন।

» আল্লাহ এদের অজস্র নিআমত দিয়েছিলেন। পরে তাদের অবাধ্যতার কারণে সমস্ত নিআমত কেড়ে নেন।

---

[১] *রিয়াদুস সালিহিন* : ১৮৭৬; হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[২] সুরা হুদ (১১), আয়াত : ৭০-৭১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনি ইসরাইল সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা

উল্লিখিত সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি আমাদের একটু ভালো করে খেয়াল করা দরকার। আমরা নিজেদের ইতিহাস পড়ে জানতে পারি, মুসলিমরা একসময় দোর্দণ্ডপ্রতাপের সাথে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই বিশ্ব শাসন করে গেছে। অথচ এখন সবখানে তারা নিদারুণভাবে নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে—এটা দেখতেই যেন আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

আসলে ইসলামের একটা বৈশ্বিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিদ্যমান। অথচ এই ব্যাপারটা আজকাল আমাদের কল্পনাতেই আসে না। আর সে জন্যই ইসলামের অনেক বিধানের প্রজ্ঞাও আমরা বুঝতে পারি না। নাইন ইলেভেনের পর মুসলিমরা নিজেদের নাম পরিবর্তনের জন্য যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল, সেটা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে জাতি হিসেবে আমরা কতটা হীনম্মন্যতায় ভুগছি।

এই যে একটা চরম সম্মানজনক অবস্থা থেকে লাঞ্ছনার চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে আসা, এটা বনি ইসরাইল ও মুসলিম উভয়ের সাথেই ঘটেছে। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, ইতিহাসের ঘটনা-পরিক্রমাগুলো যদি আমরা একটা গ্রাফে উপস্থাপন করি, তাহলে দুটো জাতির অবস্থা পরিবর্তনের যে ক্রম দেখা যাবে—তার মধ্যে কোনটা বনি ইসরাইলের আর কোনটা মুসলিমের—তা আলাদা করাই দুষ্কর হয়ে পড়বে! অর্থাৎ আমরা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছি।

তাই বনি ইসরাইল সম্পর্কে জানার সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয়তা হলো তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আমাদের মাঝে তাদের কাণ্ডকীর্তি নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করার একটা প্রবণতা আছে। অথচ আমরা একবারও ভেবে দেখি না যে, অনুরূপ স্বভাব আমাদের মাঝেও আছে কি না কিংবা আমরাও তেমনটা করছি কি না। তাদের কাহিনি পড়লে আমরা বুঝতে পারব যে, আল্লাহর সাহায্য কোনো জাতির কেনা স্থায়ী সম্পত্তি নয় যে, চাইলেই আকাশ থেকে নেমে আসবে। এটা শর্তসাপেক্ষ, অর্জন করে নিতে হয়। তার মানে—সিরিয়াতে, ফিলিস্তিনে কচুকাটা হওয়া নিষ্পাপ শিশুদের মুখ দেখে আল্লাহ কোথায়, আল্লাহ কেন এগুলো ঘটতে দিচ্ছেন—এসব প্রশ্ন অমূলক। এরপর থেকে আমরা অনুধাবন করব যে, এগুলো আমাদেরই কর্মফল, আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে অবস্থার পরিবর্তনে। তাই ঘুরেফিরে এই পুরো বই জুড়ে আমরা নিজেদের প্রশ্ন করব—আমরা কি সেই সব স্বভাব ধারণ করছি, যার কারণে আল্লাহ বনি ইসরাইলের ওপর থেকে তাঁরই দেওয়া নিআমতসমূহ উঠিয়ে নিয়েছিলেন?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাম ও মিশরের যোগসূত্র

আল্লাহ কুরআনুল কারিমে বনি ইসরাইলের যেসব কাহিনি উল্লেখ করেছেন তার সিংহভাগেরই কেন্দ্রীয় চরিত্র মুসা আলাইহিস সালাম ও তার সময়ের লোকেরা। আমরা যারা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছি, আমাদের প্রায় সবাই হয়তো কমবেশি মুসা আলাইহিস সালাম ও ফিরআউনের নাম শুনেছি। ফিরআউন যে মিশরের রাজা ছিলেন সেটাও হয়তো জানি; কিন্তু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, বনি ইসরাইলের প্রজন্ম বেড়ে উঠেছিল শাম এলাকায়। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠা উচিত, বংশানুক্রমে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বসবাস যদি শাম দেশে হয় এবং সেটাই বনি ইসরাইলের দাবিকৃত আবাসভূমি হয়, তবে মিশরে তারা কীভাবে গেল? কীভাবে তারা মুসা আলাইহিস সালামের সময়ে মিশরে অবস্থান করছিল?

কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি আমরা বিচ্ছিন্নভাবে জানি; কিন্তু যোগসূত্রটা স্থাপন করতে ব্যর্থ হই বলে সামগ্রিক ছবিটা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে না। আসলে এই দুই জায়গার মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে 'সুরা ইউসুফ'-এর কাহিনি।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম হলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলে। তার ভাইরা হিংসার বশবর্তী হয়ে তাকে কূপে ফেলে দিয়েছিল। সেই কূপ থেকে উদ্ধারকারীরা তাকে ক্রীতদাস হিসেবে বিকে দিয়েছিল মিশরে। তার ক্রেতা ছিল সেখানকার একজন কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি। আল্লাহর সুনিপুণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একসময়

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের মন্ত্রী হন।[১] তার ভাইদের চক্রান্তও ফাঁস হয়ে যায়। ইউসুফ আলাইহিস সালাম ক্ষমার অসামান্য নিদর্শন স্থাপন করে তাদের মাফ করে দেন এবং তার পরিবারের সকল সদস্যকে মিশরে নিয়ে আসেন। এই হলো শাম ও মিশরের মাঝে সম্পর্ক। মিশরে অবস্থানকৃত বনি ইসরাইলের মাঝেই আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেছিলেন।

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতোন—ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো একজন ভিনদেশি কীভাবে হঠাৎ করে এত কর্তৃত্বশীল পদ পেলেন। কিছুটা অস্বাভাবিক বৈকি! অবশ্য ইতিহাসের আলোকে দেখলে ব্যাপারটা আর খাপছাড়া মনে হয় না। কারণ, ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন মিশরের শাসনক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিবর্গ নিজেরাই ছিল ভিনদেশি, অমিশরীয়।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, এই জাতির নাম ছিল হিক্সস (Hyksos)।[২] তারা ১৭২০ খ্রিষ্টপূর্বে মিশরের শাসনক্ষমতা দখল করে। যতদিন তারা ক্ষমতায় ছিল, ততদিন বনি ইসরাইল মিশরে মোটামুটি সম্মানের সাথেই অবস্থান করেছে; কিন্তু ১৫৬০ খ্রিষ্টপূর্বের দিকে মিশরীয়রা ভিনদেশি হিক্সস জাতিকে দূর করে দিয়ে নিজেরা শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। এই সময়টা প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে 'New Kingdom'-এর সূচনাকাল হিসেবে পরিচিত।[৩]

এখানে কুরআনের একটা দারুণ ভাষাগত অলৌকিকতা (linguistic miracle) রয়েছে—যা আমরা অনেকেই জানি না। কুরআন যতবার ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়কালে মিশরের রাজার কথা উল্লেখ করছে,[৪] ততবার তাকে 'মালিক' (Malik বা king) হিসেবে সম্বোধন করেছে, ফিরআউন হিসেবে নয়।[৫]

---

[১] বিস্তারিত সুরা ইউসুফ-এর তাফসির থেকে জানা যাবে।

[২] 'Egypt' in H. Lockyer, Sr. (General Editor), F.F. Bruce et al., (Consulting Editors), Nelson's Illustrated Bible Dictionary, 1986, Thomas Nelson Publishers, p. 324.

[৩] পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

[৪] সুরা ইউসুফ (১২), আয়াত : ৪৩, ৭২

[৫] সহিহ বুখারির একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মিশরে হিজরতের একটা ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে মিশরের শাসককে 'রাজা' (مَلِكٌ) বলেছেন; 'ফিরআউন' বলেননি।—*সহিহ বুখারি* : ২২১৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফিরআউন হিসেবে উল্লেখ করছে কেবল মুসা আলাইহিস সালামের সময়কালে মিশরের যে প্রধান ছিল, তাকে।[১] এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটার বিশাল ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। আমাদের অনেকেরই ধারণা হচ্ছে মিশরের রাজা মাত্রই তাকে ফিরআউন বলে ডাকা হতো; কিন্তু ইতিহাস আমাদের জানায় যে, ১৫৬০ খ্রিষ্টপূর্বে 'New Kingdom'-এর সূচনা হওয়ার পর থেকে মিশরের রাজারা ফিরআউন উপাধি গ্রহণ করে, তার আগে নয়।[২] অথচ বাইবেল এই দুই সময়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করেনি, সেখানে সবসময়ই মিশরের রাজাদের ফিরআউন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে[৩]। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল কুরআন বা হাদিস কোনো স্থানের তথ্যই বাইবেল বা অন্য কোনো Judeo-Christian উৎস থেকে কপি করা নয়, বরং এর উৎস ঐশ্বরিক।

যা-ই হোক, ফিরআউন তথা মিশরীয়রা ক্ষমতায় আসার পর এক অন্ধ জাতীয়তাবাদ সমস্ত বিদেশির প্রতি তাদের ক্রোধান্বিত করে তোলে। যেহেতু হিক্সসদের সময়ে বনি ইসরাইল মিশরে এসেছিল, তাই তাদের প্রতিও শাসকগোষ্ঠীর ছিল প্রচণ্ড বিরাগ। এ সময় বনি ইসরাইলের সাথে দাস-দাসির মতো আচরণ করা হতো,[৪] তারা ছিল চরম নির্যাতিত ও অত্যাচারিত।

এই পটভূমিতে যখন আমরা মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনি কুরআনে পড়ব, তখন তা বুঝতে অনেক সহজ হবে, ইনশা আল্লাহ।

[১] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১০৪, সুরা ইউনুস (১০), আয়াত : ৭৫

[২] পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

[৩] Genesis ৪১ : ১৪, ২৫, ৪৬—কয়েকটা উদাহরণ মাত্র।

[৪] সুরা শুআরা (২৬), আয়াত : ২২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনি

ফিরআউন তখন বনি ইসরাইলের শাসক। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ রাজ্যের ছেলেবুড়ো সবাই। একরাতে ফিরআউন একটা স্বপ্ন দেখে।[১] সে সময় স্বপ্নকে খুব গুরুত্বের

---

[১] এই স্বপ্নের কথা আমরা জানতে পারি তাফসির থেকে (*তাফসির ইবনু কাসির*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত), কুরআন বা সুন্নাহ থেকে নয়।

এখানে জেনে রাখা ভালো যে, অনেক সময়েই তাফসিরকারকগণ ইহুদিদের কিতাব এবং লোককাহিনি থেকে প্রাপ্ত তথ্য কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছেন। যেমন—ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহর তাফসির অন্যতম নির্ভরযোগ্য একটি তাফসির, সেখানেও প্রচুর ইসরাইলি রেওয়ায়েত উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিষেধ থাকলেও পরবর্তীকালে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি ইসরাইল থেকে বিভিন্ন জিনিস বর্ণনার সাধারণ অনুমতি প্রদান করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদি একটি আয়াতও হয়। বনি ইসরাইল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা করো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদিস) আরোপ করল, সে যেন জাহান্নামকে নিজের আশ্রয় বানিয়ে নিল।—*সহিহ বুখারি* : ৩৪৬১

তাই সাহাবিগণ বিভিন্ন ইসরাইলি রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেন। তবে এগুলোকে মোটেও আল্লাহ বা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য হিসেবে কিংবা ইসলামি আকিদার (বিশ্বাস) অংশ হিসেবে বর্ণনা করতেন না। তাই ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরের ভূমিকাতে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, এগুলো তিনি করেছেন কেবল 'শোভাবর্ধনের জন্য'। আমাদের সময়ে কোন তথ্যটা ইসরাইলি বর্ণনা থেকে প্রাপ্ত সেটা জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ, ইসরাইলি রেওয়ায়েত থেকে বর্ণিত কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা উদ্ধৃত করে ইসলামের সমালোচকরা ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করে। তারা বলতে চায় যে, ইসলামে এসব

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাথে নেওয়া হতো, যা আমরা ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনিতেও দেখতে পাই। কিছু স্বপ্নবিশারদ ফিরআউনের সেই স্বপ্নটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন—বনি ইসরাইলের ছোট্ট এক শিশু বড় হয়ে তার এই সাম্রাজ্য একদিন দখল করে নেবে। ভবিষ্যদ্বাণী ঠেকাতে তথা সাম্রাজ্য বাঁচাতে ফিরআউন বনি ইসরাইলের প্রতিটি ঘরে সদ্য-জন্ম-নেওয়া ছেলেশিশুদের হত্যা করতে থাকে।[১][২]

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা সুনিপুণ। শত চেস্টার পরও মুসা আলাইহিস সালামকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয় ফিরআউনের বাহিনী। কেননা, তার জন্ম হয়েছিল সকলের অগোচরে। আল্লাহ তখন তার মাকে নির্দেশ দেন মুসাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে। সেইসাথে প্রতিশ্রুতি দেন, ছোট্ট মুসাকে তিনি মায়ের বুকে ফিরিয়ে দেবেন।[৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না!

মুসা আলাইহিস সালামকে বহনকারী সিন্দুকটিকে অনুসরণ করছিল তার বোন। একসময় সিন্দুকটা এসে ঠেকে স্বয়ং ফিরআউনের প্রাসাদের সামনে। স্ত্রী আসিয়ার পীড়াপীড়িতে সিন্দুকের ভেতর পাওয়া শিশুটিকে ফিরআউন দত্তক নিতে রাজি হয়। কিন্তু শিশু মুসা কারও বুকের দুধই পান করছিলেন না! অবস্থা সঙিন দেখে মুসা আলাইহিস সালামের বোন জানায়, 'সে এক নারীকে চেনে, যিনি বাচ্চাদের দুধপান করান। তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। তিনি হয়তো এই শিশুটিকে দুধ পান করাতে পারবেন।' সেই নারী আর কেউ নন, তিনি ছিলেন মুসা আলাইহিস সালামের মা! এভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় দুধ খাওয়ানোর জন্য ছোট্ট মুসার কাছে তার মাকে পাঠানো হয়![৪]

কথা বলা আছে; কিন্তু আমাদের দ্বীনের অংশ তো শুধু সেটুকুই যা আমরা জানতে পারি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। এ প্রসঙ্গে একটা সুন্দর লেখা পাওয়া যাবে এই লিংকে : https://cutt.ly/ZreTrJD

[১] সুরা কাসাস (২৮), আয়াত : ৪, সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৪৯

[২] এই জায়গায় আমাদের জন্য একটি বিশাল শিক্ষণীয় ব্যাপার রয়েছে। প্যালেস্টাইনের নিরীহ শিশুগুলোর নিষ্পাপ মুখ যখন আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করছে, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে, ক্ষমতাসীনদের দ্বারা এমন পাশবিক কাজ যুগে যুগেই হয়ে এসেছে, এটা নতুন কিছু নয়।

[৩] সুরা কাসাস (২৮), আয়াত : ৭

[৪] এই পুরো ঘটনাটা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তবে বিচ্ছিন্নভাবে তিনটি সুরাতে। সুরাগুলো হলো—সুরা ত-হা (২০), আয়াত : ৩৮-৪০; সুরা শুআরা (২৬), আয়াত : ১৮; সুরা কাসাস (২৮), আয়াত : ৭-১৩। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ সুরাগুলো পড়ে দেখতে পারেন।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একজন মা-ই কেবল বুঝতে পারবেন, মুসা আলাইহিস সালামের মা তখন কী কঠিন একটা সময় পার করেছিলেন! আল্লাহ তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না। আল্লাহ কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না—কেবল এ কথার ওপর বিশ্বাস রেখে তিনি রবের আনুগত্য করেছিলেন সেদিন। এখানে আমাদের জন্য চমকপ্রদ একটি শিক্ষা রয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহর ওপর ভরসা করলে শেষ ফলাফল সবসময় দারুণ হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকাটাই হচ্ছে আসল চ্যালেঞ্জ!

মুসা আলাইহিস সালামের মা-ও আর দশজন সাধারণ নারীর মতোই ছিলেন, যার কিনা এই পরিস্থিতি সামাল দিতে মারাত্মক কষ্ট হয়েছিল। তার মানবীয় এই গুণটির কথা স্মরণ করে জীবনের কঠিন সব পরিস্থিতিতেও আমরা মনে সাহস জোগাতে পারব, ইনশা আল্লাহ।

মুসা আলাইহিস সালামের মিশর-ত্যাগ

ফিরআউন শত শত শিশুকে হত্যা করেছিলো কেবল একটি শিশুর আগমন ঠেকাতে। সাম্রাজ্যের ওপর সম্ভাব্য হুমকি প্রতিরোধের জন্য গৃহীত সকল ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সেই শিশু তথা মুসা আলাইহিস সালাম লালিতপালিত হতে থাকে ফিরআউনের প্রাসাদেই।

মোটামুটি তরুণ বয়সে পৌঁছানোর পর একদিন মুসা আলাইহিস সালাম দেখলেন, একজন মিশরীয়র সাথে বনি ইসরাইলীয় একজনের বাক-বিতণ্ডা চলছে। তখন ইসরাইলীয়র পক্ষ নিয়ে তিনি মিশরীয়কে একটি ঘুসি দিতেই ওই ব্যক্তি মারা যায়। এটা ছিল একেবারেই অনিচ্ছাকৃত এবং তিনি সাথে সাথেই খুব অনুতপ্ত হন।[১]

একজন মিশরীয়র নিহত হওয়া তখনকার পরিস্থিতিতে খুবই গুরুতর ব্যাপার ছিল। কে এই হত্যাকারী—তাই নিয়ে হট্টগোল পড়ে যায় সবার মাঝে। কারণ, ঘটনাটা দিনের এমন সময়ে ঘটেছিল যখন আশেপাশে কেউ ছিল না। পরদিন দেখা গেল ওই বনি ইসরাইলীয় আবার আরেকটি ঝামেলা পাকিয়ে বসেছে এবং সে পুনরায় মুসা আলাইহিস সালামের সাহায্য চাইছে। তখন মুসা আলাইহিস সালাম বুঝলেন যে, দোষ ওই বনি ইসরাইলীয় লোকটিরই। তাই তিনি যখন ওকে শায়েস্তা করতে

---

[১] এখান থেকে আমরা বুঝি যে, কোনো পাপই আল্লাহর ক্ষমার চেয়ে বড় নয়, যদি আন্তরিকভাবে তাওবা করা হয়।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চাইলেন, তখন সে বলে উঠল 'তুমি কি আজ আমাকে সেভাবে হত্যা করবে, যেভাবে গতকাল একজন মিশরীয়কে হত্যা করেছ?'

ব্যস! এভাবে স্বজাতির মুখ দিয়েই বের হয়ে গেল সেই মিশরীয়র হত্যাকারী কে ছিল!

বলাই বাহুল্য ফিরআউন ও তার সভাষদগণ মুসা আলাইহিস সালামকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। জীবন বাঁচানোর জন্য তখন মুসা আলাইহিস সালাম শহর থেকে পালিয়ে গেলেন, রওনা হলেন মাদইয়ান অভিমুখে।[১]

মুসা আলাইহিস সালামের বিয়ে ও মাদইয়ানে অবস্থান

মুসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ান পৌঁছালেন ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায়। এই অবস্থায় এক কূপের ধারে তিনি দেখলেন একদল লোক তাদের পশুকে পানি পান করাচ্ছে। আর তাদের পেছনে দুজন মেয়ে নিজেদের পশু নিয়ে অপেক্ষা করছে। লোকেরা চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা পানি পান করাতে পারছে না। তাই দেখে মুসা আলাইহিস সালাম তাদের পশুকে পানি পান করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি এক অসাধারণ দুআ করেন, যেটা আমাদের সবার মনে রাখা উচিত—

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হে আমার রব, নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাজিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।[২]

এই দুআ করার সাথে সাথেই যেন তার রিযিকের দরজা খুলে যায়। কৃতজ্ঞতাবশত মেয়ে দুটো তাকে নিয়ে যায় তাদের বাবার কাছে। পরে ঘটনাক্রমে এদের একজনের সাথে মুসা আলাইহিস সালামের বিয়ে হয়। মেয়েদের বাবার সাথে করা চুক্তি অনুযায়ী মুসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ানে ১০ বছর অবস্থান করেন।[৩] এরপর তিনি রওনা হন মিশরের উদ্দেশে।

---

[১] এই পুরো ঘটনাটা বর্ণিত হয়েছে সুরা কাসাসে ১৫ থেকে ২২ আয়াত পর্যন্ত।

[২] সুরা কাসাস (২৮), আয়াত : ২৪

[৩] পুরো কাহিনি রয়েছে সুরা কাসাসের ২৩-২৮ নাম্বার আয়াতে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবুওয়াত-পরবর্তী মুসা আলাইহিস সালামের কাহিনি

মাদইয়ান থেকে মিশরে ফিরে আসার পথে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছ থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। আল্লাহ তাকে দুটি মুজিযা দান করেন এবং ফিরআউনের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশ করেন। মুজিযা দুটি ছিল তার হাতের লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া এবং তার বাহুমূল থেকে আলোকরশ্মি নির্গত হওয়া।[১] তারপরও মুসা আলাইহিস সালামের ভয় পুরোপুরি যায় না। মুসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনের হাতে নিহত হবার আশঙ্কা করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে অভয় দেন। তবু মুসা আলাইহিস সালাম পুনরায় নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে কিছু দুআ করেন। নিজের সঙ্গী হিসেবে প্রার্থনা করেন তার বড় ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে। আল্লাহ তার সবগুলো দুআই কবুল করেন। এসব দুআগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিচের দুআটি, যা আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি; কিন্তু এই দুআ কে করেছিলেন, কোন সময়ে করেছিলেন—তা আমরা জানতাম না। জানলে হয়তো এর মর্মার্থ আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারতাম—

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

---

[১] সুরা ত-হা (২০), আয়াত : ২০-২২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে আমার রব, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন—যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।[১]

আগেই বলেছি, কুরআনে এই কাহিনিগুলো এসেছে বিচ্ছিন্নভাবে। যেমন : এই কথোপকথনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটা যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আমাদের সুরা ত-হা'র ৯ থেকে ৪৬ নং আয়াত এবং কাসাসের ২৯ থেকে ৩৫ নং আয়াতগুলো একত্র করে পড়তে হবে।

এখানে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলা যখন ফিরআউনকে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন, তিনি যেন ফিরআউনের সাথে নম্রভাবে কথা বলেন![২] আল্লাহ তো জানতেনই যে, ফিরআউনকে দাওয়াত দিয়ে কোনো লাভ হবে না। তবুও মুসা আলাইহিস সালাম যেন আশা না হারান, সে জন্য তাকে বললেন, 'হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।' এখান থেকে আমরা দাওয়াতি কাজের খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি মূলনীতি পাই—**এক.** নম্রতা। **দুই.** আশাবাদ বা ইতিবাচক মনোভাব।

মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক ফিরআউনকে দাওয়াত প্রদান

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর প্রথম যখন মুসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনের সাথে কথোপকথন শুরু করেন, সেটা মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে সুরা ত-হা (আয়াত : ৪৭-৫২) এবং সুরা শুআরায় (আয়াত : ১৬-৩৩)। ফিরআউনকে মুসা আলাইহিস সালাম মূলত দুটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন—

১) ফিরআউনকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে নতুবা

২) বনি ইসরাইলকে মুক্ত করে দিয়ে মুসার সাথে প্যালেস্টাইন যেতে দিতে হবে।

ফিরআউনের প্রতিক্রিয়া

একটি দাওয়াহ কোর্সে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে ফিরআউনের কথোপকথন ও এর বিশ্লেষণ পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তখন বুঝতে পেরেছিলাম আজকের

---

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ২৫-২৮

[২] সুরা ত-হা (২০), আয়াত : ৪৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই সময়ে এখান থেকে কত কী শেখার আছে! প্রথমে ফিরআউন এ-কথা সে-কথা নানা প্রসঙ্গ তুলে মুসা আলাইহিস সালামের বক্তব্যের মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করে; কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম কথার খেই না হারিয়ে আল্লাহর পরিচয় দিয়ে যেতে থাকেন। এখান থেকে আমরা শিখি যে, অবিশ্বাসীরা নানা সাইড-টপিক তুলে আমাদের দাওয়াতি কাজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে চাইবে। তবু তাদের অযথা কথার পেছনে সময় ও শক্তি ব্যয় না করে নিজেদের কাজ করে যেতে হবে।

যা-ই হোক, ফিরআউন যখন দেখল মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথায় পেরে ওঠা অসম্ভব, তখন ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে চাইল। এ সময় মুসা আলাইহিস সালাম তাকে আল্লাহর দেওয়া মুজিযাগুলো দেখান; কিন্তু ফিরআউন সেগুলোকে সুস্পষ্ট জাদু হিসেবে আখ্যায়িত করে। সে মুসা আলাইহিস সালাম ও তার ভাইকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায়; কিন্তু তখন তার সভাসদরাই তাকে পরামর্শ দেয়, তাদের যেন আরও কিছুদিন অবকাশ দেওয়া হয় এবং জাদুকরদের সাথে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, জাদুকর কেন? তৎকালীন মিশরে জাদুবিদ্যার খুব সম্মান ছিল এবং তারা এটাতে খুব পারদর্শীও ছিল। যেহেতু মুসা আলাইহিস সালামের মুজিযাকে ফিরআউন জাদু হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল, তাই তারা ভেবেছিল জাদুকরদের দক্ষতার মাধ্যমে মুসা আলাইহিস সালামকে পরাস্ত করা যাবে। তাছাড়া ফিরআউন যেসব জাদুকরদের নিযুক্ত করেছিল, তারা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ দল।

জাদুকরদের সাথে মুসা আলাইহিস সালামের প্রতিযোগিতা

ফিরআউন তার অধীনস্ত জাদুকরদের বিজয়ের ব্যাপারে খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিল। তাই মুসা আলাইহিস সালাম যখন উৎসবের দিনে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চাইলেন, ফিরআউন তখন একবাক্যে রাজি হয়ে গেল। অগণিত দর্শকের ভিড়ে পুরো রাজ্য যেন গমগম করে ওঠে, এজন্য প্রতিটি মহল্লায় ঘোষণা দেওয়া হলো। আসলে ফিরআউনের উদ্দেশ্য ছিল হাজারো লোকের সামনে মুসা আলাইহিস সালামকে হেয় করা। বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে ডেকে আনা হয় শহরের শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের। প্রকাশ্য দিবালোকে, রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় যেন কে শ্রেষ্ঠ এটা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ না থাকে। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে মুসা আলাইহিস সালাম উপস্থিত জাদুকরদেরও দ্বীনের দাওয়াত দেন। তার বক্তব্য

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শুনে সবাই একটু বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল, এ ধরনের বক্তব্য কোনো জাদুকরের কথা হতে পারে না। নিজেদের ভেতর আলোচনা করে তারা তাদের শ্রেষ্ঠ কৌশল প্রদর্শন করতে বদ্ধপরিকর থাকে। ফিরআউনের কাছ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার পাবার আশা ছিল এর একটি বড় কারণ। তবে তারা যে একটু বিভ্রান্ত হয়েছে সেটা গোপন করে এমন ভাব দেখাতে শুরু করল যেন কিছুই হয়নি। মুসা আলাইহিস সালামের কাছে জানতে চাইল কে আগে শুরু করবে। মুসা তাদেরকে আগে জাদু দেখানোর আহ্বান জানালেন। জাদুকররা মুসার সামনে রশি আর লাঠি ছুড়ে মারে। দৃষ্টিভ্রমের কারণে বস্তুগুলোকে জীবন্ত মনে হতে থাকে, যেন ওরা প্রাণপণে ছোটাছুটি করছে। এতে মুসা আলাইহিস সালাম কিছুটা ভয় পেয়ে যান। এখানে আমরা 'মানুষ মুসা'র মানবীয় সীমাবদ্ধতার সাথে পরিচিত হতে পারি। কিন্তু আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে অভয় দিয়ে বলেন হাতের লাঠিটি ছুড়ে দিতে যা আল্লাহর ইচ্ছায় সত্যিকারের সাপে পরিণত হয় এবং জাদুকরদের ছুড়ে দেওয়া জিনিসগুলো এক এক করে খেয়ে ফেলে।

মুহূর্তের মাঝে ঘটে যায় এক অভাবনীয় ঘটনা। ফিরআউনকে হতভম্ব করে দিয়ে সকল জাদুকর প্রকাশ্য দিবালোকে সবার সামনে ঈমান আনে। ক্রোধে উন্মত্ত ফিরআউন বলতে থাকে, নিশ্চয়ই মুসার সাথে জাদুকরদের কোনো যোগসাজশ হয়েছে। আর এ কারণেই তারা দল পাল্টে ফেলেছে। সে জাদুকরদের হত্যার হুমকি দেয়। কিন্তু সহসাই তাদের ঈমান এতটা মজবুত হয়ে গেল যে, প্রাণ হুমকির মুখে জেনেও তারা পিছপা হলো না। ফিরআউন তৎক্ষণাৎ তাদের সবাইকে হত্যা করে।[১] এভাবে শত শত মানুষের সামনে প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ ফিরআউনের জন্য আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়ায়। আপামর জনগণের সামনে সে অপমানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এটা আমাদের জন্য বড় একটা শিক্ষা। আপাতদৃষ্টিতে কোনো পরিস্থিতি আমাদের জন্য প্রতিকূল মনে হলেও শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে, কারণ আল্লাহ চাইলে সেই প্রতিকূল অবস্থাই কল্পনাতীত সাফল্য বয়ে আনতে পারে।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, ঈমান আনলে প্রাণ হারাতে হবে, এটা জানা সত্ত্বেও জাদুকররা কেন ঈমান এনেছিল? এর কারণ একটাই—জ্ঞান। জাদুবিদ্যায়

---

[১] জাদুকরদের এই কাহিনির বিবরণ পাওয়া যাবে সুরা শুআরা (২৬), আয়াত : ৩৭-৫১; সুরা ত-হা (২০), আয়াত : ৫৮-৭৪ এবং সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১১০-১২৬

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলেই তারা বুঝতে পেরেছিল, মুসা আলাইহিস সালামের এই কর্মকাণ্ড কোনো জাদু কিংবা দৃষ্টির কোনো ভ্রান্তি নয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই লাঠিটি সাপে পরিণত হয়েছে, যা কোনো মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব নয়।

জাদুকরদের এই ঈমান আনার ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সত্য অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন দুটো বিষয়—

১) জ্ঞান, তা যে বিষয়েরই হোক না কেন

২) সত্য গ্রহণের ব্যাপারে নিরপেক্ষ এক হৃদয় যেখানে বিন্দুমাত্র অহংকার নেই।

'যেকোনো বিষয়ের জ্ঞান' —এই কথাটা বিশেষ মনোযোগের দাবিদার। কারণ আমরা আজকাল জ্ঞানকে, দ্বীনি ও দুনিয়াবি, এই দুইভাগে ভাগ করে ফেলেছি যা আমাদের ক্ষতি বৈ উপকার করছে না। আমাদের বরং উচিত হাদিসের মতো করে জ্ঞানকে, উপকারী ও অনপকারী, এই দুভাগে ভাগ করা। কারণ হৃদয়টা যদি নিষ্কলুষ থাকে তাহলে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, সাইকোলজি, অর্থনীতি, ভূগোল ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ের জ্ঞানই আমাদের সত্যকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারে, যেমনটা হয়েছিল জাদুকরদের ক্ষেত্রে।

আমরা আগে দাওয়াতি কাজের দুটো মূলনীতি (নম্রতা ও আশাবাদিতা) উল্লেখ করেছি। এখানে সত্য উপলব্ধির যে দুটো পূর্বশর্ত নিয়ে আলোচনা করলাম, সেগুলো যদি পাশাপাশি দাঁড় করাই, তাহলে একটা পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা পেতে পারি। আমরা জানি না, কার হৃদয়ের অবস্থা কেমন। আপাতদৃষ্টিতে জাদুকরদের ঈমান আনার বিষয়টা অসম্ভব মনে হলেও আল্লাহর ইচ্ছায় তা ঠিকই সম্ভব হয়েছে। তাই কারো ব্যাপারেই আগাম ধারণা না করে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে নম্রতার সাথে আমাদের দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে হবে, সেই সাথে বিভিন্ন বিষয়ের সুগভীর জ্ঞান আমাদের দাওয়াত প্রদানের ধরনকে যুগোপযোগী আর অধিক কার্যকর করে তুলবে ইনশাআল্লাহ।

এক সময় যেসব জাদুকর ছিল ফিরআউনের অতি প্রিয় পাত্র, ঈমান আনার পর তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করতে ফিরআউন বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। এই ঘটনার মধ্যেও আমাদের জন্য রয়েছে বিশাল এক শিক্ষা। আমরা অনেক সময় ভাবি, নানা অপকর্মে সাহায্য করে আমরা ক্ষমতাসীনদের সুদৃষ্টি পাব। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হলো

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জালিম শাসকরা শুধু নিজেদের স্বার্থটাই বোঝে। যদি আমাদের কোনো কথা বা কাজ তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে যত দীর্ঘসময় ধরেই আমরা তাদের পক্ষে কাজ করে থাকি না কেন, পথের কাঁটা ভেবে আমাদের সরিয়ে দিতে তারা এক মুহূর্ত দেরি করবে না। আবার আমরা যদি আশা করি যে, ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে জালিম শাসকদের বদান্যতা পাব, তবে সেটাও হবে এক আকাশকুসুম কল্পনা।

এখানে উল্লেখ্য, তৎকালীন মিশরে জাদুবিদ্যার ব্যাপক সম্মান ছিল এবং তারা এটাতে ভীষণ পারদর্শীও ছিল। আমরা অনেকেই জানি, একটি সমাজে যখন যে দক্ষতার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি থাকে, আল্লাহ তাঁর নবিদের সে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দান করেন যেন লোকেরা নবিদের বিশিষ্টতা বুঝতে পারে এবং তার আনুগত্য মেনে নেয়। তাই মুসা আলাইহিস সালামকে এমন মুজিযা দেওয়া হয়েছিল যেটা জাদু বিদ্যাকে হার মানায়, ঈসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছিল অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান, কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করার ক্ষমতা যা তখনকার মানুষদের জন্য এক অভিনব ব্যাপার, যদিও চিকিৎসা বিদ্যায় তাদের সুগভীর জ্ঞান ছিল। আর আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হয়েছে কুরআন দিয়ে যার পাতায় পাতায় খুঁজে পাওয়া যায় ভাষাগত অলৌকিকত্ব (linguistic miracle), কারণ তৎকালীন আরবরা তাদের ভাষাগত দক্ষতা নিয়ে খুব গর্ব করত।

জাদুকরদের ঘটনার পর ফিরআউন ও মিশরীয়দের প্রতিক্রিয়া

ফিরআউনের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন, সে ঠিকই সত্য চিহ্নিত করতে পেরেছিল, কিন্তু অহংকারবশত ঈমান আনেনি।[১] আর জাদুকরদের এই ঘটনা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটেছিল, সবাই এটার কথা জানত, তারপরও খুব কমসংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিল। বাকিরা সত্য অনুধাবন করতে পারলেও ফিরআউনের ভয়ে সাহস করেনি।

ফিরআউনের অনুসারীদের ওপর নানা ধরনের আজাব

আমরা হয়তো অনেকেই জানি, পরকালের ভয়াবহ শাস্তির আগে মাঝে মাঝে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার বুকেই আমাদের শাস্তি দিয়ে থাকেন যেন আমরা তাঁর দিকে ফিরে আসি। মিশরীয়দের সাথেও ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। সতর্কবার্তা হিসেবে

---

[১] সুরা নামল (২৭), আয়াত : ১৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা সম্মুখীন হয় নানারকম পরীক্ষার—দুর্ভিক্ষ, তুফান, পঙ্গপাল, উঁকুন, ব্যাঙ ইত্যাদি। প্রাথমিকভাবে এসব তাদের মাঝে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনই আনেনি। যখনই কোনো বিপদ আসত, ভুল স্বীকার করা তো দূরের কথা, তারা এসবের জন্য মুসা আলাইহিস সালাম ও বনি ইসরাইলের কাঁধে দোষ চাপিয়ে দিত, তাদেরকে কুলক্ষণ হিসেবে অভিহিত করত। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে আবহাওয়া অফিসের সতর্ককারী ব্যক্তিকে অলক্ষুণে মনে করে আমরা যদি তাকে তিরস্কার করা শুরু করি তাহলে ব্যাপারটা যেমন দাঁড়াবে, এখানেও ঠিক সেরকমই ছিল! আর বিপদ কেটে গেলেই তারা দাবি করত, তারা নিজেরাই সব সমস্যার সমাধান করেছে। মানে নিজেদেরকে শোধরানোর কোনো প্রবণতাই ছিল না তাদের মাঝে। কিন্তু কিছুতেই যখন বিপদসমূহ থেকে স্থায়ীভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না তখন তারা কিছুটা নমনীয় হলো এবং মনে মনে এটা স্বীকার করে নিল যে, একমাত্র মুসা আলাইহিস সালামের রবের পক্ষেই সম্ভব তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। তাই পরের দিকে তারা মুসা আলাইহিস সালামকে অনুরোধ করত যেন তিনি তার রবের কাছে দুআ করে এই বিপদ সরিয়ে নেন, তাহলেই তারা ঈমান আনবে এবং বনি ইসরাইলদের চলে যেতে দেবে।[১] অথচ আজাব সরিয়ে নেওয়া হলেই তারা তাদের সেই ওয়াদার কথা বেমালুম ভুলে যেত।[২]

মুসা আলাইহিস সালামের আগমনে বনি ইসরাইলের প্রতিক্রিয়া

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—বনি ইসরাইলের প্রতিক্রিয়া। মুসা আলাইহিস সালাম যে তাদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, প্যালেস্টাইনে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, এই পুরো ব্যাপারটাতে তারা তো খুশি ছিলই না, উলটো আরও বিরক্ত হচ্ছিল। সেটা তারা প্রকাশও করেছিল স্পষ্ট ভাষায়—

---

[১] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১৩৩-১৩৫

[২] এই অভ্যাসটা কি চেনা চেনা লাগে? যখনই কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন, ভূমিকম্প বা অনাবৃষ্টি হয় আমরা আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে দুআ করতে থাকি তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। ভাবি যে, আল্লাহ এবার রহম করলেই আমরা আল্লাহমুখী হয়ে যাব। কিন্তু যখন আল্লাহ সত্যি সত্যি আজাব সরিয়ে নেন, আমরা আবারও ফিরে যাই আমাদের অবাধ্যতাপূর্ণ জীবনে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> তারা বলল, আপনি আমাদের নিকট (নবিরূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা (ফিরআউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছি।[১]

অর্থাৎ তাদের আগের যে দাসত্বের জীবন, সেটাতে তারা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারা কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি ছিল না।

এই জায়গায় কি আমাদের সাথে তাদের কোনো মিল পাওয়া যায়? ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নেই বলে, ইসলামি অর্থ ও আইন-ব্যবস্থা বর্তমানে অনুপস্থিত বলে আমাদের জীবনে একটার পর একটা সমস্যার আবির্ভাব ঘটছে। যার ফলে আমাদের জীবনও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। অথচ এগুলো প্রতিষ্ঠা করতে সামান্য যে ত্যাগের দরকার, সেটাও আমরা করতে রাজি নই। সুদভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কথাই ধরুন, সুদের জন্য জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী, অথচ আমরা ব্যাংকের সাথে সুদভিত্তিক লেনদেন এবং সুদি ব্যাংকের চাকরি ইত্যাদি ছাড়তে প্রস্তুত নই একদমই!

[১] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১২৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসা আলাইহিস সালামের মিশর-ত্যাগ ও ফিরআউনের পতন

এভাবে বারবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পর আল্লাহ ঠিক করলেন, তিনি ফিরআউনের অনুসারীদের আর সময় দেবেন না। তিনি মুসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিলেন রাতের অন্ধকারে বনি ইসরাইলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে। ওদিকে ফিরআউন সেটা টের পেয়ে যায়। বনি ইসরাইল এভাবে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবে—এটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তাই ভোররাতের দিকে সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনি ইসরাইলের পিছু নেয়। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে লোহিত সাগরের কাছাকাছি এসে ফিরআউন ও তার সৈন্যদল মুসা আলাইহিস সালাম আর বনি ইসরাইলকে দেখতে পেল।

আসুন দৃশ্যটা একটু কল্পনা করি। মনে করুন আপনি ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আপনার সঙ্গীদের নিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছেন, পেছনে ধাওয়া করছে শত্রু তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে, যার শক্তির তুলনায় আপনি খুবই নগণ্য। ধরা পরলে পুরো দলবল-সহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। এমন অবস্থায় সামনে পড়ল বিশাল সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি, সামনে এগোনোর আর কোনো পথ নেই। ওদিকে শত্রুরা এগিয়ে আসছে, আপনার সাথে তাদের দূরত্ব কমে যাচ্ছে। এমন সময় আপনার সঙ্গীরা সাহস যোগানোর বদলে আরো আতঙ্ক সৃষ্টি করতে লাগল। এসময় নেতিবাচক কথা শুনতে কেমন লাগবে আমাদের? কাছের মানুষদের যখন বিপদে পাশে পাওয়া যায় না কীভাবে তখন অবিচল থাকা যায়? হ্যাঁ, ভরসার

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকৃত উৎসের ব্যাপারে যখন সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে, কেবল তখনই ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব। সেটা পেরেছিলেন বলেই মুসা আলাইহিস সালাম বলে উঠলেন, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনিই আমাকে পথ বলে দেবেন।[১]

ফলাফল? তার কাছে ওহি এলো তার লাঠিটা দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করার নির্দেশ জানিয়ে। তিনি তা-ই করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে পথ তৈরি হয়ে গেল সমুদ্রের মাঝে। সেই পথ ধরে বনি ইসরাইল নির্বিঘ্নে সমুদ্র পার হয়ে ওপারে চলে গেল।[২]

ফিরআউন যখন দেখল, সমুদ্রের মাঝখানে শুষ্ক পথ, সে-ও তার দলবল নিয়ে সেই পথে চলা শুরু করল। বনি ইসরাইল যখন সাগরের ওপারে, ফিরআউন তখন তার সঙ্গীসাথি নিয়ে ঠিক মাঝ দরিয়ায়। এই অবস্থায় রাস্তা আবার মিলিয়ে গেল, সলিল সমাধি ঘটল ফিরআউন ও তার পুরো বাহিনীর।[৩]

এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে, ফিরআউন কিন্তু এই শেষ সময়ে ঈমান এনেছিল।[৪] কিন্তু তার সেই ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ, সে ঈমান এনেছিল যখন তার রুহ গলার কাছে চলে এসেছে, আর তার সামনে গায়েবের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। সেই অবস্থায় সবাই-ই আসলে ঈমান আনবে, তাই তখন ঈমান আনাটা অর্থহীন। জীবদ্দশায় আমরা ইন্দ্রিয়ের সীমানার বাইরের জিনিস দেখতে পাই না, কিন্তু মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে সবকিছুই দেখতে পাব—জান্নাত-জাহান্নাম, ফেরেশতা—সবই। সে জন্যই তাওবা কবুল না হওয়ার দুটি সময় আছে, একটি হলো—যখন রুহ গলার কাছে চলে আসে[৫], আর একটি—সূর্য পশ্চিম দিকে উঠলে[৬]। এগুলোর কোনো একটি সময় চলে এলে তাওবা আর কবুল হবে না।

---

[১] সুরা শুআরা (২৬), আয়াত : ৬২

[২] সুরা শুআরা, আয়াত : ৬৩-৬৫

[৩] সুরা ত-হা (২০), আয়াত : ৭৮, সুরা ইউনুস (১০), আয়াত : ৯০

[৪] সুরা ইউনুস (১০), আয়াত : ৯০

[৫] আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত :
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দার তাওবা সে পর্যন্ত কবুল করবেন, যে পর্যন্ত তার প্রাণ ওষ্ঠাগত না হয়।' জামি তিরমিযি : ৩৫৩৭; ইবনু মাজাহ : ৪২৫৩

[৬] আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত :
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেমন হয়নি ফিরআউনেরটা।

আল্লাহ যে ফিরআউনের এমন অপমানজনক, অসহায় পরিণতি ঘটালেন সেখান থেকে আমাদের কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে—

প্রথমত, আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন সমুদ্রকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে। সমুদ্রে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে কী হয়? কিছু কি হয়? কখনো না। সমুদ্রের মাঝে রাস্তা তৈরি হওয়া সবসময়ই আল্লাহর মুজিযা ছিল, যা মানুষের পক্ষে ঘটানো সম্ভব না; কিন্তু তবুও আল্লাহ তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে বললেন। যেটা থেকে আমরা বুঝি যে, যত সামান্যই হোক না কেন, আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যেতে হবে। আমরা যদি আমাদের শেষ বিন্দু দিয়ে চেষ্টা না করি, তাহলে আল্লাহর সাহায্য আসবে না। আজ আমরা যারা ইসলামের জন্য কাজ করতে চাই, তাদের জন্য এই ঘটনাটির মাঝে বিশাল শিক্ষা লুকিয়ে রয়েছে। সেটা হলো ফলাফলের মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। কাজেই সফল হতে পারলাম কি না সে জন্য আল্লাহ আমাদের ধরবেন না, আল্লাহ ধরবেন আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছিলাম কি না সে জন্য।

দ্বিতীয়ত, আমাদের পূর্বাপর নবিদের জন্য মুজিযাগুলোর স্বরূপ এমন ছিল, যেগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। যারা এই ঘটনা বাস্তবে দেখেছে, তাদের জন্য এটা ছিল মিরাকল; কিন্তু আস্তে আস্তে পরবর্তী প্রজন্ম যখন এই কাহিনি শুনবে তখন তাদের কাছে এটা হয়ে যাবে স্রেফ একটা 'গল্প', যার আবেদন কখনোই তাদের মতো হবে না, যেমনটা প্রথম প্রজন্মের কাছে ছিল; কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ব্যাপারটা ছিল একেবারেই অন্যরকম। আল্লাহ তাকে দিয়েছেন ভাষাগত অলৌকিকতা (linguistic miracle) যা কিনা কিয়ামত পর্যন্ত সকল প্রজন্মের জন্য এক বিস্ময়। প্রতিটি প্রজন্ম; যারা মূল আরবিতে কুরআন বুঝবে এবং এটা নিয়ে চিন্তা করবে, তারাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাবে; কিন্তু আফসোস আমরা কুরআন আরবিতে দূরে থাক, বাংলাতেই পড়ি না, আর সে জন্যই আমাদের জীবনেও এর কোনো প্রভাব নেই।

এখানে উল্লেখ্য যে, বনি ইসরাইলকে সাথে নিয়ে মুসা আলাইহিস সালামের বের

তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা গ্রহণ করবেন।' *সহিহ মুসলিম* : ২৭০৩

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হওয়ার এই ঘটনা 'Exodus' নামে পরিচিত। এই নামে ওল্ড টেস্টামেন্টের একটা পুস্তিকাও রয়েছে।

কুরআনের বর্ণনা ও বাইবেলের বর্ণনার মাঝে পার্থক্য

এই যে কাহিনিগুলো এখন আমরা পড়ছি, এগুলো কিন্তু বাইবেলেও আছে; অথচ বাইবেলের বর্ণনার সাথে কুরআনের বর্ণনার খুব চোখে পড়ার মতো একটা পার্থক্য বিদ্যমান। সেটা হলো ঘটনার অপ্রয়োজনীয় বিবরণ উল্লেখ না করা।

মানুষ যখন কোনো একটা ঘটনার বর্ণনা দেয় তখন সে আশেপাশের অনেক কিছু নিয়ে কথা বলে। ধরেন, আপনাকে যদি কোনো দুর্ঘটনার বর্ণনা দিতে বলা হয়, এটাই স্বাভাবিক যে আপনি বলবেন আহত লোকটা কালো রঙের শার্ট পরা ছিল, তার সাথে তার দুজন মেয়ে ছিল ইত্যাদি; কিন্তু আল্লাহ যদি এই একই ঘটনার বর্ণনা কুরআনে দেন, তাহলে দেখা যাবে তিনি ঠিক ততটুকুই উল্লেখ করছেন যতটুকু আমাদের শিক্ষা নেওয়ার জন্য দরকার। এর চেয়ে একটা বাক্য বেশিও না, কমও না। যেহেতু, কুরআন প্রাথমিকভাবে একটা শিক্ষামূলক গ্রন্থ, তাই এ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে বাইবেলে যে মানুষের হাতের ছোঁয়া পড়েছে, সেটা ঘটনাগুলোর বিবরণ পড়লেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধরুন, এই অভিযানের সময় বনি ইসরাইল সংখ্যায় কতজন ছিল, মুসা আলাইহিস সালাম কত দিন বেঁচে ছিলেন—এগুলো অপ্রয়োজনীয় তথ্য। আর এসব তথ্য আপনি বাইবেলের বর্ণনায় পাবেন, কুরআনে না। তাই বাইবেলের বর্ণনা যতটা গল্পের বইয়ের মতো, কুরআনের বর্ণনা ঠিক ততটাই ঐশ্বরিক, আলহামদুলিল্লাহ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্যালেস্টাইনের পথে বনি ইসরাইলের যাত্রা

লোহিত সাগর পার হয়ে ওপারে পৌঁছতেই বনি ইসরাইল এক লোকালয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এর অধিবাসীরা ছিল মূর্তিপূজক। তাদের দেখে বনি ইসরাইল এক অদ্ভুত মন্তব্য করে বসল। কী ছিল সেই মন্তব্য? আসুন কুরআনের ভাষাতেই শোনা যাক—

> তারা বলতে লাগল, হে মুসা, আমাদের উপাসনার জন্য তাদের মূর্তির মতোই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমরা আসলে একটি মূর্খ সম্প্রদায়।[১]

তারা মূর্তিপূজা করতে চাইল! ভাবা যায়? মাত্র যারা আল্লাহর মুজিযা স্বচক্ষে দেখে সাগর পার হয়ে এসেছে, তারা কিনা নিরাপদ স্থানে এসেই আল্লাহর সাথে শিরক করতে চাইল! মুসা আলাইহিস সালামের প্রতিক্রিয়াটা দেখেন! তিনি কিন্তু তাদের কোনো শাস্তি দিতে চাইলেন না, শুধু বললেন যে, তারা অজ্ঞ। তার এই আশ্চর্য রকমের ঠান্ডা প্রতিক্রিয়ার কথা মনে রাখার অনুরোধ করছি, পরে এই বিষয়টির উল্লেখ আবার আসবে, ইনশা আল্লাহ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মুসা আলাইহিস সালাম ওদের অজ্ঞ কেন বলেছিলেন? তিনি তো পাপী, অবাধ্য ইত্যাদি অনেক কিছুই বলতে পারতেন। আসলে তিনি বুঝতে

---

[১] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১৩৮

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পেরেছিলেন, বনি ইসরাইলের এহেন আবদারের কারণ ছিল তাদের অজ্ঞতা। যার কারণে তারা স্রোতের বিপরীতে দৃঢ় থাকতে পারেনি। তারা সেটাই করতে চেয়েছিল, যা তারা আশেপাশের মানুষকে করতে দেখছিল। অন্যরা যা করছে সেটা ঠিক না ভুল সে হিসাব তারা করেনি। আপনার যদি জ্ঞান থাকে, কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক, তাহলে পুরো পৃথিবীর মানুষ কোনো ভুল কাজে লিপ্ত থাকলেও তাদের দেখে আপনি বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন না। এ জন্যই অনেক স্কলারই মনে করেন, কারও যদি ইসলামের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান এবং দৃঢ় ঈমান না থাকে, তাহলে তার অমুসলিম দেশে যাওয়াই উচিত না।

কারণ, এতে ঈমান হারিয়ে ফেলার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়। গত কয়েক বছর আমেরিকায় বাস করে তাদের এই কথার মর্ম আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি! এমন মানুষও দেখেছি—যারা সৌদি আরবে থাকতে মুখ ঢেকে পর্দা করত, এখন আমেরিকায় এসে পর্দা করাই ছেড়ে দিয়েছে। একটু ঝামেলা হলেই মানুষকে দেখছি সিয়াম রাখা বাদ দিয়ে দিচ্ছে; কারণ, এখানে সিয়াম না রাখলে সমাজের চোখে ছোট হবার কোনো ভয় নেই। অর্থাৎ জ্ঞানের অভাবে তারা আশেপাশের পরিবেশ দ্বারা অন্ধভাবে প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছে।

বনি ইসরাইলের এহেন আবদারের পেছনে আমাদের জন্য আরেকটা বিশাল শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

সুদীর্ঘকাল অমুসলিমদের শাসনাধীনে থাকলে কীভাবে মুসলিমরা তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে—সেটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠা। মিশরে বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের মাঝে থাকতে থাকতে শিরকের ব্যাপারে তারা এতটাই গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল যে, এটা তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই মনে হচ্ছিল না। একে অভিহিত করা হয় 'Desensitization of Evil' হিসেবে, অর্থাৎ খারাপের ব্যাপারে কিংবা যা আল্লাহর দৃষ্টিতে ভয়ংকর পাপ তার ব্যাপারে সংবেদনশীলতা কমে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

আমাদের দেশে এখন এই ভয়ংকর ব্যাপারটা ঘটেছে হিন্দি সিরিয়ালের মাধ্যমে। এগুলো দিয়ে সবধরনের পূজার অনুপ্রবেশ ঘটেছে আমাদের বাড়ির ড্রয়িং রুমে। আজ আমরা এগুলো ভাবলেশহীনভাবে দেখছি, কাল আমাদের বাচ্চারা এটা করবে। কারণ, এটার মাঝে সমস্যাটা কী সেটাই তারা খুঁজে পাবে না।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাই যারা হিন্দি সিরিয়াল নিয়মিত দেখেন, তাদের অনেককেই বলতে শুনবেন যে, আমি তো আর পরকীয়া করতে যাচ্ছি না! তারা বুঝতে অপারগ, এভাবেই এই পাপগুলোর ব্যাপারে আমাদের একধরনের সহনশীলতা সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। এ দেশের বহু আচার-অনুষ্ঠানের উৎস হচ্ছে হিন্দুদের অধীনে বছরের পর বছর ধরে অবস্থান (উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—যৌতুক প্রথা)।

আরেকটা বিষয় আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি—দাওয়াতি কাজে সময় দিতে হয়। মুসা আলাইহিস সালাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, বনি ইসরাইল শিরকের ব্যাপারে সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই তিনি শুধু তাদের 'মূর্খ' বলেছেন, আর কিছু বলেননি।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, শিরকের ব্যাপারে আমাদের আজকের অবস্থান তাদের থেকে খুব ভিন্ন কিছু নয়। তাই আমরা মাজারেও যাই, আবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-ও বলি। দুটো যে কী পরিমাণ সাংঘর্ষিক, সেটা পর্যন্ত টের পাই না। এ জন্যই বলা হয়, মক্কার কুরাইশরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে গিয়েছিল। আমাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বুঝ তাদের চেয়েও খারাপ! কী শ্লেষাত্মক, তাই না?

যা-ই হোক, এভাবে চলতে চলতে বনি ইসরাইল যখন জেরুজালেমের কাছাকাছি পৌঁছল তখন মুসা আলাইহিস সালাম তাদের বললেন—

.....

হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।[১]

.....

এই জায়গাটায় এসে আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে একটা টার্ম খেয়াল করতে হবে—'পবিত্র ভূমি, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন...'

এটা কোন জায়গার কথা বলা হচ্ছে? জেরুজালেম। কাদের বলা হচ্ছে? বনি ইসরাইলকে। এমন কথা তাদের ধর্মগ্রন্থ তথা ওল্ড টেস্টামেন্টেও আছে। আমাদের

---

[১] সুরা মায়িদা (৫), আয়াত : ২১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কি মনে আছে, এই কাহিনিগুলো পড়ার একটা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সংঘর্ষের স্বরূপ আরও ভালো করে বোঝা? তারা যেসব কথা বলে ইসরাইল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চায়, তার মাঝে একটা হচ্ছে—'ইহুদিরা জেরুজালেমকে পবিত্র ভূমি হিসেবে জ্ঞান করে এবং স্বয়ং ঈশ্বর তাদের এখানে ফিরে আসার অধিকার দিয়েছেন।'

আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কুরআনই বলছে, 'আল্লাহ তাদের জন্য জেরুজালেমকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।' তাহলে কি আজকের ইহুদিদের দাবি সত্যি?

এই প্রশ্নটা আমরা মাথায় রাখব এবং পরবর্তী পর্বগুলোতে এর উত্তর খুঁজব ইনশা আল্লাহ। ফিরে আসছি আমাদের কাহিনিতে।

সেই সময়ে প্যালেস্টাইন শাসন করছিল এক দুর্ধর্ষ জাতি; কিন্তু ওপরে বর্ণিত আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ জেরুজালেমকে নির্ধারণ করে রেখেছেন বনি ইসরাইলের জন্য। এখানে আরবি যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে 'কাতাবা' যার মানে হচ্ছে 'লিখে দেওয়া'। এই বিষয়টি একটু বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

আমরা অনেকেই হয়তো জানি আল্লাহর ইচ্ছা দুই ধরনের—এক. সৃষ্টিগত ইচ্ছা, দুই. শারয়ি ইচ্ছা।

সৃষ্টিগত ইচ্ছা হলো এই মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছার বাইরে ঘটছে না। এটা তাঁর ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট। কোনো কিছু তাঁর ইচ্ছার বাইরে ঘটতে পারে না, অস্তিত্বই লাভ করতে পারে না; কিন্তু তার অর্থ এটা না যে, যা ঘটছে তার সবকিছু তিনি পছন্দ করেন।

যা ঘটা তিনি পছন্দ করেন বা চান যে ঘটুক, সেটাকে বলে শারয়ি ইচ্ছা। আমরা যখন বলি, আল্লাহ না চাইলে তো গাছের পাতাও নড়ে না, তখন আমরা আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছার কথা বলি।

তাহলে এখানে আল্লাহ যে বনি ইসরাইলকে জেরুজালেমে প্রবেশের আদেশ দিলেন, সেটা কোন ইচ্ছা ছিল? আমরা কি আন্দাজ করতে পারছি?

হুম, এখানে আল্লাহর শারয়ি ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ চান জেরুজালেম বনি ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে আসুক, কিন্তু সেটা শর্তসাপেক্ষ। যেমন,

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি শর্ত হচ্ছে—পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। বনি ইসরাইল যদি শর্তগুলো পূরণ করে, তাহলেই তারা 'promised land'-এর অধিকার পাবে, অন্যথায় নয়।

এটা জানা সত্ত্বেও বনি ইসরাইল কী বলেছিল?

> তারা বলল, 'মুসা, সেখানে এক প্রবল শক্তিধর জাতি রয়েছে। আমরা সেখানে যাব না, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা সেখান থেকে বের হলে তবেই আমরা প্রবেশ করব।' যারা আল্লাহকে ভয় করেছিল, তাদের মধ্যে থেকে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত দুইজন বললো, তোমরা তাদের ওপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ করো। তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আর আল্লাহর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।' তারা বলল, 'মুসা, আমরা ভুলেও সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে আছে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে গিয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে আছি।'[১]

বনি ইসরাইল এহেন উত্তর দেওয়ার পর আল্লাহ ৪০ বছরের জন্য[২] জেরুজালেমে প্রবেশ তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং বললেন, এই সময়টা তারা মরুভূমিতে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে, কোনো দিশা পাবে না। এখানে লক্ষণীয় যে, বনি ইসরাইলের কথা বলার ধরন খুবই ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল—তুমি এবং তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো। রব কি মুসা আলাইহিস সালামের একার, নাকি এভাবে কথা বলাটা শোভন যে, আল্লাহ বনি ইসরাইলের জন্য যুদ্ধ করবেন?

তবে ওদের সমালোচনা না করে আমাদের উপলব্ধি করা উচিত, প্রকারান্তরে আমরা মুসলিমরাও অনুরূপ আচরণই করছি। আল্লাহ আমাদের ওয়াদা করেছেন যে, তিনি মুসলিমদের বিজয়ী করবেন; কিন্তু সেই বিজয় অর্জনের জন্য যে শর্তগুলো পূরণ করা দরকার আমরা সেটার ধারে-কাছেও নেই।[৩] আমাদের ভাবও ঠিক এই বনি ইসরাইলের মতোই। আমরা চাই কেউ রেডিমেড আমাদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে

---

[১] সুরা মায়িদা (৫), আয়াত : ২২-২৪

[২] সুরা মায়িদা (৫), আয়াত : ২৬

[৩] বিস্তারিত সুরা নুর (২৪), আয়াত : ৫৫-৫৭ দ্রষ্টব্য

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আনুক, আমরা পপকর্ন খেতে খেতে সেই বিজয় উপভোগ করব। প্রয়োজনে আনন্দ মিছিল করব। যে মানুষটা আজ প্যালেস্টাইনের জন্য হাহাকার করছে, ঠিক তাকেই সুদি ব্যাংকের সাথে লেনদেন বা চাকরি ছাড়তে বললে আমরা (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) তাকে আর খুঁজে পাব না।

একটা কথা আমি দৃঢ়, খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—আমাদের মুসলিম যে ভাই-বোনেরা এখন গাজায়, সিরিয়ায়, আফগানিস্তানে বা ইরাকে মানবেতর জীবনযাপনের মাঝেও নিয়মিত সালাত আদায় করছে; তারা আমাদের মধ্যে সেসব মুসলিমের হিসাব মারাত্মক কঠিন করে দেবে, যারা সবধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও স্রেফ আলসেমি করে সালাত আদায় করে না কিংবা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করে না। আমাদের যেসব ভাইবোন আজ চীনে সিয়াম রাখতে পারছে না, তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে, স্রেফ সেহরিতে উঠতে পারেনি বা সামনে পরীক্ষা বলে রামাদানের সিয়াম বাদ দেওয়া মানুষগুলোর অজুহাত কতটা দুর্বল। এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে। আল্লাহ, আপনি আমাদের বুঝ দিন, খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই। আমিন।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নির্বাসনের ৪০ বছর

এবার আমরা ধাপে ধাপে জানতে পারব সেই সব ঘটনা—যা ঘটেছিল বনি ইসরাইলকে মরুভূমিতে নির্বাসন দেওয়ার ৪০ বছরের মধ্যে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। আমাদের মনে হতে পারে যে, বনি ইসরাইলকে আল্লাহ কেন ক্ষমা করে দিলেন না, কেন তাদের ইচ্ছানুযায়ী যুদ্ধ ছাড়াই জেরুজালেমে প্রবেশের সুযোগ করে দিলেন না! আল্লাহ তো চাইলে সবই পারেন। জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ বনি ইসরাইলকে দেওয়ার অর্থ হলো তারা এটার অধিপতি হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর মনোনীত জাতি হিসেবে পবিত্র ভূমিতে অন্যদের শাসন করবে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সামনে বনি ইসরাইলের যে স্বভাব উন্মোচিত হলো, তাতে কি মনে হয় যে তারা এটার যোগ্য ছিল? এই ৪০ বছরের ঘটনাবলি থেকে বিষয়টা আমাদের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যদি যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাদের এই ক্ষমতা দেওয়া হতো, তবে তা আল্লাহর ন্যায়বিচারের সাথে সাংঘর্ষিক হতো।

এই তথ্যটা আমাদের মন-মগজে ভালো করে টুকে রাখা উচিত—আল্লাহ তাঁর দ্বীনের ধ্বজাধারীদের ততদিন পর্যন্ত ক্ষমতা প্রদান করেন না বা তাদের নিকট আসমানি সাহায্য পাঠান না, যতদিন না তারা সেটা পাবার যোগ্য হয়ে ওঠে। আমরা মুসলিমরা এখনো ক্ষমতা লাভের যোগ্য নই, তাই এটা আমাদের দেওয়া হচ্ছে না। আমি যখন আশেপাশের মুসলিমদের পিতা হিসেবে, স্বামী হিসেবে কিংবা

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অফিসের বস হিসেবে দেখি; তখন তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার দেখে আমার বুক চিরে একটা কথাই শুধু বেরিয়ে আসে—আমরা নিজেদের মধ্যে, এত ছোট্ট পরিসরেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারি না, আর আমাদের শাসনাধীনে অন্যরা এলে তো আমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ফেলব নিশ্চিত। একটা কথা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ—যাদের কাছে শেষ আসমানি কিতাব আছে, তাদের ক্ষমতা পাওয়ার শর্ত আর অন্যদের ব্যাপারটা এক নয়। কারণ, অমুসলিমরা যখন অনাচার করে, তখন সেটা আল্লাহর দ্বীনকে কলুষিত করে না; কিন্তু মুসলিমরা যখন দুরাচার করে, তখন আল্লাহর দ্বীনের বদনাম হয়, যেটা আল্লাহ পছন্দ করেন না। যতদিন না মুসলিমদের আচার-ব্যবহার এমন হবে যে, শুধু তাদের দেখেই মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করবে, ততদিন ইসলামের বিজয় আসবে না, আসতে পারে না।

ফিরে আসছি কাহিনিতে। আল্লাহ বলে দিলেন যে, বনি ইসরাইল মরুভূমিতে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে। মরুভূমিতে এভাবে জীবনযাপন নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড কষ্টের, এক কথায় অসম্ভবও বটে। তাই আল্লাহ, রাহমানুর রাহিম, এমন ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের পরও বনি ইসরাইলকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিলেন।

আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মূলত তিনটি নিআমত এলো—

এক. মরুভূমির তপ্ত রোদের মাঝে ছায়া

দুই. বেহেশতি খাবার (মান্না ও সালওয়া)[১]

তিন. পানি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

> *আর মুসা যখন তার স্বজাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরের ওপর আঘাত করো। ফলে তা থেকে প্রবাহিত হলো বারোটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট।*[২]

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৫৭

[২] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৬০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মান্না ও সালওয়া আসলে কী ছিল সেই ব্যাখ্যায় আমরা যাব না, শুধু এটা জেনে রাখাই যথেষ্ট হবে যে, এগুলো সরাসরি জান্নাত থেকে আগত খাবার ছিল। একটা প্রশ্ন মাথায় আসতে পারে, ১২টি পানির ঝরনার কী দরকার ছিল? একটাই তো যথেষ্ট হওয়া উচিত। তাফসিরকারীরা একটা মজার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের মতে, ১২টি ঝরনা না হলে বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্র নিজেদের মধ্যে পানি নিয়ে মারামারি লাগিয়ে দিত, ঠিক আমাদের (মুসলিমদের) মতো! বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্রের ব্যাপারে জেনে রাখাটা জরুরি। এই ১২টি গোত্র ছিল ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ১২ জন ছেলের বংশধর। এই তথ্যটা পরে আমাদের অনেক কাজে লাগবে।

অর্থাৎ, আমরা দেখতে পেলাম মরুভূমিতে খেয়েপরে বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার তার সবই আল্লাহ বনি ইসরাইলকে দিয়েছিলেন; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বনি ইসরাইলের কাছে এই খাবার একঘেয়ে লাগতে শুরু করল। আবারও বলছি, তাদের কাছে একঘেয়ে লাগতে শুরু করল।

কী একঘেয়ে লাগতে শুরু করল?

জান্নাতি খাবার!

তারা মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আবদার জানাল।

কী আবদার?

কুরআন থেকেই শোনা যাক—

> *আর তোমরা যখন বললে, হে মুসা, আমরা একই ধরনের খাদ্যদ্রব্যে কখনো ধৈর্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন—যা জমিতে উৎপন্ন হয়—তরকারি, কাঁকড়ি, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'তোমরা কি উত্তম বস্তুর পরিবর্তে এমন জিনিস গ্রহণ করছ—যা নিম্নমানের?'*[১]

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৬১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা কি খেয়াল করেছি যে, তারা কোন খাবার খেতে চাচ্ছিল? হ্যাঁ, তারা সেই খাবার খেতে চাচ্ছিল, যে খাবার খেয়ে তারা অভ্যস্ত! অর্থাৎ মিশরীয় খাবার!

এখন আমরা নিজেদের একটা প্রশ্ন করি। মাত্র জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে, এমন কেউ যদি বলে জেলের খাবারগুলো তার আবারও খেতে ইচ্ছে করছে, তাহলে আমরা কী বুঝব? আমরা কি ভাবব না যে, সে জেলের জীবনটাকেই ফিরে পেতে চাইছে?

তাহলে বনি ইসরাইলের ব্যাপারে কী বলা যায়? তারা তাদের মিশরের জীবন; যা কিনা ছিল দাসত্বের, লাঞ্ছনার; সেখানেই ফিরে যেতে চাইছে!

এই প্রশ্নটা আমাদের নিজেদের করা উচিত। এই যে আমরা মুসলিমরা সারা পৃথিবী জুড়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত হচ্ছি, আমাদের রক্ত হয়ে গেছে এখন সবচেয়ে সস্তা; এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা কি ত্যাগ করতে রাজি আছি? বনি ইসরাইল তাদের খাদ্যাভ্যাসটুকুও বদলাতে রাজি ছিল না। আমাদের অবস্থা কি এর চেয়ে উন্নত? খেয়াল রাখা দরকার, আমাদের 'জীবনযাত্রার মান' আমাদের জন্য একটা 'ইলাহ'তে পরিণত হয়েছে কি না। কেবল লাইফ স্টাইলের সাথে সাংঘর্ষিক না হলেই কি আমরা ইসলামের বিধিবিধান মানি? খুব অল্প খেয়ে, অল্প পরে, সর্বাবস্থায় তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা যদি আমরা অর্জন না করতে পারি, তাহলে আমাদের দশাও এই বনি ইসরাইলের মতো হবে—যাদের কাছে লাঞ্ছনার জীবন বেশি আকর্ষণীয়। কারণ, সেই জীবনে তাদের পছন্দমতো খাবারদাবার আছে!

আবার ফিরে আসছি কাহিনিতে। এভাবেই মরুভূমিতে চলছিল বনি ইসরাইলের দিনকাল। তাদের জৈবিক প্রয়োজন সবই মেটানো হয়েছিল। এখন দরকার ছিল তাদের আত্মিক পরিশুদ্ধি। তাই আল্লাহ ঠিক করলেন মুসা আলাইহিস সালামের ওপর তাওরাত নাজিল করবেন, যেখানে ওদের পথ-নির্দেশনা দেওয়া থাকবে।

মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ ডাকলেন তুর পাহাড়ের উপত্যকায়। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সাথে কথা বলতে গেলেন। এই সময়ে বনি ইসরাইলের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন হারুন আলাইহিস সালামকে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসা আলাইহিস সালাম ও আল্লাহর মাঝে কথোপকথন

প্রথমে মুসা আলাইহিস সালাম জানতেন, তিনি ৩০ দিনের জন্য যাচ্ছেন। পরে আল্লাহ সেটাকে বাড়িয়ে ৪০ দিন করেন।[১] এরপর তুর পাহাড়ের উপত্যকায় আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের ওপর তাওরাত নাজিল করেন। তাওরাতের বাণীগুলো লেখা ছিল কতগুলো ফলকের ওপর।[২] এখানে উল্লেখিত নির্দেশনার মাঝে ছিল বিখ্যাত 'Ten Commandments'—যার কথা আমরা হয়তো অনেকেই শুনেছি।

এটা তো গেল মুসা আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিলেন, সেই সময়ের দৃশ্যপট। এই সময়টাতে বনি ইসরাইল যখন তার নেতৃত্বাধীন ছিল না, তখন তারা কী করছিল?

বনি ইসরাইলের শিরকে লিপ্ত হওয়া

মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে বলে এসেছিলেন যে, তিনি ৩০ দিনের জন্য যাচ্ছেন, আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য। এই নির্ধারিত সময়কাল যে বেড়ে ৪০ দিন হয়েছে—তা তাদের জানা ছিল না।

বনি ইসরাইলের মাঝে সামেরি গোত্রের এক লোক[৩] ছিল। আল্লাহ যখন জিবরিল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সাগর দ্বিখণ্ডিত করে দেন, তখন সেই মাটির কিছু অংশ সে সংগ্রহ করে রেখেছিল।[৪]

এদিকে মিশরীয়দের অনেকেই বনি ইসরাইলের লোকদের কাছে তাদের স্বর্ণালঙ্কার গচ্ছিত রেখেছিল। তাদের সবার সলিল সমাধি হওয়ার পর বনি ইসরাইল অন্যের সম্পদ এভাবে নিজের কাছে রাখার জন্য খুব অনুতপ্তবোধ করত। তীব্র অনুশোচনাবোধ থেকেই তারা গচ্ছিত সব সোনা পুড়িয়ে ফেলে। সামেরি

---

[১] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১৪২

[২] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১৪৫

[৩] সামেরি (Samaritan) কোনো ব্যক্তির নাম নয়; বরং সে সময় সামেরি নামে এক গোত্র ছিল এবং তাদের এক বিশেষ ব্যক্তি ছিল—যে বনি ইসরাইলের মধ্যে স্বর্ণনির্মিত বাছুরের পূজার প্রবর্তন করে। [ফাতহুল কাদির; কুরআনুল কারিম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির)—ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, খণ্ড : ২, সুরা ত-হা'র ৮৫নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ১৬৬৬]

[৪] সুরা ত-হা (২০), আয়াত : ৯৬

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেই গলিত স্বর্ণ একসাথে করে একটা বাছুর বানায়। তারপর তার পূর্বজ্ঞান কাজে লাগিয়ে জিনদের সাহায্য নেয়। ফলে ওই বাছুরটা জীবন্ত প্রাণীর মতো আওয়াজ করতে থাকে। সামেরি বনি ইসরাইলকে আহ্বান করে এটার উপাসনা করতে; কারণ, এটাই তাদের ইলাহ।

প্রথমে বনি ইসরাইল ব্যাপারটাতে সহজে সাড়া দেয়নি; কিন্তু সামেরি তাদের এই বলে সন্তুষ্ট করল যে, নিশ্চয়ই মুসা আলাইহিস সালাম তার আল্লাহকে খুঁজে পাচ্ছে না, তাই তার ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ তার ইলাহ তো আসলে এখানেই, এই বাছুরটাই! বনি ইসরাইলের একাংশ তখন এই বাছুরপূজায় লিপ্ত হলো।[১]

হারুন আলাইহিস সালাম অবশ্যই তাদের নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তারা তার কথায় কান দেয়নি; বরং তারা তাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল এবং জিদ ধরে বসেছিল—মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা এই কাজ করা থেকে বিরত হবে না।[২]

তুর পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থানকালেই আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার সম্প্রদায় বাছুরপূজার মাধ্যমে আবারও পথভ্রষ্ট হয়েছে।

নিজের লোকদের মাঝে মুসা আলাইহিস সালাম ফিরে এলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। যদিও তিনি আগেই ব্যাপারটা আল্লাহর কাছ থেকে জেনেছিলেন, কিন্তু স্বচক্ষে দেখে আর রাগ সংবরণ করতে পারলেন না। তীব্র ক্ষোভে তিনি হাত থেকে তাওরাতের ফলকগুলো ফেলে দিলেন।

প্রথমেই তিনি তিরস্কার করলেন বনি ইসরাইলকে। তারপর রাগ প্রকাশ করলেন তার ভাইয়ের প্রতি, এটা ভেবে যে, তিনি হয়তো তাদের যথাযথভাবে সতর্ক করেননি। তখন হারুন একটা দারুণ কথা বলেন—

---

[১]সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৫১, সুরা ত-হা (২০), আয়াত : ৮৭-৮৮, সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১৪৮

[২]সুরা ত-হা (২০), আয়াত : ৯১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> হে আমার মায়ের পুত্র, এই লোকগুলো আমাকে পরাভূত করে ফেলেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। অতএব, তুমি আমাকে শত্রু সমক্ষে হাস্যস্পদ করো না, আর আমাকে যালিমদের সারিতে গণ্য করো না।[১]

অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালাম যখন হারুন আলাইহিস সালামকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করছিলেন, তখন প্রকারান্তরে তাদের শত্রুদেরই জয় হচ্ছিল। কারণ, তাদের উদ্দেশ্যই ছিল দুই ভাইয়ের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা।

এই জায়গাটিতে মুসলিমদের জন্য একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা বিদ্যমান। আমাদের নিজেদের মাঝে যদি কোনো ব্যাপারে মতানৈক্য থাকে, তাহলে আমাদের উচিত প্রকাশ্যে বাক-বিতণ্ডা না করে সেটা নিজেদের মাঝেই মিটিয়ে ফেলা। তবে, যদি কোনো বিষয়ে প্রকাশ্যে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে তার প্রতিবাদ প্রকাশ্যে হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

মুসা আলাইহিস সালামকে হারুন আলাইহিস সালাম জানালেন, তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন[২]; কিন্তু তিনি বনি ইসরাইলের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাননি বলে মুসা আলাইহিস সালামের জন্য অপেক্ষা করাটাই সমীচীন মনে করেছেন। নবি মুসা ব্যাপারটা বুঝলেন। নিজের এবং হারুন আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন।[৩]

সবশেষে মুসা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন সামেরিকে। তিনি সামেরির কাছে ঘটনার ব্যাখ্যা দাবি করেন। সামেরি ভাবলেশহীনভাবে জানায়, সে যা দেখেছে, অন্যরা তা দেখেনি। আর তার অন্তর তাকে এই মন্ত্রণাই দিয়েছে।

অতঃপর মুসা সামেরিকে নির্বাসিত করলেন। আর জানালেন ওর শাস্তি এটাই হবে যে, ও মানুষকে শুধু বলতে থাকবে 'আমাকে স্পর্শ করো না'। অর্থাৎ সে এক কঠিন

---

[১] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১৫০

[২] অথচ ইহুদি ধর্মগ্রন্থে আছে, হারুন আলাইহিস সালামও এই কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন, আস্তাগফিরুল্লাহ। (Exodus 32 : 3-4) তাদের ধর্মগ্রন্থ এভাবে নবিদের নামে অগণিত অপবাদ দিয়েছে। এটার ফলে তাদের জন্য অনেক পাপ করা সহজ হয়ে গিয়েছে। কারণ, তারা দাবি করতে পারে যে, নবিরা নিজেরাই এমন করেছেন!

[৩] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১৫১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে। আর তার মৃত্যু হবে শোচনীয় এবং একাকী।[১]

মুসা আলাইহিস সালাম উপাসনা করা বাছুরটাকে একদম আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন—যাতে এটার প্রতি বনি ইসরাইলের অন্তরে কোনো সমবেদনা বা ইতিবাচক অনুভূতি না থাকে।

এই বাছুর-উপাসনার ঘটনার পর আল্লাহ জানালেন এর শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।[২] যারাই এই পাপের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল তাদের হত্যা করা হবে।

বনি ইসরাইলের এই বাছুর-উপাসনার ঘটনাটা বিশ্লেষণ করলে আমরা অনেকগুলো শিক্ষা পাই—

প্রথমত, এত কিছু থাকতে সামেরি একটা বাছুর কেন বানাল? অন্য কিছু নয় কেন? একটা ঘোড়া বা হাতির মূর্তিও তো সে বানাতে পারত, তাই না? উত্তরটা হলো—তারা মিশর থেকে এসেছে, আর সেখানকার পৌত্তলিকরা গরুর পূজায় লিপ্ত থাকত। এমনটা দেখেই অভ্যস্ত ছিল তারা, ফলে এর ব্যাপারে সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলেছিল—যা আগেও প্রমাণিত হয়েছে তাদের মূর্তিপূজা করতে চাওয়ার ইচ্ছা থেকে। এই ঘটনার মাধ্যমে আবারও পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হলো যে, মূর্তিপূজার ব্যাপারটা তাদের কতটা মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, যদিও মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবি হিসেবে তাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা চোখের সামনে একটার পর একটা আল্লাহর নিদর্শন দেখছিল, তবুও দীর্ঘদিন পৌত্তলিকদের শাসনাধীনে থাকার কারণে তারা তাওহিদের স্বরূপই ভুলে গিয়েছিল। আমরা যদি মূর্তিপূজার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে বুঝব যে, এটা আসলে আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির পর্যায়ে নামিয়ে আনে। তারা মনে করে, আল্লাহ দেখতে তাঁর কোনো না কোনো সৃষ্টির মতো, আল্লাহরও ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ আছে ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহ)। আর এ কারণেই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ব্যাপারে এমনভাবে শব্দ চয়ন করত—যা আদতে অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ। প্যালেস্টাইনে পরাক্রমশালী জাতিকে দেখে তারা বলেছিল, 'যাও,

---

[১] সুরা ত-হা (২০), আয়াত : ৯৭

[২] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৫৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুমি আর তোমার আল্লাহ যুদ্ধ করে আসো।'

আবার এই সময়েও তারা বলেছে যে, মুসা মনে হয় আল্লাহকে খুঁজে পাচ্ছে না। এভাবে কথা বলার অন্তর্নিহিত কারণ হলো, তারা আল্লাহকে চিনত না। তাই আমাদের বোঝা উচিত, তাওহিদ বলতে আসলে কী বোঝায়। তাওহিদ তথা একত্ববাদ আসলে আল্লাহর সম্পর্কে সম্পূর্ণ, বিস্তারিত এবং শুদ্ধ ধারণা।

যারা জেনে বা না জেনে শিরকে লিপ্ত (হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম) তারা আসলে আল্লাহকে ঠিকভাবে চেনে না বলেই এমন করে। তাই তাদের সঠিক পথে আনার জন্য প্রচুর ধৈর্য লাগে। না হলে তারা এমন কাজের পুনরাবৃত্তি করতেই থাকবে—যা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত, যেমনটা আমরা দেখছি বনি ইসরাইলের ক্ষেত্রে।

তৃতীয়ত, সামেরি বাছুর বানানোর জন্য অলংকারগুলো কোথায় পেয়েছিল? ফিরআউনের লোকেরা যে স্বর্ণ গচ্ছিত রেখেছিল সেগুলো সাথে রাখতে বনি ইসরাইল অস্বস্তিবোধ করছিল।

আমরা এই জায়গাটা নিয়ে আর একবার একটু চিন্তা করি। অন্যের সম্পদ নিজেদের কাছে রাখতে যাদের পাপবোধ হচ্ছিল, সেই তারাই শিরক করতে দ্বিধা করেনি। কী অদ্ভুত এই পাপবোধ, তাই না?

এটা থেকে আমরা শয়তানের একটা চক্রান্ত টের পাই। শয়তান সবসময় আমাদের পাপের ভয়াবহতাগুলোর ক্রমের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে। এই যে অগ্রাধিকার ঠিক করতে ভুল করা, এটা আমাদের খুব কমন একটা সমস্যা। আপনি দেখবেন, আমরা মুসলিমরাও অগ্রাধিকার ঠিক করতে পারি না। ছোট ছোট পাপের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করি, বড় অনেক গুনাহর ব্যাপারে কোনো খবর নেই! যেমন : তারাবির সালাত কত রাকাত এটা নিয়ে নিজেদের মাঝে গালাগালি, মারামারিতে লিপ্ত হই; কিন্তু ঐক্য বজায় রাখা যে অতীব জরুরি—এটা কি মাথায় থাকে আমাদের?

চতুর্থত, শাস্তি হিসেবে মৃত্যদণ্ড দেওয়ার ব্যাপারটা খুব নিষ্ঠুর মনে হতে পারে অনেকের কাছে; কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, আল্লাহ তাওরাত নাজিলের মাধ্যমে বনি ইসরাইলের দ্বারা জেরুজালেমে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছেন। সরাসরি শিরকে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে তারা আদতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছিল, যেটার শাস্তি সবসময়ই মৃত্যুদণ্ড ছিল, আজও আছে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পঞ্চমত, বনি ইসরাইল কিন্তু এর আগেও একবার মূর্তিপূজা করতে চেয়েছে। তখন মুসা আলাইহিস সালাম তাদের কোনো শাস্তি দেননি, শুধু 'অজ্ঞ' বলে তিরস্কার করেছিলেন; কিন্তু এবার কেন এমন কঠোর শাস্তি দেওয়া হলো?

অবশ্যই কোনো গুনাহ করার ইচ্ছে পোষণ করা আর গুনাহটা সম্পাদন করার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথম বার ওরা শুধু মূর্তিপূজা করতে চেয়েছিল আর পরের বার সরাসরি পূজা করেছে, যার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। তবে এখানে আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে 'সময়'।

প্রথম বার মুসা আলাইহিস সালাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, মাত্র মিশর থেকে এসেছে বলে বনি ইসরাইল এমন করেছিল। তাই তিনি তাদের সময় দিয়েছিলেন। এই সময় দেওয়াটা দাওয়াতি কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। পরের বার একে তো তারা সরাসরি শিরকে লিপ্ত হয়েছিল, তার ওপর যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এর মাঝের সময়ে তারা আল্লাহর আরও অনেক নিআমত ভোগ করেছে, মিরাকল চোখের সামনে দেখেছে। তাই এতদিনে তাদের শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাওয়ার কথা।

তাই কাউকে মাজারে যেতে দেখলে প্রথমেই আমাদের পরখ করা উচিত—এটা যে শিরক তা সে জানে কি না। তারপর তার লেভেল অনুযায়ী তাকে বোঝানো উচিত। তবে কোনো অবস্থাতেই এড়িয়ে যাওয়া বা দেখেও না দেখার ভান করার কোনো সুযোগ নেই। এই ঘটনা শিরকের ভয়াবহতা বোঝার জন্য খুবই সহায়ক।

ষষ্ঠত, মুসা প্রথমেই এসে সামেরিকে তিরস্কার করেননি। একটু বিস্ময়কর, তাই না? সামেরিই যখন ওদের এভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, তখন তার আগে বাকি বনি ইসরাইলের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কেন?

এর কারণ শিরক কতটা গর্হিত অপরাধ সেটা বুঝতে আল্লাহ আমাদের যে স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি দিয়েছেন সেটাই যথেষ্ট। কেউ আমাদের এই পাপে উদ্বুদ্ধ করলেও প্রাথমিক দায়দায়িত্ব আমাদের ওপরই বর্তায়।

বনি ইসরাইলকে ভর্ৎসনা করার পর তিনি গিয়েছেন হারুন আলাইহিস সালামের কাছে। অর্থাৎ যে বা যারা আমাদের পাপে লিপ্ত করছে, তাদের তিরস্কার করার আগে তিনি গিয়েছেন ধর্মীয় জ্ঞানে বিজ্ঞ মানুষের কাছে, কেন তিনি সতর্ক করেননি।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবারও বোঝা গেল—যারা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করেন এবং তা পালন করার চেষ্টা করেন, তাদের দায়িত্ব কতটা বেশি!

আর সব শেষে সামেরির প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে, যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করে, তাদের দোষ দিয়ে আমরা নিজেরা পার পাব না।

এ ব্যাপারে কুরআনের একটা আয়াত আমাকে খুব নাড়া দেয়—

> যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদের সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের ওপর কোনো আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদের আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। অতএব, তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না, বরং নিজেদেরই ভর্ৎসনা করো। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। ইতঃপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর শরিক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা যালিম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১]

বনি ইসরাইল কর্তৃক আল্লাহকে দেখতে চাওয়া

বাছুর-উপাসনা করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর মহানুভবতার কারণে বনি ইসরাইলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যাদের হত্যা করা হয়েছিল এবং যারা হত্যা করেছিল উভয়কেই। এখানে আমাদের একটা বিষয় জানার আছে। ইসলামি আইন অনুযায়ী শাস্তির কিছু কিছু বিষয় আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে অমানবিক মনে হতে পারে; কিন্তু তাওবা করার পর যদি কারও ওপর নির্ধারিত শাস্তি দুনিয়াতে কার্যকর হয়ে যায়, তাহলে ওই পাপের জন্য পরকালে তার আর কোনো শাস্তি হবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাওবা করার পরও কেন শাস্তি কার্যকর হবে? কারণ, মানুষ যখন কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তখন সে মূলত দুটো অধিকার লঙ্ঘন করে—আল্লাহর অধিকার এবং যাকে হত্যা করা হয়েছে তার ও তার পরিবারের

---

[১] সুরা ইবরাহিম (১৪), আয়াত : ২২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধিকার। তাওবা করলে আল্লাহর সাথে কৃত অপরাধ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার সাথে কৃত অপরাধ মাফ হয় না। তাই ইসলামি শাস্তি কার্যকরের মাধ্যমে আসলে বান্দার প্রতি কৃত অপরাধের শাস্তি হয়। আর একবার ইসলামি রাষ্ট্রের কোর্টে এই অপরাধের শাস্তি প্রমাণের পর[১] তাওবা করল সেই শাস্তি মাফ হয় না। কারণ, এভাবে একটি রাষ্ট্রে আইনের শাসন বলে আদতে কিছু থাকবে না, সবাই অপরাধ করে বলবে, 'আমি তাওবা করেছি।' এটা ইসলামি শাস্তি আইনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, এখানে সবগুলো ধারণা পরকালীন বিশ্বাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[২] তাই ইসলামি শাস্তির আইনগুলোর স্বরূপ বিশ্লেষণের সময় এই বিশাল প্রাপ্তিটার কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। একজন বিশ্বাসীর জন্য পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে—এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে! আমরা যদি পরকালকে আমাদের চিন্তার জগৎ থেকে সরিয়ে দিই, তাহলে ইসলামের অনেক আইনই অর্থহীন মনে হতে পারে, যেমনটা আজকাল উপস্থাপন করা হয়।

এই শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেওয়ার পর মুসা আলাইহিস সালাম ঠিক করলেন বনি ইসরাইলের মধ্য থেকে ৭০ জন শ্রেষ্ঠ মানুষকে নিয়ে তুর পাহাড়ের উপত্যকায় যাবেন। ওখানে পৌঁছানোর পর আল্লাহ আর মুসা আলাইহিস সালাম সরাসরি কথা বলছিলেন আর আল্লাহ বনি ইসরাইলের জন্য নানা আদেশ-নিষেধ নাজিল করছিলেন। মুসা কর্তৃক বাছাইকৃত ওই ৭০ জন লোক শুধু মুসা আলাইহিস সালামকেই কথা বলতে দেখছিলেন। কারণ, আল্লাহর কথা তো শুধু নবি-রাসুলরাই শুনতে পাবেন, সাধারণ মানুষ নয়। তাই তারা তাদের মত প্রকাশ করলেন। কী ছিল সেই মত? ধারণা করতে পারেন?

---

[১] যেসব অপরাধ বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত তা তার কাছে ফিরিয়ে দিলে এবং তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যেসব অপরাধ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত তা থেকে বান্দা যদি সত্যিকার তাওবা করে, তবে আল্লাহ তাকে বিনা-শাস্তিতেই ক্ষমা করে দেবেন ইনশা আল্লাহ। তবে সে অপরাধের বিচার যদি প্রশাসন বা বিচারকের কাছে চলে যায় এবং তা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বিচারক তাকে শাস্তি প্রদান করতে বাধ্য। তিনি বিচার করা ছাড়া এমনিতেই ছেড়ে দিতে পারবেন না।

[২] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে এক নারী সাহাবিকে ব্যভিচারের দায়ে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করেন। এতে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বিস্ময় প্রকাশ করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানান যে, এই নারী এমন তাওবা করেছে—যা মদিনার ৭০ জন লোকের মাঝে যদি ভাগ করে দেওয়া হয়, তাও যথেষ্ট হবে!—*সহিহ মুসলিম* : ১৬৯৬; হাদিসটি আবু নুজাইদ ইমরান ইবনু হুসাইন খুযায়ি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসুন কুরআন থেকেই জেনে নিই—

> হে মুসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্যে) দেখতে পাব। তখন বজ্রপাত তোমাদের আক্রমণ করল, যা তোমরা নিজেরাই দেখেছিলে।[১]

মুসা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন! বাছাই করা ৭০ জন মানুষের আচরণ যদি এমন হয়, তাহলে বাকিদের অবস্থা কী! আল্লাহ হয়তো এখন তার পুরো জাতিকেই ধ্বংস করে দেবেন! তখন তিনি তাড়াতাড়ি আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করা শুরু করলেন, মুনাজাতে একাকার হয়ে গেলেন।[২]

এখানে কয়েকটা বিষয় লক্ষণীয়। ওই সময়ে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে সেজন্য কি আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?' এই একই প্রশ্ন যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহাও করেছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। যখন কোনো জাতির মাঝে অল্প কিছু খারাপ মানুষ থাকে, তখন কি আল্লাহ তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারেন? ভয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ, এমনটা হতে পারে, যদি মন্দ বা খারাপের মাত্রাটা খুব বেশি হয়ে যায়।[৩] এই বিষয়টা খুব করে মাথায় রাখা উচিত আমাদের।

কারণটা কী?

ইসলাম একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম, এটা শুধু কতগুলো আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়। তাই সারাদিন নিজের ঘরের কোণায় বসে আরাম করে ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া এবং আশেপাশের বিপথগামী মানুষদের সতর্ক না করা বা উপদেশ না দেওয়া কোনো ইসলামি আচরণ নয়। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ আমাদের দ্বীনের একটি অপরিহার্য অংশ।

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৫৫

[২] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১৫৫-১৫৬

[৩] যাইনাব বিনতু জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, *সহিহ বুখারি* : ৩৩৪৬

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বিতীয়ত, মুসা আলাইহিস সালাম যাদের সবচেয়ে উত্তম ভেবেছিলেন, তারাই আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করবে না—এমন ভয়ংকর দাবি করেছিল। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কারও ঈমানের প্রকৃত অবস্থা মানুষের পক্ষে কখনো জানা সম্ভব না, যদি না আল্লাহ ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দেন; যা কিনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাঝে মাঝে ঘটেছে। যেহেতু আমাদের সাথে সেটা ঘটার আর কোনো সুযোগ নেই, তাই দাওয়াতি কাজ করার সময় এটা আমাদের মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে একদম গেঁথে রাখা দরকার—আমরা যেন মানুষকে দেখে বিচার না করি—কে ইসলামের পথে আসবে আর কে আসবে না। আমরা এটা জানি না, বরং আল্লাহই ভালো জানেন।

যা-ই হোক, আল্লাহ এবারও বনি ইসরাইলকে ক্ষমা করে দিলেন। আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাব যে, বনি ইসরাইলের ইতিবৃত্ত আসলে ক্রমাগত অবাধ্যতা করা আর আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার ইতিহাস। এসব আচরণের ফলেই তারা একসময় আল্লাহর অভিশাপ কুড়াবে, যেটা আমরা পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে জানব, ইনশা আল্লাহ।

মুসা আলাইহিস সালামের দুআ কবুল করে আল্লাহ ওই ৭০ জনকে আবার পুনরুজ্জীবিত করলেন।[১] পুনরায় জীবন পেয়ে তাওবা করার পরও তারা আল্লাহর নির্দেশাবলি পালনের ব্যাপারে গড়িমসি করছিল। তারা আগে নিয়ম-কানুনগুলো দেখতে চাচ্ছিল, যদি তা সহজ হয়, কেবল তখনই মেনে নেবে। মুসা আলাইহিস সালাম জানালেন, 'না, এটা মানতে হবে সামগ্রিকভাবেই, খণ্ডিতভাবে নয়।'[২] এরপরও তারা যখন মানতে চাইল না, তখন ফেরেশতারা তুর পাহাড়টা তাদের ওপর এমনভাবে তুলে ধরলেন যেন তা মেঘ! তারা যদি না মানে তাহলে পর্বতটা এক্ষুনি তাদের ওপর ধসে পড়বে। তখন তারা বাধ্য হলো মেনে নিতে।[৩] তাদের বলা হলো সিজদায় অবনত হতে, তারা তাই করল। তাফসিরে আছে, তারা বুকের ওপর দিয়ে সিজদা করছিল আর এক চোখ দিয়ে ওপরে তাকিয়ে দেখছিল যে, পাহাড়টা তাদের ওপর ভূপাতিত হচ্ছে কি না!

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৫৬

[২] এই আচরণটা চেনা চেনা লাগে কি? আমরা মুসলিমরাও তো এখন ক্যাফেটেরিয়া টাইপের ইসলাম পালন করতে চাই। যেন ইসলাম একটা মেন্যু, এখান থেকে যেটা আমাদের কাছে সহজ লাগে বা যৌক্তিক মনে হয়, সেটাই পালন করি, বাকিগুলো নয়। তাহলে আমরা কি তাদের থেকে খুব ভিন্ন কোনো অবস্থানে আছি?

[৩] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৯৩

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এভাবেই আস্তে আস্তে ৪০ বছর কেটে যাবার উপক্রম হলো মরুভূমিতে। এই সময়ের মাঝে হারুন ও মুসা আলাইহিমাস সালাম উভয়েরই মৃত্যু হয়। মুসা তার জীবদ্দশায় পবিত্র ভূমিতে বনি ইসরাইলের প্রবেশ দেখে যেতে পারেননি। এমনটা তিনি খুব করে চেয়েছিলেন। আল্লাহর কাছে অনুরোধ করেছিলেন তার জান যেন জেরুজালেমের যত কাছে সম্ভব তত কাছে গিয়ে কবজ করা হয়। আল্লাহ তার সেই দুআ শুনেছিলেন, জেরুজালেমের একদম সীমার কাছে এসে তার মৃত্যু হয়।

মুসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় বনি ইসরাইলের ধারাবাহিক ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি। এখন আমরা আরও কিছু কাহিনির কথা জানব, যেগুলো এই ৪০ বছরের মাঝে ঘটেছিল কিন্তু সেগুলোর ক্রম সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

বনি ইসরাইল কর্তৃক মুসা আলাইহিস সালামের ওপর অসুস্থতার অপবাদ

বনি ইসরাইলের মাঝে একটা অভ্যাস ছিল। তাদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্করাও একসাথে গোসল করত এবং এ সময় একজন আরেকজনের দিকে তাকাতেও দ্বিধা করত না। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আচরণটা আল্লাহর একজন রাসুলের জন্য শোভন ছিল না। তিনি তাই একাকী গোসল করতেন। এটা বনি ইসরাইলের কাছে খুবই অস্বাভাবিক লাগত। তাই তারা বলাবলি করতে লাগল যে, নিশ্চয়ই মুসা আলাইহিস সালামের শরীরে কোনো খুঁত বা অসুস্থতা আছে—যার জন্য তিনি অন্য কারও সামনে গোসল করেন না।

এটা এমন একটা অপবাদ—যা ভুল প্রমাণ করতে গেলে যে কাজটা করতে হবে, সেটা মুসা কখনোই করবেন না। তাই আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি তাঁর রাসুলকে এই অযথা অপবাদের গ্লানি থেকে মুক্ত করবেন।[১]

একদিন মুসা তার পোশাকটি পাশের পাথরের ওপর রেখে গোসল করছিলেন। আল্লাহর নির্দেশে সেই পাথরটা পোশাক-সহ চলতে শুরু করে তখন। উপায়ান্তর না দেখে মুসা তার পোশাক নেওয়ার জন্য পাথরের পিছে পিছে দৌড়াতে শুরু করেন। আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার ফলে বনি ইসরাইলের লোকেরা দেখতে পায় যে, মুসা সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। এভাবে তাদের ভুল ধারণার অবসান ঘটে।

---

[১] সুরা আহযাব (৩৩), আয়াত : ৬৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মুসা কেন তার জাতিকে এই নির্লজ্জ অভ্যাস থেকে নিবৃত করেননি। এখান থেকে আসলে আমরা দাওয়াতি কাজের একটি মূলনীতি শিখতে পারি—'ধীরে চলো এবং পাপসমূহের মধ্যে ভয়াবহতার মাত্রা নিরূপণ করো'। অর্থাৎ কাউকে দাওয়াত দেওয়ার সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, প্রথম চেষ্টাতেই কোনো মানুষ কিংবা জাতি একদম ত্রুটিমুক্ত হয়ে যাবে না। কোন পাপ থেকে মানুষকে আগে নিষেধ করা উচিত—তা আমাদের বোঝা দরকার। আগের পর্বগুলোতে আমরা অনেকবার দেখেছি, বনি ইসরাইলের মাঝে শিরকের ধারণাই স্পষ্ট নয়। এহেন অবস্থায় ওদের অন্য কোনো ব্যাপারে বলাটা আসলে প্রজ্ঞার সাথে সংগতিপূর্ণ না।

আরেকটা জিনিস আমরা এখান থেকে শিখতে পারি—কোনো জনপদের অধিবাসী যখন আল্লাহকে ঠিকমতো চেনে না বা শিরকে লিপ্ত থাকে, তখন প্রথমে তাদের মাঝে যে পাপের প্রসার ঘটে সেটা হচ্ছে নির্লজ্জতা। আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম যখন আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলেন, তখন সর্বপ্রথম তাদের শরীর থেকে জান্নাতি পোশাক খুলে গিয়েছিল।[১] তাই স্কলাররা বলেন যে, যখন একটা সমাজ বা জাতি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যায়; সাধারণত প্রথমেই যে অনাচার সমাজকে গ্রাস করে তা হলো প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও ব্যভিচার।

বাকারা সম্পর্কিত ঘটনা

একবার বনি ইসরাইলের মাঝে একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এক লোক তার আত্মীয়কে নিজেই হত্যা করে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির কাঁধে দোষ চাপিয়ে দেয়। যার ওপর মিথ্যা খুনের অপবাদ চাপানো হয়েছিল সে তীব্র প্রতিবাদ করে এবং এই অভিযোগ অস্বীকার করতে থাকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনি ইসরাইলের মাঝে বিশাল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তখন সাহায্যের জন্য মুসার দ্বারস্থ হয় তারা, যেন ওহির মাধ্যমে আসল খুনিকে তিনি চিহ্নিত করে দেন।

মুসা আল্লাহর নির্দেশে একটা গরু জবাই করতে বলেন বনি ইসরাইলকে। এহেন অদ্ভুত নির্দেশে বনি ইসরাইল অবাক এবং বিরক্ত হয়ে যায়। তারা আগের মতোই ধৃষ্টতাপূর্ণ স্বরে মুসা আলাইহিস সালামকে বলে—

---

[১] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ২২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ?'[১]

আল্লাহর নবি হয়ে মুসা কি আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবেন? এটা কি একজন আল্লাহর রাসুলের জন্য শোভনীয়? তবু ধৈর্যধারণ করে মুসা বলেন—

'মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[২]

কিন্তু বনি ইসরাইলের কাছে সমাধানটা এত সহজ মনে হলো না। তাই তারা মুসা আলাইহিস সালামকে গরুর ব্যাপারে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে লাগল। তারা জিজ্ঞেস করল, গরুটার বয়স কেমন হবে? জানানো হলো বয়স হবে মাঝামাঝি।[৩] এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তারা আবার জিজ্ঞেস করল গরুটার রঙ কেমন হবে? উত্তর এলো খুব আকর্ষণীয়, গাঢ় পীত বর্ণের। এতেও থেমে না গিয়ে তারা আরও বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইল। তখন মুসা জানালেন যে, সেটা কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়েছে এমন হওয়া যাবে না।

এমন অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গরু খুঁজতে গিয়ে বনি ইসরাইল হয়রান হয়ে গেল। এর কারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে একবার চোখ বুলালেই বোঝা সম্ভব। উল্লিখিত সবগুলো বৈশিষ্ট্য আছে এমন গরু খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর বৈকি! অবশেষে বনি ইসরাইল এমন একটি গরু খুঁজে পেল। গরুটির মালিক যখন বুঝতে পারল এই গরুটির জন্য বনি ইসরাইল হন্যে হয়ে রয়েছে, তখন সে অনেক দাম চাইল। উপায়ান্তর না দেখে তারা অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যেই গরুটা কিনে মুসা আলাইহিস সালামকে জানাল। পরবর্তী নির্দেশ ছিল গরুটা জবাই করে সেটার এক টুকরা মাংস মৃত ব্যক্তিটার গায়ে ছোঁয়ানো। আর তাতেই লোকটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল এবং জনসম্মুখে জানাল যে, আসলে যে ব্যক্তি অন্যকে অপবাদ দিচ্ছিল, সে-ই তাকে হত্যা করেছে। এই তথ্যটা জানিয়েই সে আবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।[৪]

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৬৭

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ৬৭

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ৬৮

[৪] সুরা বাকারা, আয়াত : ৬৮-৭৩

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর এভাবেই সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল আর বনি ইসরাইল প্রায় বেধে যাওয়া গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পেল।

ঘটনা থেকে শিক্ষণীয়

আমাদের কী মনে হয়? কেন বনি ইসরাইল মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল যে, তিনি উপহাস করছেন কি না? আসলে তারা বুঝতে পারছিল না, খুনি কে এটা জানার সাথে গরু জবাই করার কী সম্পর্ক! অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশের যৌক্তিকতা তারা বুঝতে পারছিল না। তাই তারা সাথে সাথে নির্দেশ পালন করেনি।

আমাদের কোনো স্বভাবের সাথে কি মিল পাই? চারপাশে এমন কত হাজারো কেস দেখেছি যেখানে মানুষ ইসলামের একদম মৌলিক বিষয়গুলো পালন করছে না, শুধু এটা তাদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না বলে। আজকের অর্থনীতিতে সুদ কীভাবে নিষেধ হতে পারে, মিউজিক কীভাবে হারাম হতে পারে এগুলো আমাদের বুঝে আসে না বলে, স্রেফ বুঝে আসে না বলে এগুলো থেকে আমরা বিরত থাকি না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কি আমরা আল্লাহর আদেশের পেছনে প্রজ্ঞা খুঁজতে যাব না? আল্লাহ আমাদের যে মগজ, চিন্তা ও বিশ্লেষণী-শক্তি দিয়েছেন তা কি আমরা কাজে লাগাব না? কুরআনের পাতায় পাতায় তো আল্লাহ আমাদের চিন্তাশীল হতে, মাথা খাটাতে বলেছেন। তাহলে?

এখানে আমাদের মূলত দুটো জিনিস বুঝতে হবে—

আগে আমরা ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে 'বেছে' নিই, তারপর আল্লাহর দেওয়া নিয়ম-কানুনগুলো 'মেনে' নিই। আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে, আল্লাহ কোন আয়াতগুলোতে আমাদের চিন্তা করতে বলেছেন; তাহলে দেখব সেগুলো হচ্ছে রব হিসেবে আল্লাহকে চিনে নেওয়ার আহ্বান সংবলিত আয়াত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্য নবি, আগেকার অবাধ্য সম্প্রদায়কে কীভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, কুরআন যে আসলেই আল্লাহর বাণী ইত্যাদি। অর্থাৎ ঈমান আনার পূর্বে মানুষকে চিন্তাভাবনা করে 'সত্য' চিনে নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআনে আমরা এমন আয়াত দেখব না, যেখানে আল্লাহ চিন্তা-ভাবনা করে ইসলামের কোনো আইন কানুন 'মেনে' নিতে বলেছেন।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? ইসলামে আসার পর কি আমরা আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার দ্বার বন্ধ করে দেবো?

অবশ্যই না।

তাহলে মূল বিষয়টা কী?

মূল বিষয়টা হচ্ছে আমাদের মানসিকতা। আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, আমাদের সীমিত বুদ্ধি নিয়ে আমরা কখনোই আল্লাহর দেওয়া সব বিধানের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা বা তাৎপর্য বুঝতে পারব না, এটা বোঝা সম্ভব না। যে মেয়েটার-বয়ফ্রেন্ড একান্ত মুহূর্তের ছবি ফটোশপ করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিয়েছে, তাকে আপনি সহজেই বোঝাতে পারবেন প্রেম করা কেন হারাম; কিন্তু যে মেয়েটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত কারও সাথে বহু বছর প্রেম করেছে এবং উভয় পরিবার বিনা বাক্যে তাদের বিয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে, তাকে বোঝানো খুব কঠিন। তেমনি সুদি ব্যাংকের উচ্চপদের চাকরি করে যে ব্যক্তি অর্থ, সম্মান সবকিছুর শীর্ষে অবস্থান করছে, সে কখনোই বুঝবে না সুদভিত্তিক সিস্টেমের মাঝে সমস্যাটা কোথায়। অন্যদিকে যার বাবা মহাজনের কাছে সুদে ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পেরে আত্মাহুতি দিয়েছে, সে হয়তো সহজেই বুঝতে পারবে। এ থেকে আমরা কী বুঝলাম?

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, আপেক্ষিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত। তাহলে একবার ভেবে দেখুন, আমরা সবাই যদি আল্লাহর বিধানের প্রজ্ঞা বোঝার আশায় বসে থাকি; আমাদের চিন্তা যদি এমন হয়—আগে বুঝব, তারপর মানব; তাহলে আমাদের এই জীবনে কি সব বিধান মানা সম্ভব হবে? তাই মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে আমাদের। সেই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থাটা কী?

আমরা বুঝি বা না বুঝি, বিধানগুলো প্রাথমিকভাবে মেনে চলব, কিন্তু সেগুলোর পেছনে প্রজ্ঞা অনুসন্ধানের যে প্রচেষ্টা, তাও থেমে থাকবে না। আমাদের মানসিকতা হতে হবে আত্মসমর্পণের, আনুগত্যপূর্ণ। আদেশ-নিষেধের প্রজ্ঞা জানতে আমরা আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইব, সাথে এই মনোভাবও ধরে রাখব যে, যদি না-ও বুঝি, তবু মেনে চলাটা থামাব না। এমন মানসিকতা থেকেই আমরা ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে পড়ব, গবেষণা করব কেন সুদ হারাম, শুকরের মাংস বা মদ খেলে কী শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি। আমরা যেন ভুলে না যাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি আল্লাহর

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম নির্দেশ ছিল 'পড়ো'; কিন্তু সেই পড়াটা কীভাবে হবে? কোন মানসিকতা নিয়ে? আল্লাহ একই সুরায় উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছেন মাত্র কয়েকটা শব্দে—ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক।

অর্থাৎ আমাদের সকল জ্ঞানার্জন হবে আল্লাহর নামে, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে। ইতিহাস সাক্ষী, মুসলিমরা কখনোই মনে করেনি ধর্মের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো সংঘর্ষ রয়েছে বা থাকতে পারে। একইসাথে আমরা কখনোই আমাদের বুদ্ধিকেই চূড়ান্ত মানদণ্ড ভাবি না।

ওপরের আলোচনার সারাংশ করলে দাঁড়ায় যে, আমাদের বুদ্ধি ও বিবেকের সীমা হচ্ছে—

১) ওহি দ্বারা প্রমাণিত বিধানের তত্ত্ব ও হিকমত খোঁজা ও বর্ণনা করা।

২) ইসলামি বিধানকে যুগের সাথে কীভাবে সংগতিপূর্ণ রাখা যায়, এ ব্যাপারে কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। যেমন—সুদ হারাম। এ ক্ষেত্রে আমাদের কাজ হলো, ওহির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যুগের সাথে সংগতি রেখে সুদি কারবার উচ্ছেদের পরিকল্পনা করা এবং তা বাস্তবায়ন করা; কিন্তু বিবেকের জন্য সুযোগ নেই যে, হিলা-বাহানা করে সুদকে বা কোনো প্রকার হারামকে হালাল করা। কারণ, ওহি দ্বারা প্রমাণিত বিধানের বিপরীতে বিবেক ব্যবহারের সুযোগ নেই।

৩) দলিল প্রমাণের আলোকে আধুনিক দর্শন ও মতবাদের মোকাবেলায় ইসলামি দর্শনকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা। তবে আধুনিক দর্শনের কাছে যদি বিবেক পরাজিত হয় এবং ওহি কাটছাঁট করার প্রয়োজন পড়ে কিংবা অপব্যাখ্যা করতে হয়, তবে এ কাজ বৈধ নয়।

৪) অন্যান্য দ্বীনের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এবং এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহ দূর করা।

৫) সৃষ্ট জীব-সহ কুরআন যেসব জিনিস নিয়ে গবেষণা ও বিবেক ব্যবহার করতে উৎসাহ প্রদান করে, তাতে ব্যবহার করা।

ওহি দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিধান যদি বিবেক না মানে বা বিবেকের সাথে সংগতিপূর্ণ না হয়, তবে তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, ইসলাম মানার নাম।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাছাড়া মানুষের বিবেক ও জ্ঞান সীমাবদ্ধ; কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়। তাই বিবেক দ্বারা ওহিকে অস্বীকার করা মানে অসীমকে সসীমের মাধ্যমে প্রতিহত ও অস্বীকার করা। ইসলামের কোনো বিধান যদি আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে না মেলে, তবে বিজ্ঞান ও দর্শনের দোহাই দিয়ে ইসলামি বিধান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কারণ, ইসলামি বিধান শাশ্বত। অপরদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন তা নয়, বিজ্ঞানের থিউরি ও আবিষ্কার যেকোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে।

এ ছাড়াও আলোচ্য গরু জবাই করার নির্দেশটি পূর্বে বনি ইসরাইলের জন্য সাগর দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে বর্ণিত একটি শিক্ষার সাথে জড়িত। আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করতে বলেছিলেন, যদিও সাগরে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে কখনোই সাগরের পানি সরে গিয়ে রাস্তা হয়ে যায় না। তবুও এটা থেকে আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য আমাদের নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যেতে হবে। এখানেও চাইলে আল্লাহ ওহির মাধ্যমেই জানিয়ে দিতে পারতেন প্রকৃত হত্যাকারী কে। কিন্তু আল্লাহ জবাইকৃত গরুর মাংস দিয়ে মৃতদেহটি স্পর্শ করিয়ে তারপর জানিয়ে দিলেন সত্যটা। অর্থাৎ আল্লাহ এখানেও একটা মিরাকল ঘটালেন, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করে দেখালেন, কিন্তু সেখানেও বনি ইসরাইলকে 'কিছু একটা' করতে হলো।

এখান থেকে আমরা আরও একটা দারুণ জিনিস শিখি। সেটা হলো কোনো ঘটনার যে পরিণতিই আমাদের কাম্য হোক না কেন, সেই পরিণতিতে পৌঁছানোর উপায়টা আল্লাহ নির্ধারণ করেন। সেই ঘটনাপ্রবাহ আমাদের পছন্দ নাও হতে পারে, যেমনটা ঘটেছে বনি ইসরাইলের সাথে। তারা চাচ্ছে আসল খুনি কে সেটা জানতে, কিন্তু সেটা জানার জন্য তাদের যেসব কাজ করতে হয়েছে, সেটা তাদের জন্য বিরক্তিকর। এমনটা আমাদের জীবনে হরহামেশাই ঘটে। খুব ক্লান্তিকর কিছু কাজের মধ্য দিয়ে হয়তো আমরা যাচ্ছি, কিন্তু দিনশেষে দেখা গেল সেটার মধ্য দিয়ে এমন কিছু ঘটেছে যা হয়তো আমরাই এক সময় খুব ব্যাকুলভাবে চেয়েছিলাম আল্লাহর কাছে!

তবে এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে—এই পুরো ব্যাপারটা ঘোলাটে হয়েছে কিন্তু বনি ইসরাইলের একগুঁয়েমির কারণেই। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সবসময় সহজতা চান, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মুসা আলাইহিস সালামের কথা শুনে তারা যদি সাথে সাথে তা পালন করত, তাহলে যেকোনো একটা গরু জবাই করলেই হতো। কারণ, প্রথমে কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়নি কিন্তু; বলা

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছে স্রেফ একটা গরুর কথা। বনি ইসরাইলই বারবার প্রশ্ন করে এমন এক অবস্থা তৈরি করেছে—যার জের তাদের পোহাতে হয়েছে অস্বাভাবিক মূল্যে। তারা একবার প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং বারবার করেছে এবং প্রতিবার উত্তরে তারা পেয়েছে আগের চেয়েও কঠিন শর্ত। ভেবে দেখুন, গরু তো কৃষিকাজে ব্যবহৃত হবে এটাই স্বাভাবিক, তাই না? কে গরুকে বসিয়ে রাখবে এমনি এমনি?

তাই কোনো ব্যাপারে যদি আমাদের জীবন খুব কঠিন হয়ে যায়, একের পর এক দুআ কবুল না হতে থাকে, তাহলে প্রথমে নিজেদের আমলের দিকে তাকানো উচিত। হারামভাবে জীবিকা অর্জন করে আমরাই দুআ কবুলের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছি না তো? আমাদের ঘরে শো-পিস হিসেবে রাখা মূর্তি, ঝুলিয়ে রাখা ছবি—এগুলোই আমাদের ঘরে রহমতের ফেরেশতা আসতে বাধা দিচ্ছে না তো?

এই ঘটনা থেকে আরও বোঝা যায় শারয়ি বিধান জানার আদব। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের রব ভুলে যান না। তাই কোনো কিছুর ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা না আসার মানে হলো আমাদের জীবন সহজ করার জন্য আল্লাহ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অযথা প্রশ্ন করে আমরা নিয়মগুলো আরও কঠিন, আরও জটিল যেন না করে ফেলি।

তাহলে কি বিস্তারিত প্রশ্ন করে আমরা সংশয় দূর করতে পারব না?

আবারও বলতে হচ্ছে, এ ক্ষেত্রেও আমাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। কেমন সেই পথ? হাদিসে বর্ণিত দুটো ঘটনা থেকে আমরা সেটা বুঝে নেব :

একবার এক সাহাবি সফরে থাকা অবস্থায় আহত হয়ে মাথায় খুব আঘাত পেয়েছিলেন। তার মাথা ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়েছিল এবং পানি লাগানো নিষেধ ছিল। এমন অবস্থায় তার গোসল ফরয হয়ে গেল। তখন তিনি জানতে চাইলেন যে, তার জন্য কোনো অবকাশ আছে কি না। আশেপাশের সাহাবিরা বললেন, গোসল করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ, তায়াম্মুম শুধু তখন প্রযোজ্য যখন পানি পাওয়া যাচ্ছে না। অসুস্থ সাহাবি এটা শুনে ব্যান্ডেজ খুলে গোসল করলেন, অথচ এটা তার শারীরিক অবস্থার জন্য খুবই অনুপযোগী ছিল। ফলে তিনি মারা গেলেন। এই ঘটনা পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি প্রচণ্ড রকম রেগে যান। আমরা সিরাহতে সাধারণত দেখি না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাগের তীব্র প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটা থেকেই এই ঘটনাটার গুরুত্ব বোঝা যায়। তিনি তীব্র ক্ষোভের সাথে বারবার বলতে থাকেন, 'তারা তাকে হত্যা করেছে, তারা তাকে হত্যা করেছে! অজ্ঞতার প্রতিষেধক কি জিজ্ঞেস করা নয়?'[১]

আবার মুসলিমদের ওপর যখন হজ ফরয করা হলো, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা সাহাবিদের জানিয়ে দিলেন। তখন একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আল্লাহর ঘরে যাওয়া কি আমাদের ওপর প্রতি বছর ফরয করা হয়েছে নাকি জীবনে একবার?' এই প্রশ্ন শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকলেন। এ থেকেও ওই সাহাবি বুঝলেন না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা পছন্দ করছেন না। এই প্রশ্ন তিনি করতেই থাকলেন। তৃতীয় বার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্তি-সহকারে উত্তর দিলেন যে, এই অতিরিক্ত প্রশ্ন করার স্বভাবের জন্যই বনি ইসরাইল ধ্বংস হয়েছে এবং আমরা যেন তাদের মতো স্বভাবের না হয়ে যাই।[২] তিনি আরও জানালেন যে, তখন যদি ইতিবাচক উত্তর দিতেন, তাহলে আসলেই আমাদের জন্য হজ প্রতিবছর ফরয হয়ে যেত!

ভাবুন একবার!

এই দুটো ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি, কোন প্রশ্নটি করা যাবে আর কোন প্রশ্নটি করা যাবে না।

প্রথম ঘটনাতে দেখলাম যে, এটা একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কী করতে হবে সেটা, যা কখনো আন্দাজ করে বের করা সম্ভব নয়।

অথচ দ্বিতীয় ঘটনাতে প্রশ্নটা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়! আল্লাহর রাসুল তো অস্পষ্ট করে কোনো নিয়ম জানাবেন না, তাই না?

তাই আমাদের বুঝতে হবে কোন প্রশ্নটা প্রয়োজনীয় আর কোনটা নয়! যেমন ধরুন, কুরআন পড়তে গিয়ে আপনার মনে প্রশ্ন এলো মুসা আলাইহিস সালামের মা আর

---

[১] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৩৭, *মুসনাদু আহমাদ* : ৩০৪৮, *সুনানুদ দারিমি* : ৭৫২; হাদিসটি সহিহ

[২] আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, *সহিহ মুসলিম* : ১৩৩৭, *মুসনাদু আহমাদ* : ৯৭৮৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বোনের নাম কী! তাহলে সেটা কিন্তু একটা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন! মুসা আলাইহিস সালামের মায়ের নাম জেনে আপনার কী লাভ? এভাবে বরং আল্লাহ যেসব পয়েন্টের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেগুলো থেকে ফোকাস হারিয়ে যায়।

তাই এই ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষাগুলো পেলাম সেটার একটা সারাংশ হলো—

১) আল্লাহর বিধান আমাদের বুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য বা যৌক্তিক না হলেও সেটা পালন করতে হবে, আল্লাহর অসীম প্রজ্ঞার কাছে নিজেদের সীমিত বুদ্ধির আত্মসমর্পণ আমাদের ঈমানের দাবি। এই আত্মসমর্পণের মানসিকতা নিয়ে আমরা অবশ্যই আল্লাহর আইনের পেছনের প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করতে পারি।

২) আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে আমাদের সেটার জন্য 'যোগ্যতা অর্জন' করতে হবে, অর্থাৎ ক্ষুদ্র হলেও আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে যেতে হবে।

৩) আমরা যা চাই তা পাওয়ার প্রক্রিয়া আমাদের পছন্দনীয় নাও হতে পারে। তখন ধৈর্য ধরতে হবে।

৪) যদি আমাদের জীবনে খুব বেশি প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তবে প্রথমে নিজেদের আমলের দিকে তাকাতে হবে, যাচাই করে নিতে হবে আমরা নিজেরাই দুআ কবুলের রাস্তা বন্ধ করে রেখেছি কি না!

৫) অযথা প্রশ্ন করে ফিকহের শারয়ি বিধানাবলীর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা আমরা জানতে চাইব না, এতে আমাদের জীবন আমরা নিজেরাই দুর্বিষহ করে তুলব।

শনিবার-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্যের ঘটনা

আমাদের জন্য শুক্রবার যেমন একটা বিশেষ দিন, ইহুদিদের জন্য তেমন বিশেষ দিন হচ্ছে শনিবার, যা 'আস-সাবত' নামে পরিচিত। ইহুদিরা আজও এই দিনটা পালন করে, এইদিন শুধু ইবাদত-বন্দেগির জন্য নির্ধারিত। আমরা যে জনপদের অধিবাসীদের কথা বলছি, তাদের জন্য শনিবার মাছ ধরা নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু তাদের অনেকেই এটা মানত না। তখন আল্লাহ শাস্তিস্বরূপ তাদের পরীক্ষায় ফেললেন। বেশ কিছুদিন ধরে এমন ঘটতে থাকল যে, সারা সপ্তাহে সাগরে কোনো মাছ আসে না, জালে কিছুই ধরা পড়ে না, কিন্তু শনিবারে মাছের প্রাচুর্য দেখা যায়। এতে ওই এলাকার বনি ইসরাইল খুব অস্থির হয়ে পড়ল। কারণ, আল্লাহর দেওয়া নিষেধাজ্ঞার

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য তারা শনিবারে মাছ ধরতে পারছিল না, তাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা একটা কৌশল খাটাল। তারা শুক্রবার রাতে নদীতে জাল ফেলে রাখত, শনিবার মাছ ধরত না; কিন্তু শনিবার আসা মাছগুলো ঠিকই জালে আটকা পড়ত।

ব্যাপারটাতে কি কোনো সমস্যা আছে? ওরা তো শনিবার আর মাছ ধরছে না, তাই না?

আমরা কি বুঝতে পারছি ব্যাপারটাতে কী সমস্যা?

সমস্যা ছোটখাটো কিছু না, বেশ গুরুতরই—তারা আল্লাহকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল। আরেকটু কিতাবি ভাষায় বললে আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধানকে উপেক্ষা করে সেটাকে 'আক্ষরিকভাবে' নিয়েছিল, আল্লাহর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার মর্মকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু বানিয়ে ফেলেছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই কাজটা সবাই করেনি, একটা গোষ্ঠী করেছিল। আর এই সময় অন্য গোষ্ঠী, যারা কিনা আল্লাহকে ভয় করে চলত এবং আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমারেখা অতিক্রম করত না, তারা তিরস্কার করেছিল তাদের। আরও একটা গোষ্ঠী ছিল, যারা মনে করছিল যে, ওদের বলে কোনো লাভ নেই, তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসবে না, আল্লাহর শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত।

এভাবে আল্লাহর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার কারণে আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দিলেন। কী শাস্তি?

আল্লাহর নির্দেশে তারা শুকর ও বানর হয়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনাটি আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

> *আর তাদের সেই জনপদের অবস্থাও জিজ্ঞেস করুন—যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল। যখন তারা শনিবারের আদেশ লঙ্ঘন করেছিল। শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত। আর যেদিন শনিবার হতো না, আসত না। এভাবে আমি তাদের পাপাচারের কারণে তাদের পরীক্ষা করেছিলাম। যখন তাদের একদল লোক অপর দলকে বলেছিল, কেন তোমরা এমন সম্প্রদায়কে সদুপদেশ দিচ্ছ আল্লাহ যাদের ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দেবেন? উত্তরে তারা বলেছিল, এটা*

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমাদের রবের নিকট দোষমুক্তির জন্য। আশা করা যায়, তারা সাবধান হবে। অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদের বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি মুক্তিদান করলাম সেসব লোককে যারা মন্দকাজ থেকে বারণ করত। আর যালিমদেরকে কঠোর শাস্তির মাধ্যমে পাকড়াও করলাম। তারপর যখন তারা বেপরোয়াভাবে নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে থাকল। তখন আমি বললাম, তোমরা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।[১][২]

এখানে একটা বিষয় আছে যা আমাদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। এখানে তৃতীয় দলটি অর্থাৎ যারা চুপ ছিল তাদের পরিণতি কেমন হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তাফসিরবিদদের দুটি মত পরিলক্ষিত হয়। ইবনু আব্বাস থেকে এক সহিহ বর্ণনায় এসেছে যে, একমাত্র তারাই আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল, যারা অন্যায় করেছিল। আর বাকি দুটি দল যারা বলেছিল যে, 'আল্লাহ যাদের ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদের সদুপদেশ দাও কেন?' আর যারা বলেছিল 'তোমাদের রবের কাছে দায়িত্বমুক্তির জন্য' আল্লাহ তাআলা তাদের উভয় দলকেই শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।[৩]

কোনো কোনো তাফসিরবিদ, যারা অন্যায় করেনি তবে অন্যায় থেকে নিষেধও করেনি তাদেরও শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে মনে করেন। এ বর্ণনাটিও ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৪][৫]

আল্লাহই ভালো জানেন; তবে যদি দ্বিতীয় মতটা ঠিক হয়, তাহলে আজকে আমরা যারা নিজেরা ইসলাম পালন করেই আত্মতৃপ্তিতে ভুগছি এবং চারদিকে অশ্লীলতা ও প্রকাশ্য পাপের প্রাচুর্য দেখে মনে করছি যে, আমরা নিজেরা তো আর করছি না; তাদের জন্য এটা একটা বিশাল সতর্কবাণী। যদি এমন হয় যে, বলে কোনো লাভ হচ্ছে না, কেউ তাতে কর্ণপাত করছে না তবুও আমরা মানুষকে সতর্ক করা থামাব না; কেননা, আমরা এই কাজটি করব নিজেদের দায়মুক্ত করার জন্য।

---

[১] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ১৬৩-১৬৬

[২] এ ব্যাপারে আরও বলা হয়েছে সুরা বাকারার ৬৫-৬৬ নং আয়াতে এবং সুরা মায়িদার ৫৯-৬০ নং আয়াতে।

[৩] *তাবারি, আত-তাফসিরুস সহিহ*

[৪] ইবনু কাসির

[৫] তবে ইবনু কাসির প্রথম মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই ঘটনাটা শোনার পর আমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে, আজকে আমরা যে বানর এবং শুকর দেখছি, তারা কি তাহলে শাস্তিপ্রাপ্ত বনি ইসরাইলের বংশধর? হাদিস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, এর উত্তর হচ্ছে—না। এভাবে যাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের কোনো সন্তানসন্ততি হয়নি, তারা ওই অবস্থাতেই মারা গিয়েছিল।[১]

আমাদের জীবনে এই ঘটনার বাস্তব প্রয়োগ

আল্লাহ আমাদেরও এমন একটি দিন দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে শুক্রবার; কিন্তু আমাদের ওপর বিশেষ রহমতস্বরূপ আল্লাহ শুক্রবার সারাদিন আমাদের দুনিয়াবি কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেননি, তবে জুমআর সালাতের সময়টুকুতে কেনাবেচা করতে নিষেধ করা হয়েছে।[২] কিন্তু আমরা কি সেটা মানছি?

আল্লাহ বনি ইসরাইলকে শনিবার দিন মাছের প্রাচুর্য দিয়ে যেমন পরীক্ষা করেছিলেন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও এমন হতে পারে যে, সারাদিন আপনার কোনো কেনাবেচা হয়নি, জুমআর সালাতের জন্য দোকান বন্ধ করতে যাবেন, এই সময়ে কয়েকজন ক্রেতা এলো, যারা অনেক টাকার পণ্য ক্রয় করবে। তখন কিন্তু আমরা একদম হুবহু একই পরিস্থিতিতে পড়ে যাচ্ছি।

এইভাবে আমাদের জীবনে অনেক সময় উপস্থিত হতে পারে, যখন জুমআর সালাতের সময় আমাদের কোনো কাজ পড়ে যাচ্ছে; কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে আমাদের জুমআর সালাত পড়তে হবে। কারণ, হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, কোনো ব্যক্তি যদি অবহেলাবশত পরপর তিনটি জুমআ না পড়ে, তাহলে আল্লাহ তার অন্তরে সিলমোহর মেরে দেবেন[৩] অর্থাৎ সত্য প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। আমরা একটু চিন্তা করলে দেখব, এই শাস্তি কিন্তু বানর হয়ে যাওয়ার চাইতে কম নয়!

সুরা জুমুআর তাফসির থেকে দেখা যায়, ঠিক এ রকম একটা প্রসঙ্গেই সুরাটি নাজিল হয়েছিল। যখন সাহাবিদের একটা দল (এটা একদম মদিনার প্রথম দিকের

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৬৬৬৩; হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[২] সুরা জুমুআ (৬২), আয়াত : ৯

[৩] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১১২৫; হাদিসটি আবুল জা'দ আয-যমরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কথা, যখন মদিনায় চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছিল) জুমআর খুতবা চলাকালে সেটা বাদ দিয়ে কেনাকাটা করতে চলে গিয়েছিলেন; কারণ, তখন বাইরে থেকে একটা বাণিজ্যিক কাফেলা এসে উপস্থিত হয়েছিল। এই সুরার শুরুটা হয়েছে ইহুদিদের তিরস্কার করে। সে জন্য অনেক তাফসিরকারক মন্তব্য করেছেন যে, একটা উম্মাহর উত্থান ও পতনের সাথে সেই জাতি তাদের জন্য নির্ধারিত ইবাদতের বিশেষ দিনটা কীভাবে পালন করছে সেটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এখন আসুন আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, আমরা কি জুমআর দিনটাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছি?

এই ঘটনার এমন সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ ছাড়াও একটা সামগ্রিক প্রয়োগ আছে, যার চর্চা আমরা করতে পারি প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে। বনি ইসরাইল এখানে মূলত কী করেছিল? তারা আল্লাহকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল, তাই না?

এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে, আমরা কি নিজের মনমতো ফাতওয়া তালাশ করে আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করি না? অনেকবার এমন হয়েছে যে, পরিচিতদের সুসংগঠিত উপায়ে ইসলাম শিক্ষায় ব্যাপৃত হতে বলেছি। তারা বলেছেন, তারা বেশি জানতে চান না। কারণ, বেশি জানলে বেশি হিসাব দিতে হবে। আদতে কী হাস্যকর চিন্তা, তাই না? আল্লাহ কি জানেন না যে, আমরা ইচ্ছা করে দ্বীন শিক্ষা করিনি? আল্লাহ কি আমাদের নিয়ত, পরিস্থিতি এগুলো সম্পর্কে সম্যক অবগত নন?

এ কারণে কোনো একজন স্কলারের লেখায় পড়েছিলাম যে, 'চলো তাকওয়া দিয়ে জীবন গড়ি, ফাতওয়া দিয়ে নয়'—কথাটা খুব গভীর কিন্তু! খুঁজলে প্রায় সবকিছুই জায়েয হওয়ার পক্ষে কারও না কারও ফাতওয়া পাওয়া যাবেই। কিন্তু আমরাও বনি ইসরাইলের মতো আল্লাহকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছি না তো?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনি ইসরাইলের জেরুজালেমে প্রবেশ

এবার আমরা বনি ইসরাইলের ক্ষমতা অর্জনের ইতিহাস সম্পর্কে জানব। কারণ, বর্তমান সময়ের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি টপিক এটা। তাই এবারের এই আলোচনা পাঠকদের নিকট বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

এটা মুসা আলাইহিস সালামের মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনা, যখন ৪০ বছর পার হয়ে গেছে। এই ৪০ বছরের অনেকগুলো ঘটনা আমরা জেনেছি। এর মাঝে অনেক পরিবর্তন এসেছে। প্রথমত, জেরুজালেমে প্রবেশের জন্য আল্লাহর দেওয়া নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হয়েছে; কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। কেউ কি আন্দাজ করতে পারছি সেটা?

এই ৪০ বছরে বনি ইসরাইলের প্রজন্মটা বদলে গেছে। মুসা আলাইহিস সালামের সাথে যারা ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে মিশর ছেড়ে এসেছিল, তাদের অধিকাংশই এই সময়ের মাঝে মৃত্যুবরণ করেছে। মরুভূমির শুষ্ক ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছে এক সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্ম—যাদের ইসলামের বুঝ ছিল বিশুদ্ধ ও ইসলামিক বিধিবিধান পালনের ব্যাপারে যারা ছিল আন্তরিক। সর্বোপরি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তারা ছিল দাসত্বমূলক মনোভাব থেকে মুক্ত।

এই নতুন প্রজন্ম নিয়ে ইউশা ইবনু নুনের নেতৃত্বে বনি ইসরাইল জেরুজালেমে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসা আলাইহিস সালামের পরে আল্লাহ ইউশা ইবনু নুনকে বনি ইসরাইলের পরবর্তী নেতা হিসেবে মনোনীত করেন। বাইবেলে তিনি Joshua হিসেবে পরিচিত।[১]

ইউশা ইবনু নুন বনি ইসরাইলকে সাথে নিয়ে জেরুজালেম ও তৎসংলগ্ন এলাকা জয় করার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন। সেখানকার শাসকগোষ্ঠীর সবাইকে পরাজিত করে জেরুজালেমে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় বনি ইসরাইল। আল্লাহ বনি ইসরাইলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে করতে সিজদারত অবস্থায় শহরে প্রবেশ করে; কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সামান্য কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ বনি ইসরাইল জেরুজালেমে প্রবেশ করে উদ্ধত অবস্থায়, উল্লাস করতে করতে এবং আল্লাহ যা বলতে বলেছেন তা বিকৃত করে আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণরত অবস্থায়। কুরআনে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—

> *আর স্মরণ করুন যখন আমি বললাম, তোমরা এই নগরীতে প্রবেশ করো, অতঃপর যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যমতো আহার করো এবং সিজদাবনত অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, আর বলতে থাকো—'আমাদের ক্ষমা করুন', তাহলে আমি তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করব এবং অচিরেই সৎকর্মশীলদের অধিকতর দান করব। অতঃপর যালিমরা সেই কথা পরিবর্তন করে ফেলল—যা তাদের বলা হয়েছিল।*[২][৩]

ইউশা ইবনু নুন মরুভূমি থেকে আসার আগে কিছু মূল্যবান জিনিস সাথে করে এনেছিলেন। এর মাঝে ছিল মুসা আলাইহিস সালাম ও পূর্ববর্তী নবিদের পরিত্যক্ত বরকতময় কিছু বস্তুসামগ্রী।[৪] সেগুলো তিনি একটা সিন্দুকের মাঝে সযত্নে সংরক্ষণ

---

[১] বাইবেলে তাকে দেখানো হয়েছে খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির একজন লোক হিসেবে; যিনি জেরুজালেম অধিকারের পর নির্বিচারে সেখানকার অধিবাসী এমনকি পশুপাখিদের হত্যা করেন। Numbers 21 : 2-3; Deuteronomy 20 : 17; Joshua 6 : 17, 21

আমরা আগেও বলেছি, বাইবেলে বিভিন্ন নবিদের ভয়ংকর সব পাপ যেমন—যিনা, মদ্যপান এমনকি শিরকেরও অপবাদ দেওয়া হয়েছে; যাতে তাদের নিজেদের পক্ষে সাফাই গাওয়া সহজ হয়। তাই নিঃসন্দেহে ইউশা ইবনু নুনকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা সত্যের বিকৃতি বৈ আর কিছু নয়।

[২] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৫৮, ৫৯

[৩] আরও বলা হয়েছে সুরা আরাফের (৭) ১৬১-১৬২ নং আয়াতে

[৪] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ২৪৮

www.boimate.com

Compressed with PDFCompressor by DLM Infosoft

করে রাখেন। বনি ইসরাইলের ইতিহাসে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যা 'Ark of the Covenant' নামে সমধিক পরিচিত।

ওপরে বর্ণিত কাহিনি থেকে আমরা বেশ কিছু শিক্ষা নিতে পারি—

প্রথমত, বিশিষ্টতার বিচারে মুসা আলাইহিস সালামের স্থান ইউশা ইবনু নুনের চেয়ে অনেক ওপরে। অথচ তার সময়ে কিন্তু বনি ইসরাইল তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। কেন?

এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নেতা যেমনই হোক না কেন, সাধারণ মানুষেরা যদি আল্লাহভীরু বা সৎ না হয়, তাহলে আল্লাহ ওই জাতিকে নেতৃত্ব বা ক্ষমতা প্রদান করবেন না। আমরা গত পর্বগুলোতে দেখেছি, বনি ইসরাইলের মধ্যে ইসলামের বুঝ এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রবণতা কত কম ছিল। তাই আজকে যখন আমরা আমাদের মুসলিম শাসকদের গালাগালি করে, তাদের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দায়মুক্ত হতে চাইছি, তখন আমাদের বোঝা উচিত, একজন চৌকশ নেতা অবশ্যই বিজয়ের জন্য দরকার, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। শুধু বনি ইসরাইলের ইতিহাস না, আমাদের মুসলিমদের ইতিহাস পড়লেও দেখব যে, ক্রুসেডারদের আক্রমণ দ্বারা মুসলিম উম্মাহর অবস্থা যখন একদম বিধ্বস্তপ্রায়, ইসলামের নিশানা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাওয়ার উপক্রম, তখন আল্লাহ খুব ছোট কোনো গ্রুপের উত্থান ঘটিয়েছেন যারা ইসলামের ব্যাপারে জ্ঞান রাখতেন এবং আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমার ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। সালাউদ্দিন আইয়ুবির জীবনী পড়লে এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবধরনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি খিলাফতের দাবি করেননি, যদিও তখন আব্বাসীয় খিলাফাত স্রেফ প্রতীকী চিহ্নের মতো নামেমাত্র বিরাজমান ছিল। অর্থাৎ, ক্ষমতার মোহ থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত।

দ্বিতীয়ত, এই যে প্রজন্মের কথা আমরা বলছি যারা মরুভূমিতে বেড়ে উঠেছিল, তাদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত ছিল না। আমরা যত বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হব, জীবনের প্রতি পিছুটান তত বাড়বে, আমরা আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ করতে অপারগ হয়ে যাব। আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে জয়লাভ তাদের দিয়ে হবে না, যারা এখনো দুনিয়ার প্রতি আসক্ত। এধরণের মানুষ যদি সেনাবাহিনীতে থাকে, তাহলে বরং তারা একটা সামগ্রিক বিপর্যয় ডেকে আনবে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয়ত, আরও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য—যা দৃষ্টি আকর্ষণের দাবিদার। তা হচ্ছে এই প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে জেরুজালেম জয়ের বাসনা বুকে নিয়ে, তাদের মাঝে দাসত্ব প্রবৃত্তি ছিল না। অথচ তাদেরই পূর্বপুরুষদের আমরা দেখেছি ফিরআউনের কবল থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াতে তাদের যত কষ্ট করতে হয়েছে, তাতে তারা ছিল বিরক্ত। তারা ফিরে যেতে চাইছিল আগের খাদ্যাভ্যাসে তথা ওই বঞ্চনার জীবনেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারা কোনো তাগিদ অনুভব করত না।

সম্প্রতি ইসলামের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন ঘটনার আদ্যোপান্ত পড়ছি। যেমন—ক্রুসেডারদের আক্রমণ, মঙ্গোলদের আক্রমণ, মুসলিম স্পেনের উত্থান ও পতন, মুসলিমদের কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয় ইত্যাদি। এগুলো পড়তে গিয়ে একটা বিষয়ে আমি সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হয়েছি যে, বিজয়লাভের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে 'মানসিকতা' তথা 'অন্তরের অবস্থা'।[১]

আল্লাহ সুরা হাশরে ইহুদিদের একটি দুর্গ অবরোধ করে রাখার পর মুসলিমদের অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভের কারণ হিসেবে বলেছেন—

> *আর তিনি (আল্লাহ) তাদের (ইহুদিদের) অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দিলেন।*[২]

অর্থাৎ আল্লাহ যখন যে দলের মানুষের অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি করে দেন, সে দল সব সময় পরাজিত হয়। এ জন্য আপনি যদি সাহাবিদের পারস্য, রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধের কাহিনি পড়েন, তাহলে মনে হবে তা যেন রূপকথাকেও হার মানাচ্ছে।

---

[১] এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট হাদিস আছে—সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শীঘ্রই মানুষ তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য একে-অপরকে আহ্বান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে-অপরকে আহ্বান করে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হব?' তিনি বললেন, 'না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত বয়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহন ঢুকিয়ে দেবেন।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল-ওয়াহন কি?' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।'—*সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৭, মুসনাদু আহমাদ*; হাদিসটি হাসান

[২] সুরা হাশর (৫৯), আয়াত : ২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের এমন অভাবনীয় সাফল্যের কারণ ছিল একটাই—তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পেতেন না।[১]

এই জায়গাটায় এসে আমাদের নিজেদের দিকে তাকানো উচিত। এই যে আমরা বর্তমানে পদলেহনকারী অবস্থায় আছি, অকারণে কুকুর-বিড়ালের মতো মরছি, আমরা কি আসলেই এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই? আমাদের জীবনের স্বপ্ন কী, উদ্দেশ্য কী? আমরা কি দূরদর্শী হতে পেরেছি? আমরা কি কখনো এভাবে চিন্তা করি যে, আমাকে দিয়েই এই দুর্নীতিগ্রস্ত সামাজিক ব্যবস্থা, সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আসবে? নাকি প্রাত্যহিক জীবনের পুনরাবৃত্তির আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে একসময় মৃত্যু হবে—এটাই মেনে নিয়েছি? এই জীবনের সাথে কি চতুষ্পদ প্রাণীর জীবনের খুব বেশি পার্থক্য আছে?

আমরা যদি মনে করি যে, আজকাল আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছি বলেই আমাদের এই দৈন্যদশা, তাহলে সেই কথাটা আংশিক সত্য। আল্লাহর ভয়কে সবার ওপরে স্থান দেওয়ার জন্য আমাদের দরকার তীব্র ঈমানি শক্তি, যা আমাদের বড়ই অভাব। ফলে ইহুদিদের মতো আমরাও যদি মনে করি নোবেল প্রাইজ পাওয়া আর আর্থিক উন্নয়ন অর্জনেই সমাধান, তবে সেটা হবে একটা ভুল সমীকরণ। আমাদের অবশ্যই কারিগরি দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কারণ, সাহাবিদের যুদ্ধজয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ সমরকৌশল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকের ভূমিকা পালন করলেও সেটাই মূল কারণ ছিল না, মূল নিয়ামক ছিল তাদের অন্তরের অবস্থা।

অতএব, আমাদের উচিত বিজয়ের কথা ভাবার আগে নিজেদের অন্তরের অবস্থা যাচাই করে দেখা। আমরা কি অবিশ্বাসীদের শক্তিকে ভয় পাই? নাকি আল্লাহ আমাদের পক্ষে আছেন—এটা ভেবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি?

চতুর্থত, বিজয় আসলে কার পক্ষ থেকে আসে? যখন বিজয় আসে, তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত? কেন আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে করতে জেরুজালেমে প্রবেশ করতে বলেছিলেন?

এই নির্দেশ কিন্তু শুধু তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা হুবহু একই নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেটা আমরা

---

[১] সুরা বাইয়িনাহ (৯৮), আয়াত : ৮

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেকেই নিয়মিত সালাতে পড়ি ছোট সুরা হিসেবে—অনুমান করতে পারছেন কোন সুরা?

সুরা নাসর।

এই উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যায় বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আমাদের বিজয় চাইতেও হবে এক আল্লাহর কাছেই। বিজয় আসার পর আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করতে হবে, নিজেদের সফল মনে করে উল্লসিত হওয়া যাবে না, আর সেইসাথে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে; কিন্তু এই ক্ষমাপ্রার্থনার সাথে বিজয়ের সম্পর্ক কী?

মূলত যোগসূত্রটা সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত লেভেলের মাঝে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের যদি সামগ্রিকভাবে বিজয় ঘটে, তাহলে কি আপনা-আপনি ব্যক্তি আমার বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায়? আগের পর্বে উল্লেখ করা আয়াতটি আবার খেয়াল করি—যদি বনি ইসরাইল এভাবে প্রবেশ করত শহরে, তাহলে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হতো; অর্থাৎ—যদিও আমাদের চর্মচক্ষু অনুযায়ী বনি ইসরাইলের বিজয় ঘটেছিল, তাদের মাঝে অনেকেই ছিল যাদের আল্লাহ ক্ষমা করেননি! এখন আল্লাহ যদি আমাদের ক্ষমাই না করেন, তাহলে এই বিজয়ে আমাদের কী লাভ? ইসলাম আল্লাহর দ্বীন, এর বিজয় হবে এটাই আল্লাহর ওয়াদা; কিন্তু সেই বিজয়ের মুহূর্তে আমি যদি দর্শক হয়ে থাকি আর জাহান্নামে যাই, তবে সেই বিজয় আমার জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। অন্যদিকে আমার জীবদ্দশায় ইসলাম যদি পরাজিত শক্তিও হয়ে থাকে, আর আমি আমার সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করার জন্য আল্লাহর ক্ষমা পেয়ে যাই, তাহলে সেটাই আমার জন্য 'প্রকৃত বিজয়'। আমরা এই বিজয়মিছিলে দর্শক নয়, সক্রিয় সৈন্য হয়ে থাকতে চাই, আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করেন। আমিন।

পঞ্চমত, বনি ইসরাইল শুধু যে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে করতে সিজদারত অবস্থায় ঢোকার নির্দেশ অমান্য করেছিল তা-ই নয়; তারা আল্লাহ যা বলতে বলেছিলেন, সেটাকে জিহ্বা দিয়ে বিকৃত করে ফেলেছিল। শুনলে মনে হয় আল্লাহ যা বলতে বলেছেন সেটাই তারা বলছে, অথচ তারা কিনা ব্যঙ্গ করে ধৃষ্টতামূলক শব্দ উচ্চারণ করছিল!

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইহুদিদের এই অভ্যাসটা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ও দেখতে পাই। কুরআন আমাদের সরাসরি জানাচ্ছে এই বিষয়টা—

> *কোনো কোনো ইহুদি যথাস্থান হতে বাক্যাবলি পরিবর্তন করে এবং বলে আমরা শুনলাম কিন্তু অমান্য করলাম। তারা আরও বলে; শোনো না-শোনার মতো। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলে, রায়িনা। অথচ যদি তারা বলত, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত) শোনো এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখো, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম ও যথার্থ; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাসের দরুন তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। তাই তাদের অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত কেউ ঈমান আনছে না।*[১]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে আদেশ করেন—

হে মুমিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না, 'উনযুরনা' বলো এবং শুনতে থাকো। আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[২]

'রায়িনা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'পর্যবেক্ষণ করুন' বা 'তত্ত্বাবধান করুন', আর প্রায়োগিক অর্থ আমাদের প্রশ্নগুলোর দিকে একটু মনোযোগ দিন কিংবা আমাদের এই এই বিষয় বা সমস্যাগুলো একটু খেয়াল করুন। হাদিস থেকে জানা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিভিন্ন মানুষ ও সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রশ্ন করত। তাদের মাঝে ইহুদিরাও ছিল। কিন্তু অনুরোধ প্রকাশে এমন এক শব্দ [راعنا] তারা বাছাই করে নেয়, যা আরবিতে ভালো অর্থ [খেয়াল করুন / মনোযোগ দিন] দেয় ঠিকই, কিন্তু ইহুদিদের ভাষায় মন্দ অর্থে [আহম্মক / বেকুব] ব্যবহৃত হয়। নবিজি ও তার সাথিরা যেহেতু হিব্রু ভাষা জানতেন না, তারা যে কৌশলে গালমন্দ করে যাচ্ছিল তা তৎক্ষণাৎ ধরতে পারেননি। ইহুদিরা এতে ভীষণ মজা পেত এবং মিটিমিটি হাসত। বিভিন্ন প্রয়োজনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে মুমিনদের কেউ কেউ একই শব্দ ব্যবহার করে অনুরোধ করত। তাদের উদ্দেশ্য ও নিয়ত ছিল পরিষ্কার। কিন্তু ইহুদিরা যেহেতু এই শব্দটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করত তাই আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের আদেশ দিলেন এটা পরিহার করে

---

[১] সুরা নিসা (৪), আয়াত : ৪৬

[২] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ১০৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিশব্দ 'উনযুরনা' (انْظُرْنَا) ব্যবহার করতে, যার অনুরূপ উচ্চারণের কোনো শব্দ হিব্রু ভাষায় নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসেও আমরা দেখি যে, তারা তাকে দেখে 'আসসালামু আলাইকুম' না বলে জিহ্বার কারুকাজ করে বলত 'আস সামু আলাইকা' যার অর্থ ছিল তোমার মৃত্যু হোক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করতেন, তিনি তার স্বভাবসুলভ শান্ত এবং সহনশীল ভঙ্গিতে কৌশলের সাথে প্রতিউত্তর দিতেন, 'ওয়া আলাইকুম' অর্থাৎ, তোমার ওপরও তা-ই বর্ষিত হোক যা তুমি আমার ওপরে চেয়েছ।[১]

এখানে আমাদের জন্য দারুণ শিক্ষণীয় একটা বিষয় আছে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন আল্লাহ এই বিষয়টা কুরআনে বারবার উল্লেখ করলেন? মূলত আল্লাহ আমাদের শেখাচ্ছেন, ইহুদিরা মুখে যা বলে তা তাদের মনের কথা নয়! আমরা যদি কুরআন থেকে ইহুদিদের এই স্বভাবটা শিখতাম, তাহলে কি আমরা কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস করতাম? কিন্তু আমরা যে কুরআনের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে! তাই তো ইতিহাস সাক্ষী আমরা বারবার তাদের বিশ্বাস করে ঠকেছি। এর একটা ক্লাসিক্যাল উদাহরণ হলো ব্যালফোর ডিক্লেরেইশন (Balfour Declaration)।[২] এর মাধ্যমে তারা আমাদের সাথে কথার খেলা খেলেছিল ঠিক একইভাবে, এবং ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাস্তা সুগম করেছিল।

[১] আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, *সহিহ বুখারি* : ৬৪০১

[২] ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব জেমস আর্থার বেলফোর ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে কথিত আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য ঘোষণা দেন। এই ঘোষণাকে ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগের সূচনাবিন্দু ধরা হয়।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনি ইসরাইলের পদস্খলন

জেরুজালেমে প্রবেশের পর বনি ইসরাইল প্রথম বেশ কিছু বছর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করেছিল। এর পর থেকে তাদের পদস্খলন ঘটতে থাকে। তবে এখানে আমরা যে ক্রম অনুযায়ী ঘটনাগুলো বর্ণনা করব, সেটা কুরআন-হাদিস থেকে জানা যায় না। অনেক কিছুই তাফসির ইবনু কাসির থেকে নেওয়া, যেখানে অনেক সময় বনি ইসরাইল থেকে প্রাপ্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এ-সংক্রান্ত মূলনীতি হচ্ছে—যদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে এতে কোনো ক্ষতি নেই। এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, কাহিনির ক্রম জানা আমাদের জন্য জরুরি নয়। যদি জরুরি হতো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই কুরআন বা সুন্নাহর মাধ্যমে আমাদের তা জানিয়ে দিতেন। তাই আমরা এখান থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলোর ওপর আলোকপাত করব ইনশা আল্লাহ।

আমাদের হয়তো মনে আছে যে, বনি ইসরাইলের মাঝে ১২টি গোত্র ছিল—যারা কিনা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ১২ জন ছেলের বংশধর। এই ছেলেদের মাঝে দশজন ছিলেন এক মায়ের; বাকি দুইজন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও বিনইয়ামিন ছিলেন আরেক মায়ের। এদের দুজনের প্রতি বাকিদের যে প্রচণ্ড ঈর্ষাবোধ কাজ করত—তা আমরা আগে থেকেই জানি, হিংসা থেকেই ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে তারা এহেন আচরণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কীভাবে সম্মানিত করেন সেই কাহিনিও আমরা সবাই জানি। এই উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শয়তান তার কূটকৌশল দিয়ে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর নবির ঘরের ভেতরও অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। আমরা কেউই আসলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ নই। আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ঘরের কথা পরে জানা যখন পানির মতো সহজ হয়ে গিয়েছে, তখন এই হিংসার উদ্রেক হওয়ার ব্যাপারটা আমাদের সবার মাথায় রাখা উচিত।

যা-ই হোক, ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও বিনইয়ামিনের প্রতি অন্যদের যে একটা সূক্ষ্ম বিতৃষ্ণা বা ক্ষোভ ছিল, সেটা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরেও অব্যাহত থাকে। এতদিন হয়তো চাপা ছিল, কিন্তু নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তা কদর্যরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তবে ইউসুফ আলাইহিস সালাম পরবর্তী সময়ে ক্ষমতা লাভ করায় তার বংশধরদের তারা আর কিছু বলার সাহস পেত না। বাকি থাকল শুধু একজন। যার ফলস্বরূপ দেখা যায় বিন ইয়ামিনের গোত্রের ওপর তারা কারণে অকারণে নানা ধরনের অত্যাচার করতে থাকে। এই যে নিজেদের মাঝে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাওয়া, এটা আসলে যেকোনো জাতির ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার প্রথম ধাপ।

আমরা আজকের মুসলিমরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন আমরা কোনো বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হই, তখন আমরা সাময়িকভাবে ঠিকই নিজেদের মাঝে বিভেদ ভুলে যেতে পারি, কিন্তু পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই আমাদের নিজেদের মধ্যকার শতধা বিভক্তি, বিদ্বেষ সব প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

তৎকালীন বনি ইসরাইলের মাঝে আরও একটা বৈশিষ্ট্য প্রকট আকারে দেখা দিয়েছিল, সেটা হলো, আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জাতি হবার মতবাদটিকে নিজেদের একচ্ছত্র এবং জন্মগত অধিকার মনে করা। তারা তাদের অধীন ব্যক্তিদের অইহুদি (Gentile) হিসেবে অভিহিত করত এবং মনে করত যে তাদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া বৈধ। এই একই ধারণা আজকের ইহুদিদের মাঝেও পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। বস্তুত, আজকে প্যালেস্টাইনে আমরা যে নির্বিচার গণহত্যা দেখি, তা আদতে তাদের এই মানসিকতারই ফসল। তারা মনে করে তারা যা-ই করুক না কেন, সেটার ঐশী বৈধতা রয়েছে এবং অন্য সব মানুষ, যারা ইহুদি নয় তাদের সাথে যা খুশি করার অধিকার রয়েছে।

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে, ইহুদিরা বারবার বিভিন্ন স্থান থেকে বিতাড়িত হয়েছে, সেখানকার ক্ষমতাসীনদের দ্বারা অত্যাচারিত

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছে। এই বিষয়টাকে আজকাল তারা খুব মর্মস্পর্শীরূপে উপস্থাপন করে এবং এটাকেই তাদের নিজস্ব বাসভূমি (ইসরাইল) প্রতিষ্ঠার পেছনে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরে; কিন্তু আমাদের এই ঘটনার আদ্যোপান্ত জানতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের কুরআনের মাধ্যমে জানিয়েছেন, ইহুদিরা তাদের ওপর নাজিলকৃত ঐশী কিতাব বিকৃত করেছে। এই বিকৃতির একটা উদাহরণ হচ্ছে : আল্লাহ ইহুদিদের নিজেদের মধ্যে সুদভিত্তিক লেনদেনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। তারা সেটা পরিবর্তন করেছিল এইভাবে—তারা নিজেদের মধ্যে এই কাজ করতে পারবে না, তবে অইহুদিদের (Gentile) সাথে করতে পারবে। ওই যে নিজেদের বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ভাবা, সেখান থেকেই তারা ভাবত নিয়ম-কানুন তাদের জন্য একরকম, আর অন্য সবার জন্য আরেকরকম। তাদের গ্রন্থেই আমরা এর প্রমাণ পাই—

> **তোমার স্বজাতীয় ভাইকে টাকা-পয়সা, খাদ্যশস্য কিংবা অন্যকিছু ধার দিয়ে সুদ আদায় করবে না। বিদেশিকে তোমরা সুদে ধার দিতে পারো, কিন্তু তোমাদের স্বজাতীয় ভাইকে সুদে ধার দেবে না। তাহলে যে দেশ তোমরা অধিকার করতে যাচ্ছ, সেই দেশে সর্ববিষয়ে তোমাদের আরাধ্য ঈশ্বর প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।**[১]

ইতিহাস সাক্ষী—ইহুদিরা যেখানেই যেত, সে অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে সুদের কারবার শুরু করত। এ জন্য কুরআনে সুদ-সংক্রান্ত যে কয়টি আয়াত রয়েছে, তার মাঝে একটি হচ্ছে ইহুদিদের এই কাজের জন্য তিরস্কার করে।[২] আমরা যারা শেক্সপিয়ারের 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস' পড়েছি তাদের হয়তো মনে আছে, নাটকটির ভিলেন ছিল একজন ইহুদি। আমরা এমন একটা অদ্ভুত সময়ে বাস করছি যখন মানুষ সুদের সাথে লেনদেনকে কোনো অপরাধ মনে করে না; কিন্তু এমনটি আগে ছিল না, সবসময়ই সমাজে সুদখোররা ঘৃণিত ছিল। ফলে ইহুদিদের

---

[১] Deuteronomy 23 : 19, 20

[২] বস্তুত ইহুদিদের অধিক পরিমাণ পাপ এবং দ্বীনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবার কারণে আমি তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি অগণিত পূত-পবিত্র বস্তু—যা তাদের জন্য হালাল ছিল। আর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সুদগ্রহণের কারণে এবং অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভোগ করার কারণে আমি কাফিরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৬০-১৬১]

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সব জায়গা থেকে বের করে দেওয়া হতো তাদের এই সুদি কার্যক্রমের জন্য; কিন্তু তারপরও তাদের স্বভাব বদলায়নি, তারা আজও পৃথিবীর সব মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকগুলোর মূল হোতা।

আমাদের মুসলিমদের মাঝেও আজকাল এই প্রবণতা দেখা যায়। আপনি যদি Islamqa নামক ফাতওয়ার ওয়েবসাইটটা একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেন[১], এমন অসংখ্য প্রশ্ন পাবেন যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছে হারাম দ্রব্য, যেমন—মদ, শুকরের মাংস এগুলো অমুসলিমদের কাছে বিক্রি করা বৈধ কি না! যদি আল্লাহর আইনের ব্যাপারে তোয়াক্কা নাও করি; আমাদের কমনসেন্স থেকেই বুঝতে পারার কথা যে, এভাবে বিষয়টির প্রতি সংবেদনশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে নিজেরাও একসময় এই কাজে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারি, ঠিক যেমনটা হয়েছে ইহুদিদের ক্ষেত্রে।

ইহুদিরা এই সময় আরও একটা কাজ করত—তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করত না। অর্থাৎ তাদের মাঝে ধনী বা ক্ষমতাশীল কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অপরাধ করত, তবে তারা সেটা এড়িয়ে যেত। অথচ গরিব বা অসহায় কেউ করলে সাথে সাথে শাস্তি প্রয়োগ করত। এই প্রসঙ্গে আমরা ইসলামের ইতিহাস লক্ষ করলে ভিন্ন চিত্র দেখব। এই একই কাজ যখন মদিনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিরা করার উপক্রম করেছিল, তখন তিনি ভয়ংকর রেগে গিয়েছিলেন! হাদিসে আছে—একবার বনি মাখযূম গোত্রের উচ্চবংশীয় এক মহিলা চুরি করেছিল। তখন সবাই উসামা ইবনু যায়িদকে গিয়ে অনুরোধ করল, তিনি যেন নবিজির কাছে সুপারিশ করে ভদ্রমহিলার শাস্তি মওকুফ করিয়ে নেন। উসামা ইবনু যায়িদকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনিতে খুব পছন্দ করলেও, তার মুখে সেই কথাটি শুনে নবিজি রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে ফাতিমা যদি চুরি করে, তাহলে আমিও তার হাত কেটে দেবো।' এরপর তিনি বনি ইসরাইলের কথা বলেছিলেন, এমন আচরণই ছিল তাদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ।[২]

এই প্রেক্ষিতে আমাদের একটা বিষয় খুব গভীরভাবে ভাবতে হবে। আমরা আজকাল খুব মনঃকষ্টে ভুগি যে, আমরা মুসলিমরা বিশ্বের সুপার পাওয়ার নই। অথচ আমরা

---

[১] http : //islamqa.info/en/40651

[২] *সহিহ বুখারি* : ৬৭৮৮; হাদিসটি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত

www.boiRate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভুলে যাই, আমরা এখনো আমাদের ছোট ছোট পরিমণ্ডলে ঠিকই ক্ষমতাসীন। একজন স্বামী তার পরিবারের ব্যাপারে, একজন মা তার সন্তানদের ব্যাপারে, গৃহকর্ত্রী তার বাড়ির কাজের লোকদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি আমাদের অধীনদের সাথে সর্বক্ষেত্রে সুবিচার করতে পারি? যদি এই ছোট্ট বলয়েই আমরা তা না করতে পারি, তাহলে এই অবস্থায় আরও বড় পরিসরে গিয়ে আমরা কি আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত করব নাকি ভূলুণ্ঠিত করব? আমরা যখন ক্ষমতায় আছি, তখন যদি আমরা নিজেদের মাঝে এবং আমাদের অধীন যারা আছে, তাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, তাহলে কি আমাদের আরও বড় পরিমণ্ডলের ক্ষমতায় যাওয়া সাজে?

এরপর থেকে ক্ষমতায় না থাকার জন্য হা-হুতাশ করার আগে অবশ্যই আমাদের এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

এবার মূল ঘটনার বিবরণে ফিরে আসি।

যখন বনি ইসরাইল এইভাবে নিজেদের মাঝে বিভক্ত ছিল এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করছিল, তখন আল্লাহ আবার তাদের ওপর বহিঃশত্রুদের শক্তিশালী করে দিলেন। আশেপাশের গোত্র এসে বনি ইসরাইলের পবিত্র ভূমি থেকে তাড়িয়ে দিল এবং তারা ইরাক, শাম, তুরস্ক ইত্যাদি নিকটবর্তী স্থানগুলোতে প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে লাগল।

বনি ইসরাইলের কাহিনি থেকে খুব সম্ভবত এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয়। কখন আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের শক্তিশালী করে দেন?

যখন আমরা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকি। ইসলামের শত্রুদের প্রধান কাজ হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা; কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, সাফল্য আসে শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ইসলামের শত্রুরা তখনই সাফল্য পায়, যখন তিনি আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট থাকেন। ভেবে দেখুন, মুনাফিক কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে ছিল না? ইহুদিরা কি তখনো ছিল না? তবে তখন কীভাবে তারা বিশ্ব জয় করেছেন আর আমরা আজ কুকুর-বিড়ালের মতো মার খাচ্ছি?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যা-ই হোক, এভাবে একসময় বনি ইসরাইল পবিত্র ভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় ও 'Ark of the covenant'[১] তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে যদিও বনি ইসরাইলের মাঝে আল্লাহ তাআলা অনেক নবি পাঠিয়েছিলেন, তবুও বহুদিন তারা নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় ছিল।

শুধু পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়নই নয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের আরও বড় একটি শাস্তি দেওয়া হয়—তারা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানে মহামারি আকারে প্লেগ দেখা দেয়। মৃত্যুভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দলে দলে বনি ইসরাইল তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। এমন সময়ে আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর ফেরেশতাকে তাদের সবার জান কবজ করার আদেশ দেন। ফলে অনেক চেষ্টা করেও তারা মৃত্যু থেকে পালাতে সক্ষম হয়নি।

যে স্থানে এই ঘটনা ঘটে, হিজকিল আলাইহিস সালাম নামে একজন নবি একবার সেই স্থান পার হচ্ছিলেন। তিনি এতগুলো মৃতদেহ দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি দেখতে চাও আমি এদের পুনরুত্থিত করতে পারি কি না?' তিনি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলে আল্লাহ তাকে দুআ করতে বলেন। তিনি দুআ করলে বনি ইসরাইলের এই সকল মৃত মানুষ আবার জীবন ফিরে পায়। সর্বসাকুল্যে এদের সংখ্যা ছিল নয় হাজারের মতো। এই ঘটনাটি আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন সুরা বাকারার ২৪৩ নং আয়াতে।[২]

[১] সিন্দুকের মাঝে সংরক্ষিত মুসা আলাইহিস সালাম ও পূর্ববর্তী নবিদের পরিত্যক্ত বরকতময় কিছু বস্তুসামগ্রী।

[২] কেউ যদি আরও বিস্তারিত পড়তে চান, তাহলে এখানে পড়তে পারেন—http : //www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=146

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাদশাহ তালুত ও তার নেতৃত্বে জয়লাভ

এভাবে বেশ কিছুদিন ছন্নছাড়া অবস্থায় থাকতে থাকতে বনি ইসরাইল ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল, আল্লাহ কর্তৃক পাঠানো একজন বাদশাহ বা নেতার অধীনে যুদ্ধ করা ছাড়া তাদের এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি মিলবে না। তৎকালীন সময়ে তাদের কাছে আল্লাহ যে নবি পাঠিয়েছিলেন, তারা তার কাছে গিয়ে অনুরোধ করল, আল্লাহ যেন তাদের একজন রাজা পাঠান, যিনি তাদের নেতৃত্ব দেবেন।

এই প্রসঙ্গে কুরআনে আছে—

> *আপনি কি মুসার পরে বনি ইসরাইলের একটি দলের প্রতি লক্ষ করেননি? যখন তারা নিজেদের নবিকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন যেন আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবি বললেন, এটা কি সম্ভবপর নয় যে, যখন তোমাদের ওপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল, 'আমাদের কী হয়েছে, যে আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘরবাড়ি ও সন্তানসন্ততি থেকে।' অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ল। আর আল্লাহ যালিমদের ভালো করেই চেনেন।*[১]

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ২৪৬

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনারা কি বুঝতে পারছেন, এই আয়াতে বর্ণিত নবি আলাইহিস সালাম যুদ্ধ না করা মর্মে কোন ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছেন?

মুসা আলাইহিস সালাম যখন বনি ইসরাইলকে যুদ্ধ করে পবিত্র ভূমিতে ঢোকার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তারা তা থেকে পিছপা হয়েছিল—এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। এখানে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, তারা যদি তখন আল্লাহর নির্দেশ মানত, তাহলে ফিলিস্তিনের সেই সব জাতি একবারেই ধ্বংস হয়ে যেত। তারা তখন অমান্য করেছিল বলেই সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতিপক্ষদের সাথে তাদের যুদ্ধ পাল্টা-যুদ্ধ করতে হয়েছে। ইউশা ইবনু নুনের নেতৃত্বে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারার বিষয়টা ছিল সাময়িক সাফল্য মাত্র।

অতএব, এই ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

আল্লাহ আমাদের জন্য 'দীর্ঘমেয়াদি' সুস্তি ও সাফল্য চান। অল্প কষ্টের বিনিময়ে তিনি আমাদের অনেক বড় নিআমত দিতে চান; কিন্তু সেটা না বুঝে আমরা নিজেদের জন্য যে পথ বেছে নিই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বেশ কন্টকাকীর্ণ ও কষ্টকর হয়ে থাকে।

এরপর থেকে আমরা কি সন্তুষ্ট থাকব আল্লাহর সিদ্ধান্তে, যদিও-বা কোনো কিছু আমাদের মনের মতো না হয়? ভরসা করতে পারব আল্লাহর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ওপর?

এখানে আমরা আরও দেখলাম যে, মুখে মুখে আমরা অনেক কথাই বলি, কিন্তু কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে দ্বীনের প্রতি আমাদের আন্তরিকতার পরীক্ষা হয়ে যায়। এবারও আল্লাহ তাআলা সত্যি সত্যিই যখন জিহাদের নির্দেশ দিলেন, সেই প্রথম বারের মতোই অল্পসংখ্যক ছাড়া বনি ইসরাইলের প্রায় সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল। তাই আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, আমরা কি কথার ফুলঝুড়ি ছিটানোর দলে নাকি কথা কম বলে কাজ করে যাওয়ার দলে?

এর পরের ঘটনাও আল্লাহ উল্লেখ করছেন একই সুরার পরবর্তী আয়াতগুলোতেই—

আর তাদের নবি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নির্ধারণ করেছেন। তারা বলতে লাগল, 'এ কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের ওপর! অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বেশি। আর সে সম্পদের দিক থেকেও সচ্ছল নয়।' নবি বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই রাজ্য দান করেন, আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।' বনি ইসরাইলকে তাদের নবি আরও বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে, তাতে থাকবে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রশান্তি। থাকবে মুসা, হারুন এবং তাদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে।[১]

আল্লাহ যখন তালুতকে বাদশাহ হিসেবে মনোনীত করলেন, তখন তারা সবিস্ময়ে লক্ষ করল যে, তিনি বিন ইয়ামিনের বংশের, যাদের কি না তারা এতদিন ধরে অবহেলা, অত্যাচার করে এসেছে! তাছাড়া তিনি সম্পদশালীও ছিলেন না! ফলে তারা মন থেকে তাকে মেনে নিতে পারছিল না; কিন্তু আল্লাহই যে তাকে নির্বাচিত করেছেন তার প্রমাণ হিসেবে তালুতের ঘরের সামনে আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দিলেন সেই 'Ark of the covenant' যা কিনা হারিয়ে গিয়েছিল বলে আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে—

প্রথমত, আমরা যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাই, তখন তা যে আমাদের মনের মতো করে কবুল হবে তা কিন্তু নয়! বনি ইসরাইল যা চেয়েছিল আল্লাহ তা-ই দিয়েছিলেন, তাদের জন্য একজন রাজা মনোনীত করে দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা তাকে পছন্দ করেনি; কারণ, নির্বাচিত ব্যক্তিটি তাদের মনমতো হয়নি। এটা আমাদের সাথেও হতে পারে। হয়তো আল্লাহ আমাদের দুআ কবুল করলেন, কিন্তু সেটা আমরা যেভাবে ভেবেছিলাম সেভাবে নয়, হয়তো-বা আমাদের অপছন্দনীয় কোনো উপায়ে!

দ্বিতীয়ত, বনি ইসরাইল তালুতকে পছন্দ করেনি; কারণ, প্রকৃতপক্ষে কে আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তার একটা নিজস্ব মনগড়া মানদণ্ড তারা তৈরি করে নিয়েছিল। এই মানদণ্ডটা আসলেই আল্লাহর দ্বারা স্বীকৃত কি না সেটা পরখ করে নেওয়ার প্রয়োজন

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ২৪৭-৪৮

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা মনে করেনি। আমরা নিজেরা অনেক সময় এমন করি। কারও অনেক টাকা থাকলে আমরা ধরে নিই, তার প্রতি আল্লাহর অনেক রহমত, তাকে আল্লাহ অনেক পছন্দ করেন; কিন্তু কুরআনে একাধিকবার আল্লাহ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, এই দুনিয়ার প্রাচুর্য কোনো বিশাল ব্যাপার নয়। এখানেও আমরা দেখছি, বাদশাহ তালুত সম্পদশালী ছিলেন না, কিন্তু তার ছিল জ্ঞান, দ্বীনের জ্ঞান। অতএব, পার্থিব জীবনের ক্ষণিক ভোগবিলাসের মোহ উপেক্ষা করে হলেও আমাদের দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে ব্যাপৃত হওয়া উচিত।

'আমার মনের মতো কাউকে নেতা বা নবি হতে হবে'—মূলত এটাই ছিল ইহুদিদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে না নেওয়ার প্রধান কারণ। বিষয়টা এমন না যে, তারা সংশয়ে ছিল তিনি আসলেই আল্লাহর নবি কি না! তারা সন্দেহাতীতভাবে জানত যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। আল্লাহ কুরআনে তাদের কথা বলছেন—

> *যাদের আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে তাদের সন্তানদের।*[১]

আগে আমরা দেখেছি যে, ইহুদিরা নিজেদের আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জাতি ভেবে একটা মিথ্যা আত্মতৃপ্তিতে ভুগত, অন্য সবাইকে অইহুদি (Gentile) বা উম্মি হিসেবে অভিহিত করে হেলা করত। এ জন্য আল্লাহ একাধিকবার কুরআনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষণ হিসেবে তাকে 'উম্মি নবি' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২] সুতরাং, তারা যখন দেখল, যাদের এতদিন তারা সবচেয়ে হেয় করে এসেছে, সেই অশিক্ষিত আরবদের মধ্য থেকে একজনের নেতৃত্ব তাদের মেনে নিতে হবে, তখন নিজেদের অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে কিছুতেই তারা সেটা করতে পারছিল না!

অতএব, আমরা বুঝলাম, আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে অনেক সময়ই আমাদের ইগো বা আত্ম-অহমিকা বিসর্জন দিতে হয়, যা সবাই পারে না। আমাদের মনের

---

[১] সুরা আনআম (৬), আয়াত : ২০

[২] সুরা জুমুআ (৬২), আয়াত : ২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মতো না, এমন অনেক কিছু আমাদের মেনে নিতে হয় বা করতে হয়। এখানেই আসলে আত্মসমর্পণের মূল নির্যাসটা বিদ্যমান। আমাদের যা করতে ভালো লাগে, শুধু তা করলে সেটা তো আত্মসমর্পণ হলো না, সেটা হলো প্রবৃত্তিপূজা!

তৃতীয়ত, অন্ধ গোত্রপ্রীতি ইসলামে নিন্দনীয় একটা বিষয়। আজকের পরিভাষায় এটাকে আমরা অন্ধ জাতীয়তাবাদ বলতে পারি। ছোটবেলা থেকে আমাদের ধর্মবইতে একটা কথা শেখানো হয়—'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ', যা আদতে কোনো হাদিসই নয়। তবে দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করা আর অন্ধভাবে জাতীয়তাবাদী না হওয়ার মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই; কারণ, একজন ধর্মভীরু মুসলিম আল্লাহকে ভয় করে চলে। আর এ জন্যই তার হাতে দেশ সবচেয়ে বেশি নিরাপদ।

চতুর্থত, ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। আল্লাহ যখন তাঁর ইচ্ছামতো কিছু করেন, তখন তা তার প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার ও জ্ঞানের সাথে সংগতি রেখেই করেন; কিন্তু আমরা আমাদের স্বল্প বুদ্ধি দিয়ে অনেক সময় ভাবি যে, অমুকের এই জিনিসটা প্রাপ্য না, তমুক ওটা কীভাবে পেল ইত্যাদি—যেমনটা তালুতকে বাদশাহ নির্বাচিত করায় তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমাদের এমনটা ভাবা উচিত নয়; বরং আমাদের সবসময় আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর আস্থা রাখা উচিত।

আবারও ফিরে যাচ্ছি মূল ঘটনার বিবরণে। বাধ্য হয়ে বনি ইসরাইল বাদশাহ তালুতের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশ নিল। এই সময়ে কারা আদতে নিবেদিতপ্রাণ—সেটা যাচাই করার জন্য আল্লাহর নির্দেশে বাদশাহ তালুত একটি ছোট্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এ-সংক্রান্ত পুরো ঘটনাটা আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করছেন এভাবে—

অতঃপর যখন তালুত সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হলো, তখন সে বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন। অতএব, যে তা হতে পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয় সে আমার লোক; কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না; কিন্তু তাদের মধ্য থেকে স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া সবাই তা পান করল। পরে তালুত যখন সেই নদী পার হলো, তারা বলল, 'জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াই করার ক্ষমতা আজ আমাদের নেই'। যাদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বারবার বলতে লাগল, 'কত ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে!' আর

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[১]

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়—যে কাজটা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে স্বাভাবিকভাবে সেটা কিন্তু হারাম কিছু না! চিন্তা করলে আমরা দেখব যে, এর পেছনে বিশাল প্রজ্ঞা বিদ্যমান। রামাদান মাসে আমরা কিন্তু এই কাজটিই করি। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হালাল কাজ (পানাহার) থেকে বিরত থাকি, আত্মসংযমের প্রশিক্ষণ হয়ে যায়। ফলে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা আমাদের জন্য সহজ হয়। অথচ এই বিষয়টা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারি না বলেই অনেক সময় দেখা যায়—সিয়াম রেখে আমরা হালাল জিনিস থেকে বিরত থাকছি ঠিকই, কিন্তু হারাম কাজ ঠিকই করে যাচ্ছি (গিবত, মিথ্যা বলা ইত্যাদি)। ফলে আমাদের সিয়াম পরিণত হচ্ছে উপবাসে, আমাদের চরিত্রের মাঝে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন না এনেই সিয়ামের মাসটা বিদায় নিচ্ছে।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, যে কয়জন বনি ইসরাইল এই পরীক্ষায় টিকে গিয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য; কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছিলেন এবং বনি ইসরাইল এই অসম আর আপাত অসম্ভব যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে আমরা আবারও উপলব্ধি করি—আল্লাহর রাস্তায় বিজয়ী হবার জন্য সংখ্যাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো গুণাগুণ! প্রকৃতরূপে এই অল্প ক'জন বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাই তারা কম সংখ্যার দরুন হতাশ হয়ে যাননি, আল্লাহর কাছে ধৈর্য ও সাহায্যের জন্য দুআ করেছিলেন। এই যুদ্ধেই দাউদ আলাইহিস সালাম প্রতিপক্ষের নেতা জালুতকে হত্যা করেন, অথচ প্রথমে জালুত দাউদ আলাইহিস সালামকে খুবই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল।

সিরাহতেও আমরা এমন একাধিক ঘটনা পাই। আবু জাহল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে কঠিন শত্রুদের একজন, প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল দুজন কিশোরের দ্বারা।

অতঃপর এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর জেরুজালেমে বনি ইসরাইল ফিরে আসতে সক্ষম হয়। বাদশাহ তালুতের মৃত্যুর পর দাউদ আলাইহিস সালাম পরবর্তী বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত হন। তার নেতৃত্বে বনি ইসরাইলের স্বর্ণযুগ শুরু হয়।

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ২৪৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাউদ আলাইহিস সালামের শাসনকাল

আজ আমরা আলোচনা করব দাউদ আলাইহিস সালামকে নিয়ে, যার নাম আমরা কমবেশি সবাই-ই শুনেছি। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থেরও তিনি একজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। তার সময়ে শুধু জেরুজালেম নয়, এর আশেপাশের অনেক এলাকাও বনি ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে আসে।

আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালামকে বেশ কয়েকটি নিআমত দিয়েছিলেন।

প্রথমত, জালুতকে হত্যা করার পর তার লোহার বর্মটা দাউদ আলাইহিস সালামের হস্তগত হয়; কিন্তু জালুত যে গোত্রের ছিল, তারা ছিল বিশাল লম্বা-চওড়া আর শক্ত-সমর্থ লোক। তাদের জন্য তৈরি করা বর্ম বনি ইসরাইলের উপযোগী ছিল না। ওটা পরলে আর নড়াচড়াই সম্ভব হতো না তাদের জন্য। ফলে আল্লাহ দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য লোহাকে নরম এবং ব্যবহার উপযোগী করে দিয়েছিলেন।[১]

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তার ওপর নাজিল করেছিলেন যাবুর নামক আসমানি কিতাব।

তৃতীয়ত, তিনি খুবই শ্রুতিমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তার তিলাওয়াত শুনে পশুপাখিরাও মুগ্ধ হয়ে যেত, এমনকি তিনি যখন আল্লাহর প্রশংসায় মুখর হতেন,

---

[১] সুরা সাবা (৩৪), আয়াত : ১০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পশুপাখি ও পর্বতমালাও তাতে অংশ নিত।[১]

চতুর্থত, ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা। সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাউদ আলাইহিস সালাম তার অধীনদের মাঝে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।[২]

দাউদ আলাইহিস সালামের এই বিচার ক্ষমতার ওপরে কুরআনে একটি কাহিনি রয়েছে—যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনি সাধারণত প্রাসাদের একদম ভেতরে একটা ঘরে নিভৃতে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। সেখানে সচরাচর কেউ প্রবেশ করত না। একদিন হঠাৎ করে দুজন ব্যক্তি প্রাসাদের প্রাচীর ডিঙিয়ে ইবাদতঘরে প্রবেশ করে। এভাবে হঠাৎ তাদের ঘরের ভেতর দেখে দাউদ আলাইহিস সালাম প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু তারা অভয় দিয়ে জানাল যে, তারা একটি বিচারকার্যের ফয়সালা নিতে তার কাছে এসেছে। তারা বলল—

'ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন। সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুম্বার। এরপরও সে বলে—এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার ওপর বল প্রয়োগ করে।'[৩]

এই অভিযোগ শুনেই দাউদ আলাইহিস সালাম উপসংহারে পৌঁছে গেলেন এবং বললেন—

'সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরিকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প।'[৪]

---

[১] সুরা সাদ (৩৮), আয়াত : ১৭-২০

[২] সুরা সাদ, আয়াত : ২০

[৩] সুরা সাদ, আয়াত : ২২-২৩

[৪] সুরা সাদ, আয়াত : ২৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি এই কথা বলামাত্রই লোকগুলো উধাও হয়ে গেছে। আর তাতেই তিনি বুঝে ফেললেন তারা আসলে মানুষ ছিল না, আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করার জন্যই তাদের পাঠিয়েছিলেন। আর এটা টের পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। আল্লাহ বলেন—

> *দাউদের খেয়াল হলো যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করল, সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল।* [১]

বলুন তো, এটা পরীক্ষা ছিল কেন? দাউদ আলাইহিস সালামের ভুলটা কী ছিল যে, তিনি তড়িঘড়ি করে ক্ষমা চাইলেন?

আমরা একটু খেয়াল করলে দেখব, দাউদ আলাইহিস সালাম এখানে এক পক্ষের কথা শুনেই তার মতামত দিয়ে ফেলেছিলেন, বিচারকার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যা বড় একটা ভুল! আল্লাহ আসলে এই ঘটনার মাধ্যমে তাকে শিখিয়েছেন কীভাবে ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা করতে হবে! আল্লাহ বলেন—

> *শোনো দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছি। অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে রাজত্ব করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।* [২]

উপর্যুক্ত ঘটনায় আমরা দেখলাম, পৃথিবীতে ক্ষমতার অধিকারী হলে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের দায়িত্ব হয়ে যায়। আর এটা খুব সহজ কোনো কাজ নয়। এখান থেকে আমরা যে শিক্ষাটা পেলাম সেটা এমন একটা শিক্ষা, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করার সুযোগ আছে। জীবনে খুব ছোট ছোট ব্যাপারে আমাদের ফয়সালা করতে হতে পারে। সেটা হতে পারে ভাই-বোনের মাঝে, ছেলেমেয়েদের মাঝে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে, হতে পারে আমাদের পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে। সর্বত্র। কোনো পরিস্থিতিতেই আমাদের এক পক্ষের কথা শুনে কোনো রায় দিয়ে দেওয়া

---

[১] সুরা সাদ (৩৮), আয়াত : ২৪

[২] সুরা সাদ, আয়াত : ২৬

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উচিত নয়। এ ছাড়াও সুবিচার প্রতিষ্ঠার আরও অনেক কৌশল ইসলাম থেকে আমরা শিখতে পারি, যেমন—খুব রাগ বা উত্তেজনার মাথায় আমাদের কোনো বিচার করা উচিত না ইত্যাদি।

হাদিস থেকে আমরা দাউদ আলাইহিস সালামের আরও কিছু গুণের কথা জানতে পারি। যেমন—তিনি একদিন পরপর সিয়াম রাখতেন (যেটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় সিয়াম), রাতের বেশ কিছুটা অংশ সালাতে রত থাকতেন ইত্যাদি।[১]

এখানে আবারও উল্লেখ্য যে, ইহুদিরা তাদের স্বভাববশত দাউদ আলাইহিস সালামকে নিয়েও অনেক মিথ্যাচার করেছে তাদের ধর্মগ্রন্থে। সেগুলোর কোনো কোনোটা এত মারাত্মক যে, জানানোর উদ্দেশ্যেও প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিচারকার্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার শিক্ষাসংক্রান্ত যে ঘটনাটি আগে উল্লেখ করলাম, সেটার পটভূমি সম্পর্কেও অনেক অগ্রহণযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় যেগুলোর উৎস ইসরাইলিয়াত; কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, সেগুলো আমরা তখনই গ্রহণ করতে পারব যখন তা আমাদের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। এমন একটি মূলনীতি হচ্ছে—কোনো নবি-রাসুলই এমন কিছু করেননি—যা তাদের নবি মর্যাদার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। নিঃসন্দেহে তারা ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী।

অতঃপর প্রায় ৪০ বছর শাসন করার পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ছেলে সুলাইমান আলাইহিস সালাম।

আল্লাহ কুরআনে দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর তার যেসব রহমতের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মাঝে একটা হচ্ছে তিনি তাকে দিয়েছেন সুলাইমান আলাইহিস সালামের মতো একজন ছেলে।[২] এর পরে আমরা তাকে নিয়ে কথা বলব, ইনশা আল্লাহ।

[১] *রিয়াযুস সালিহিন*, বিবিধ : ১৫৪

[২] সুরা সাদ (৩৮), আয়াত : ৩০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুলাইমান আলাইহিস সালামের শাসনকাল

দাউদ আলাইহিস সালামের মতো সুলাইমান আলাইহিস সালামও ইহুদি ধর্মগ্রন্থের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসে তিনি 'King Solomon' হিসেবে সমধিক পরিচিত। আল্লাহ তাকে দাউদ আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে 'উত্তরাধিকার' ধারণাটা আমরা সাধারণত যে অর্থে বুঝি তার থেকে ভিন্ন। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, নবিরা অর্থ-সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেব রেখে যান না, রেখে যান দ্বীনের জ্ঞান।[১] তাই এখানে উত্তরাধিকার বলতে নবি ও বাদশাহ হিসেবে, সেই সাথে দ্বীনের জ্ঞানের ওয়ারিশ বোঝানো হয়েছে, ধন-দৌলতের নয়।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিশিষ্টতা

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সুলাইমান আলাইহিস সালামকে অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন—যা অন্য কোনো নবিকে দেওয়া হয়নি। যেমন—আল্লাহ তাকে অর্ধ পৃথিবীর রাজত্ব দান করেছিলেন, যার মধ্যে শুধু মানুষই ছিল না, ছিল জিন, বাতাস, এমনকি পশুপাখিও। এদের সবার ওপর আল্লাহ তাকে নিয়ন্ত্রণ প্রদান করেছিলেন এবং তাদের কথা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন।[২]

---

[১] *সহিহ আত তারগিব ওয়াত তারহিব* : ৭০; আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[২] সুরা আম্বিয়া (২১), আয়াত : ৮১-৮২, সুরা নামল (২৭), আয়াত : ১৬-১৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে পশুপাখির ভাষা বুঝতেন, এটা কুরআনে সরাসরি একাধিক বার উল্লেখ করা হয়েছে। পিঁপড়াদের মাঝে কথোপকথন বুঝতে পারার ঘটনাটা আমরা অনেকেই জানি। আজকের যুগে এসে এই কাহিনি হয়তো আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক লাগছে। কারণ, এখন আমরা জানি যে, গাছেরও প্রাণ আছে, সব প্রাণীরই নিজস্ব ভাষা আছে; কিন্তু একটা সময় ছিল যখন কুরআনে বর্ণিত এই কাহিনিকে 'অসম্ভব' আখ্যা দিয়ে অবিশ্বাসীরা হাসাহাসি করত। আল্লাহ বলেন—

> *যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো। অন্যথায় সুলাইমান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদের পিষ্ট করে ফেলবে। তার কথা শুনে সুলাইমান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নিআমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি। আমাকে তুমি নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।*[১]

আয়াতে উল্লেখিত দুআটা আমার খুব পছন্দের। আমরা নিয়মিত এই দুআটা করতে পারি দ্বীনের পথে কাজ করার জন্য আমাদের তাওফিক বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। এই দুআর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের মা-বাবার প্রতি যে সকল রহমত বর্ষিত হয়েছে, প্রকারান্তরে সেগুলো আমাদের জন্যও রহমত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—আমরা যদি কোনো ধর্মভীরু মুসলিম পরিবারে জন্ম নিই এবং এর ফলে দ্বীন পালন করা আমাদের জন্য সহজ হয়; তবে সেটা আমাদের ওপর রহমত যে, আল্লাহ আমাদের মা-বাবাকে হিদায়াত দান করেছেন।

আরও যা শিখতে পারি তা হলো, আল্লাহর শোকর করার সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে সৎকর্ম করা এবং পাপ থেকে বিরত থাকা। যেমন—আল্লাহ আমাদের দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, সেই চোখ দিয়ে আমরা যদি পর্নোগ্রাফি দেখি, তাহলে সেটাই সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা। ইসলামে শুধু মুখের কথার কোনো স্থান নেই। এ জন্য আমরা লক্ষ করলে দেখব যে, কুরআনে কোনো জায়গাতেই শুধু ঈমান আনার কথা বলা হয়নি।

---

[১] সুরা নামল (২৭), আয়াত : ১৮-১৯
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিটি জায়গায় ঈমান আনার সাথে নেক আমল করার কথা বলা হয়েছে। আর পিঁপড়াদের একজন আরেকজনের ব্যাপারে সহমর্মিতা প্রদর্শন থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

সাবার রানি বিলকিস ও সুলাইমান আলাইহিস সালাম

আমরা ছোটবেলা থেকেই হয়তো-বা সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও সাবার রানির কাহিনি শুনে আসছি। এই কাহিনিটির কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই কাহিনির মাঝেও রয়েছে সুলাইমান আলাইহিস সালামের অনুপম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, যে তিনি পশুপাখিদের কথা বুঝতেন। কুরআনে বলা হচ্ছে—

> *সুলাইমান পাখিদের খোঁজ খবর নিল। অতঃপর বলল, কী হলো, হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে কি আজ অনুপস্থিত? সে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারলে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দেবো কিংবা হত্যা করব। কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বলল, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার রয়েছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলি সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদের সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব, তারা সৎপথের হদিস পায় না।*[১]

এই ঘটনার বিবরণ থেকে আমাদের জন্য অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

প্রথমত, যারা আমাদের অধীন তাদের ভালোমন্দের ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজখবর রাখা শাসনকর্তার দায়িত্ব। সামান্য এক ছোট্ট হুদহুদ পাখি যে নেই, এটা সুলাইমান আলাইহিস সালাম সাথে সাথেই লক্ষ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ, ক্ষমতা বা রাজত্ব সবসময় অনেক আনন্দের বিষয় নয়; বরং এটা এমন এক বিশাল দায়িত্ব—যার ব্যাপারে আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। একজন আদর্শ নেতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার দলের নেতাকর্মীদের ব্যাপারে

[১] সুরা নামল (২৭), আয়াত : ২০-২৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্যক অবহিত থাকবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে আমরা এর ভূরিভূরি উদাহরণ দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি কোনো অপরাধ করে তাহলে শাস্তি প্রদানের আগে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত। এর আগেও দাউদ আলাইহিস সালামের কাহিনি থেকে আমরা জেনেছি যে, বিবদমান দুই পক্ষের মাঝেও উভয়ের বক্তব্য না শুনে কোনো উপসংহারে পৌঁছানো উচিত না। এ কারণে হুদহুদ পাখিকে তার অনুপস্থিতির কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, একটা জাতি উন্নতির যত শীর্ষেই অবস্থান করুক না কেন, তারা যদি তাওহিদের অনুসারী না হয়, তবে আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই উন্নতি অর্থহীন। আমরা অনেক সময়ই পাশ্চাত্যের জাঁকজমক দেখে দিশেহারা হয়ে যাই—তারা যে শিরকে লিপ্ত, সেটাকে হালকা করে দেখা শুরু করি এবং তাদের মতো হতে চাই; কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, দুনিয়াবি কোনো কিছুই—ক্ষমতা, অর্থসম্পদ, সন্তানসন্ততি—আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির চিহ্ন নয়। কারণ, ফিরআউনকেও কিন্তু আল্লাহ এই দুনিয়ার সবকিছুই দিয়েছিলেন। শুধু একটা বিষয়কে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি, আর তা হলো দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে আগ্রহ জন্মানো।[১]

চতুর্থত, আমাদের জীবনে শয়তানের উপস্থিতি এবং ষড়যন্ত্রের কথা আমাদের সবসময় মাথায় রাখা উচিত। অনেক সময় আমরা আমাদের আশেপাশের মানুষকে এমন অনেক কাজ করতে দেখি যা খুবই অসংলগ্ন এবং অস্বাভাবিক মনে হয়। এটা আসলে সম্ভব, কারণ, শয়তান কাজগুলো তাদের সামনে সুশোভিত করে দিয়েছে। শয়তানের প্ররোচনা না থাকলে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে মূর্তি বা আল্লাহর অন্য কোনো সৃষ্টির (যেমন—চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির) সামনে মাথা নত করার কথা না।

---

[১] মুআবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—'কল্যাণ' হলো সুস্বভাব এবং 'মন্দ' হলো প্রবৃত্তির তাড়না থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। *সহিহ বুখারি* : ৭১, ৩১১৬, ৭৩১২; *সহিহ মুসলিম* : ১০৩৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপরের ঘটনার বিবরণ আমরা কুরআন থেকেই জানতে পারি—

> সুলাইমান বলল, এখন আমি দেখব—তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যবাদী? তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ করো। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড়ো এবং দেখো, তারা কী জবাব দেয়। বিলকিস বলল, হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র প্রদান করা হয়েছে। পত্রটি এসেছে সুলাইমানের পক্ষ থেকে। অসীম করণাময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে শুরু; আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও। বিলকিস বলল, হে পরিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোনো কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব, আপনি ভেবে দেখুন, আমাদের কি আদেশ করবেন। সে বলল, রাজা-বাদশারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। এরাও তা-ই করবে। আমি তার কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি দূতেরা কী বার্তা নিয়ে ফিরে আসে![১]

এই ঘটনাপ্রবাহ থেকেও আমাদের অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় আছে—

প্রথমত, কেউ কিছু বললে প্রথমেই আমাদের সেটা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়, বরং সেটা যাচাই-বাছাই করা উচিত—যেমনটা সুলাইমান আলাইহিস সালাম হুদহুদ পাখির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের বেলায় করেছেন।

দ্বিতীয়ত, কাউকে কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত দেখলে প্রথমেই রাগান্বিত না হয়ে বা তাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের বরং দাওয়াত দেওয়া উচিত, যা সুলাইমান আলাইহিস সালাম এখানে সাবার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে করেছেন।

তৃতীয়ত, সুলাইমান আলাইহিস সালামের দাওয়াতের ভাষা ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু ক্ষুরধার ও স্পষ্ট। আমাদের এই কৌশল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বললে ফলাফল আশানুরূপ নাও হতে পারে, মানুষ বরং বিরক্ত হয়ে বিমুখ হয়ে যেতে পারে।

---

[১] সুরা নামল (২৭), আয়াত : ২৭-৩৫

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্থত, সুলাইমান আলাইহিস সালাম প্রথমে এই চিঠি কার কাছ থেকে এসেছে সেটা উল্লেখ করেছেন, তারপর আল্লাহর নাম নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে হতে পারে যে, তিনি আল্লাহর নাম কেন প্রথমে নেননি? স্কলাররা গবেষণা করে এটার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তাদের কারও কারও মত—যেহেতু সাবাবাসীরা সূর্যপূজায় লিপ্ত ছিল, ফলে সমূহ আশঙ্কা ছিল যে, তারা অন্য কোনো উপাস্যের নাম দেখে প্রথমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে এবং বাকি চিঠিটাই আর পড়বে না। এমনও হতে পারে যে, তারা আল্লাহকে গালিও দিয়ে বসবে। এমনটা যেন না হয়, সে জন্য সুলাইমান আলাইহিস সালাম আল্লাহর নাম পরে নিয়েছেন। এখান থেকে আমরা বুঝি যে, দাওয়াতি কাজ করার সময় প্রতিপক্ষের অবস্থা, সময়, পরিস্থিতি এগুলো বিবেচনায় রেখে উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

পঞ্চমত, কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এককভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করা উচিত, যেমনটা রানি বিলকিস এখানে করেছেন।

ষষ্ঠত, কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে সবদিক বিবেচনা করা উচিত, প্রতিপক্ষের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য যথাযথ চেষ্টা করা উচিত, যেমনটা বিলকিস এখানে করেছেন। আর এ জন্য বিশ্বস্ত দূত মারফত ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের কোনো বিকল্প নেই।

উপর্যুক্ত ঘটনাপ্রবাহ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, রানি বিলকিসের উপঢৌকন পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য ছিল সুলাইমান আলাইহিস সালামের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা। এটা হুদহুদ পাখির মাধ্যমে জানতে পেরে সুলাইমান আলাইহিস সালাম রানি বিলকিসের দূতের সামনে তার সেনাবাহিনীর শক্তি পূর্ণরূপে প্রদর্শন করেন, যা কিনা শুধু মানুষই নয়, পশুপাখি, জিন, বাতাস সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তা দেখে সেই দূত হতভম্ব হয়ে যায়। তার নিয়ে আসা উপহারগুলো, যা তাদের দৃষ্টিতে খুবই মূল্যবান ছিল, সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বের জাঁকজমকের সামনে মলিন দেখাতে থাকে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার বক্তব্য খুব সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন—

তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাকো। ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদের অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত।[১]

সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারের জৌলুস দেখে অভিভূত এবং তার স্পষ্ট সতর্কবার্তা শুনে ভীত দূত ফিরে গিয়ে রানি বিলকিসকে জানালেন যে, সুলাইমানের সাথে কোনো সামরিক সংঘর্ষে জড়ানো চরম বোকামি হবে। নিজেদের জানমাল, সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করতে হলে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তখন রানি বিলকিস সিদ্ধান্ত নেন—তিনি নিজে গিয়েই তার বশ্যতা স্বীকার করবেন।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এই খবরও পেয়ে যান। তখন তিনি তার অধীনদের বলেন—

হে পরিষদবর্গ, তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার (রানির) সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে? এক দৈত্য-জিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব। আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে শক্তিমান, বিশ্বস্ত।' যার কাছে কিতাবের এক বিশেষ জ্ঞান ছিল সে বলল, 'আমি চোখের পলক পড়ার পূর্বেই তা আপনার কাছে নিয়ে আসব।' অতঃপর সুলাইমান যখন সিংহাসন তার সামনে স্থির দেখতে পেল, তখন বলল, এটা আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে। আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জেনে রাখুক যে, নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, করুণাময়।[২]

ওপরের ঘটনা থেকে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শেখার আছে।

প্রথমত, জিনদের ক্ষমতা। জিনদের আল্লাহ এমন কিছু ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন যা আমাদের জন্য অসম্ভব, অতিমানবিক। অনেক সময় দেখা যায়, কিছু পীর-ফকির

---

[১] সূরা নামল (২৭), আয়াত : ৩৬-৩৭

[২] সূরা নামল, আয়াত : ৩৮-৪০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিনদের সাহায্যে[১] অলৌকিক সব কাজ করে; আর আমরা সেগুলো দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাই। শুধু তা-ই নয়, সেই লোকগুলোকে আল্লাহর ওলি ভাবতে শুরু করি (নাউযুবিল্লাহ)। জিনদের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে আমরা এভাবে বিভ্রান্ত হই। পরবর্তী কোনো আলোচনায় আমরা এটা নিয়ে আরও বিস্তারিত কথা বলব, ইনশা আল্লাহ।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখছি যে, সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে অভাবনীয় অনেক নিআমত ও ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এর ফলে সুলাইমান আলাইহিস সালামের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? এগুলো কি তাকে অহংকারী করেছিল? তার দরবারের একজন বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি যখন চোখের পলকে রানি বিলকিসের সিংহাসনটা নিয়ে এলো, তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম কি আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন বা আত্মতুষ্টি প্রকাশ করলেন? না, তিনি বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, কারণ, তিনি জানতেন এসবের কোনো কিছুই আদতে তার কৃতিত্ব না। কুরআনের অন্যত্রও আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন—

> *অবশ্যই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা উভয়ে বলেছিল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর অনেক মুমিন বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'*[২]

পার্থিব জীবনে আমরা যখন কোনো সাফল্য পাই, তখন কি সেটাকে নিজেদের অর্জন ভাবি, নাকি আল্লাহর রহমত হিসেবে বিবেচনা করে তাঁর দরবারে কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে পড়ি?

আমাদের বুঝতে হবে, দুনিয়াবি যেকোনো অর্জন, সাফল্য কিংবা প্রাপ্তি তখনই আল্লাহর রহমত যখন তা আমাদের আল্লাহর আরও বেশি নৈকট্যশীল করে। পক্ষান্তরে যদি তা আমাদের নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতে শেখায় এবং অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী করে তোলে, তবে তা আসলে রহমত নয়, শাস্তি।

---

[১] আমাদের সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ ঝাড়ফুঁক করা হয় জিনদের সাহায্য নিয়ে। অথচ ইসলামে জিনদের সাহায্যে ঝাড়ফুঁক করা বৈধ নয়। তাই যদি কারও ব্যাপারে জানা যায়, তিনি জিনের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করেন, তাহলে তার কাছে ঝাড়ফুঁকের জন্য যাওয়া যাবে না।—সম্পাদক

[২] সুরা নামল (২৭), আয়াত : ১৫

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অতঃপর সুলাইমান আলাইহিস সালাম যখন তার দূত মারফত আগে থেকেই খবর পেলেন যে, রানি বিলকিস তার সাথে দেখা করতে আসছেন, তখন তিনি তাকে হতবাক করে দেওয়ার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করলেন। কুরআন আমাদের কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করেছে—

> সুলাইমান বলল, বিলকিসের সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলে দাও, দেখি সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই।[১]

রানি বিলকিস আগেই তার দূতের কাছ থেকে সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বের প্রতিপত্তি ও বিশালতা সম্পর্কে জানতে পেরেছিল; কিন্তু চোখের সামনে তার নিজের সিংহাসনের অনুরূপ নির্মাণ দেখে সে একটু দ্বিধান্বিত হয়ে গেল। কারণ, এটা ছিল একটু অন্যরকম, আরও জাঁকজমকপূর্ণ। আর তার রাজত্ব ও সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বের মাঝে দূরত্ব এত বেশি ছিল যে, এত তাড়াতাড়ি এটা নিয়ে আসাও ছিল একপ্রকার অসম্ভব। সে নিজে আসার আগেও তো এটাকে যথাস্থানে দেখে এসেছে। তাই তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, তখন সে অনিশ্চিত কণ্ঠে উত্তর দিল।

তার এই হতবিহ্বল অবস্থার মাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করতে সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাকে নিয়ে গেলেন তার নিজস্ব প্রাসাদে। এটা ছিল পাতলা কাচের তৈরি। অথচ খোলা চোখে দেখে মনে হবে যেন পানির তৈরি। তাই রানি বিলকিস পা যেন না ভেজে সে জন্য পা উঁচু করতে উদ্যত হলেন, তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাকে সত্যটা জানালেন—

> তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো। যখন সে তা দেখল, সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করল। সুলাইমান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ।[২]

এই ঘটনাটা রানি বিলকিসের ঈমান আনার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ, ক্রমান্বয়ে

---

[১] সুরা নামল (২৭), আয়াত : ৪১

[২] সুরা নামল (২৭), আয়াত : ৪৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সে বুঝতে পারছিল যে, কোনো মানুষের পক্ষে নিজ ক্ষমতায় এমন নান্দনিক স্থাপত্যকর্ম নির্মাণ করা সম্ভব নয়। সাথে ছিল সুলাইমান আলাইহিস সালামের নম্রতা ও ভদ্রতা। তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারলেন, সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে দ্বীন মেনে চলছেন সেটাই সত্য, তার রব ব্যতীত আর কোনো শক্তি ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনি ঈমান আনার ঘোষণা দিয়ে বলে উঠলেন—

> হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। [১]

তার এই ঘোষণার শব্দচয়নে একটা দারুণ ব্যাপার লুকিয়ে আছে। রানি বিলকিস যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তখন তিনি বললেন, 'আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি'। যদি আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারি, তবে এটা আমাদের একটা বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। কুরআন যতবার মানুষের কোনো পাপের কথা উল্লেখ করেছে, ততবার ব্যাপারটাকে উপস্থাপন করেছে নিজের সত্তার সাথে জুলুম করা হিসেবে। এ ব্যাপারে কুরআনের নিচের আয়াতটি আমার কাছে খুব ভীতিপ্রদ মনে হয়। আল্লাহ কিছু মানুষের স্বভাব বর্ণনা করে বলছেন—

> মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের ওপর দৃঢ় থাকে, আর যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।[২]

এই ফিল্টার দিয়ে চেক করলে আমরা অধিকাংশই হয়তো ফেল করে যাব। আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, আমরা যখন পাপ করি, তখন প্রকারান্তরে আমরা নিজেদের জন্যই দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসি; আল্লাহর এতে কিছুই যায়-আসে না!

---

[১] সুরা নামল, আয়াত : ৪৪

[২] সুরা হজ (২২), আয়াত : ১১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুলাইমান আলাইহিস সালামের ন্যায়বিচার

শুধু এই সুবিশাল রাজত্বই নয়, সুলাইমান আলাইহিস সালামের ওপর আল্লাহর অসীম রহমতের মাঝে আরও একটি ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এক অনুপম ক্ষমতা। আল্লাহ বলছেন—

> এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলাইমানের কথা, যখন তারা শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিল। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। অতঃপর আমি এ বিষয়ের ফয়সালা সুলাইমানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আর আমি তাদের প্রত্যেককেই দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। [১]

এখানে মূলত বিচারটা দাউদ আলাইহিস সালামের শাসনামলে তার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল; কিন্তু সুলাইমান আলাইহিস সালাম তখন ওখানেই ছিলেন। যেহেতু নিজের মেষপালক সামলে রাখা মালিকের দায়িত্ব, তাই দাউদ আলাইহিস সালাম রায় দিলেন যে, যার ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাকে মেষগুলো দিয়ে দেওয়া হবে—যাতে সে তার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে।

এদিকে সুলাইমান আলাইহিস সালাম চিন্তা করলেন, একদিনের এই ভুলের জন্য মেষের মালিকের জীবিকা সংস্থানের উৎস স্থায়ীভাবে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা তার কাছে ঠিক মনে হচ্ছিল না। ফলে তিনি একটি বিকল্প সমাধান দিলেন। তিনি বললেন, মেষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে দিয়ে দেওয়া হবে ঠিকই কিন্তু স্থায়ীভাবে নয়, সাময়িকভাবে, যতদিন না তার ক্ষেত আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসছে। ক্ষেত পূর্বাবস্থায় ফিরে এলে ক্ষেতের মালিক মেষগুলোকে আবার আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেবে, শুধু মাঝখানের দিনগুলোতে সে মেষগুলোর দুধ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

এটা ছিল একটা ভারসাম্যপূর্ণ রায়—যা দুই পক্ষকেই সন্তুষ্ট করেছিল। দাউদ আলাইহিস সালাম যখন এই বিকল্প ফয়সালা শুনলেন তখন তিনিও বুঝলেন এটা তার নিজের দেওয়া সিদ্ধান্তের চেয়ে ভালো, তাই তিনিও সেটাই কার্যকর করলেন।

---

[১] সুরা আম্বিয়া (২১), আয়াত : ৭৮-৭৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই ঘটনা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

প্রথমত, বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে অপ্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করার ক্ষমতা থাকা খুব জরুরি দক্ষতা। সুলাইমান আলাইহিস সালামের মধ্যে আমরা এই দক্ষতা দেখতে পাই, মাশা আল্লাহ।

দ্বিতীয়ত, এখানে সন্তান প্রতিপালন সংক্রান্ত অনেকগুলো যুগান্তকারী শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য ঘটনায় আমরা দেখি যে, দাউদ আলাইহিস সালাম কীভাবে বিচারকার্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে সুলাইমান আলাইহিস সালামকে সাথে রেখেছিলেন। এভাবে তিনি মূলত পরোক্ষভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন নিজ পুত্রকে।

আবার আমরা দেখি যে, কীভাবে তিনি ছেলের দেওয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন স্রেফ তা অধিক দূরদর্শী ও ন্যায়সংগত ছিল বলে। 'আরে ছোট মানুষ, ও কী বোঝে?'—এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি তার দক্ষতা হেসে উড়িয়ে দেননি; বরং যথার্থ সম্মান দিয়েছিলেন।

আরেকটি শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কীভাবে একজন বাবা হিসেবে তিনি নিজের আত্ম-অহমিকা বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন। তার কাছে মুখ্য ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সেটা যার মাধ্যমেই হোক না কেন!

তৃতীয়ত, জ্ঞান আর প্রজ্ঞা এক জিনিস নয়। প্রজ্ঞা হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক জ্ঞানকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ রহমত—যা আল্লাহ সবাইকে দেন না।[১]

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে[২] আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সুলাইমান আলাইহিস সালামকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দুটোই দান করেছেন। প্রজ্ঞা ছাড়া জ্ঞান আসলে অর্থহীন, এটা গ্রন্থগত তথা পুঁথিগত বিদ্যার মতো—যা অনেক সময় অনেকের জন্য আশীর্বাদের বদলে বোঝা হয়ে যায়। তাই আমাদের উচিত জ্ঞানের পাশাপাশি হিকমতের জন্যও আল্লাহর কাছে দুআ করা।

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ২৬৯

[২] সুরা আম্বিয়া (২১), আয়াত : ৭৮-৭৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ কর্তৃক সুলাইমান আলাইহিস সালামকে পরীক্ষা

আমরা এতক্ষণ যাবৎ শুধু সুলাইমান আলাইহিস সালামের ওপর আল্লাহর অসীম রহমতের কথাই পড়েছি; কিন্তু দুনিয়ার জীবন তো সবসময় একরকম যায় না, আর নবি-রাসুলরাও মানুষই ছিলেন—আমাদের মতো রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। ফলস্বরূপ সুলাইমান আলাইহিস সালামেরও একবার এমন হয়েছিল যে, তিনি তার ঘোড়া দেখাশোনা করতে গিয়ে আসরের সালাতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। নবি-রাসুলদের এই মানবীয় দিকগুলো যখন পড়ি, তখন ইসলামকে নতুন করে ভালোবাসতে শুরু করি। কারণ, ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা মানুষের সকল ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, ভুল-ভ্রান্তি আর অসহায়ত্বকে মেনে নেয়। নিশ্চয়ই আমাদের রব সর্বজ্ঞানী ও ক্ষমাশীল। পবিত্র কুরআনে আছে—

> *যখন অপরাহ্নে তার সামনে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি উপস্থিত করা হলো তখন সে বলল, আমি তো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। এগুলো আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতঃপর সে ওগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল।*[১]

অর্থাৎ যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে আল্লাহপ্রদত্ত এই নিআমতই তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করছে, তখন তিনি তার প্রিয় ঘোড়াগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানি করে দিলেন। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি—দুনিয়াবি কোনো কিছু যদি আমাদেরকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দেয়, তবে তার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করতে হবে। সেটা হতে পারে ফেসবুক, হতে পারে ব্যবসা-বাণিজ্য—যা আমাদের অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছে।

সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ একবার বিশাল পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তখন তিনি আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে দুআ করলেন—

> *হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন—যা আমার পরে আর কেউ পাবে না। নিশ্চয় আপনি মহান দাতা।*[২]

---

[১] সুরা সাদ (৩৮), আয়াত : ৩১-৩৩

[২] সুরা সাদ (৩৮), আয়াত : ৩৫

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকেও আমাদের শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে।

প্রথমত, এই দুআ থেকে আমরা দুআর আদব শিখতে পারি। এই দুআতে সুলাইমান আলাইহিস সালাম আল্লাহকে রব হিসেবে সম্বোধন করেছেন। দুআ বিষয়ক আয়াতগুলো ভালোভাবে লক্ষ করলে আমরা দেখব, সমগ্র কুরআনজুড়ে নবি-রাসুলগণ সাধারণত এভাবেই দুআ শুরু করতেন অর্থাৎ আল্লাহকে তাঁর উপযুক্ত নামে ডাকাটা দুআ কবুলের ক্ষেত্রে সহায়ক। এরপর তিনি ইস্তিগফার করেছেন। এই বিষয়টা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর কাছে যেকোনো কিছু চাওয়ার আগে আমাদের উচিত নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

দ্বিতীয়ত, এই সম্পদ, ক্ষমতা, স্বাস্থ্য সবই আল্লাহর দান, নিআমত আল্লাহই দেন, আবার আল্লাহই তা কেড়ে নিতে পারেন চোখের নিমেষে। সুতরাং, আমাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে, আল্লাহপ্রদত্ত কোনো নিআমত যেন আমাদের অহংকারী ও আল্লাহবিমুখ না করে ফেলে।

তৃতীয়ত, আমরা দুনিয়াতে অনন্যসাধারণ হওয়ার জন্য দুআ করতেই পারি কিন্তু সেটার উদ্দেশ্য হতে হবে সাদাকায়ে জারিয়া বা আল্লাহর দ্বীনের খিদমত করা। অর্থাৎ তা একটা পাথেয় হবে, কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে না।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিনজগৎ ও সুলাইমান আলাইহিস সালাম

আমরা কথা বলছিলাম সুলাইমান আলাইহিস সালামের শাসনকাল ও জীবনের নানা ঘটনাবলি নিয়ে। পড়েছি তার অনন্য সব বৈশিষ্ট্যের কথা। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জিনদের ওপরে সুলাইমান আলাইহিস সালামের আধিপত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা খুবই জরুরি।

একটা কথা আমি প্রায়ই বলি, জিনজগৎ সম্পর্কে আমরা সাধারণত চরমপন্থা অবলম্বন করি। এক দল আছেন যারা সবকিছুকেই জিনের আসর বলে মনে করেন এবং কিছু হলেই পীর, ফকিরদের কাছে যান জিন ছাড়াতে। এসব পীরদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখে তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যান, তাদেরকে আল্লাহর আউলিয়া ভেবে শিরকে লিপ্ত হয়ে যান। অথচ আমরা অনেকেই জানি না, অলৌকিক কর্মকাণ্ডগুলো অধিকাংশই হয় জিনদের সাহায্যে। যেমন: কেউ শূন্যের ওপর ভেসে আছে দেখে অনেকে তাকে আল্লাহর ওলি ভাবতে শুরু করে। অথচ ব্যাপারটা আসলে সহজ, জিন লোকটাকে হাত দিয়ে ওপরে তুলে রেখেছে, কিন্তু আমরা মানুষরা জিনটাকে দেখতে পাচ্ছি না, যদিও তারা ঠিকই আমাদের দেখতে পায়।[১]

আরেক দল আছেন যারা এইসব আচার-আচরণকে স্রেফ কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিয়ে জিনের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসেন। ফলে আমাদের জীবনে অনেক অসুস্থতা, ঝামেলা যে জিনের প্রভাবে হতে পারে—এই বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য

---

[১] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ২৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে, তাদের সবারই কমবেশি সুরা নাস মুখস্থ আছে যেখানে আমরা জিনদের থেকে আশ্রয় চাই। জিনের প্রতি বিশ্বাস আমাদের ঈমানের অঙ্গ। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনে এদের কথা উল্লেখ করেছেন, এদের ব্যাপারে বহু হাদিস রয়েছে। এটা গায়েবে বিশ্বাসের[১] সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই কেউ যদি জিনজগৎকে অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, জিনজগৎকে অস্বীকার করার অর্থ কুরআনের সেসব আয়াত ও হাদিসকে অস্বীকার করা।

আজকে আমরা জিনজগতে বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি মূলনীতি তুলে ধরব, ইনশা আল্লাহ।

প্রথমত, জিনদের ওপরে মানুষরা কখনো আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। এই ক্ষমতা মানুষদের দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত, জিনরা গায়েব জানে না।[২]

উপর্যুক্ত দুটো মূলনীতির সাথেই 'কিন্তু' আছে। যেমন : প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে—অনেক জিন-হুজুরের কাছে 'ভালো' পোষা জিন আছে বলে শোনা যায়। এটার ব্যাখ্যা কী? তা ছাড়া সুলাইমান আলাইহিস সালাম জিন পালতেন বলেই তো আমরা জানি।

আবার দ্বিতীয় মূলনীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, কিছু গণকের কথা আসলেই সত্যি হয়ে যায়। সেটা কীভাবে হয়?

প্রথম মূলনীতি বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মাঝে শুধু মানুষ ও জিন জগতেরই বিচার হবে। আর মানুষের

---

[১] গায়েবের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে এমন সবকিছু যা মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা জানা যায় না। সেটা হতে পারে অতীত বা ভবিষ্যতের ঘটনা কিংবা দূরত্বের কারণে মানুষের জ্ঞান থেকে অন্তরালে থাকা কিছু যেমন জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। গায়েবের জ্ঞানের একমাত্র সহিহ উৎস 'ওহি'। তবে এর অর্থ এই নয় যে, নবি-রাসুল কিংবা ফেরেশতারা গায়েব জানেন, বরং গায়েব জ্ঞানের একাংশ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের জানালে তবেই কেবল তারা তা জানতে পারে। আর ইসলামি আকিদার অন্যতম মূলনীতি হলো, গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্য কারও প্রতি আরোপ করলে তাকে আদতে আল্লাহর সমকক্ষ করা হয়।

[২] সুরা সাবা (৩৪), আয়াত : ১২-১৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাঝে যেমন মুসলিম ও কাফির আছে, জিনদের মাঝেও তেমন আছে। তার ওপর আমাদের প্রত্যেকের সাথেই একটি কারিন জিন (সঙ্গী জিন) আছে। তার কাজই হলো আমাদের খারাপ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার পরীক্ষার একটা অংশ। এই বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে সরাসরি উল্লেখ করেছেন—

> তার সহচর শয়তান বলবে, হে আমাদের রব, আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত। আল্লাহ বলবেন, আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না; আমি তো পূর্বেই তোমাদের সতর্ক করেছি।[১]

এখানে মানুষ ও তার কারিনের মাঝে তর্কের কথা বলা হচ্ছে। কিয়ামতের দিন তারা একে অন্যকে দোষারোপ করতে থাকবে। তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন এর ব্যতিক্রম। হাদিসে আছে—

> “
>
> *জিনদের মধ্য হতে একজন করে সঙ্গী তোমাদের প্রত্যেকের সাথে নিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এমনকি আপনার সাথেও? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও; কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন এবং সে আমার বশ্যতা স্বীকার করেছে। তাই সে আমাকে শুধু সৎকাজ করতে বলে।*[২]

অনেক সময় আমাদের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে (যেমন—সংসার ভাঙা, বিয়ে থেমে থাকা, বারবার কোনো মেডিক্যাল কারণ ছাড়াই গর্ভপাত ঘটা ইত্যাদি) যেগুলো আসলে জাদুটোনার মাধ্যমে জিনদের সহায়তায় হয়ে থাকে। এগুলো করা হয় খারাপ জিনদের সাহায্য নিয়ে। আমরা বলছি যে, এইসব খারাপ জিনদের ওপরে কোনো মানুষ কখনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাহলে উপর্যুক্ত কাজগুলো আসলে কীভাবে হয়?

---

[১] সুরা কাফ (৫০), আয়াত : ২৭-২৮

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৬৭৫৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটা করা হয় 'পারস্পরিক সমঝোতার' ভিত্তিতে। আমরা সবাই জানি, ইবলিসের লক্ষ্য হলো যত বেশি সম্ভব আদমসন্তানকে তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া। জিনদের মাঝে তার অনুসারীরা তাকে এ কাজে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে নিচের হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *ইবলিস সমুদ্রের পানির ওপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সেখান থেকে তার বাহিনী চারদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে সে শয়তানই তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত, যে মানুষকে সবচেয়ে বেশি ফিতনায় নিপতিত করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলে, আমি মানুষের মাঝে এরূপ এরূপ ফিতনা সৃষ্টি করেছি। তখন ইবলিস প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি কিছুই করোনি। অতঃপর এদের আরেকজন এসে বলে, আমি মানবসন্তানকে ছেড়ে দিইনি, এমনকি দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তবেই ক্ষান্ত হয়েছি। শয়তান এ কথা শুনে তাকে কাছে টেনে বসায় আর বলে, তুমিই উত্তম কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আমাশ বলেন, আমার মনে হয় জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু এটাও বলেছেন যে, অতঃপর ইবলিস তার সাথে আলিঙ্গান করে।*[১]

অর্থাৎ জিনদের একটা দল সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে মানুষকে বিপথগামী করার, বিনিময়ে শয়তান তাদের নানা ধরনের পুরস্কারের প্রলোভন দেখায়—যার মধ্যে ক্ষমতা, রাজত্ব এবং অনন্তকালের জীবন অন্যতম। ইবলিস আদম আলাইহিস সালামকেও ঠিক একই কথা বলেছিল। সে তার কাছে এসেছিল একজন চরম হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে।[২]

শয়তানের এসব ওয়াদা দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে একদল জিন মানুষকে বিপথগামী করতে উদ্যোগী হয়, মানুষের মাঝে একদল স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন আবার তাতে সাড়া দেয়। তারা দুনিয়াতে অর্থ, ক্ষমতা, খ্যাতি এগুলোর মোহে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে শয়তানের সাহায্য নেয়, নানা ধরনের কুফরি কালামে লিপ্ত হয়। যেমন: তাবিজকবজ, জাদুটোনা, ভাগ্য গণনা ইত্যাদি; কিন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, মানুষের পক্ষে জিনদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সম্ভব না, তাই জিনরা সেসব মানুষের সাথে একটা 'চুক্তি'

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৮১৩

[২] সুরা আরাফ (৭), আয়াত : ২০-২১, সুরা ত্ব-হা (২০), আয়াত : ১২০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে। সেই চুক্তির ধারা অনুযায়ী মানুষ নানা ধরনের শিরকি, হারাম কাজে লিপ্ত হয়, জিনদের ইবাদত করে। এ জন্য মাঝে মাঝে তাদের কিছু অকল্পনীয় জঘন্য কাজও করতে হয়। যেমন: মেয়েদের ঋতুস্রাবের রক্ত পান করা, কুরআনের মুসহাফের ওপর বাথরুম করা, সেটা দিয়ে শৌচকাজ করা, অন্য মানুষ বা পশুপাখির রক্ত পান করা, বিশিষ্ট কোনো মানুষের রক্ত হাজির করা (ফলে তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, অনেক সময় করেও), জিনদের সিজদা করা, তাদের নামে উৎসর্গ করা ইত্যাদি। বিনিময়ে দুষ্টু ও শয়তান জিনেরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয় এবং মানুষ যেসব কাজ করাতে চায় সেগুলো করে দেয়। যেমন: কাউকে বাণ মেরে অসুস্থ করে দেওয়া, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো, ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া, মানসিক বিকৃতি, ভুল দেখা বা শোনার উপসর্গ দেখা দেওয়া ইত্যাদি। তবে এগুলোর কোনোটাই কার্যকর হয় না, যদি না আল্লাহ অনুমতি দেন। এগুলোর শিকার হলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উল্টা জাদুটোনার আশ্রয় না নিয়ে শরিয়তসম্মত চিকিৎসার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা।

এই উভয় দলের মধ্যে এই সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্কের কথা আল্লাহ কুরআনে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন—

> *আর যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে সমবেত করবেন। সেদিন বলবেন, 'হে জিনের দল, বহু মানুষকে তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে' এবং মানুষদের মধ্য থেকে তাদের সঙ্গীরা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং আমরা পৌঁছে গিয়েছি সেই সময়ে, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।' তিনি বলবেন, 'আগুন তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে। তবে আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত।' নিশ্চয় তোমার রব বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।*[১]

কিন্তু আদতে শয়তানের কি সাধ্য আছে তাদের পুরস্কৃত করার? নিচের আয়াতটি একদম সত্য উন্মোচন করে দিয়েছে আমাদের সামনে—

> *যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদের সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু*

[১] সুরা আনআম (৬), আয়াত : ১২৮

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> আমি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের ওপর কোনো আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদের আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। অতএব, তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না বরং নিজেদেরই ভর্ৎসনা করো। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। ইতঃপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর শরিক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা যালিম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১]

তাই কেউ যদি দাবি করে যে, তার ভালো পোষা জিন আছে, তাহলে তাকে নির্দ্বিধায় মিথ্যাবাদী বলা যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম কীভাবে তা করতেন?

মূলত এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সুলাইমান আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাকে এই বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন[২] যা আর কাউকে দেননি; এমনকি আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও না। আমরা নিচের হাদিস থেকে এটা জানতে পারি। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *একটি শক্তিশালী জিন গতরাতে আমার সালাত নষ্ট করার জন্য আমার ঔদাস্যের সুযোগ নিতে চাচ্ছিল; কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে আমার হাতে কাবু করে দিলেন। সুতরাং, আমি তার গলা টিপে ধরলাম। আমি সংকল্প করলাম, মসজিদের খুঁটিগুলোর মধ্যে কোনো এক খুঁটিতে তাকে বেঁধে রাখি। যাতে সকালে তোমরা সকলে তাকে দেখতে পাও। অতঃপর আমার ভাই সুলাইমানের দুআ স্মরণ হলো, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান করো, যার অধিকারী আমার পরে অন্য কেউ হতে পারবে না।[৩] সুতরাং, আল্লাহ তাকে নিকৃষ্ট অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন।'[৪]*

---

[১] সুরা ইবরাহিম (১৪), আয়াত : ২২

[২] সুরা সাদ (৩৮), আয়াত : ৩৭-৩৮, সুরা সাবা (৩৪), আয়াত : ১২-১৩

[৩] সুরা সাদ, আয়াত : ৩৫

[৪] *সহিহ বুখারি* : ১২১০, *সহিহ মুসলিম* : ১২৩৭

www.boimate.com

Compressed with PDFCompressor by DLM Infosoft

জ্যোতিষশাস্ত্র ও জিনজগৎ

জিনদের সাহায্য নিয়ে আরও যে কাজ করা হয় তা হচ্ছে ভবিষ্যৎ গণনা, যা ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *যে ব্যক্তি কোনো গণক বা জ্যোতির্বিদের নিকট যাবে এবং তাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে, ৪০ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না।*[১]

ইতঃপূর্বে আমরা দ্বিতীয় মূলনীতিতে জেনেছি যে, জিনরা গায়েব জানে না। তাহলে গণকদের কিছু কিছু কথা ফলে যায় কীভাবে? সেটাও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি—

> *আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছেন, 'ফেরেশতারা আকাশের সীমানায় নেমে আসমানে মীমাংসা হওয়া বিষয়ের উল্লেখ করেন, ফলে শয়তানরা তা চুরি করে শোনে এবং গণকদের কাছে গোপনে পৌঁছে দেয়, অতঃপর তারা এর সাথে আরো একশোটি মিথ্যা কথা বানিয়ে তা প্রচার করে।'*[২]

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এখানে চুরি করে শোনার কথা আসছে কেন? আসলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের পূর্বে জিনরা আকাশের সীমানায় অবাধে বিচরণ করতে পারত, তখন আসমানে গৃহীত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানা তাদের জন্য সহজ ছিল। এ জন্যই কুরাইশরা ভাগ্যগণকদের বিপুল মর্যাদা দিত; কিন্তু কুরআন নাজিল শুরু হওয়ার পর থেকে তাদের প্রথম আসমান পার হওয়ার ক্ষমতাই চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। মূলত কুরআন যে নাজিল হয়েছে সেটা তারা এই ঘটনা থেকেই বুঝতে পারে। এরপর থেকে কোনো খবর তাদের শুনতে হয় চুরি করে, যদি ফেরেশতারা টের পেয়ে যায় তাহলে আগুনের গোলা ছুড়ে দেওয়া হয়। যারা পালিয়ে বাঁচে, কেবল তারাই কিছুটা খবর নিয়ে ফিরতে পারে।[৩]

---

[১] *সহিহ মুসলিম, মিশকাত* : ৪৫৯৫

[২] *সহিহ বুখারি* : ৩২১০

[৩] এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য সুরা জিনের ৮ নং আয়াতের তাফসির, *সহিহ বুখারি*-র ৩২৮৮,

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ তো গেল ভবিষ্যতের কথা। ভাগ্যগণকদের কাছে গেলে তারা কারও অতীতের কোনো বিশেষ ঘটনা বলে থাকে, যাতে সাহায্য চাইতে আসা ব্যক্তির আস্থা অর্জন করা যায়। এটা কীভাবে সম্ভব হয়? যে ব্যক্তি গণকের কাছে এসেছে তার কারিন জিন তো ওই লোকের সাথে শুরু থেকেই আছে, ফলে সে তার অতীতের ব্যাপারে সব তথ্যই জানে। তখন ভাগ্যগণকের সাথে সমঝোতায় থাকা জিন ওই লোকের কারিনের কাছ থেকে চমকপ্রদ তথ্য নিয়ে লোকটাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা চালায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম সেটার সাথে সুলাইমান আলাইহিস সালামের জীবনীর কী সম্পর্ক! আসলে এই বিষয়গুলো এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, এই মূলনীতিগুলোর ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা না থাকলে তার শাসনামলের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা আমরা বুঝতে পারব না।

আমাদের হয়তো মনে আছে, মুসা আলাইহিস সালামের সময়ে জাদুবিদ্যার খুব বেশি প্রচলন ছিল। তার সাথে জাদুকরদের ঘটনাও আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করেছি; কিন্তু ফিরআউনের কবল থেকে উদ্ধারের পর বনি ইসরাইলের জন্য মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে যে শরিয়ত নির্ধারিত হয়, তাতে জাদুবিদ্যা নিষিদ্ধ ছিল।

আমরা দেখেছি, বনি ইসরাইলের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে মিশরীয়দের অধীনে থাকাকালীন অভ্যাসগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পারছিল না। মূর্তিপূজার মতো এ ক্ষেত্রেও তাদের মাঝে জাদুবিদ্যার চর্চা চলে আসছিল। সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার শাসনামলে এসব জোরপূর্বক নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি এক বৈপ্লবিক কাজ করেন, যেসব বইপুস্তক জাদুবিদ্যা চর্চা ও শেখানোর কাছে ব্যবহৃত হতো সেগুলো একসাথে নিয়ে একটি নিরাপদ সিন্দুকে রেখে দেন যেন এসব চর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

কাহিনির চমকটা এইখানেই। এভাবে জাদুচর্চা বন্ধ করে দেওয়ায় যারা এই কাজ করত তারা তার ওপর খুবই ক্ষুব্ধ হয়। তারা তার নামে অপবাদ দেওয়া শুরু করে—'সুলাইমান আলাইহিস সালাম অন্যকে নিষেধ করলে কী হবে, নিজেই এই কাজ করে জিনদের বশীভূত করেন ও তাদের দিয়ে নানারকম কাজ করিয়ে নেন। কেউ যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত না হতে পারে, সে জন্যই তিনি

৪৮০০, ৬২১৩ নং হাদিস পড়া যেতে পারে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসলে জোরপূর্বক এই কাজগুলো বন্ধ করিয়েছেন।' (আস্তাগফিরুল্লাহ)। আল্লাহ যে বিশেষভাবে তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তিনি যা কিছু করেন সবই যে আল্লাহর অনুমতিক্রমে সেটা তারা বিশ্বাস করতে চাইত না। মোটকথা, জাদু ও আল্লাহপ্রদত্ত মুজিযার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে তারা অপারগ ছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসা আলাইহিস সালামের সময়ে জাদুকররা তার মুজিযা দেখার সাথে সাথে ঈমান এনেছিল। কারণ, এই ক্ষেত্রে তাদের অসামান্য পারদর্শিতা ছিল এবং সেই জ্ঞান দিয়ে[১] তারা বুঝতে পেরেছিল এটা মুজিযা, জাদু নয়। এই জ্ঞান বনি ইসরাইলের ছিল না। ফলে আল্লাহ তাআলা সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি তাদের জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেবেন, যাতে তারা জাদু ও মুজিযার মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি হারুত ও মারুত নামে দুইজন ফেরেশতাকে পাঠালেন যারা মানুষকে এটা শেখানোর আগেই বলে নিত যে, এটা তাদের জন্য পরীক্ষা। হারুত ও মারুত তাদের এটা শেখাচ্ছে,[২] কিন্তু এর প্রয়োগ ঘটালে তারা ইসলামের বাইরে চলে যাবে।

এই ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও তাদের মাঝে কেউ কেউ সেটা ঠিকই প্রয়োগ করা শুরু করল। এই ঘটনাটা সম্পর্কে কুরআন আমাদের জানাচ্ছে—

> *আর সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তারা তারই অনুসরণ করেছে এবং সুলাইমান কুফরি করেনি; বরং শয়তানরা মানুষকে জাদু শেখানোর মাধ্যমে কুফরি করেছে। আর (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাজিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের ওপর। আর তারা কাউকে শেখাত না, যে পর্যন্ত না বলত, আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং, তোমরা (আমাদের কাছ থেকে জাদু শেখার মাধ্যমে) কুফরি করো না।*

---

[১] আমরা আগেও বলেছি, জ্ঞান যে বিষয়েরই হোক না কেন, যদি গভীর হয় তবে তা আল্লাহকে চিনতে সাহায্য করে। আবার ইসলামের একটা দারুণ সৌন্দর্য হচ্ছে যেকোনো ফিল্ডের জ্ঞানকেই ইসলামিকরণের বা ইসলামের কাজে ব্যয় করার সুযোগ আছে। একবার একজনের কথা শুনেছিলাম, যিনি একজন সাউন্ড-ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং মিউজিক নিয়ে গবেষণা করতে খুব ভালোবাসতেন। তো সেই তিনিই ইসলামকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার পর, তার সেই দক্ষতা কাজে লাগানো শুরু করেছিলেন ইসলামিক লেকচারগুলোর শব্দের মান উন্নয়নের মাধ্যমে।

[২] এখান থেকে বোঝা যায়, 'মন্দ' থেকে দূরে থাকতে হলে 'মন্দ' সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। যেমন: টেলিভিশন মানুষের ব্রেইনের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা যদি আমরা না জানি, তবে টেলিভিশন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াবে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপরও তারা এদের কাছ থেকে তা শিখত, যার মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও কোনো ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের কোনো উপকার করত না এবং তারা নিশ্চিত জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রয় করেছে। যদি তারা বুঝত। আর যদি তারা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভ করত। যদি তারা জানত। [১]

.....

এখানে উল্লেখ্য যে, এই দুই আয়াতে জাদুটোনা কুফর হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি দলিল রয়েছে—

এক. বরং শয়তানরা মানুষকে জাদু শেখানোর মাধ্যমে কুফরি করেছে—এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাদুটোনা শিক্ষা দেওয়া কুফর।

দুই. আর তারা কাউকে শেখাত না, যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং, তোমরা (আমাদের কাছ থেকে জাদু শেখার মাধ্যমে) কুফরি করো না।'—এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জাদুটোনা শেখা কুফর।

তিন. এবং তারা নিশ্চয় জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। আর আখিরাতে যার কোনো অংশই নেই সে হচ্ছে অমুসলিম, কাফির।

চার. যদি তারা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত—অর্থাৎ তাদের ঈমান ছিল না।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আজও যারা শয়তানের পূজা করে তাদের কাজকর্মের অন্যতম প্রধান কার্যালয় হচ্ছে ব্যাবিলিয়ন আর মিশরের পিরামিডের অবস্থানস্থল। সেখানে গিয়ে তারা বাৎসরিক নানা উৎসব উদযাপন করে থাকে, নানা ধরনের উৎসর্গ করে থাকে যাদের তারা বলে 'Ritual Murder'। ফলে তারা নিজেদের শক্তিশালী মনে করে। পশ্চিমা অনেক রক ব্যান্ডের সদস্যরা এগুলোর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

---

[১] সূরা বাকারা (২), আয়াত : ১০২-১০৩

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যা-ই হোক, যাদের জাদুবিদ্যা শেখানো হয়েছিল, তাদের একটি অংশ কুফরি জেনেও এটা নিজেদের মাঝে প্রয়োগ করা শুরু করেই ক্ষান্ত হয়নি, এটাকে তাদের ধর্মের অংশ বানিয়ে ফেলেছিল। ইহুদিধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা জ্ঞানের এই শাখা মূলত 'Qabbalah' নামে পরিচিত। আপনি যদি এই নাম লিখে সার্চ দেন গুগলে তাহলে দেখবেন, এটা একধরনের অতীন্দ্রিয় শাখা (Mystic Branch), যার মূল থিম হচ্ছে সংখ্যাতত্ত্ব যা দিয়ে নানা ধরনের জাদুবিদ্যা চর্চা করা হয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপারটা খুব সূক্ষ্মভাবে ইসলামধর্মের মাঝেও প্রবেশ করেছে। আমাদের অনেকের হয়তো মনে আছে, আগে মুরুব্বিরা চিঠির ওপরে লিখতেন ৭৮৬, যার অর্থ নাকি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমি ছোটবেলায় প্রথম যখন এটা শুনি, খুব অবাক হয়েছিলাম। ৭৮৬-এর মানে এটা হয় কীভাবে! এটার মূল উৎস হচ্ছে এই সংখ্যাতত্ত্বের শাস্ত্র—যেখানে একেকটি আরবি শব্দের বিপরীতে একেকটি সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু কোন সংখ্যার বিপরীতে কোন শব্দ আছে তা সাধারণ জনগণের জানার কোনো উপায় নেই, ঠিক এই সুযোগটিই কাজে লাগিয়ে একশ্রেণির প্রতারকরা সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলছে। তারা কুরআনের বিভিন্ন সূরার বা আয়াতের কথা বলে তাবিজের ভেতর বিভিন্ন নকশার ছবি পুরে দেয়। আপনি যদি কখনো কোনো তাবিজ আসলেই খুলে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন, এগুলোর প্রায় সবগুলোতেই দুর্বোধ্য কিছু নকশা দেওয়া থাকে। আদতে সেগুলোর মাধ্যমে কোনো শয়তানের আশ্রয় চাওয়া হয় বা শয়তানের ইবাদত করা হয়! একবার রুকইয়ার[১] ওপর একটা কোর্স করেছিলাম, তখন শিক্ষক উপস্থিত দর্শকদের বললেন—কারও সাথে যদি তাবিজ থেকে থাকে, তবে সাথে সাথে যেন তা খুলে ফেলা হয়; কারণ, এটা নিঃসন্দেহে শিরক। তারপর বললেন, সবাই যেন সেগুলো তার কাছে এসে জমা দেয়। জমাকৃত তাবিজগুলো খুলে খুলে তিনি পড়ছিলেন আর আমাদের বলছিলেন যে, সেখানে বিভিন্ন শয়তানের নাম লেখা আছে, বিভিন্ন স্তুতিমূলক কথার দ্বারা তাদের সাহায্য চাওয়া হচ্ছে! অর্থাৎ আপনি যখন আপনার নিজের বা সন্তানের গায়ে তাবিজ ঝুলিয়ে দিচ্ছেন, তখন আদতে আপনি তাকে আল্লাহ নয়, শয়তানের ভরসায় সমর্পণ করছেন! ভাবা যায়?

---

[১] শরিয়ত-সম্মতভাবে জিন তাড়ানোর উপায়।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরবর্তী সময়ে আমি নিজেও এই কাজ করেছি। আমার এক আত্মীয়ের গলা থেকে তাবিজ খুলে ভেতরের খোলসটা ভেঙে তাকে দেখিয়েছি যে, এখানে মোটেও সুরা ইয়াসিন লেখা নেই, বরং যে নকশা দেওয়া আছে সেটা আসলে শয়তানের আশ্রয় চাওয়ার তন্ত্রমন্ত্র।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, অনেক কুরআন মাজিদের শুরুতে কিংবা অজিফার বইগুলোতে প্রতিটি সুরার ফযিলত ও নকশা দেওয়া থাকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বিষয়গুলো অন্য সকল শিরকি-ধর্মেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাধু-সন্ন্যাসী বা মুনি-ঋষিরা এইসব তন্ত্রমন্ত্র করতেন।

এগুলোর ইসলামিক ভার্সন হচ্ছে পীর-ফকির যাদের আমরা আল্লাহর আউলিয়া ভেবে বিভ্রান্ত হই। আর আছেন একশ্রেণির হুজুর যাদের দ্বীনের জ্ঞান খুবই সামান্য, ফলে অধিকাংশ সময়ে এরা এগুলো না বুঝেই দিয়ে দেন। আর অনেকে জানলেও মানতে চান না; কারণ, তাবিজবিক্রি একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। সমস্যা হচ্ছে, এগুলোর গ্রাহক কিন্তু শুধু অশিক্ষিতরা না। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বহু মানুষকে আমি অবাধে তাবিজ ব্যবহার করতে দেখেছি। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে খুব তুচ্ছ কিছু কারণ হচ্ছে—বাচ্চারা রাতে বিছানায় বাথরুম করে দেয় কিংবা ভয় পায়। আবার বড় বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পাবারও আশা থাকে। আমার কাছে মনে হয়, সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে, বিপদ-আপদের সময় তাবিজ ব্যবহার না করে থাকা। অনেকে মুখে বলেন, এসব তাবিজ-কবজে তার বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস নেই। অথচ কোনো বিপদে পড়লে তারা ঠিকই এগুলোর আশ্রয় নেন। ঈমানের প্রকৃত পরীক্ষাটা এখানেই।

আবার অনেকে আছেন যারা দাবি করেন—শিরকি কিছু লেখা না থাকলে কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ দেওয়া যাবে স্রেফ একটা চিকিৎসাব্যবস্থা হিসেবে। এখানে আমাদের কয়েকটা বিষয় বুঝতে হবে—

১। তাবিজ কখনোই স্পষ্ট কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর নাম দিয়ে দেওয়া হয় না। যারা এসব সমর্থন করেন, তারাও এটা স্বীকার করেন। কারণ, আমরা সবাই জানি, কুরআনের আয়াত পবিত্র। তাই আয়াত-সংবলিত তাবিজ পরে টয়লেট কিংবা এরূপ অপবিত্র কোনো জায়গায় যাওয়া যাবে না। অতএব, এক্ষেত্রে তারা যা করে তা হলো সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে থাকে, যে বিষয়ে আগে উল্লেখ করেছি। তাদের দাবি,

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটা স্রেফ একটা সাংকেতিক কোডের মতো। এখানে আমার প্রশ্ন, বিভিন্ন আরবি হরফের এই যে বিভিন্ন সংখ্যা আরোপ করা হচ্ছে, তার উৎস কী? কুরআন হাদিস দ্বারা স্বীকৃত কোনো উৎসে আমরা কিন্তু এগুলো খুঁজে পাব না।

২। আল্লাহ কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলছেন, তিনি কুরআনকে আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন। তাই এর আয়াতকে সংখ্যাতত্ত্ব দ্বারা প্রকাশ করা যাবে না। তাছাড়া আমরা যেন ভুলে না যাই, অমুক তাবিজ পরলে অমুক উপকার হবে—এটা গায়েবের জ্ঞান। এই আমল করলে এই উপকার হবে—এমন কথা যদি আমরা বলতে চাই, তবে সেটার উৎস অবশ্যই হতে হবে কুরআন এবং বিশুদ্ধ সুন্নাহ। সুতরাং, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই তাবিজ ব্যবহার করা শিরক না, এটা নিঃসন্দেহে বিদআত। কারণ, এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবিরা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছেন। অর্থাৎ তাদের সামনে তাবিজ ব্যবহার করার সুযোগ ছিল, তবু তারা করেননি।

৩। এটা সর্বাংশে এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ, এটা প্রকাশ্য শিরক এবং আমাদের জানা নেই যে, এই সংখ্যাগুলো দিয়ে কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর নাম লেখা হচ্ছে নাকি শয়তানকে ডাকা হচ্ছে।

৪। তারপরও যারা এটার ওপর অটল থাকতে চান, তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, সুরা বাকারার ১০১ নং আয়াতের কথা। এখানে বলা হচ্ছে—

> *যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসুলুল্লাহ আগমন করলেন, যিনি ওই কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কিতাবের একটি দল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা এ সম্পর্কে জানেই না।*[১]

এখানে নিক্ষেপ করা অর্থে যে আরবি শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, সেটার মূলভাব হচ্ছে, 'আবর্জনার মতো হেলায় ছুড়ে ফেলা'। এর ঠিক পরের আয়াতেই জাদুবিদ্যা যে কুফরি সেটা বলা হচ্ছে। যার অর্থ হচ্ছে, মানুষ যখন আল্লাহর কিতাবকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তখনই তারা সেগুলোকে এভাবে কুফরি কাজে ব্যবহার করে। আমি

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ১০১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন বহু মানুষকে দেখেছি, যাদের সুরা নাস মুখস্থ, অথচ তারা জিনের অস্তিত্ব, জাদুটোনা এগুলোতে বিশ্বাস করে না। কুরআনকে সঠিক মূল্যায়ন না করে তাচ্ছিল্য করলেই কেবল এটা সম্ভব। অন্যথায় কীভাবে এটা সম্ভব হতে পারে?

অনেকেই তাবিজ-কবজ ব্যবহার বা মাজারপূজার পক্ষে সাফাই দেন যে, তাদের উপকার হয়েছে। এ জন্যই আমাদের জানা দরকার, আসলে ব্যাপারগুলো কীভাবে ঘটে, যেন আমরা কাজের ফলাফল দেখে বিভ্রান্ত না হয়ে যাই। উপকার হওয়াই কোনো কিছু বৈধ হবার প্রমাণ নয়, বরং এ জন্য কুরআন-সুন্নাহ কী বলে সেটা আমাদের দেখতে হবে। বরং উপকার হলে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় পরীক্ষা; কারণ, তাতে সে এই ভুল কাজের ওপর অবিচল থাকে।[১]

আমার সীমিত অভিজ্ঞতা বলে, যারা এগুলোর ওপরে অনেক ভরসা করেন, তারা আসলে শর্টকাট খোঁজেন। তাদের যদি সুন্নাত উপায়ে নিজে কুরআন অথবা দুআ তিলাওয়াত করতে বলা হয়, তখন তাদের খুবই আলসেমি লাগবে এবং তারা নানা অজুহাত খুঁজবে। আমার কাছে ধৈর্যের অভাবটাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য মনে হয়। সুন্নাহ পদ্ধতি তাদের কাছে অনেক দীর্ঘমেয়াদি লাগে, তারা চান দ্রুত সমাধান।

---

[১] এ প্রসঙ্গে এই হাদিসটা জানা খুব দরকারি। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন বাড়িতে আসতেন তখন সাড়া দিয়ে আসতেন। ...একদিন তিনি এসে সাড়া দিলেন। তখন আমার ঘরে একজন বৃদ্ধা আমাকে ঝাড়ফুঁক করছিল। আমি বৃদ্ধাকে চৌকির নিচে লুকিয়ে রাখি। ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘরে ঢুকে আমার পাশে বসেন। এমতাবস্থায় তিনি আমার গলায় একটি সুতা দেখতে পান। তিনি বলেন, এটা কীসের সুতা? আমি বললাম, এটা ফুঁক দেওয়া সুতা। যাইনাব বলেন, তখন তিনি সুতাটি ধরে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন, আব্দুল্লাহর পরিবারের শিরক করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ এবং মিল-মহব্বতের তাবিজ শিরক।' যাইনাব বলেন, তখন আমি আমার স্বামী ইবনু মাসউদকে বললাম, আপনি এ কথা কেন বলছেন? আল্লাহর কসম, আমার চোখ থেকে পানি পড়ত। আমি অমুক ইহুদির কাছে যেতাম। সে যখন ঝেড়ে দিত, তখন চোখে আরামবোধ করতাম। তখন ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ হলো শয়তানের কর্ম। শয়তান নিজ হাতে তোমার চক্ষু খোঁচাতে থাকে। এরপর যখন ফুঁক দেওয়া হয়, তখন সে খোঁচানো বন্ধ করে। তোমার জন্য তো যথেষ্ট ছিল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলতেন তা বলবে। তিনি বলতেন, 'অসুবিধা দূর করুন, হে মানুষের প্রতিপালক, সুস্থতা দান করুন, আপনিই শিফা (সুস্থতা) দানকারী, আপনার শিফা ছাড়া আর কোনো শিফা নেই। এমন (পরিপূর্ণ) শিফা দান করুন যার পরে আর কোনো অসুস্থতা অবশিষ্ট থাকবে না। [*মুসনাদু আহমাদ* ১/৩৮১; সুনানু আবি দাউদ ৪/৯; মুসতাদরাকুল হাকিম: ৪/২৪১। হাদিসটির সনদ সহিহ।]

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যা-ই হোক, সুলাইমান আলাইহিস সালাম কর্তৃক লুকানো জাদুবিদ্যাচর্চার সেসব আসল বইগুলো আজও শয়তানপূজারিদের আরাধ্য। এগুলো নিয়ে হলিউডে অনেক মুভি, মেটাল গান, অনেক থিওরি আছে যেগুলো আমাদের বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য নয় বলে আমরা সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। তবে সুলাইমান আলাইহিস সালামকে জাদুবিদ্যার চর্চাকারী হিসেবে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, তা যে স্রেফ একটি অপবাদ, সেটা আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যু ও বাইতুল মাকদিস নির্মাণ

সুলাইমান আলাইহিস সালাম জীবনের প্রায় শেষপর্বে এসে মসজিদুল আকসা পুনর্নির্মাণ করেন।[১] এটি করা হচ্ছিল জিনদের দিয়ে; কিন্তু এই কাজটি শেষ হওয়ার আগেই সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যু ঘটে; কিন্তু জিনরা যেহেতু বাধ্য হয়ে তার আনুগত্য করত, তাই তিনি মারা গেছেন জানলে তারা কাজটি সম্পন্ন করত না। তাই আল্লাহর ইচ্ছায় তারা মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তার মৃত্যুর কথা জানতে পারেনি।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যু হয় সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায়। তার ইবাদতখানার বাইরের দরজা কাঁচের তৈরি ছিল যার ভেতর দিয়ে তাকে দেখে জিনরা ভেবছিল, তিনি নিবিষ্ট মনে ইবাদত করছেন। যখন কাজ শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি যে লাঠির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আল্লাহর নির্দেশে ঘুণ পোকা এসে সেটা খেয়ে ফেলল, ফলে জিনরা দেখতে পেল যে, তিনি আর বেঁচে নেই। এই ঘটনার কথা আল্লাহ আমাদের কুরআনে জানাচ্ছেন—

> *যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জিনদের তার মৃত্যু সম্পর্কে জানাল একমাত্র মাটির পোকা—যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান পড়ে গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।*[২]

[১] আমরা সবাই সম্ভবত এটি সম্পর্কে জানি, এটি ছিল মুসলিমদের প্রথম কিবলা। মিরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ মক্কা থেকে এখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেটার কথা সুরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদিরা 'Solomon's Temple' বা 'First Temple' হিসেবে অভিহিত করে থাকে।

[২] সুরা সাবা (৩৪), আয়াত : ১৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু তখনকার লোকজন বিশ্বাস করত জিনরা গায়েব জানে। এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের এই ভুল ধারণারও অবসান ঘটালেন।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বনি ইসরাইলের স্বর্ণযুগের সমাপ্তি ঘটে। এরপর থেকে আমরা তার মৃত্যুপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুপরবর্তী অবস্থা

আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম সুলাইমান আলাইহিস সালামের শাসনামল নিয়ে। আল্লাহ তাকে অর্ধপৃথিবীর রাজত্ব দিয়েছিলেন—যার সীমানা ছিল নীল নদ থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত। এই রাজত্ব 'Biblical Kingdom' নামে পরিচিত। এই সীমানাটা মনে রাখা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা সামনে এই প্রসঙ্গে আবারও কথা বলব, ইনশা আল্লাহ।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর তার এই বিশাল রাজত্ব মূলত দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। উত্তর অংশের নাম ছিল ইসরাইল (Israil) আর দক্ষিণ অংশের নাম ছিল জুডাহ (Judah), আরবিতে যার নাম হচ্ছে ইয়াহুদ। ইসরাইল কে ছিলেন তা তো আমরা জানি, কিন্তু জুডাহ কে? তিনি ছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ১২ জন ছেলের একজন। তার বংশের লোকেরা এই গোত্রভুক্ত ছিল। দাউদ আলাইহিস সালামও ছিলেন এই গোত্রের। এই নামটা পরবর্তী আলোচনার জন্য আমরা মনে রাখব।

কিন্তু এভাবে সাম্রাজ্য কেন বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল?

আল্লাহর শাস্তি হিসেবে।

বনি ইসরাইল বড্ড বেশি ভোগবাদী হয়ে গিয়েছিল। এটা তো গেল আধ্যাত্মিক কারণ। চর্মচক্ষু দিয়ে আমরা কী দেখি?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা দেখেছি, বনি ইসরাইলের যে ১২টি গোত্র ছিল, তাদের মাঝে সবসময়ই একটা বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। দাউদ আলাইহিস সালাম তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তার রাজত্ব সুসংহত করতে পেরেছিলেন, যা সুলাইমান আলাইহিস সালামের সময়েও জারি ছিল। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে রেহোবোম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তবে তিনি তার বাবার মতো এত যোগ্য ও দক্ষ ছিলেন না। তিনি উচ্চহারে কর আরোপ করেছিলেন—যা বনি ইসরাইলের দশটি গোত্রকে বিদ্রোহী করে তোলে। তারা ভিন্ন রাজা নিযুক্ত করে ইসরাইল নামক রাজ্যে আলাদা হয়ে যায়, যার রাজধানী ছিল সামারিয়া। জুডাহ ও বিন ইয়ামিন গোত্র তার অনুগত থাকে। এই দুটো গোত্র নিয়ে গঠিত হয় জুডাহ রাজ্য, যার রাজধানী ছিল জেরুজালেম।

দুটো রাজ্যের মাঝে তুলনামূলকভাবে ইসরাইল রাজ্যের অধিবাসীরা পাপকর্মে বেশি নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। তারা এমনকি মূর্তিপূজাও শুরু করেছিল। সে সময় ধার্মিক ব্যক্তিদের নিয়ে মানুষ হাসাহাসি করত। যিনা, ব্যভিচার, মদ্যপান, নারীদেহের উন্মুক্ত প্রদর্শনী, জাদুচর্চা এগুলো ছিল খুব সাধারণ বিষয়। তৎকালীন শাসক, যার নাম ছিল আহাব—সে বহু আলিম ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের হত্যা করে স্রেফ এই জন্য যে, তারা একত্ববাদের বাণী প্রচার করতেন।[১]

তাদের পথভ্রষ্টতা যখন চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছিল, এমন সময়ে আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস আলাইহিস সালাম[২] নামক একজন নবিকে সতর্ককারী হিসেবে তাদের মাঝে প্রেরণ করেন। তিনি মানুষকে এইসব পাপ থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। তখনকার বনি ইসরাইল 'বাল' নামক মূর্তির পূজা করত। তিনি মূর্তিপূজার অন্তঃসারশূন্যতা মানুষকে নানাভাবে বোঝাতে থাকেন। অবশেষে যখন কিছুতেই কোনো কাজ হলো না, তখন তিনি রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, খুব শীঘ্রই এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও খরা তার সাম্রাজ্যকে গ্রাস করবে। আর তাদের পূজনীয় মূর্তি তা কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না; কিন্তু কেউ তার কথাকে কোনো গুরুত্ব দিল না এবং তাদের জীবনযাত্রার ধরনে কোনো পরিবর্তন আনল না।[৩]

---

[১] চেনা চেনা লাগে?

[২] মুসলিম ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, বাইবেলে বর্ণিত Elias বা Elijah আর আমাদের নবি ইলিয়াস একই ব্যক্তিত্ব যার কথা ওল্ড টেস্টামেন্টের 1 Kings 17–19 and 2 Kings 1–2-এ বলা হয়েছে।

[৩] সূরা সাফফাত (৩৭), আয়াত : ১২৩- ১৩২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছুদিনের মধ্যে তার কথাই সত্যি হলো, দুর্ভিক্ষ ও খরাতে মানুষ না খেয়ে মৃতপ্রায় হবার দশা হলো। তখন তারা কী করেছিল আন্দাজ করতে পারি আমরা কেউ?

তারা এই দুরবস্থার জন্য উলটো ইলিয়াস আলাইহিস সালামকেই দোষী সাব্যস্ত করল এই বলে, তার করা জাদুর কারণেই নাকি এই দুর্ভিক্ষ! এমনকি তারা তাকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র শুরু করল। তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেলেন।[১]

আল্লাহর নবির সাথে এরূপ ধৃষ্টতা করার শাস্তিস্বরূপ এইবার আল্লাহ তাআলা বহিঃশত্রুদের বনি ইসরাইলের ওপর শক্তিশালী করে দিলেন।[২] তখনকার সুপার পাওয়ার ছিল আসিরীয়রা, মিশরীয়রা এবং ব্যাবিলনীয়রা। আল্লাহর ইচ্ছায় আসিরীয়রা ইসরাইল আক্রমণ করে এবং তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এই ১০টি গোত্রের আর কোনো নাম-নিশানাই খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রথমদিকে ইসরাইল রাজ্যের সাথে নিয়মিত আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধে লিপ্ত থাকলেও জুডাহ রাজ্যের লোকেরা বেশ কিছুদিন যাবৎ তুলনামূলকভাবে আল্লাহভীরু-জীবন যাপন করেছিল। ৭২২ খ্রিস্টপূর্বে ইসরাইল রাজ্যের পতনের পর তারাই হয় একমাত্র টিকে থাকা বনি ইসরাইলীয়। তাদের মাঝে ছিল বেশ কিছু সৎ ও ন্যায়বিচারক শাসক। যেমন—হেজেকিয়াহ। এ সময় আল্লাহ তাআলা যুলকিফল আলাইহিস সালাম নামে একজন নবি প্রেরণ করেন। আল্লাহ তার কথা কুরআনে দুইবার উল্লেখ করেছেন।[৩]

যুলকিফল আলাইহিস সালামকে হেজেকিয়াহ অনেক শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও হেজেকিয়াহর অনেক প্রশংসা করতেন। মূলত হেজেকিয়াহর তাকওয়ার জন্যই

---

[১] *তারিখুত তাবারি*, ইবনু ইসহাক; ইহুদিরা Elijah এর Second coming-এ বিশ্বাস করে ও মনে করে যে, শেষ সময়ে এসে তিনি ঈশ্বরের রাজ্য (Biblical kingdom) প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবেন। Malachi 8 : ৫-৬

[২] আমরা বনি ইসরাইলের কাহিনি থেকে বারবার দেখছি যে, কখন আল্লাহ বহিঃশত্রুদের আমাদের ওপর বিজয়ী করে দেন! এরপর ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়ার ঘটনায় হা-হুতাশ না করে আমাদের উচিত এটার আসল কারণ খুঁজে বের করা এবং সেই অনুযায়ী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। আল্লাহ বনি ইসরাইলের কাহিনি তো আমাদের এমনি এমনি জানাননি, তাই না?

[৩] সুরা আম্বিয়া (২১), আয়াত : ৮৫, সুরা সাদ (৩৮), আয়াত : ৪৮

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জুডাহ আসিরীয়দের আক্রমণ থেকে বিস্ময়করভাবে বেঁচে যায়; কিন্তু তার মৃত্যুর পর যারা জুডাহর শাসনভার গ্রহণ করে, তারা কেউই তেমন আল্লাহভীরু ছিল না, বরং অনেকেই ফিরে যায় মূর্তিপূজার মতো জঘন্য পাপকর্মে। তাদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে যুলকিফল আলাইহিস সালাম তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এমনকি তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় এবং শেষমেশ হত্যাও করে ফেলে। এভাবে নবিদের হত্যা করার প্রথার প্রচলন ঘটায় বনি ইসরাইল যা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন।[১]

আমরা বনি ইসরাইলের যে প্রজন্মের কথা বলছি, আলিমদের মতে, এদের কথাই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন—

অতঃপর তাদের পরে এলো অপদার্থ এক বংশধর, যারা সালাত কলুষিত করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হলো। সুতরাং, অচিরেই তারা প্রত্যক্ষ করবে জাহান্নামের শাস্তি।[২]

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ বলেননি সালাত ত্যাগ করল, বরং বলেছেন সালাত নষ্ট করল। এর অর্থ—তারা একদম শেষ সময়ে সালাত পড়ত এবং দুই ওয়াক্তের সালাত একসাথে পড়ত—যেটা বৈধ ছিল না। তাহলে আমরা একবার চিন্তা করি, আমরা যারা সালাত পড়ি না, তাদের অবস্থান আল্লাহর দৃষ্টিতে কোথায়? তিনি আরও বলেছেন—

তাওরাতের দায়িত্বভার যাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে বেড়ায়। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্টতর। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।[৩]

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৬১

[২] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ৫৯

[৩] সুরা জুমুআ (৬২), আয়াত : ৫

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একবার এক আলিমের লেকচারে একটা মজার কাহিনি শুনেছিলাম। একটা প্রেজেন্টেশনে তিনি দলিল ছাড়াই কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করেছিলেন। উপস্থিত সবাই ছিলেন খ্রিষ্টান। তারা মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আয়াতগুলো দেখেই ভাবলেন এগুলো নিশ্চয়ই কুরআনের আয়াত। কারণ, সেখানে হত্যার বদলে হত্যা, যুদ্ধ ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। এরপর উস্তায একটু হেসে সবগুলোর দলিল দেখালেন যে, এগুলো আসলে ওল্ড টেস্টামেন্টের আয়াত। অথচ তারা প্রচার করে বেড়ায় খ্রিষ্টধর্ম শুধুই ভালোবাসার কথা বলে! তারা আসলে জানেই না তাদের বইতে কী আছে! আর সে জন্যই আজকের খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে একটা আয়াত দেখাতে পারবে না, যেখানে যিশুখ্রিষ্ট সরাসরি নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করেছেন (আস্তাগফিরুল্লাহ), তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে না বলেই এই বিষয়ে তারা অজ্ঞ।

এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে, কখন একটি সমাজের মানুষ তাদের নিজ ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্য কোনো তাগিদ অনুভব করে না? প্রথমত, যখন পরকাল তাদের জীবনে অগ্রাধিকার পায় না। দ্বিতীয় কারণটির কথা আমরা নিচের আয়াত থেকে জানতে পারি—

> *তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত, সংসার-বিরাগী এবং মারইয়াম-পুত্র মাসিহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তারা যে শরিক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।*[১]

অর্থাৎ যখন সাধারণ মানুষ আলিমদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, তখনই তারা নিজেরা জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন অনুভব করে না। আদি ইবনু হাতিম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবি যিনি আগে খ্রিষ্টান ছিলেন, তিনি এই আয়াত শুনে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, তারা মোটেও তাদের স্কলারদের ইবাদত করত না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা কি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বানিয়ে দিত না? তখন তিনি রাসুলুল্লাহর কথার সাথে একমত পোষণ করলেন।[২]

---

[১] সুরা তাওবা (৯), আয়াত : ৩১

[২] তাবারানি, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ৯২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই বিষয়ে চিন্তার অবকাশ আছে—কীভাবে আলিমরা এই কাজ করতেন? তৎকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের মাঝে তাদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। তারা শুধু তিলাওয়াত করতে জানত কিংবা তাও ঠিকমতো জানত না। আমরা কি এখন হুবহু সেই অবস্থাতেই নেই?

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামে কোনো পুরোহিততন্ত্র নেই। আমরা আলিমদের বিশেষভাবে সম্মান করি ঠিকই, কিন্তু সেই সাথে তাদের ভুলের ঊর্ধ্বে ভাবি না কিংবা অন্ধভাবে বিশ্বাস করি না। তারা কোন রেফারেন্সের ভিত্তিতে একটি নিয়ম জানালেন সেটা জানার অধিকার আমাদের আছে, তবে অবশ্যই তা যথাযথ আদবের সাথে। পক্ষান্তরে, আমরা যদি অন্যান্য ধর্মের মাঝে প্রচলন লক্ষ করি তাহলে দেখব যে, সেখানে স্কলারদের আল্লাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ধরা হয়। তাদের স্থান অনেকটা হিন্দুদের দেবতার মতো। তারা যা বলে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করার ধৃষ্টতাও সাধারণ মানুষ দেখাতে পারে না।

এখন আমরা আলিমদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করব না এটা যেমন সত্যি, সেরকম আমরা নিজেরা কুরআনের তাফসির পড়ে, ফাতওয়ার ওয়েবসাইট ঘাঁটাঘাঁটি করে ইসলাম শিখে যাব, এই কথাটাও ভুল। আমাদের উচিত আলিমদের অধীনে দ্বীনশিক্ষায় নিয়োজিত হওয়া, দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে আদব শেখা ও জীবনে প্রয়োগ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

ফিরে আসছি আমাদের কাহিনিতে—যখন জুডাহবাসীর কার্যক্রম ইসরাইলবাসীর মতো হয়ে গেল, তখন তাদের পরিণতিও ইসরাইল রাজ্যের মতোই হলো। আল্লাহ তাঁর রহমতের ছায়া উঠিয়ে নিলেন, আবারও বহিঃশত্রুদের দ্বারা পর্যুদস্ত হলো জুডাহবাসী। তবে ততদিনে পৃথিবীর সুপার পাওয়ারগুলোর মাঝে পরিবর্তন এসেছে। আসিরীয়রা নিজেরাই এখন দুর্বল হয়ে গেছে, তার জায়গায় শক্তিশালী হয়েছে ব্যাবিলনীয়রা। জুডাহর অধিবাসীরা এইসময় নিজেদের কূটনৈতিক কৌশলের ওপর খুব বেশি আস্থাবান হয়ে গিয়েছিল, তারা ভেবেছিল মিশরীয়দের সাথে জোট করে তারা বেঁচে যাবে; কিন্তু মিশরীয়রা তাদের দেওয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল। সুতরাং, যখনই আমরা সমস্যার মূল বুঝতে ব্যর্থ হই, তখনই আমরা ভুল জিনিসের ওপর ভরসা করি। আল্লাহ আমাদের ওপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেন মূলত আমাদের অধিক পাপের কারণে, সেখানে অমুসলিমদের সাহায্যের আশা করে পার পাবার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের বুঝতে হবে—সমস্যা সমাধানের

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম ধাপ হলো সমস্যা ও তার কারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারা। অতএব, কে আমাদের ওপর আক্রমণ করবে সেটা বড় কথা না, আমাদের শত্রুরা আমাদের ওপর শক্তিশালী হবে এটাই মূল কথা।

বনি ইসরাইলের মতো জুডাহবাসীর জন্যও আল্লাহ সতর্ককারী হিসেবে একজন নবি পাঠিয়েছিলেন, যিনি তাদের এই ঘটনার ব্যাপারে সাবধানও করেছিলেন; কিন্তু শয়তান যখন পাপকাজকে সুশোভিত করে দেখায়, তখন বুদ্ধি-বিবেক কিছুই কাজ করে না। ফলে এ ক্ষেত্রেও, চোখের সামনে ইসরাইল রাজ্যের পরিণতি দেখার পরও বিস্ময়করভাবে জুডাহবাসীর মনে হলো যে, তাদের কিছু হবে না! ব্যাপারটা যেন অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত মানুষের মতো। পত্রপত্রিকায় প্রেমিক কর্তৃক শ্লীলতাহানির খবর যতই চোখে পড়ুক, প্রতিটি মেয়ের মনে হয় তার প্রেমিক কখনো এমন করবে না। তারা বোঝে না, যে মেয়ের সাথে এমন হয়েছিল, সে-ও নিজের প্রেমিককে অন্যদের থেকে আলাদাই ভাবত!

বাইবেলের কাহিনি অনুসারে এই সময়ে আরও একজন নবি ছিলেন যার নাম দানিয়াল[১] আলাইহিস সালাম। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে মুসলিমরা যখন ইরাক জয় করে তখন তারা একটি কবরের সন্ধান পায় যার পাশে হিব্রুতে লেখা একটা বই ছিল। স্থানীয়রা জানায়, বহুদিন হয়ে গেলেও এই শরীর এখনো পচেনি, তারা মাঝে মাঝে এই শরীরের রহমতের অসিলাতে দুআ করে, ফলে বৃষ্টি-সহ আরও অনেক উপকার হয়। এই কথা শুনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনু কাবকে ডেকে পাঠান। কারণ, তিনি হিব্রু পড়তে জানতেন। তিনি বইটা পড়ে জানান, এটা দানিয়াল আলাইহিস সালামের কবর। আর নবি হওয়ার কারণেই তার শরীরে পচন ধরেনি। বিষয়টা বুঝতে পেরে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবিদের নির্দেশ দেন যেন রাতের অন্ধকারে অনেকগুলো কবর খোঁড়া হয় এবং এর মধ্যে যে কোনো একটাতে তার শরীর আবার সমাহিত করে সবগুলো কবরকে একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় যেন কোনটা তার কবর তা বোঝাও না যায়।[২]

---

[১] বাইবেলে তাকে ড্যানিয়েল নামে অভিহিত করা হয়েছে।

[২] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩১২; *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা কি বুঝতে পারছি তিনি এটা কেন করেছিলেন?

হ্যাঁ, ইসলাম শিরকের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়, যদি কোনো কাজের মাধ্যমে শিরকের ন্যূনতম আশঙ্কাও থাকে তবে সেটার পথ বন্ধ করে দেওয়াই ইসলামের মূলনীতি।

ব্যাবিলনীয়রা যখন জুডাহবাসীকে আক্রমণ করল, সেটা তার ভয়াবহতার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে আজও এক বিশিষ্ট ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন জুডাহ প্রথমে আসিরীয়দের, পরে ব্যাবিলনীয়দের অঙ্গরাজ্য হিসেবে ছিল; কিন্তু এই সময়ে জুডাহবাসীরাই ব্যাবিলনীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যা দমন করতে তৎকালীন ব্যাবিলনীয় রাজা দ্বিতীয় নেবুচাদনেজার (Nebuchadnezzar II) ৫৮৭ খ্রিষ্টপূর্বে জুডাহ আক্রমণ করেন।[১] সে জেরুজালেমকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, নির্বিচারে বনি ইসরাইলের লোকদের হত্যা করে এবং যারা জীবিত ছিল তাদের দাস হিসেবে ব্যাবিলনে ধরে নিয়ে যায়। অতি অল্পসংখ্যক ইহুদি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই সময়েই সুলাইমান আলাইহিস সালামের নির্মিত মসজিদটা ভেঙে দেওয়া হয়, ফলে আবারও হারিয়ে যায় বনি ইসরাইলের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত 'Ark of the covenant'। এ সময়েই প্রথম বারের মতো ইহুদিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—যা ইতিহাসে 'First Jews Diaspora' হিসেবে পরিচিত।

মজার ব্যাপার হলো, তারা তাদের নিজেদের পাপের কারণেই যে শাস্তি পেয়েছিল—তা তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থেও উল্লেখ আছে। আজও, বিকৃত হয়ে যাবার পরও।[২] তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে বিকৃতির পরও যা অবশিষ্ট আছে তা থেকে এখনো কুরআন ও ইসলাম যে সত্য, সেটা বোঝা সম্ভবপর হয়। আমরা ইনশা আল্লাহ, সামনের অধ্যায়ে এই যোগসূত্র দেখানোর চেষ্টা করব।

তবে এই ঘটনাটা তাদের আধ্যাত্মিক জগতে এক বিশাল ধাক্কা ছিল—যার মূল ভিত্তি ছিল তাদের ধারণা যে, তারা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জাতি এবং আজীবন এই রাজত্ব তাদের দখলেই থাকবে!

---

[১] এই ঘটনার কথা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন [সুরা বনি ইসরাইল (১৭), আয়াত : ৪-৫]

[২] Deuteronomy 4 : 25-27, New International Version

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জুডাহ রাজ্য এভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বনি ইসরাইলের এই করুণ অবস্থা বেশ কিছুদিন অব্যাহত থাকে। তখনকার জেরুজালেম শহরের অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি[১] ভাবলেন, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের কোনোদিন প্রাণ ফিরে পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। আল্লাহ তার মনের কথা জানতে পেরে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন ১০০ বছরের জন্য। এই ঘটনার বিবরণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে আমাদের জানাচ্ছেন।[২] ১০০ বছর পর তিনি যখন জেরুজালেমে ফিরে এলেন তখন তা আবার এক প্রাণচঞ্চল শহরে পরিণত হয়েছে।[৩]

কিন্তু কীভাবে?

৫৩৯ খ্রিষ্টপূর্বে আল্লাহ ব্যাবিলনীয়দের ওপরে পারসিয়ানদের শক্তিশালী করে দেন এবং পারসিয়ান রাজা সাইরাস ব্যাবিলন দখল করে নেন। তিনি ইহুদিদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদের জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। তখন থেকে জুডাহ রাজ্যটা ছিল পারসিয়ানদের একটা অঙ্গরাজ্য। তারা ফিরে এসে 'Solomon's Temple'-এর জায়গাতেই আরেকটি স্থাপনা নির্মাণ করে যা ইতিহাসে '2nd Temple' নামে সমধিক পরিচিত; কিন্তু ততদিনে অনেক ঐতিহাসিক সম্পদই হারিয়ে গেছে। যেমন : 'Ark of the covenant' ইত্যাদি।

১০০ বছর পরে উযাইর যখন জেরুজালেমে ফিরে আসেন, তখন তিনি সেখানে সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রথমে তার আত্মীয়-স্বজনরাও তাকে চিনতে পারেনি; কিন্তু তার তাওরাত মুখস্থ ছিল এবং তাওরাতের একটা কপি এক ব্যক্তি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল, তা উযাইর আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কেউ জানত না। ফলে তারা তাকে সেটা খুঁজে বের করতে বলে। তিনি সহজেই তা খুঁজে বের করেন। এভাবে তাওরাত পুড়িয়ে ফেলার পর যখন তা প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে এটাকে আবারও ফিরিয়ে দেন। তাছাড়া তিনি জুডাহ

---

[১] আলিমদের মতে যিনি ছিলেন উযাইর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি জানি না, উযাইর নবি ছিলেন কি না।'—[*সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ২১৮; *আউনুল মাবুদ, আযীম আবাদী*, খণ্ড : ১২; পৃষ্ঠা : ২৮০]। এমনকি মূলধারার ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও Ezra বা উযাইরকে নবি বলে না; বরং Priest (যাজক) এবং Scribe (কিতাব-লেখক) বলে।

[২] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ২৫৯

[৩] সুরা বনি ইসরাইল (১৭), আয়াত : ৬

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাজ্যে তাওরাতে বর্ণিত আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং সমাজ থেকে অনেক কুপ্রথার অবসান ঘটান। যে কারণে ইহুদিদের ইতিহাসে অনেকেই প্রশংসার ছলে তাকে 'দ্বিতীয় মুসা' হিসেবে অভিহিত করে থাকে।

এভাবে বহু বছর পর বিস্ময়করভাবে আবির্ভূত হওয়ায় এবং বিশেষ করে তাওরাত পুনরুদ্ধার করায় ইহুদিদের একটা ছোট্ট দল (ইয়েমেনে বসবাসরত)[১] তাকে আল্লাহর ছেলে হিসেবে অভিহিত করা শুরু করে। আল্লাহ বলছেন—

> ইহুদিরা বলে উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে মাসিহ (ঈসা) আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। তারা পূর্ববর্তী কাফিরদের মতই কথা বলছে। তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক; তারা কীভাবে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে![২]

ইহুদিরা কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে এই আয়াতটি ব্যবহার করে থাকে। তারা বলে যে ইহুদিদের ধর্মবিশ্বাসে এমন কিছু নেই। এই পর্যায়ে এসে আমাদের আরবিতে কুরআন জানার প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কেননা, আমরা যদি আরবিতে কুরআন পড়তে জানতাম তাহলে বুঝতাম যে, আল্লাহ এখানে বলেননি যে 'সব ইহুদি বলত,' বরং বলেছেন যে 'قَالَتْ' অর্থ হচ্ছে একজন বা খুব ছোট একটি দল বলত। যেমন—নাসারাদের ক্ষেত্রেও 'قَالَتْ' দ্বারা অল্প কিছু মানুষ বলত বোঝানো হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহর গ্রন্থ সকল ত্রুটিবিচ্যুতির ঊর্ধ্বে।

[১] এই ফিরকার অস্তিত্ব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে আরবেও ছিল। বিস্তারিত—*তাফসিরে তাবারি, তাফসিরে কুরতুবি, সিরাতু ইবনি হিশাম*

[২] সুরা তাওবা (৯), আয়াত : ৩০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনি ইসরাইল থেকে ইহুদি হয়ে যাওয়া

আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম পারসিয়ান রাজার শাসনামলে ব্যাবিলনে নির্বাসিত বনি ইসরাইলের একটা অংশের জেরুজালেমে ফিরে আসা ও উযাইর আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে তাওরাতের আলোকে জীবনযাপন নিয়ে; কিন্তু এই ঘটনাপ্রবাহের মাঝে একটা বিশাল ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটে গেছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কী সেটা?

বনি ইসরাইল ও তাদের শাসকরা নিজেদের 'ইহুদি' ভাবতে শুরু করেছে। ইয়াহুদের কথা মনে আছে তো? আমরা বলেছিলাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ১২জন ছেলের নাম থেকে উদ্ভূত ১২টি গোত্রের মাঝে একটি ছিল জুডাহ। এই জুডাহর আরবি নাম হচ্ছে ইয়াহুদ, ইংরেজিতে যাকে বলে Jews! আসিরীয়রা যখন ইসরাইল রাজ্যটা ধ্বংস করে দিয়েছিল, তারপর থেকে দশটি গোত্রের নাম-নিশানাই আর পাওয়া যায় না। অবশিষ্ট ছিল কেবল জুডাহ রাজ্য যা ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণের শিকার হয় ৫৮৭ খ্রিষ্টপূর্বে এবং অধিকাংশ বনি ইসরাইলের লোকদের ব্যাবিলনে নির্বাসিত করা হয় দাস হিসেবে। এই নির্বাসনের ঘটনার পর থেকেই মূলত পরিচয়ের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সাধিত হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, নামের এই বদল দিয়ে কী আসে যায়; কিন্তু এই পরিবর্তনটা আদতে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কেন?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণ, হিব্রু ভাষা অনুযায়ী ইসরাইল শব্দের অর্থ আরবিতে আব্দুল্লাহ শব্দের মতো, যার অর্থ আল্লাহর দাস। ইতঃপূর্বে 'বনি ইসরাইল' এই শব্দ চয়নের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় পরিচয় ফুটে উঠত; কিন্তু যখন থেকে তারা নিজেদের ইহুদি হিসেবে পরিচয় দেওয়া শুরু করল, তখন থেকে তা ছিল একটা জাতিগত বা গোত্রীয় পরিচয়![১] এই পরিবর্তন শুধু নামে ছিল না, এটা ছিল ইহুদিদের মন-মানসিকতা, জীবন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার ব্যবহারে পরিবর্তন। বনি ইসরাইলীয় হিসেবে আল্লাহ ওদের যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে তারা সেটার প্রতিও উদাসীনতা দেখানো শুরু করল।

অতএব, আমরা কী দেখলাম? বনি ইসরাইল কবে থেকে নিজেদের ইহুদি হিসেবে পরিচয় দেওয়া শুরু করেছে? ব্যাবিলনে নির্বাসিত হবার পর থেকে।

বিস্ময়করভাবে কুরআন এই বিষয়টাকে তার অসামান্য ভাষাশৈলী দিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থাপন করেছে। আমরা যদি খুব ভালোভাবে লক্ষ করি তাহলে দেখব—আল্লাহ তাআলা কুরআনে 'ইহুদি' শব্দটা মদিনার ইহুদিদের প্রসঙ্গে অথবা ইহুদি-নাসারা এভাবে একসাথে ব্যবহার করেছেন, (নাসারা হলো ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীরা)। কখনোই মুসা আলাইহিস সালাম বা দাউদ আলাইহিস সালামের সময়ের কোনো ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে নয়। তখন বনি ইসরাইল বলেছেন! শব্দ চয়নের মাধ্যমে এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি কুরআন ধারণ করেছে অবিশ্বাস্য নির্ভুলতায়![২]

আরও তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে কুরআন যখনই ইহুদি টার্মটা ব্যবহার করেছে, তখনই তাদের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। যেভাবে শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে, আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী তার অর্থ হচ্ছে—'তোমরা যারা ইহুদি হয়েছ'।[৩] অর্থাৎ আল্লাহ তাদের এইভাবে সম্বোধন করেননি, তারাই নিজেদের এইভাবে পরিচিতি দেওয়া শুরু করেছে। কী দারুণ, তাই না?

---

[১] ঠিক যেন আমাদের মতো, আমরা যেমন আজকাল নিজেদের মুসলিম পরিচয়ের চেয়ে বাঙালি পরিচয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। তাই তথাকথিত হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির নামে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নিই যার পরতে পরতে মিশে আছে শিরকি কার্যক্রম।

[২] কেউ যদি আগ্রহী হন তাহলে এই সাইটে গিয়ে Jews লিখে সার্চ করতে পারেন, যেসব আয়াতে আরবি ইয়াহুদ শব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো চেক করে আসতে পারেন। http : //quran.com

[৩] যেমন—সুরা জুমুআ, আয়াত : ৬

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা এ যাবৎ যে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি, তাকে যদি এক-দুই লাইনে প্রকাশ করা যেত তবে সম্ভবত সারমর্মটা এমন দাঁড়াত—

বনি ইসরাইলের চরম অবাধ্যতা প্রদর্শন → আল্লাহ কর্তৃক তাদের মাঝে সতর্ককারী প্রেরণ → যখন তারা নবির অনুসরণ করেছে তখন উন্নতি সাধন, আর যখন নবির কথা গ্রাহ্যই করেনি, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি লাভ, এই ঘটনাগুলো একটা চক্র, যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারবার। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই চক্রের মাঝে ঘটে যাওয়া নামের পরিবর্তনটাকে আমরা এত গুরুত্ব দিচ্ছি কেন? আসলে এ ঘটনাটার মাঝে নিহিত আছে এক মারাত্মক অপরাধ—আল্লাহর পাঠানো দ্বীনের তাত্ত্বিক ভিত্তিটাকেই ভঙ্গুর ও বিকৃত করে ফেলা। কীসের কথা বলছি আমরা?

আল্লাহ আসমানি কিতাব পাঠানোর এবং তাওহিদের বাণী প্রচার করার দায়িত্ব প্রত্যর্পণের মাধ্যমে বনি ইসরাইলের লোকদের যে বিশাল সম্মান এবং অনুগ্রহ দান করেছিলেন, সেটাকে তারা একটা 'জাতিগত' তথা পৈত্রিক সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছিল—যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়। তারা এটাকে জন্মপরিচয় অর্থাৎ গোত্রের নামের সাথে জুড়ে দিয়েছিল—ইহুদি! তারা মনে করত, এবং আজও মনে করে, তারা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জাতি (Chosen People)। তাদের লেখা দেখুন, কাকে তারা ইহুদি হিসেবে অভিহিত করছে—

> **'এখানে উল্লেখ্য যে, আপনার ইহুদি হওয়া না-হওয়া আপনার বিশ্বাস কিংবা কাজের ওপর নির্ভর করছে না। অইহুদি পরিবারে জন্ম নেওয়া কেউ যদি ইহুদিদের বিশ্বাস এবং রীতিনীতি পালন করে; তবুও সে একজন অইহুদি হিসেবে বিবেচিত হবে। এমনকি ইহুদিবাদের উদারমনা সংস্কারকরাও তাকে অইহুদিই বলবেন।**
>
> **অপরদিকে একজন ইহুদি মায়ের সন্তান যদি নাস্তিকও হয়, যদি কখনো ইহুদিধর্মের রীতিনীতি পালন নাও করে; তবু সে একজন ইহুদি হিসেবেই বিবেচিত হবে। এমনকি অত্যন্ত গোঁড়া ইহুদিদের চোখেও সে ইহুদিই থাকবে।**
>
> **সে হিসেবে ইহুদিবাদ অনেকটা জাতীয়তাবাদের মতোই, ধর্মের মতো নয়। আর ইহুদি হওয়া অনেকটা নাগরিকত্বের মতো।'**[১]

---

[১] http : //www.jewfaq.org/whoisjew.htm

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার মানে ইহুদিবাদ এখন আর কোনো ধর্মের নাম নয়। একজন মানুষ কী বিশ্বাস করে না করে সেটা ব্যাপার না, ইহুদি মায়ের সন্তান হলেই চলবে, যদিও-বা সে কোনো ইহুদি রীতিনীতি না মানে! অর্থাৎ এটা এখন স্রেফ একটা গোত্রের নাম!

আমাদের জানা দরকার, এই 'Chosen People'-এর লেবেল নিয়েই ইহুদিরা আজকের সময়ে এসে পবিত্র ভূমিতে বসবাসের অধিকার দাবি করে। তাদের ধর্মীয় ভিত্তি হচ্ছে বাইবেলের একটা শ্লোক[১] যেখানে আল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি তাদের এই জায়গার নিয়ন্ত্রণ দেবেন :

> **আমি তোমাকে এবং তোমার উত্তরপুরুষদের এই কনান দেশ দেবো—যার মধ্য দিয়ে তোমরা যাত্রা করছ। আমি তোমাকে এই দেশ চিরকালের জন্য দেবো। আমি হব তোমার ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, এখন তোমার দিক থেকে এই চুক্তি হবে এই রকম। তুমি এবং তোমার উত্তরপুরুষগণ আমার চুক্তি মান্য করবে।**[২]

আমরা লক্ষ করলে দেখব, বাইবেলের এই রেফারেন্স অনুযায়ী ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধররা এই ভূমির দাবিদার। সেই সূত্রে আরবদের যেসব গোত্র বনি ইসমাইল, তারাও তো একইভাবে এখানে বসবাসের অধিকার রাখে।[৩]

কিন্তু না, তাদের বক্তব্য হচ্ছে—'বিবি হাজেরা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বৈধ স্ত্রী ছিলেন না, দাসি ছিলেন। তাই তার গর্ভে জন্ম নেওয়া ইসমাইল আলাইহিস সালাম ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপযুক্ত বংশধর হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না।' সুতরাং, ওপরের শ্লোকে যে উত্তরপুরুষদের কথা বলা হয়েছে, সেটা শুধুই ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশধর, ইসমাইল আলাইহিস সালাম নয়।

আমরা আগেই বলেছি যে, তাদের বইয়ের লেখাই তাদের বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ, আজও, বিকৃতি সাধনের পরও। আসুন, তাদের বই থেকে নিচের অংশটুকু পড়ি, যেখানে বলা

---

[১] কুরআনেও অনুরূপ আয়াত আছে—আল্লাহ বনি ইসরাইলকে নির্বাচিত করেছিলেন Chosen People (মনোনীত জাতি) হিসেবে এবং পবিত্র ভূমি তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন (সুরা মায়িদা, আয়াত : ২১)।

[২] Genesis 17, verses 8-9

[৩] সব আরব গোত্র বনি ইসমাইল নয়। বিস্তারিত দেখুন—*আর রাহিকুল মাখতুম* (তাওহিদ পাবলিকেশন্স), পৃষ্ঠা : ৩৫-৩৭

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বহু জাতির পিতা, কেবল একটা না—

> তখন অব্রাম ঈশ্বরের সামনে প্রণামে নত হলেন। ঈশ্বর তাকে বললেন, আমাদের চুক্তিতে এটি আমার অংশ। আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা করব। আমি তোমার নাম পরিবর্তন করব। তোমার নাম অব্রামের পরিবর্তে অব্রাহাম হবে। আমি তোমায় এই নাম দিচ্ছি; কারণ, আমি তোমায় বহু জাতির পিতা করছি।[১]

তারপরও তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরেও নেই যে, ইহুদিরাই শুধু ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রকৃত বংশধর, তবুও তাদের যুক্তি ধোপে টেকে না। কেন? কারণ, ওরা তো নিজেদের এখন ইহুদি বলে পরিচয় দেয়! আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে কী বলছেন দেখুন—

> *ইবরাহিম ইহুদি ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন 'হানিফ'। অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ ও আত্মসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না।*[২]

> *অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও তাদের সন্তানগণ ইহুদি অথবা খ্রিষ্টান ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরা বেশি জানো, না আল্লাহ বেশি জানেন?*[৩]

তারপরও যদি ধরে নিই—নিজেদের আজকাল ইহুদি হিসেবে পরিচয় দিলেও জুডাহ যেহেতু বনি ইসরাইলই ছিল, তাই তারা আদতে বনি ইসরাইলই এবং তারাই ইবরাহিম আলাইহিস সালামের একমাত্র বৈধ বংশধর। তাহলেও কি তাদের আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জাতি হবার দাবি যুক্তিযুক্ত হয়ে যায়? প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের সরিয়ে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, তারা যত অন্যায়ই করুক না কেন! মেনে নেওয়া যায় এই দাবি?

---

[১] Genesis ১৭ : ৩-৬

[২] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৬৭

[৩] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ১৪০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাদের অবশ্যই নির্বাচিত করেছিলেন; কিন্তু আমাদের মূলত জানতে হবে তার পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল? আর সেটা বোঝার জন্য আমাদের কুরআনের নিচের আয়াতটি পড়তে হবে—

> তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে, অসৎকাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[১]

এখানে আল্লাহ আমাদের, তথা মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে অভিহিত করেছেন; কিন্তু কেন? কারণ, আমরা মানবজাতির কল্যাণ করব, সৎকাজের নির্দেশ দেবো, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনব এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবো।

তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়াচ্ছে?

বিষয়টা হচ্ছে—এই শ্রেষ্ঠত্বটা আসলে কর্মের সাথে সম্পর্কিত, কোনো গোত্র বা বর্ণের সাথে নয়। আল্লাহ বনি ইসরাইলকেও ঠিক একইভাবে মনোনীত করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা দিয়েছিলেন কিন্তু তা ছিল একটা মিশনের জন্য, যেন তারা উপযুক্ত কাজগুলো করে।

কিন্তু বনি ইসরাইল এই আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জাতি হওয়ার মতবাদটা এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন আল্লাহ তাদের কাজের জন্য না, বরং সমগ্র জাতিটাকেই নির্বাচিত করেছেন, আর তা তাদের জন্মগত অধিকার।[২] তারা যা-ই করুক না কেন, এটা স্থায়ীভাবে তাদের জিম্মাতেই থাকবে। আল্লাহর কাজই যেন শুধু ইহুদিদের পক্ষাবলম্বন করা। আস্তাগফিরুল্লাহ।

একটা কথা আমি প্রায়ই বলি—এই পৃথিবীতে যত অন্যায়, পদস্খলন, শিরক, সবকিছুর মূলে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকা, আল্লাহকে না চেনা।

---

[১] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ১১০

[২] আমরা কি আলাদা? আমরাও কি ভাবি না যে, মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া মানেই জান্নাতের টিকেট হাতে পেয়ে যাওয়া? মৃত্যুশয্যায় কালিমা বলে ফেলব আর কেল্লা ফতে! আমরা কি বুঝি, এসময় কালিমা কেবল তারাই পড়তে পারবে যারা সারা জীবন কালিমার ওপর জীবন কাটিয়েছে?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখন বলুন, আমাদের রব কি এমন হতে পারেন, যিনি একটা জাতিকে তাওবা না করলেও সব সময় ক্ষমা করে দেবেন? তা তারা যত অন্যায়ই করুক না কেন?

আমরা যদি কুরআন পড়ি তাহলে দেখব, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন তার বংশধরদের জন্য দুআ করেছিলেন, আল্লাহ সেটার উত্তরেই জানিয়েছিলেন যে, এটা শর্তযুক্ত।

> যখন ইবরাহিমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হলেন, তখন তার প্রতিপালক বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা বানাব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! প্রতিপালক বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।[১]

অর্থাৎ আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের মাঝে কেউ যদি অত্যাচারী হয়ে যায়, তবে তিনি তাদের সাথে থাকবেন না! কী দারুণ, তাই না?

আমাদের রব অবশ্যই বর্ণবাদী নন, এ কারণে একজন মানুষ যে পরিবারেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে স্বাগতম। একটা বিষয় হয়তো আমরা অনেকেই লক্ষ করিনি, আমাদের দ্বীনের নাম কোনো মানুষের নাম দিয়ে নয়, যেমনটা বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টান বা ইহুদিধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য! মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী!

কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা আল্লাহর যে রূপ চিত্রায়িত করেছে, তাতে মনে হবে তিনি একজন বর্ণবাদী, পক্ষপাতদুষ্ট 'God' (আস্তাগফিরুল্লাহ)। তারা আসলে আল্লাহকে চিনতে পারেনি, আর সে জন্যই এমন মনগড়া ধারণা নিয়ে বসে আছে। আল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কার এমন অনেকগুলো ঘটনা আমাদের শেখার জন্য কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন—

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ১২৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> আর ইহুদিরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। এ কথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তার উভয় হস্ত উন্মুক্ত।[১][২]

তাদের ভুলটা এক কথায় আল্লাহ বলে দিচ্ছেন নিচের আয়াতে—

> তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরিক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।[৩]

যা-ই হোক, 'Chosen People'-এর আসল, নিগূঢ় অর্থটা কি আমাদের বোধগম্য হয়েছে এখন? কেউ যদি আমাদের কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দাবি করে, প্যালেস্টাইনকে আল্লাহই পবিত্র ভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং সেটা বনি ইসরাইলকে দিয়েছেন তবে আমরা কি তাদের আসল ব্যাপারটা বোঝাতে পারব? তাদের কি বলতে পারব, হ্যাঁ, দিয়েছিলেন এই প্রতিশ্রুতি; কিন্তু তা নিঃশর্ত ছিল না, বরং শর্তযুক্ত ছিল। যখনই তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা (একত্ববাদ নিজেদের জীবনে ধারণ ও সেটা প্রচার) রক্ষা করেছে, তখন আল্লাহ সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। যখন তারা সেটা ভঙ্গ করেছে, তখনই সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করেছেন। আর এই বিষয়টার উল্লেখ তাদের নিজেদের বইতে আজও আছে, বিকৃতির পরও।[৪]

জীবনে কখনো যদি এমন পরিস্থিতি আসে তাদের যুক্তি আমাদের খণ্ডন করতে হবে, তাহলে আমাদের প্রথমে তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত, তোমাদের দাবি কি শর্ত-সাপেক্ষ নয়? তোমাদের আল্লাহ কি এসব হিংস্রতা ও জুলুমকে সমর্থন করে?

তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আল্লাহর দেওয়া যুক্তি প্রদর্শন করতে পারি—

---

[১] সুরা মায়িদা (৫), আয়াত : ৬৪

[২] আরও আছে—সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৮০; সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ১৮১

[৩] সুরা যুমার (৩৯), আয়াত : ৬৭

[৪] Deuteronomy 4 : 25-27, New International Version

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

.....

বলুন, হে ইহুদিগণ, যদি তোমরা দাবি করো যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু—অন্য কোনো মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যুকামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[১]

.....

আল্লাহ নিজেই অবশ্য উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন যে—

.....

তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনো মৃত্যুকামনা করবে না। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।[২]

.....

[১] সুরা জুমুআ (৬২), আয়াত : ৬

[২] সুরা জুমুআ, আয়াত : ৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইহুদি এবং খ্রিষ্টান : এক উম্মাহর বিভাজনের পটভূমি

এতক্ষণের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, বনি ইসরাইলের সবচেয়ে বড় সীমালঙ্ঘন ছিল আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা হিসেবে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেকে সরে গিয়ে 'ইহুদি 'নামক একটা গোত্রে পরিণত হওয়া এবং আল্লাহর দেওয়া সমস্ত অনুগ্রহকে নিজেদের জন্মগত অধিকার হিসেবে বিবেচনা শুরু করা। অতএব, কেউ যদি এখন আমাদের বলে যে ইহুদিরা হচ্ছে তখনকার মুসলিম উম্মাহ, আমরা এখন নিশ্চয়ই সেটার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারব।

আজ থেকে আমরা আলোচনা শুরু করব, এই ইহুদিদের থেকে কীভাবে একটি শাখা বের হয়ে খ্রিষ্টানে পরিণত হলো। সে জন্য আমাদের কয়েক শতাব্দী পেছনে যেতে হবে। এই সময়ের মাঝে ক্ষমতার পালাবদল হয়ে জুডাহ রাজ্য রোমানদের অঙ্গারাজ্যে পরিণত হয়েছে (আগে এটা ছিল পারসিয়ানদের অঙ্গারাজ্য)। এখন আমরা যে ঘটনাগুলো জানব সেখানে কয়েকটা নাম ঘুরে ফিরে বারবার আসবে। তাই এদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো জেনে নেওয়া জরুরি।

ইমরান ➞ মারইয়াম বিনতু ইমরান ➞ ঈসা ইবনু মারইয়াম

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ➞ ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম

যার অর্থ মারইয়ামের পিতা ইমরান। আর ইমরান ছিলেন বনি ইসরাইলের মাঝে একজন অত্যন্ত নেক বান্দা (তবে নবি নন)। আল্লাহ তাকে এতটাই সম্মানিত করেছেন যে, তার নামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত কুরআনের একটি পুর্ণ সুরা নাজিল

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন। বলুন তো কোন সেই সুরা?

সুরা আলি ইমরান।

আর যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন নবি, তার ছেলে ছিলেন ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম, যিনিও একজন নবি ছিলেন।

এখন মারইয়ামের মা এবং ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মা ছিলেন দুই বোন। মানে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন মারইয়ামের খালু।[১]

আমরা আমাদের কাহিনি বর্ণনা শুরু করব মারইয়ামের জন্মকাহিনি দিয়ে। তার আগে এটা বলে নেওয়া ভালো—কুরআনে মারইয়ামকে যতটা সম্মান দেওয়া হয়েছে আর কোনো নারীকে এতটা মর্যাদা দেওয়া হয়নি।[২] কুরআনে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত ও অনুসরণীয় হিসেবে। মারইয়ামই একমাত্র নারী কুরআনে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তার নামে কুরআনের একটি পূর্ণ সুরার নামকরণও করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছেন; কিন্তু নারীদের মধ্যে ফিরআউন পত্নী আসিয়া এবং ইমরান তনয়া মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম

---

[১] বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত ইসরার হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসা আলাইহিস সালাম ও ইয়াহয়া আলাইহিস সালামের পরিচয়ে বলেছেন, ابنى الخالة, যার আক্ষরিক অর্থ খালাতো ভাই। এর ভিত্তিতে অনেক স্কলার বলেন, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম হচ্ছেন মারইয়ামের বোনজামাই। ইমাম ইবনু কাসিরের *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*-তে এই পরিচয়টি স্থান পেয়েছে।
কিন্তু কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে এটা কিছুটা স্পষ্ট যে, মারইয়ামের মা ছিলেন নিঃসন্তান, আল্লাহর অনুগ্রহে মারইয়াম দুনিয়ায় এলে তার মা তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতে অর্পণ করে দেন। এরপরে তার আর কোনো সন্তান হওয়ার কথা ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় না। যদি হয়েও থাকে তবে তার ছোট বোনের স্বামী যাকারিয়া আলাইহিস সালাম মারইয়ামের অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত হবেন তা খুবই অস্বাভাবিক। তাই আরেক দল স্কলারদের অভিমত হচ্ছে—হাদিসে أخت বলতে ভাগ্নী বোঝানো হয়েছে। ক্লাসিক্যাল আরবিতে এই প্রচলন খুবই পরিচিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই মতের পক্ষে রয়েছি কারণ তাতে কুরআন, ইতিহাস ও হাদিস তিনটিকেই সুন্দরভাবে সমন্বয় করা সম্ভব হয়।

[২] যারা কোনো পশ্চিমা দেশে বাস করছে, তাদের যদি কখনো কোনো খ্রিস্টানকে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ হয়, তবে কুরআনে মারইয়াম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-সংক্রান্ত আয়াতগুলো থেকে হতে পারে একটা দারুণ সূচনা। কারণ, তারা যখন দেখবে যে, তাদের ধর্মের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বকে আমরাও খুব সম্মান করি তখন তারা ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহী হবে, ইনশা আল্লাহ।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়নি। তবে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা সব মহিলার ওপর তেমন, যেমন 'সারিদ' (গোশতের সুরুয়ায় ভেজা রুটি)-এর মর্যাদা সকল প্রকার খাদ্যের ওপর।[১]

মজার ব্যাপার হলো—কুরআনে যতবার ঈসা আলাইহিস সালামের নাম নেওয়া হয়েছে, ততবার তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে মারইয়ামের পুত্র হিসেবে। যাকে 'জেসাস, জেসাস' বলে চিৎকার করে খ্রিস্টানরা গলা ফাটিয়ে ফেলছে, সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন মারইয়ামের পুত্র হিসেবে। কী দারুণ সম্মান, তাই না?

কুরআনে মারইয়ামের কাহিনি শুরু হয়েছে তিনি মায়ের গর্ভে থাকার সময়ে। ইমরান ও তার স্ত্রী সুদীর্ঘসময় ধরে নিঃসন্তান ছিলেন। এরপর আল্লাহ যখন তাকে সন্তানের নিআমত দান করলেন তখন তার প্রতিক্রিয়া কী ছিল? আল্লাহ কুরআনে সেটা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে—

> *ইমরানের স্ত্রী যখন বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যা রয়েছে, আমি তাকে সবার কাছ থেকে মুক্ত করে আপনার নামে উৎসর্গ করলাম। আমার পক্ষ থেকে আপনি তাকে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।*[২]

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই আয়াতটি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। আমরা সবাই জানি, সন্তান আল্লাহর এক দারুণ নিআমত, মা কিংবা বাবা ডাকটা পৃথিবীর মধুরতম শব্দের একটি; কিন্তু আমার মতে সন্তান লালন-পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত—তা যেন আল্লাহ আমাদের এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর তা হলো আল্লাহর রাস্তায় সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, পৃথিবীতে আল্লাহর একজন বান্দা তৈরি করা। মূলত এটা এক বিশাল দায়িত্ব। আমাদের চারপাশে তাকালে ভূরিভূরি উদাহরণ পাওয়া যাবে যেখানে সমাজে বিপর্যয়-সৃষ্টিকারীরা ভুল প্যারেন্টিংয়ের ফসল। আমাদের মাঝে যারা সন্তানের মা-বাবা হতে চাইছেন, তাদের এই আয়াত থেকে বিশাল শিক্ষণীয় বিষয় আছে—আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, আমরা

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩৪১১; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৩১

[২] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৩৫

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেন মা-বাবা হতে চাই?

আর যারা মা-বাবা হয়ে গিয়েছেন, তাদেরও এই নিআমতের ব্যাপারে আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিত। তারা কি নিআমতের মোড়কে সাজানো দায়িত্বগুলোর ব্যাপারে আদৌ সচেতন? আমাদের আজকাল গুরুত্বের সাথে প্যারেন্টিংয়ের ওপরে পড়াশোনা করা দরকার, যেন আমরা আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে অন্তত বলতে পারি, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।

এই আয়াতের আরেকটি অনন্য দিক হচ্ছে নম্রতার শিক্ষা। যদিও ইমরানের স্ত্রী আল্লাহর রাস্তায় নিজের গর্ভস্থ সন্তান উৎসর্গ করেছিলেন, তবু সেটা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে কি না সে ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। এ ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, 'আমাদের ইবাদত কবুল হয়েছে'—এ ব্যাপারে কখনোই নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না অথবা এটা নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগা যাবে না। সবসময় দুআ করতে হবে যেন আল্লাহ আমাদের সকল ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসমূহ কবুল করে নেন।

যা-ই হোক, মারইয়ামের মা ভেবেছিলেন যে, তার একটা ছেলে হবে যাকে তিনি নির্দ্বিধায় আল্লাহর রাস্তায় কাজে লাগাতে পারবেন। তাই মারইয়ামের জন্মের পর যখন তিনি দেখলেন যে তার মেয়ে হয়েছে, তখন তিনি তার বিষণ্ণতা লুকাতে না পেরে বলে উঠলেন—

.....

হে আমার পালনকর্তা, আমি একটি কন্যা প্রসব করেছি।[১]

.....

দেখুন, আল্লাহ উত্তরে কী অসাধারণ একটা কথা বলছেন—

.....

বস্তুত সে কী প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। সেই কন্যার মতো কোনো পুত্রই যে নেই।[২]

.....

ইমরানের স্ত্রী কী ভেবেছিলেন? তার একটা ছেলে হবে—যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবে, তার চাওয়াটা ছিল এতটুকুই; কিন্তু তার নিয়তটা ছিল নির্ভেজাল।

---

[১] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৩৬

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৩৬

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফলে আল্লাহ তাকে এমন একজন সন্তান দিয়েছিলেন যিনি হয়ে গেছেন সারা মানবজাতির আদর্শ! এভাবেই আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের দুআ কবুল করেন; কিন্তু সেটা হয়তো কবুল করেন ভিন্ন কোনো পন্থায়, যা আমরা চাইতেও তো ভয় পাই, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ, আমার নিজের জীবনে আমি একাধিক বার এটা উপলব্ধি করেছি, আল্লাহর কাছে যা চেয়েছি, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সুযোগ দিয়ে আল্লাহ ধন্য করেছেন, যতটা চাওয়ার সাহসই হয়তো হয়নি কখনো!

এ ঘটনা থেকে আমরা আবারও কী শিক্ষা পাই? আমাদের দুআর ফলাফল সবসময় যে আমাদের পরিকল্পনা-মাফিক হবে তা নয়, কিন্তু আমাদের ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর পরিকল্পনায়। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী।

মারইয়াম যখন তার মায়ের গর্ভে তখন তার বাবা মারা যান। তার জন্মের পর সবাই বুঝতে পেরেছিল, তিনি আর দশটা সাধারণ শিশুর মতো নয়। ফলে ইহুদিদের মাঝে যারা নেতৃস্থানীয় ছিল, তাদের মাঝে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল, কে তার দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে।[১] যেহেতু যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার আত্মীয় ছিলেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার অধিকার বেশি হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু সবাই মারইয়ামের দেখাশোনার দায়িত্ব পাওয়াটাকে একটা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করছিল, তাই তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারটা তারা মেনে নিতে পারছিল না। সমাধানস্বরূপ তারা চিন্তা করল, তারা লটারি করবে। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যেন দায়িত্বটা নেন, তাই বারবার ফলাফল যাকারিয়া আলাইহিস সালামের অনুকূলেই আসছিল। ফলে তারা তার কাছে মারইয়ামের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অর্পণ করতে বাধ্য হয়।[২]

এই ঘটনাটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে—আমরা যদি আমাদের জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করি, তাহলে আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের অসমাপ্ত দায়িত্বগুলো সুন্দরভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব নেবেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আমরা সুরা কাহাফেও দেখতে পাই, আল্লাহ ইয়াতিম বালকদ্বয়ের সম্পদ রক্ষা করেছিলেন, কারণ তাদের বাবা ছিলেন দ্বীনদার। এই উপলব্ধিটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, দেখা যায় আমাদের জীবনের একটা বিরাট অংশ

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৪৪

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৩৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাটে সন্তানদের জীবন নিশ্চিন্ত আর আরামদায়ক করার প্রচেষ্টায়। এই কাজে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে আমাদের হয়তো দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করারই সময় হয় না। অবশ্যই এই কাজগুলোও ইবাদত যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, কিন্তু আমাদের এটা ভুলে গেলেও চলবে না যে, সম্পদ ও সন্তানসন্ততিদের আল্লাহ কুরআনে পরীক্ষাস্বরূপ উল্লেখ করেছেন।[১] এই নিআমতগুলো যদি আমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেয়, তবে এগুলো বিশাল পরীক্ষা বৈকি! আমাদের আশেপাশে কেউ ছোট্ট বাচ্চা রেখে মারা গেলে সবার আগে এই বিষয়টাই মাথায় আসে, এখন এই বাচ্চাগুলোর কী হবে? তখন এটা মনে রাখা উচিত—আমল যদি ভালো হয়, তাহলে আল্লাহই বাচ্চাদের সুব্যবস্থা করবেন, ইনশা আল্লাহ।

ফিরে আসছি মারইয়ামের কাহিনিতে। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি আল্লাহর ইবাদতে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। তার সাথে কিছু অলৌকিক ঘটনাও ঘটত। যখনই যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য যেতেন, তিনি দেখতেন ভিন্ন মৌসুমের ফল ও খাবার তার কাছে। একদিন তিনি কৌতূহলবশত করার জন্য জানতে চাইলেন, এগুলো কোথা থেকে আসে। কুরআন এই কথোপকথনটা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে—

'মারইয়াম, কোথা থেকে এসব তোমার কাছে আসে?' তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।'[২]

মারইয়ামের এই উত্তরটা যাকারিয়া আলাইহিস সালামকে খুব নাড়া দিল। হঠাৎ করেই যেন তিনি আবার উপলব্ধি করলেন, আল্লাহর অসাধ্য কিছু নেই। তখন ওই স্থানে দাঁড়িয়েই তিনি আল্লাহর দরবারে একটি সন্তানের জন্য দুআ করলেন, কারণ, তিনি ছিলেন নিঃসন্তান—

> *সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন—হে আমার প্রতিপালক, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা-শ্রবণকারী।*[৩]

---

[১] সুরা আনফাল (৮), আয়াত : ২৮; সুরা তাগাবুন (৬৪), আয়াত : ১৫

[২] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৩৭

[৩] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৩৮

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তার এই দুআর আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন—

» এটা আপনার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, যখন সে তার রবকে ডেকেছিল এক নিভৃতে। সে বলেছিল, হে আমার রব, আমার হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে; বার্ধক্যে আমার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গিয়েছে; হে আমার রব, আমি তো আপনাকে ডেকে কখনো নিরাশ হইনি। আমার মৃত্যুতে নিজ গোত্রের ব্যাপারে বিচলিত আমি, ওদিকে আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনার পক্ষ হতে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং ইয়াকুব বংশের হাল ধরবে। হে আমার প্রতিপালক, তাকে সন্তোষভাজন করুন।[১]

» এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার রবকে এই বলে আহ্বান করেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একা ছেড়ে দেবেন না। আপনি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।[২]

তার এই দুআ থেকে আমরা দুআ করার আদবগুলো শিখতে পারি। আমাদের একটা খুব পরিচিত অভিযোগ হচ্ছে, 'আমাদের দুআ কেন কবুল হয় না?' আমরা ভুলে যাই—হয়তো আমরা নিজেরাই দুআ কবুল না হওয়ার পেছনে কারণ কিংবা হতে পারে আমরা দুআর যথার্থ আদবগুলো মেনে চলছি না। দুআর আদব ও দুআ কবুলের শর্তসমূহ—

প্রথমত, আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলি উল্লেখ করে চাইতে হবে, যেমনটা যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলেছেন যে 'নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা-শ্রবণকারী।'

দ্বিতীয়ত, নিজের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার কথা তুলে ধরতে হবে, যেমনটা যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলেছেন, বয়সের ভারে আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছে; বার্ধক্যে মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা। যেমনটা যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলেছেন, আপনাকে ডেকে আমি কখনো নিরাশ হইনি। এর অর্থ এমন

---

[১] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ২-৬

[২] সুরা আম্বিয়া (২১), আয়াত : ৮৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নয় যে, তার সব দুআ কবুল হয়েছে। বরং দুআর ফলাফল যা-ই হোক না কেন, তিনি কখনো হতাশ হননি, আল্লাহর ব্যাপারে সু-ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকেননি। এ ক্ষেত্রে দুটি প্রাসঙ্গিক হাদিস জানা খুব জরুরি। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *তোমাদের কেউ কখনো এ কথা বলবে না যে, হে আল্লাহ, আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে দয়া করুন। বরং দৃঢ় আশা নিয়ে দুআ করবে। কারণ, আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।*[১]

নিম্নোক্ত হাদিসটিও আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দুআ কবুল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াহুড়ো না করে এবং এটা না বলে যে, আমি দুআ করলাম। অথচ আমার দুআ তো কবুল হলো না।*[২]

চতুর্থত, নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে হবে। যেমনটা যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলেছেন, তিনি তার গোত্রের লোকদের ভয় পান, হয়তো তারা আল্লাহর পথ থেকে সরে যাবে, আল্লাহ যেন তাকে সন্তানবিহীন না রাখেন ইত্যাদি।

পঞ্চমত, দুআ করতে হবে নিভৃতে, দুআ হওয়া উচিত আল্লাহর সাথে একান্ত কথোপকথন। আমাদের দেশে যেভাবে জনসম্মুখে চিৎকার করে দুআ করা হয় তাতে আদব কতটুকু রক্ষিত হয় আল্লাহ ভালো জানেন।

আমরা এখানে লক্ষ করলে দেখব, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম কেন সন্তান চাচ্ছেন। আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য; 'বাবা' ডাক শোনার জন্য নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা আগেও বিস্তারিত আলাপ করেছি।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৭৪৭৭; *সহিহ মুসলিম* : ২৬৭৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ৯৯৭৫

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৭৩৫, *মুসনাদু আহমাদ* : ১৩০০৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের এই আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়—তা হলো আল্লাহর অনেক নৈকট্যশীল বান্দাদেরই আল্লাহ পরীক্ষা করেছেন দীর্ঘদিন নিঃসন্তান রেখে। আমরা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে এটা দেখেছি, এখানে যাকারিয়া আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রেও এমন দেখলাম। আবার এও দেখলাম যে, একনিষ্ঠভাবে দুআ করার ফলে যে সন্তান আল্লাহ দিয়েছেন তারা একেকজন ছিলেন একেকটি রত্ন! সুতরাং, আমাদের কখনো হতাশ, আশাহীন হওয়া উচিত না, আল্লাহর নবিরা যেভাবে দুআ করেছেন সেভাবে দুআ করে যাওয়া উচিত।[১]

যাকারিয়া আলাইহিস সালামের আন্তরিক দুআর জবাব আল্লাহ দিয়েছিলেন একদম সাথে সাথেই।[২] এমন তাৎক্ষণিক উত্তরে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম নিজেও মনে হয় হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন, তাই আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা সত্ত্বেও অভিভূত হয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন—

.....

হে পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও তো বন্ধ্যা![৩]

.....

আল্লাহ উত্তরে বললেন—

.....

আল্লাহ এমনিভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন।[৪][৫]

.....

আল্লাহ কুরআনে এই পুত্র তথা ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের বেশ কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

» এই নাম আগে আর কাউকে রাখা হয়নি।[৬]

---

[১] এখানে সবগুলো দুআ একসাথে আছে। http : //islamqa.info/en/2910

[২] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৩৯

[৩] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৪০

[৪] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৪০

[৫] সুরা মারইয়ামের ৭-১১ আয়াতে এই ঘটনা আবারও উল্লেখ করা হয়েছে।

[৬] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» তিনি নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না।[১]

» আল্লাহ তাকে শৈশবেই বিচার-বুদ্ধি দিয়েছিলেন।[২]

» তিনি ছিলেন মা-বাবার প্রতি বিশেষভাবে অনুগত।[৩]

» তিনি ছিলেন নিরহংকার, পরহেযগার।[৪]

» তার ব্যাপারে সবচেয়ে সুন্দর আয়াত সম্ভবত এটা—

.....

তার প্রতি শান্তি—যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।[৫]

.....

ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থেও খুব পরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব। তাদের কাছে তিনি 'ব্যাপ্টিস্ট যোহন (John the Baptist)' হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাদের প্রথা অনুসারে ব্যাপ্টিজম একটা প্রতীকী শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া। আমরা অনেকেই হয়তো জানি—খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে, ঈশ্বরপুত্র হিসেবে যিশুখ্রিষ্ট মানবজাতির সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। তাদের বিশ্বাসমতে প্রতিটি মানবশিশুই 'পাপী' হয়ে জন্মায়, সেই 'আদি পাপ (Original Sin)' যা আদম আলাইহিস সালাম ও বিবি হাওয়া করেছিলেন নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে। তাই যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে, ব্যাপ্টিজমের মাধ্যমে একজন নবজাতক খ্রিষ্টান হয় তথা পাপমুক্ত হয়। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে যখন কেউ পানিতে ব্যাপ্টাইজড হয়, তখন আদতে সে যিশুর রক্তের মাঝে অবগাহন করে এবং তার সাথে মারা যায়, তারপর পুনর্জীবন লাভ করে।[৬] তাদের দাবি, যিশুর জীবদ্দশায় তাকে এই ব্যাপ্টিজমের কাজটা করেছিলেন যোহন, আর সে জন্যই মূলত তিনি 'ব্যাপ্টিস্ট যোহন' হিসেবে তাদের কাছে পরিচিত।

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৩৯

[২] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ১২

[৩] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ১৪

[৪] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ১২-১৩

[৫] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ১৫

[৬] Romans 6 : 3-4, Colossians 2 : 12

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে এটা স্পষ্ট যে, ব্যাপ্টিজমের এই পুরো ধারণাটাই ইসলামের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করে। যে কারণে আমরা কুরআন বা হাদিসে এই সম্পর্কিত কিছু জানতে পারি না। তবে সামনে আমরা দেখব, আজকের খ্রিস্টধর্মের অধিকাংশ বিশ্বাস, প্রথাগুলোর উদ্ভাবক হচ্ছেন পৌল (Paul), যিনি মূলত ঈসা আলাইহিস সালামের এই ঐশ্বরিক রূপের সূচনাকারক। আমরা শুধু এতটুকু বলতে পারি—যেহেতু ঈসা আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম দুজনেই মুসলিম ছিলেন তাই তারা নিঃসন্দেহে সালাত ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য নিজেদের পবিত্র করতেন, যেমনটা আমরা আজ করি গোসল ও ওযুর মাধ্যমে। এমন ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থে এবং তৎকালীন ইহুদিদের মাঝেও পানি দ্বারা পবিত্র হওয়ার প্রথা বিদ্যমান ছিল।[১]

সেরকম ঘটনাকেই হয়তো পৌল অপব্যাখ্যা করে আজকের ব্যাপ্টিজম প্রথার প্রচলন ঘটিয়েছে—যা আজ পরিণত হয়েছে যিশুখ্রিস্টের তথাকথিত মৃত্যু ও এর মাধ্যমে পাপমোচনের প্রতীকে।

কাহিনির ধারাবাহিকতার সুবিধার্থে আমরা প্রথমে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জীবনী বর্ণনা শেষ করব, যদিও এর মাঝে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে।

ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম বয়সে ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে কিছুটা বড় ছিলেন। আমরা যখন ঈসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে বিস্তারিত জানব, তখন দেখতে পাব, অধিকাংশ ইহুদি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-সহ আরও অনেকে তার ওপর এবং তার বিস্ময়কর জন্মের ওপর ঈমান এনেছিলেন ও অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। দুজনে প্রায় একই সময়ে তৎকালীন ইহুদিদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন।

ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামও তখনকার ইহুদিদের পুনরায় আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মাঝে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মানুষের মাঝে। তখনকার অধিকাংশ ধর্মগুরু শাসক বাহিনীর পদলেহী হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যে ফাতওয়া শুনতে চাইত, অপব্যাখ্যা করে হলেও ধর্মগুরুরা

---

[১] Mark 1 : 9-11, Numbers 19 : 19-20, Leviticus 14 : 9

www.boiRboi.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাসক বাহিনীর মনের মতো নিয়ম-কানুন প্রচার করত। এমন সময়ে আল্লাহর প্রকৃত বিধান মানুষের কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন আপসহীন।

ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল, এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসেও নীরবতা অবলম্বন করতে দেখা যায়। আহলে কিতাবদের উৎস থেকে বর্ণিত কিছু ঘটনা তাফসিরবিদরা উল্লেখ করেছেন, তবে তা আমাদের বইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক নয় বিধায় আমরা সেগুলো এখানে উল্লেখ করছি না। কেবল এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে—তৎকালীন ইহুদিদের রাজার নির্দেশে তার অনুচররা ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে হত্যা করে। এ সময় যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন, তখন তারা তাকেও হত্যা করে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম

এখন আমরা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মসংক্রান্ত কিছু ঘটনাপ্রবাহ আলোচনা করব। এখানে এমন কিছু বিষয় আছে—যার ব্যাপারে কুরআন কী বলে তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা উচিত। এই ঘটনাগুলোর প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে দুনিয়াতে কত মানুষ যে ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে আছে তা ভাবলেও অবাক লাগে! এই বিষয়গুলো নিয়ে লিখব বলে যখন পড়াশোনা করছিলাম, তখন আমার রবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় যেন ন্যুব্জপৃষ্ঠ হয়ে যাচ্ছিলাম! ইসলাম কত পরিষ্কারভাবে আমাদের সত্য জানিয়ে দিয়েছে, আর সে সত্য জানার জন্য কত কোটি মানুষ উন্মুখ হয়ে রয়েছে! অথচ আমরা সেই ইসলামকেই ত্যাগ করছি। What an irony!

যা-ই হোক, আমরা কথা বলেছিলাম মারইয়ামকে নিয়ে, যিনি ছিলেন আল্লাহর অত্যন্ত কাছের বান্দি, যিনি মসজিদের নিভৃত এক স্থানে নিয়মিত আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

এভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল; কিন্তু মারইয়ামকে নিয়ে আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল একেবারেই অন্যরকম। তাকে আল্লাহ নির্বাচিত করেছিলেন এমন এক ঘটনা সংঘটনের জন্য, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় হয়ে রয়েছে।[১]

---

[১] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৪২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ আমাদের এই কাহিনি জানাচ্ছেন এভাবে—

> আর স্মরণ করুন এই কিতাবে মারইয়ামকে, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রুহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারইয়াম বলল—আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও।[১]

এই আয়াতে বর্ণিত 'আমার রুহ' অংশটুকু নিয়ে অনেক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। বলা হয় যে, আল্লাহই বলেছেন ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর রুহের অংশ। তাই এই বিষয়ের ওপর আমরা একটু বিস্তারিত আলোকপাত করব।

এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য আমাদের প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে যে, কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল করা হয়েছে। তাই অনুবাদ থেকে কুরআনের ব্যাপারে কোনো উপসংহারে পৌঁছানো যাবে না। কুরআনের ভাষাশৈলী বোঝার জন্য আরবি ভাষার নিয়ম-কানুন ও অলংকরণ সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখতে হবে। সর্বোপরি কুরআনের কোনো আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে তুলে এনে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাফসিরশাস্ত্রের কিছু মূলনীতি রয়েছে, যেগুলোর আলোকেই শুধু কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করা যায়। এই মূলনীতিগুলোর মাঝে প্রথম হচ্ছে—কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করতে হবে অপর আয়াতের দ্বারা।

এখানে 'রুহুল্লাহ' বা আল্লাহর রুহ বলতে আসলে জিবরিল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। কুরআনের আরও একাধিক জায়গায় তাকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন: সুরা নাহলের ২নং আয়াতে, সুরা কদরে ইত্যাদি।

এ ছাড়াও আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়—কোনো কিছু আমার বলার অর্থ এই নয় যে, সেটা আমার শরীরেরই অংশ। যেমন: আমার হাত, সেটা আমার শরীরের অংশ; কিন্তু আমার বই বা আমার শার্ট আমার শরীরের অংশ নয়। আমরা কুরআনে পেয়েছি, সালিহ আলাইহিস সালামের কাছে প্রেরিত উটকে আল্লাহ তার

---

[১] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ১৬-১৮

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উট হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১] তখন কিন্তু আমরা মনে করি না যে, এই উটটা আল্লাহর অংশ। নাউযুবিল্লাহ।

ইসলামের সাথে অন্যসব ধর্মের একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, এখানে স্রষ্টা আর সৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়লে দেখা যাবে, সব ধর্মেই কীভাবে যেন সৃষ্টি আর স্রষ্টা একীভূত হয়ে গেছে। আপনি হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন চক্র নিয়ে যদি পড়েন তাহলে দেখবেন, এই চক্র শেষ হয় যখন আত্মা ব্রহ্মার সাথে একাত্ম হয়ে যায় তখন। আরেকটা খুব সাধারণ বিচ্যুতি হচ্ছে অবতারের ধারণা, যার মানে ঈশ্বর মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ছাড়া স্রষ্টাকে এরা কল্পনাই করতে পারে না। অনেক সুফি মতবাদেও কুরআনের এই আয়াতকে দলিল হিসেবে দেখানো হয়। বলা হয় যে, এখানে আল্লাহ মানুষের মাঝে তার আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন, মানে মানুষের আত্মা আসলে আল্লাহর অংশ ইত্যাদি। নাউযুবিল্লাহ।

ফিরে আসছি আমাদের কাহিনিতে। জিবরিল আলাইহিস সালাম মারইয়ামের কাছে এসেছিলেন পূর্ণ মানব-আকৃতিতে। নিজের নিভৃত ইবাদতের স্থানে একজন পুরুষকে এভাবে আসতে দেখে প্রথমেই তিনি জিবরিলকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যাতে তিনি কোনো খারাপ কাজ করার আগে চিন্তা করেন। আল্লাহর নাম শুনে জিবরিল আলাইহিস সালাম তাকে আশ্বস্ত করে জানালেন—

আমি তো আপনার পালনকর্তার প্রেরিত দূত। এসেছি আপনাকে এক পবিত্র পুত্র দান করতে।[২]

স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত মারইয়াম বলে উঠলেন—

কীভাবে আমার পুত্র হবে? কোনো মানব যে আমাকে স্পর্শ করেনি কখনো। আর আমি তো ব্যভিচারেও লিপ্ত নই?[৩] মানবজন্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর কোনো কিছু তার মাথায় সেই মুহূর্তে আসেনি।

---

[১] সুরা শামস (৯১), আয়াত : ১৩

[২] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ১৯

[৩] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ২০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তখন আল্লাহ তাকে আবারও জানালেন যে, আল্লাহ যখন কোনো কিছু করতে চান তখন সেটার জন্য কোনো পূর্ব প্রক্রিয়ার দরকার হয় না, আল্লাহর ইচ্ছাই যথেষ্ট। জিবরিল আলাইহিস সালাম বলল—

এভাবেই হবে। আপনার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ এবং আমি তাকে এ জন্য সৃষ্টি করব, যেন সে হয় মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে এক অনুগ্রহস্বরূপ। এটা তো এক সিদ্ধান্তপ্রসূত বিষয়।[১]

কুরআনের অন্যত্র একই কথা বলা হয়েছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে—

> *যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মাসিহ মারইয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত।*[২]

উপরিউক্ত আয়াতে 'বাণী' বোঝাতে 'কালিমা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসিরকারকরা এই আয়াতে বর্ণিত 'কালিমা' শব্দটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন—'এই বাণী হচ্ছে 'কুন'—মানে হও, আর অমনি তা হয়ে যায়।' কারণ, সুরা আলি-ইমরানে মহামহিম আল্লাহ বলছেন—

> *এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোনো কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন, তখন বলেন 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।*[৩]

এরপরের কাহিনিও আমরা কুরআন থেকেই জানতে পারি—

অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তা নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। প্রসববেদনা তাকে এক খেজুরবৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন—হায়, আমি যদি এর আগেই মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে

---

[১] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ২১

[২] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৪৫

[৩] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৪৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিলুপ্ত হয়ে যেতাম![১]

এই আয়াত খুব আবেগী লাগে আমার কাছে। আমরা যখন কুরআনে এসব কাহিনি পড়ি, তখন আমাদের অধিকাংশের মাথায় যে ধারণাটা কাজ করে তা হলো—আরে, আমরা কি আর তাদের স্তরে পৌঁছতে পারব! মূলত এই ধারণা নিয়ে কুরআন পড়ি বলেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হই। ভুলে গেলে চলবে না, এগুলোর প্রয়োগ যদি অবাস্তব হতো, তাহলে শিক্ষা নেওয়ার জন্য আল্লাহ এসব আমাদের জানাতেন না। তারাও আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন, তাদের কষ্টের তীব্রতা আমাদের মতোই ছিল। তাই আসুন, একবার আমরা মানুষ মারইয়ামকে অনুভব করার চেষ্টা করি!

অধিকাংশ মেয়েই তাদের গর্ভধারণের প্রথম সময়টা মায়েদের বাড়িতে কাটাতে চায়। এই সময়টা প্রতিটি মেয়ের জন্যই খুব নাজুক একটা সময়। মানসিক এবং শারীরিক সহায়তা এই সময় তাদের সবচেয়ে বেশি দরকার। অথচ মারইয়ামের কথা ভাবুন! তিনি কাউকে এই ঘটনা জানাতে পারছেন না, একদম একা এই সময়টা পার করছেন এবং এই কষ্ট সহসা লাঘব হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ, সন্তান জন্মের পর মানুষ এই বাচ্চার পিতৃপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, তার চরিত্র নিয়ে নানান আজেবাজে কথা বলবে, তার এতদিনের অর্জিত সুনাম এক নিমিষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে! অথচ এই পুরো ঘটনায় তার কোনো হাত নেই। আল্লাহ ঠিক করেছেন যে, তার মাধ্যমে এমন অলৌকিক একটি জন্ম হবে! আমরা কি বুঝতে পারছি তার কষ্টের মাত্রা কতটুকু?

মারইয়াম মানুষ ছিলেন বলেই হয়তো সেই প্রচণ্ড কষ্টের সময় মৃত্যু কামনা করেছিলেন! এখান থেকে আমরা বুঝি যে, মানুষের জীবনে সম্মান খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামক। কারও সম্মান যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে বেঁচে থাকার আগ্রহই হারিয়ে ফেলে। তাই গিবত, চোগলখুরি ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আগে আমাদের শতবার চিন্তা করা উচিত।

যা-ই হোক, আল্লাহ, আমাদের রব, মারইয়ামের এই মানবীয় দুর্বলতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি কিন্তু উত্তরে বলেননি, কেন তুমি ধৈর্যহারা হচ্ছ, কেন তুমি মৃত্যু

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ২২-২৩

www.boimate.com

Compressed with PDFCompressor by DLM Infosoft

কামনা করছ?

তিনি কী বলেছিলেন?

> অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়াজ দিলেন যে, তুমি দুঃখ কোরো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। আর তুমি নিজের দিকে খেজুরগাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার ওপর সুপক্ব খেজুর পতিত হবে। কাজেই আহার করো, পান করো এবং নয়ন জুড়াও।[১]

ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে বলে পাঠিয়েছিলেন, 'তুমি দুঃখ কোরো না।' কী অসাধারণ একটা কথা, তাই না? আজকের পর থেকে, জীবনের দুঃখ-কষ্ট আর হতাশাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কি মারইয়ামের কথা মনে করে সান্ত্বনা পাব? কল্পনা করতে পারব তো, আল্লাহ আমাদের বলছেন, দুঃখ কোরো না!

আরেকটি ব্যাপার, আমরা নিশ্চয়ই জানি খেজুরগাছের কাণ্ড ধরে ঝাঁকি দিলে কিছুই হওয়ার কথা না। তবু আল্লাহ কেন তাকে এই কাজ করতে বলেছিলেন?

আমাদের কি মুসা আলাইহিস সালাম ও বনি ইসরাইলের লোকদের লোহিত সাগর পাড়ি দেবার কথা মনে আছে? যখন পেছনে ফিরআউন ধেয়ে আসছিল, আর তিনি নিজের লোকদের তিরস্কারে হতবিহ্বল; ঠিক তখন তার কাছে কী নির্দেশ এসেছিল?

লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করো!

লাঠি দিয়ে সাগরে হাজার বার আঘাত করলেও যেমন তা দুই ভাগ হয় না, তেমনি খেজুরগাছের কাণ্ড হাজার বার ঝাঁকালেও তা থেকে ফল পড়ে না। মারইয়ামের ক্ষেত্রেও এটা ছিল একটি মুজিযা। আগেই ব্যাখ্যা করেছি, এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ অলৌকিকভাবে আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। সেটা আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বা তুচ্ছ কাজ মনে হলেও। আমাদের চেষ্টার বদৌলতেই হয়তো আল্লাহর

---

[১] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ২৪-২৬

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহায্য আসবে!

ফিরে আসছি মারইয়ামের কাহিনিতে। সন্তান জন্মদানের অমানুষিক কষ্ট ভোগের পরও পরীক্ষার এখানেই শেষ নয়। লোকালয়ে ফিরে যাওয়ার পর মানুষ যখন সন্তানের পিতৃপরিচয় জানতে চাইবেন, তখন কী বলবেন মারইয়াম? আল্লাহই জানিয়ে দিলেন কী করতে হবে—

> *আর যদি তুমি কোনো লোককে দেখতে পাও তবে বলে দেবে, আমি দয়াময়ের উদ্দেশে মৌন অবলম্বনের মানত করেছি; সুতরাং, আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে বাক্যালাপ করব না।*[১]

এরপরের কাহিনিও আমরা কুরআন থেকে জানতে পারছি—

> *অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল, হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারুন-ভগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। অতঃপর তিনি সন্তানের দিকে আঙুল ইশারা করলেন। তারা বলল, এমন কোলের শিশুর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?*[২]

অর্থাৎ মারইয়ামকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়েই তারা ধারণা করে বসল যে, এই সন্তান অনৈতিক সম্পর্কের ফসল! আগেও আমরা দেখেছি, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা কতটা অনুচিত কাজ। আমাদের দ্রুত কারও ব্যাপারে কোনো উপসংহারে পৌঁছানো উচিত না, বরং তাকে তার অবস্থান পরিষ্কার করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

এই জায়গায় এসে অমুসলিমদের অনেকেই কুরআনের ভুল ধরতে চায়। তারা বলে যে, এখানে মারইয়ামকে 'হারুনের বোন' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা একটা ঐতিহাসিক ভুল। কারণ, হারুন আলাইহিস সালাম ও মারইয়াম সমসাময়িক ছিলেন না; কিন্তু হাদিস থেকে আমরা এর ব্যাখ্যা জানতে পারি, এখনকার মতো তখনো

---

[১] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ২৬

[২] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ২৭-২৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষ পূর্ববর্তী নবি ও পুণ্যবান মানুষের নামে ছেলেমেয়েদের নাম রাখত। তাই, হয় হারুন আলাইহিস সালামের বোনের নাম ছিল মারইয়াম যার অনুসরণে মারইয়ামের নাম রাখা হয়েছিল, না হয় মারইয়ামের হারুন নামে এক ভাই ছিল যার নাম রাখা হয়েছিল হারুন আলাইহিস সালামের অনুসরণে।[১]

অবশ্যই কুরআন সব ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে, আলহামদুলিল্লাহ।

এরপর মারইয়ামের সদ্যজাত ঈসার দিকে ইঙ্গিত করার সাথে সাথে শিশু ঈসা বলে উঠলেন—

> *আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবি বানিয়েছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন বেঁচে আছি, আমি যেন সালাত ও যাকাত আদায় করি এবং মায়ের প্রতি অনুগত থাকি। আমার প্রতিপালক আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আর আমার ওপর শান্তি, যেদিন আমি জন্মেছি, যেদিন মরে যাব এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় উঠব।*[২]

এইভাবে মায়ের কোল থেকে কথা বলে ওঠার ঘটনাটি আল্লাহ তাআলার মুজিযাসমূহের একটি। তার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বেশ কয়েকটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ :

এক. এখানে তিনি নিজের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন—তিনি আদতে আল্লাহর দাস ও নবি ছাড়া আর কিছুই নন।

দুই. এর মাধ্যমে তার মায়ের প্রতি আরোপিত সম্ভাব্য অপবাদের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে।

---

[১] 'মুগিরা ইবনু শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নাজরানের দিকে পাঠান। তারা (খ্রিস্টানরা) আমাকে বলল, 'তোমরা কি কুরআনে এ বাক্য পড়ো না, يَا أُخْتَ هَارُونَ 'হে হারুনের বোন'; সুরা মারইয়ামের ২৮নং আয়াত? অথচ মুসা ও ঈসার মাঝে কত কালের ব্যবধান?' আমি তাদের এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই ফিরে এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা জানালাম। তিনি বললেন, 'তুমি কি তাদের এ সংবাদ দিতে পারলে না যে, তারা পূর্ববর্তী নবি ও পুণ্যবান লোকদের নামে নাম রাখত।' [জামি তিরমিযি : ৩১৫৫; *সহিহ মুসলিমে*ও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে]

[২] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ৩০-৩৩

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সত্যকে এমন দিবালোকের মতো পরিষ্কার করে দেওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন ইহুদিরা ঈসা আলাইহিস সালামকে মেনে নেয়নি। তারা মারইয়ামের চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটানো অব্যাহত রাখে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন?

কারণটা অতি সামান্য! তৎকালীন স্কলাররা দুনিয়ার বিনিময়ে পরকাল বেচে দিয়েছিল এবং শাসকশ্রেণির পদলেহী হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, তাদের প্রভাব আর প্রতিপত্তির জন্য ঈসা আলাইহিস সালাম হুমকিস্বরূপ। তাই তারা এমন অলৌকিক জন্ম ও কথা বলার বিষয়টি বেমালুম অস্বীকার করে বসল।

ব্যাপারটা আমাদের কাছে অবাক লাগলেও এটা আসলে নতুন কিছু নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় এমন বহু মুজিযা দেখেও মক্কার মুশরিকরা ঈমান আনেনি। আমাদের সময়েও আল্লাহর শত কোটি নিদর্শন, কুরআনের জীবন্ত মুজিযা দেখেও আমরা আল্লাহবিমুখ জীবনই যাপন করি, তাই নয় কি?

এখন আমরা ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্মের ব্যাপারে আরও একটু বিস্তারিত আলোকপাত করব।

আমরা যদি আল্লাহর অসামান্য ক্ষমতার কথা চিন্তা করি, তাহলে এভাবে পিতা ছাড়া কারও জন্ম নেওয়াটা কোনো ব্যাপারই না; কিন্তু খ্রিষ্টানরা ব্যাপারটাকে এতটাই অস্বাভাবিক হিসেবে গণ্য করেছে যে, তারা তাকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। নাউযুবিল্লাহ। আগেই বলেছি, পৃথিবীতে যত বিচ্যুতি আর পথভ্রষ্টতা—এ সবকিছুর মূলেই রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব। আমরা যদি খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব—

প্রথমত, তারা আল্লাহর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, তারা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আল্লাহর মাঝে আরোপ করছে। দাবি করেছে যে, তার সন্তান আছে।

সে জন্য কুরআনে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করছেন। আমরা যদি ঈসা আলাইহিস সালামের এই অলৌকিক জন্মের ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে দেখব—এর মাধ্যমে আসলে একটা চক্র সমাপ্ত হয়েছে। কী সেটা?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন কোনো পুরুষ ও নারী ব্যতিরেকেই।

↓

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মা হাওয়া আলাইহাস সালামকে সৃষ্টি করেছেন কোনো নারী ছাড়াই, শুধু পুরুষ থেকে।[১]

↓

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন একজন পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে।

↓

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন কোনো পুরুষ ছাড়াই, শুধু নারী থেকে।

কী দারুণ ব্যাপার না? আল্লাহ কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং এরপর বললেন, 'হয়ে যাও!' সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন।'[২]

পক্ষান্তরে আমরা যদি খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ (Trinity) নিয়ে চিন্তা করি; যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বর একের মাঝে তিন, তাহলে মাথা গুলিয়ে যেতে বাধ্য। তারা মনে করে, পিতা (Father), পুত্র (Son) আর পবিত্র আত্মা (Holy spirit)—এই তিন

---

[১] এখানে উল্লেখ্য যে হাওয়া আলাইহিস সালামকে আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এটা সরাসরি কুরআন বা হাদীস থেকে পাওয়া যায় না। সূরা নিসার ১ নং আয়াত, সূরা আরাফের ১৮৯ নং আয়াত এবং সূরা রুমের ২১ নং আয়াত থেকে কোনো কোনো স্কলার এই মত দিয়েছেন। তবে এই মতও বিদ্যমান যে হাওয়া আলাইহিস সালাম কে নাফসুন ওয়াহিদা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এটার মানে হচ্ছে একই টাইপ মানে মানুষের মধ্য থেকেই মানুষের সঙ্গী সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই এখানে যে চক্রের কথা বলা হয়েছে, সেটাও স্কলারদের ব্যাখ্যা। আর হাদীসে যে আছে নারীদের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটার মানে এই নয় যে আদম আলাইহিস সালাম এর পাঁজরের হাড় থেকে মা হাওয়াকে বা সব নারীকে তাদের স্বামীদের থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখান থেকে নারীদের অসম্মান করার কোনো সুযোগ নেই বরং নারীদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ উল্লেখিত আয়াতগুলোতে স্পষ্ট করেই বলে দিচ্ছেন-শান্তি পাওয়া।

[২] সূরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৫৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সত্তার সমন্বয়ে ঈশ্বরের (God) কনসেপ্ট। এটা কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনার সীমা নেই। কিন্তু সত্যিটা এই যে, অধিকাংশ খ্রিষ্টানই এই মতবাদের মর্মার্থ বোঝে না, তারা এটা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। আর এখানেই ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের একটা কাঠামোগত পার্থক্য। ইসলাম আমাদের থেকে চিন্তাশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্কতা আশা করে। আর অন্যসব ধর্ম তাদের অনুসারীদের থেকে অন্ধ, নিঃস্বার্থ আনুগত্য আশা করে। তাই আজকের পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ না বুঝেই ঈসা আলাইহিস সালামকে ঈশ্বরপুত্র হিসেবে উপাসনা করছে। ধর্ম মানেই অন্ধবিশ্বাস—এই কথাটা ইসলামের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়; বরং ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা অবিশ্বাসীদের সামনে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় কুরআনের ভুল খুঁজে বের করার জন্য। তাই বলা যায়, আমরা বিশ্বাস করি খোলা চোখ ও মন নিয়ে।

যেসব জন্মগত খ্রিষ্টান অন্ধবিশ্বাস করতে রাজি নন, ত্রিত্ববাদের এই জটিল এবং অবোধ্য সমীকরণ তাদের অনেককেই ইসলামগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই খ্রিষ্টানদের এই বিশ্বাসের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের সবার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এ ব্যাপারে সমস্ত বিভ্রান্তি নিরসন করে আল্লাহ বলছেন—

> *এই হচ্ছে মারইয়াম-পুত্র ঈসা। এটাই সঠিক বক্তব্য, যে বিষয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করছে। সন্তানগ্রহণ আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র-মহান। তিনি যখন কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তদুদ্দেশ্যে শুধু বলেন, 'হও।' আর অমনি তা হয়ে যায়। নিশ্চয় আল্লাহ আমার এবং তোমাদের রব। সুতরাং, তোমরা তাঁর ইবাদত করো। এটাই সরল পথ।*[১] *হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কোরো না এবং আল্লাহর শানে ন্যায়সংগত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বোলো না। মারইয়াম-পুত্র ঈসা কেবল আল্লাহর রাসুল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে রুহ। সুতরাং, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনো। আর এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, এ কথা পরিহার করো; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তানসন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। আসমানসমূহ ও জমিনে যা-কিছু রয়েছে সবই তাঁর। এবং কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।*[২]

[১] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ৩৪-৩৬

[২] সুরা নিসা (৪), আয়াত : ১৭১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই সম্পর্কিত নিচের আয়াতটি পড়লে আমার বুকের মাঝে একধরনের কাঁপুনি সৃষ্টি হয়—

> আর তারা বলে, 'পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' অবশ্যই তোমরা এক জঘন্য বিষয়ের অবতারণা করেছ। এতে আসমানসমূহ ফেটে পড়ার, জমিন বিদীর্ণ হবার এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হবে। কারণ, তারা পরম করুণাময়ের সন্তান আছে বলে দাবি করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভনীয় নয়। আসমান ও জমিনে এমন কেউ নেই, যে বান্দা হিসেবে পরম করুণাময়ের সামনে উপস্থিত হবে না।[১]

আগেই উল্লেখ করেছি, ঈসা আলাইহিস সালাম কখনো নিজেকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে দাবি করেননি। একজন রাসুলুল্লাহ হিসেবে সেটা আসলে করার প্রশ্নই ওঠে না। তবুও এই প্রসঙ্গে কুরআনে একটা অসাধারণ আয়াত আছে—

> হে ঈসা ইবনু মারইয়াম, তুমি কি লোকদের বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত করো? ঈসা বলবেন—আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না, আমি এমন কথা বলি—যা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না—যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আমি তো তাদের কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন করো যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।[২]

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ তো জানেনই ঈসা আলাইহিস সালাম কী বলেছেন আর না বলেছেন, তাই না? তাহলে কিয়ামতের দিন এটা তাকে আবার জিজ্ঞেস

---

[১] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ৮৮-৯৩

[২] সুরা মায়িদা (৫), আয়াত : ১১৬-১১৮

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করার কী মানে! এ ব্যাপারে মুফাসসিরদের ব্যাখ্যাটা ভীষণ হৃদয়গ্রাহী।

কিয়ামতের দিন মূলত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিন। এই দিন তাদের সবাইকে কথা বলতে দেওয়া হবে, যাদের কিনা দুনিয়াতে কথা বলার কোনো সুযোগ ছিল না। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে উপাসনা করা প্রকৃতপক্ষে তার প্রতি একধরনের জুলুম। তাকে যে এভাবে বিকৃত করা হয়েছে, তাতে তার কোনো ভূমিকা বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাই কিয়ামতের দিন তাকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, যারা এভাবে ঈসা আলাইহিস সালামের মর্যাদা বিকৃত করেছে, ভালোবাসার নামে তাকে অবমাননা করেছে, তাদের জন্য এই বক্তব্য হবে চরম বেদনাদায়ক, শাস্তিস্বরূপ।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিযাসমূহ

ঈসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া আল্লাহর মুজিযাসমূহ সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান জানাটা জরুরি। কারণ, খ্রিষ্টানরা এসব মুজিযার অধিকাংশই ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্য ব্যবহার করে থাকে। নাউযুবিল্লাহ।

আমরা আগেই জেনেছি, আল্লাহ কোনো নবিকে সেই বিষয়-সংক্রান্ত মুজিযা দেন, যে বিষয়ে ওই সময়ের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি পারদর্শী থাকে; যাতে তারা বুঝতে পারে, এই নিদর্শন আল্লাহর পক্ষ থেকে। ঈসা আলাইহিস সালামের সময়ে তৎকালীন ইহুদিরা চিকিৎসাবিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সে সময় আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামকে যেসব মুজিযা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা আমরা কুরআন থেকেই জানতে পারি—

> *তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানাব, অতঃপর তাতে ফুঁক দেবো। ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা যা আহার করো এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখো—তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।*[১]

[১] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৪৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই মুজিযাসমূহের তালিকায় চোখ বোলালে দেখা যায়, প্রতিটা মুজিযার শেষে তিনি 'আল্লাহর হুকুমে' কথাটা উল্লেখ করছেন, যা তাদের দাবির মূলে কুঠারাঘাত করে। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাদের বাইবেলেই এমন কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাদের এহেন দাবির বিরুদ্ধে যায়। কী সেটা? নিউ টেস্টামেন্টেও তার উল্লেখ আছে—

> একদা যিশু চেষ্টা করলেন একজন অন্ধকে সুস্থ করে দিতে। প্রথম প্রচেষ্টায় সে সুস্থ হয়নি। যিশুকে তাই দ্বিতীয়বার চেষ্টা চালাতে হয়। [১]
>
> কয়েকজন অসুস্থ লোককে স্পর্শ করে সুস্থ করা ছাড়া আর কোনো অলৌকিক কাজ তিনি সেখানে করতে পারলেন না।[২]

অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম একজন অন্ধ মানুষকে সুস্থ করতে গিয়ে প্রথম দফায় ব্যর্থ হয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে হয়েছিল। অন্যত্র এ কথা সরাসরিই বলা হয়েছে যে, মুজিযাগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই ছিল—

> ঈশ্বর বহু অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজ করে আপনাদের কাছে প্রমাণ দিয়েছেন যে, তিনি সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন।[৩]

তাদের বইয়ের এই অংশগুলো নিঃসন্দেহে ঈসা আলাইহিস সালামের ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবির বিরুদ্ধে যায়। যদি তিনি ঈশ্বরই হবেন, তাহলে কোনো সময় পারবেন, আর কোনো সময় পারবেন না এমন হবে কেন! তিনি মানুষ ছিলেন বলেই এমনটা হতো, তাই নয় কি?

Dr Lawrence Brown-এর *Misgoded* বইটিতে আরও সুন্দর কিছু উদাহরণ আছে। তিনি দেখিয়েছেন ঈসা আলাইহিস সালামের যেসব মুজিযার কথা বাইবেলে এসেছে, সেসব মুজিযা আবার অন্য নবিদেরও ছিল; যার উল্লেখ বাইবেলেই আছে। তাহলে এসব মুজিযা কী করে তার ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ হতে পারে!

---

[১] Mark 8 : 22-26

[২] Mark 6 : 5

[৩] Acts 2 : 22

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও একটা বড় মুজিযা ছিল টেবিল-সমৃদ্ধ খাবার, যেটার কথা সুরা মায়িদাতে আছে। ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যরা আল্লাহর একটি নিদর্শন দেখতে চান। প্রথমে ঈসা আলাইহিস সালাম এমন অনুরোধ রাখতে চাননি। কারণ, বনি ইসরাইলের ইতিহাস বলে যে, এমন অসংখ্য মুজিযা স্বচক্ষে দেখেও তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে বলে নেওয়া ভালো—আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও ঈমান না আনলে আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে মুজিযা না দেখানোটাই আল্লাহর রহমত। কারণ, তিনি ওই গোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে চান না। কুরআনেও একাধিক জায়গায় দেখা যায় যে, আল্লাহ মক্কার কুরাইশদের আবদার মেনে নেননি।[১]

আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কুরআন ঘটনাটা বর্ণনা করছে এভাবে—

> *যখন হাওয়ারিরা[২] বলল, হে মারইয়াম-তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ হতে খাদ্যভরতি দস্তরখান অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় করো। তারা বলল, আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব। ঈসা ইবনু মারইয়াম বললেন, হে আল্লাহ, আমাদের পালনকর্তা, আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভরতি দস্তরখান অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে, অর্থাৎ আমাদের অগ্র ও পশ্চাদ্‌বর্তী সকলের জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে তা একটি নিদর্শন হয়ে রবে। আপনি আমাদের অন্ন দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ অন্নদাতা। আল্লাহ বললেন, নিশ্চয় আমি সেই দস্তরখান তোমাদের ওপর নাজিল করব। অতঃপর যে ব্যক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের আর কাউকে দেবো না।[৩]*

এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে। তারা ঈসা আলাইহিস সালামের আর সব মুজিযাকে স্বীকার করলেও তাদের কোনো ধর্মগ্রন্থেই একটা মুজিযার ব্যাপারে কিছু

---

[১] সুরা বনি ইসরাইল (১৭), আয়াত : ৯০-৯২

[২] ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের হাওয়ারি বলা হয়।

[৩] সুরা মায়িদা (৫), আয়াত : ১১২-১১৫

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জানতে পারবেন না।[১]

সেটা কোন মুজিযা?

সেটা হলো ঈসা আলাইহিস সালামের মায়ের কোলেই কথা বলে ওঠার মুজিযা। কেন এই মুজিযার উল্লেখ নেই, সেটা কি কারও মাথায় আসছে?

আমাদের কি মনে আছে, ঈসা আলাইহিস সালাম কী বলেছিলেন?

.....

আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবি বানিয়েছেন।[২]

.....

এই কথা যদি তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে রাখে, তাহলে তো তাদের ধর্মের পুরো ভিত্তিমূলেই কুঠারাঘাত করা হবে! আসলে এটা ইহুদিধর্মের ভিত্তিরও বিরুদ্ধে যায়। কেন সেটা আমরা পরে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

তবে ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিযা-সম্পর্কিত কুরআনের একটা ভাষাগত অলৌকিকতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। আমরা হয়তো জানি যে, আজকের ইহুদিরা তাদের পরিচয় দেয় মায়ের বংশধারা থেকে, মানে মা ইহুদি হলে সন্তানও ইহুদি হবে। কিন্তু এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য না। সবসময়ই তাদের পরিচয়ের ধারা ছিল বাবার দিক থেকে—বনি ইসরাইল, ইহুদি ইত্যাদি নামগুলোই এটার জ্বলন্ত প্রমাণ। এখন আমরা যদি কুরআনের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব মুসা আলাইহিস

---

[১] বর্তমান বাইবেল কেন নির্ভরযোগ্য না—সেটা আমরা তাদের দেওয়া রেফারেন্স থেকে বোঝার চেষ্টা করব পরবর্তী সময়ে। এখন শুধু আলোচনার খাতিরে বলছি—তাদের বাইবেলের অসংখ্য ভার্সন রয়েছে। অনেকগুলো গসপেলও আছে। (মথি, মার্ক, লুক, যোহন অর্থাৎ গসপেল (সুসমাচার) হলো আদি খ্রিস্টান সাহিত্যের একটি প্রকারভেদ। এতে যিশুর জীবন, তার শিক্ষা এবং ঈশ্বর তার সত্তার বিভিন্ন দিক উন্মুক্ত করে দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়।) তার মাঝে চারটাকে তারা canonical ভাবে, মানে তাদের কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত। এর বাইরে আরও গসপেল আছে যেখানে এই মুজিযার কথা আছে। যেমন জোসেফের গসপেল।

সেখানে আছে যে, যিশু দোলনায় থাকাবস্থায়ও কথা বলেছিলেন। তিনি তার মাকে বলেছিলেন, 'হে মেরি, আমি ঈশ্বরের পুত্র যিশু। আমি স্বর্গদূত গ্যাব্রিয়েলের ওই ঘোষণা—যা তুমি সত্য প্রতিপন্ন করেছ। বিশ্বজগতের মুক্তির নিমিত্তে আমার পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন।' (The First Gospel of The Infancy of Jesus Christ) শেষের অংশটুকু কুরআন থেকে আলাদা—যা তারা যোগ করেছে। অর্থাৎ এখানেও তারা বিকৃতি সাধন করেছে।

[২] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ৩০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাম সবসময় বনি ইসরাইলকে সম্বোধন করেছেন 'ইয়া কওমি' অর্থাৎ 'হে আমার জাতি' হিসেবে; কিন্তু কুরআনের এমন কোনো আয়াত পাওয়া যাবে না যেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম একই সম্বোধন করেছেন। তিনি সবসময় ডেকেছেন 'ইয়া বনি ইসরাইল' বলে।

কিন্তু কেন? তার যে কোনো পিতা ছিল না, এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার কুরআনীয় পদ্ধতি বলা যেতে পারে এটাকে। এ জন্যই তিনি 'ইয়া কওমি' না বলে 'ইয়া বনি ইসরাইল' বলতেন। আমরা এর উদাহরণ দেখতে পারি সুরা সফ-এর ৫ ও ৬ নং আয়াত থেকে।

আমার বুকটা ভরে যায় এসব ব্যাপারে জানলে! আপনার?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উম্মাহর দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া

আমরা দেখলাম যে, মায়ের কোলে থাকা অবস্থা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত নানা মুজিযার মাধ্যমে মাসিহ হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালামের অবস্থান ছিল সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তারপরও তৎকালীন ইহুদি স্কলাররা তা মেনে নেয়নি। না নেওয়ার কারণটাও আশা করি আমাদের কাছে পরিষ্কার—ঈসা আলাইহিস সালাম তার সমসাময়িক ইহুদি স্কলারদের পথভ্রষ্টতার কঠোর সমালোচক ছিলেন এবং তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা তাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এখন তাদের কিতাব অনুযায়ী দাউদের সাম্রাজ্য (Kingdom of David) 'মাসিহ'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কথা; কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের ভূমিকাটা মূলত ছিল ধর্ম সংস্কারকের। উপায়ান্তর না দেখে তাই তারা এই ব্যাপারটাকেই প্রধান ইস্যু হিসেবে প্রচার করতে লাগল—যেহেতু তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো চেষ্টা চালাচ্ছেন না, তিনি দাউদের সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন না, অতএব, তিনি তাদের কিতাবে উল্লেখিত মাসিহ না।

তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যার চিন্তা-ভাবনা করল। যদি তাকে হত্যা করা যায় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যাবে, তিনি মাসিহ না। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। তৎকালীন ইহুদি স্কলাররা রোমান শাসকদের (যারা তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ করছিল) কাছে গিয়ে ঈসা আলাইহিস সালামের নামে অভিযোগ করল। তিনি নাকি রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উস্কে দিচ্ছেন। মূলত তাদের ষড়যন্ত্রেই রোমানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার উদ্যোগ নিয়েছিল।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈসা আলাইহিস সালামের পরিণতি নিয়ে ইসলামের অবস্থান

আশা করি আমরা সবাই জানি, আদতে তাকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। আমাদের তথা মুসলিমদের বিশ্বাস অনুসারে, আল্লাহ তাকে তুলে নিয়েছেন এবং কিয়ামতের আগে তিনি আবারও ফিরে আসবেন দুনিয়ায়। আমরা কীভাবে জানি এটা?

অবশ্যই কুরআন থেকে। সুরা নিসায় বনি ইসরাইলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন—

> *কুফরির কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। সুতরাং, স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া তাদের তেমন কেউ ঈমান আনে না। আর এটা তাদের কুফরির কারণে এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে মারাত্মক অপবাদ দেওয়ার কারণে। আর তাদের এ কথার কারণে যে, 'আমরা আল্লাহর রাসুল মারইয়াম-পুত্র ঈসা মাসিহকে হত্যা করেছি।' অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদের ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, তারা তার ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে নিজের নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*[১]

আর তার ফিরে আসার ব্যাপারটি আমরা জানতে পারি *সহিহ মুসলিম*-এ বর্ণিত নিচের হাদিসটি থেকে। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ। শীঘ্রই তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালামকে একজন ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক হিসেবে অবতীর্ণ করা হবে। তখন তিনি ক্রুশ (চিহ্ন) ধ্বংস করবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিযিয়া কর রহিত করবেন।*[২]

---

[১] সুরা নিসা (৪), আয়াত : ১৫৫-১৫৮

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৮১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈসা আলাইহিস সালামের পরিণতি নিয়ে ইহুদিদের অবস্থান

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে ঈসা আলাইহিস সালামকে যে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল, তার পরিণতি নিয়ে বিশ্বাসের ভিন্নতাই তৎকালীন এক উম্মাহকে দুই ভাগে ভাগ করেছিল—ইহুদি এবং খ্রিষ্টান।

ইহুদিরা মনে করে, রোমানদের মাধ্যমে ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যার প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। কারণ, তারা ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, তিনি প্রকৃত মাসিহ নন। আস্তাগফিরুল্লাহ। এই ঘটনার পরপরই তাদের জাতীয় জীবনে বিশাল দুর্যোগ নেমে আসে, যাকে কুরআন আখ্যায়িত করেছে 'দ্বিতীয় বিপর্যয়' হিসেবে। মনে আছে সুরা বনি ইসরাইলের সেই আয়াতটির কথা? এখন আমরা সবগুলো আয়াত একসাথে দেখতে পারি—

> *আমি বনি ইসরাইলকে কিতাবে (তাওরাতে) পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দুবার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। অতঃপর যখন সেই প্রতিশ্রুত প্রথম সময়টি এলো, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদের। তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা তোমাদের সাহায্য করলাম এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম তোমাদের। তোমরা যদি ভালো করো, তবে নিজেদেরই ভালো করবে আর যদি মন্দ করো তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সময়টি এলো, তখন অন্য বান্দাদের প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয় আর মসজিদে ঢুকে পড়ে, যেমন প্রথম বার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।*[১]

আমরা আগে দেখেছি যে, 'প্রথম বিপর্যয়' বলতে ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা জুডাহ রাজ্য ধ্বংস হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। তারপরের আয়াতে পারসিকদের সময়ে আবার তাদের সুসময় ফিরে আসার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এখন জানতে পারছি ৭ নং আয়াতে দ্বিতীয় আরেক বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে। কী ছিল সেটা?

---

[১] সুরা বনি ইসরাইল (১৭), আয়াত : ৪-৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিরা রোমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সেই বিদ্রোহ দমন করতে রোমান শাসক তিতাস (Titas) জেরুজালেমে আসেন এবং একে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। কথিত আছে, তার আক্রমণের ধরন এমন ছিল যে, কোথাও দুইটা ইট একসাথে ছিল না। তিনি ইহুদিদের নির্মিত '2nd Temple' ধ্বংস করে দেন। আর তারপর থেকে ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত ইহুদিরা সারা দুনিয়াতে ছন্নছাড়াভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। যেখানেই গিয়েছে সেখানেই নির্যাতন, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে।[১] কেন এমনটা হয়েছে তার কুরআনীয় ব্যাখ্যা হলো, তারা আল্লাহর অভিশপ্ত জাতি।[২]

আর ঘটনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হলো তারা যেখানেই যেত সেখানে গিয়েই সুদের কারবারে লিপ্ত হতো। তারা তাদের কিতাব বিকৃত করে অইহুদিদের (Gentile) সাথে সুদের লেনদেন করাকে বৈধ করে নিয়েছিল, যেটার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এখানে উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হচ্ছে সুদ আজ যেভাবে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রাস করেছে, এমনটা কখনোই ছিল না। সুদের সাথে লেনদেন চার্চের দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু ইহুদিরা যেহেতু চার্চের এই নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত ছিল, তাই প্রাথমিকভাবে তারা খ্রিষ্টানদের সাথে উচ্চহারে সুদের কাজ-কারবার চালাত। ফলে অতি দ্রুত সেসব অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসত এবং ওদের সেসব জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো।

ঈসা আলাইহিস সালামের পরিণতি নিয়ে খ্রিষ্টানদের অবস্থান

সংখ্যায় সামান্য হলেও ওই সময়ে যারা ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর বিশ্বাস এনেছিল, তারা তাকে মাসিহ এবং নবি হিসেবেই মানত। সময়ের পরিক্রমায় খ্রিষ্টধর্ম অনেক বিবর্তনের মাঝ দিয়ে গেছে। সামনে এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

---

[১] এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মুসলিম শাসনামলে। আপনি যদি গুগলে golden period of jews লিখে সার্চ দেন, তাহলে ইহুদি-সাহিত্য খুঁজে পাবেন যেখানে তারা মুসলিম স্পেনে তাদের সময়টাকে স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইতিহাস সাক্ষী, জেরুজালেমে ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুসলিম—এই তিন ধর্মের মানুষই স্বাধীনভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং প্রকাশ্যে তাদের ধর্ম পালন করতে পেরেছে শুধু মুসলিম শাসনামলে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যে দৃষ্টান্ত ইসলাম পৃথিবীকে দেখিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিরল এবং অদ্বিতীয়।

[২] সুরা মায়িদা (৫), আয়াত : ৬০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আজকের খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র ছিলেন, তিনি সমগ্র মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে নিজে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। তবে তারা তার দ্বিতীয় আগমনের (2nd coming) ব্যাপারেও বিশ্বাস রাখে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উম্মাহর তিন ভাগে বিভক্ত হওয়া

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনে ইহুদিদের প্রতিক্রিয়া

ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রতিশ্রুত মাসিহ হিসেবে অস্বীকারের পর ইহুদিরা অপেক্ষা করছিল একজন শেষ নবির, যার আগমনের কথা তাদের ধর্মগ্রন্থে ছিল। কথিত আছে, তৎকালীন মদিনার ইহুদিরা মদিনায় এসে বসবাস শুরু করেছিল এ কথা জেনেই যে, এই জায়গায় নবি আসবে। মদিনাবাসীদের তারা নিরক্ষর বা উম্মি বা অইহুদি (Gentile) হিসেবে খুবই হেলাফেলার চোখে দেখত এবং সবসময়ই বলত, এইতো আমাদের নবি চলে এলেন! তারা যখন কোনো যুদ্ধে হেরে যেত, তখন বলত, আমাদের নবি আসুক, তোমাদের হারিয়ে দেবো ইত্যাদি। তাদের খুতবার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল সেই নবিকে চিহ্নিত করার উপায়সমূহ। মজার ব্যাপার হলো, তাদের এইসব কথাবার্তাই মদিনাবাসীদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করে; কিন্তু আদতে যখন তিনি এলেন, তখন তাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

তারা তখন অবাক হয়ে উপলব্ধি করল যে, সবগুলো চিহ্ন মিলে যাচ্ছে, কিন্তু এই নবি বনি ইসরাইলের কেউ নন বরং এতদিন তারা যাদের নিরক্ষর বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এসেছে, সেই আরবদেরই একজন! তাই যদি এখন তার ওপর ঈমান আনতে হয়, তাহলে এতদিনের ধর্মীয় নেতৃত্ব, খ্যাতি সব বিসর্জন দিতে হবে। মেনে নিতে হবে নিরক্ষর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব, কারণ শেষ নবি এসেছেন তাদেরই মধ্য থেকে!

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এত বড় অপমান মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। তাই তৎকালীন ইহুদি স্কলাররা সিদ্ধান্ত নিল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে তাদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত চিহ্ন মিলে যাচ্ছে এ কথা বেমালুম অস্বীকার করে যাবে। তাই ইহুদিদের সম্বোধন করে কুরআন বলছে—

> আর তোমরা সেই গ্রন্থের ওপর ঈমান আনো, যা আমি অবতীর্ণ করেছি তোমাদের কাছে, যা আছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে। তোমরা তা প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যেয়ো না। আমার আয়াতসমূহ তোমরা সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দিয়ো না এবং কেবল আমাকেই ভয় করো।[১]

এখানে সামান্য মূল্যটা কী? এই যে দুনিয়ার নেতৃত্ব, বংশ, গৌরব এগুলোকে আল্লাহ সামান্য মূল্য হিসেবে অভিহিত করছেন।

আরবদের মনে মনে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্য নবুওয়াত নিয়ে এসেছেন সেটা তারা জানত। আর জানত বলেই মুসলিমদের সাথে নিজেদের সাদৃশ্য প্রমাণ করার একটা প্রবণতা তাদের মাঝে ছিল। তাই তারা তাদের কিতাবে বর্ণিত নবুওয়াতের চিহ্নের ব্যাপারটা চেপে গিয়ে ঈমানের অন্য শাখাগুলোর ওপর জোর দেওয়া শুরু করে। তারা মুসলিমদের বোঝাতে চাইছিল যে, ওরাও আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, অতএব, তাদের সাথে মুসলিমদের খুব বেশি পার্থক্য নেই; কিন্তু আল্লাহ তাআলা কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন এহেন অসম্পূর্ণ বিশ্বাস আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ সুরা বাকারায় বলছেন—

> আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি। অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।[২]

আমরা যদি এই আয়াতের আরবিটা বুঝতাম তাহলে খেয়াল করতাম, এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী ধরনের নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মানে তারা একেবারেই ঈমানদার নয়; কিন্তু কেন?

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৪১

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ৮

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণটা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব। ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ মূলত একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটাকে ছাড়া আরেকটা অসম্পূর্ণ। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে, ইনশা আল্লাহ। ইহুদিরা যখন তাওহিদের জন্য তাদের মনোনীত করার মতবাদটাকে বিকৃত[১] করে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দিল, তখনই তারা বংশমর্যাদার অহমিকার বশবর্তী হলো। আর অস্বীকার করল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। এই বোধ থেকেই তাদের মনে এই বিশ্বাসের জন্ম হলো যে, তারা যত অন্যায়ই করুক না কেন, কেবল ইহুদি হলেই জান্নাতে যেতে পারবে। এভাবে প্রকারান্তরে তারা আল্লাহকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে তুলে ধরল[২] আর পরকালের ধারণাকেও বিকৃত করে ফেলল। তাহলে কেউ যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান না এনে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান আনে তাহলে সেটা কি আদতে ঈমান আনা হবে?

এই বিষয়টিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন সুরা বাকারার ৯ নং আয়াতে—

> *তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। বস্তুত তারা নিজেদেরই ধোঁকা দেয়, কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না।*

আমরা একটু খেয়াল করলে দেখব যে, ইহুদিরা কিন্তু আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছিল না। বরং আল্লাহর রাসুল ও তখনকার মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছিল; কিন্তু আল্লাহ এখানে নিজের কথা উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা আর আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান না আনা সত্ত্বেও যে ঈমানের দাবি তারা করছে সেটা নিতান্তই অর্থহীন, আল্লাহর কাছে এর কোনোই মূল্য নেই।

---

[১] আজকের ইহুদিদের দিকে দেখলেও আমরা বুঝব, তারা কীভাবে এই দায়িত্ব থেকে একেবারেই সরে গিয়েছে। তারা একেবারেই প্রচারবিমুখ, কখনোই নিজেদের ধর্ম প্রচার করে না।

[২] প্রশ্ন উঠতে পারে, কেবল মুসলিমরাই জান্নাতে যাবে—এই বোধও কি তাহলে আল্লাহকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে তুলে ধরে? অবশ্যই না। কারণ, মুসলিমদের জান্নাত-জাহান্নাম নির্ভর করছে তাদের কর্মের ওপর, জন্মপরিচয়ের ওপর নয়।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখন প্রশ্ন হলো, তারা যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, সেটা আমরা কীভাবে জানি? সেটা আমরা জানি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে—

> যাদের আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে তাদের সন্তানদের। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে।[১]

আরও একটা প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় সাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার বর্ণিত হাদিস থেকে, যিনি ছিলেন বিখ্যাত ইহুদি গোত্র বনি নাদিরের প্রধান হুয়াইয়ের মেয়ে। পরে তার সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে হয় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাফিয়া বলেছেন, 'আমি ছিলাম আমার বাবা ও চাচার চোখের মণি। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় এসে কুবাতে অবস্থান করলেন, তখন রাতের বেলা তারা তাকে দেখতে গেলেন। ফিরে এসে তাদের বিভ্রান্ত এবং ফ্যাকাশে লাগছিল। আমি মহানন্দে তাদের স্বাগত জানালাম; কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তাদের কেউই আমার দিকে তাকাল না। তারা এতটাই মর্মাহত ছিল যে, আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত তাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলো না। আমার চাচা আবু ইয়াসির আমার বাবাকে বলছিল, 'সত্যিই কি তিনি?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' আমার চাচা বলল, 'তার প্রতি তোমার কী ধারণা?' সে বলল, 'আল্লাহর কসম, যতদিন বেঁচে আছি, আমি তার শত্রু।'[২]

এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, এই বিরোধিতাটা মূলত এসেছিল ইহুদি স্কলারদের থেকে, সাধারণ ইহুদিরা তাদের অনুসরণ করেছিল মাত্র। সাধারণ ইহুদিরা এত মারপ্যাঁচ বুঝত না। মুসলিমদের থেকে যখন তারা ইসলামের বিষয়াবলি শুনত, তখন তাদের অনেকেই বলে ফেলত যে, তাদের কিতাবে এসবের সত্যায়ন করা আছে। তখন কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের তিরস্কৃত হতে হতো, যেমনটা বলা আছে নিচের আয়াতে—

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ১৪৬

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২ , পৃষ্ঠা : ১৫১-১৫৮

www.boiRate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে, আল্লাহ (পূর্ববর্তী কিতাবে) তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি করো না? তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে?[১]

তাদের এই মানসিকতাকে আল্লাহ নিরক্ষরতা হিসেবে অভিহিত করে পরের আয়াতে বলছেন—

> তাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই।[২]

তাদের এই কল্পনাটা কী? আল্লাহ এই সুরাতেই সেটা উল্লেখ করছেন এবং এটা যে ভিত্তিহীন সে কথাও বলে দিচ্ছেন—

> তারা বলে, 'হাতেগোনা কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না কখনো।' বলুন, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কোনো অঙ্গীকার নিয়েছ, যে অঙ্গীকারের বিপরীত আল্লাহ করবেন না? নাকি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জানো না?[৩]

এই শেষের আয়াতটি কি পরিচিত মনে হয়? আমরা মুসলিমরাও কি এমন ভাবি না যে, মুসলিম ঘরে জন্মেছি বলেই জান্নাত আমাদের জন্য নিশ্চিত? তাদের সাথে খুব বেশি পার্থক্য কি আছে আমাদের? তাছাড়া আমরা কি বুঝতে পারছি, কখন তথাকথিত ধর্মব্যবসায়ীরা আমাদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়? যখন আমাদের নিজেদের জ্ঞান থাকে না!

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৭৬-৭৭

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ৭৮

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ৮০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যা-ই হোক, মূল কথা হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর ইহুদিদের যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ঈমান আনার জন্য। যখন এটাই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে, তাদের অধিকাংশই ঈমান আনবে না, তখন ইহুদি আর মুসলিমরা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতিসত্তা সেটা প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর এর সূচনা হয় কিবলা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

আমরা হয়তো জানি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পর প্রায় সতেরো মাস বায়তুল মাকদিস বা মাসজিদুল আকসার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন।[১] যখন তিনি মক্কায় ছিলেন তখন কাবা আর বায়তুল মাকদিসের দিক প্রায় একই ছিল; কিন্তু যখন তিনি মদিনায় এলেন, তখন বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করলে কাবার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হতো। এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালো লাগত না। তিনি মুখ ফুটে কিছু বলেননি, কিন্তু প্রায়ই আকাশের দিকে তাকাতেন, যেন কোনো নির্দেশনার আশা করতেন। এর উল্লেখ করে আল্লাহ কুরআনে বলছেন যে—

> *নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সেই কিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেবো যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাকো, সেদিকে মুখ করো। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন সেই সমস্ত কর্ম সম্পর্কে, যা তারা করে।*[২]

কী অসাধারণ একটি আয়াত, তাই না? আল্লাহ আমাদের এমন এক নবির উম্মত করেছেন যার মুখ ফুটে চাওয়ার দরকার হয়নি। তার মনের আকাঙ্ক্ষার, অস্ফুট বাসনার মর্যাদা রাখতে গিয়ে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তাদের সবার সালাত আদায়ের দিক বদলে দিয়েছেন!

---

[১] বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মদিনাতে আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ষোলো অথবা সতেরো মাস বাইতুল মাকদিস অভিমুখে সালাত আদায় করেছি। তারপর আল্লাহ তাকে কাবার পানে ফিরিয়ে দেন।—*সহিহ বুখারি* : ৪৪৯২

[২] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ১৪৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, ইহুদিরা এটাকে কীভাবে নিয়েছিল? এটা নিয়ে চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল তাদের মাঝে। তারা প্রচার করতে শুরু করল, মুসলিমরা কোন দিকে সালাত আদায় করে তার কোনো ঠিক নেই, একবার এই দিকে তো আরেকবার ওই দিকে। এখন যদি এই কিবলাতে পড়ে তাহলে এতদিন ধরে পড়া সালাতের কী হবে ইত্যাদি। তাদের উত্তরে কুরআন আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে—

> *এখন নির্বোধ লোকেরা বলবে, কীসে মুসলিমদের ফিরিয়ে দিলো তাদের ওই কিবলা থেকে, তারা এতদিন যে কিবলামুখী ছিল? আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।*[১]

এর পরের আয়াতে তিনি জানাচ্ছেন যে কিবলার পরিবর্তনটা স্রেফ প্রতীকী ছিল—

> *আপনি যে কিবলামুখী ছিলেন, তাকে কেবল এ জন্যই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসুলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান করে। নিশ্চয় এটা মেনে নেওয়া কঠিন ছিল, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদের আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়।*[২]

একটু খেয়াল করলে দেখব, আল্লাহ এখানে ঈমানকে সালাতের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ব্যাপারটা খুবই ভয়ের যদি আমরা এখনো সালাতের গুরুত্ব না বুঝে থাকি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইহুদিরা যদি আসলেই মুসলিমদের নির্বোধ ভাবত এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকত, তাহলে মুসলিমরা কোন দিকে মুখ করে সালাত আদায় করল তাতে তাদের কী আসে যায়?

আসল কথা হচ্ছে ইহুদিরা এই ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। তারা টের পাচ্ছিল, এর মাধ্যমে তাদের সাথে শেষ নবির উম্মতের আচার-অনুষ্ঠান

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ১৪২

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৪৩

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও প্রথাসমূহ আলাদা করে ফেলা হচ্ছে, তারা উভয়ে যে স্বতন্ত্র জাতি সেটা আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এই ব্যাপারটাই তারা মেনে নিতে পারছিল না। কারণ, মুখে যা-ই বলুক, তারা মনে মনে ঠিকই জানত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তাদের কিতাব সত্যায়নকারী নবি। তাই তারা খুব করে চাচ্ছিল যেন মিলের পরিমাণটা বেশি থাকে। কিবলা পরিবর্তন নিয়ে তাদের এত হাউকাউ প্রকারান্তরে তাদের ভেতরের উৎকণ্ঠারই বহিঃপ্রকাশ। এরপর ধীরে ধীরে আরও পরিবর্তন আসতে থাকে। যেমন—আশুরার দিনের বদলে রামাদানের সিয়াম ফরয হওয়া, আশুরার সিয়াম একটা না রেখে দুইটা রাখা ইত্যাদি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনে খ্রিষ্টানদের প্রতিক্রিয়া

আগেই বলেছি, খ্রিষ্টধর্ম অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে এবং ফলশ্রুতিতে এর আদি বিশুদ্ধ অবস্থা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে—যা নিয়ে সামনে বিস্তারিত বলা হবে, ইনশা আল্লাহ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের প্রতিনিধির বিতর্ক হয়েছিল ত্রিত্ববাদ নিয়ে। তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, অনেকে করেনি। সাধারণত তাদের গ্রন্থে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের ব্যাপারে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী আছে, সেগুলোকে তারা অপব্যাখ্যা করে এবং দাবি করে যে, সেখানে ঈসা আলাইহিস সালামের কথাই বলা হচ্ছে, তার পরে আর কারও আসার কথা না। তারা অপেক্ষা করছে ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় আগমনের (2nd coming) জন্য।

ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলামের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা

আশা করি, এতক্ষণে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে, কীভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর তাকে অস্বীকারের মাধ্যমে আমরা এক উম্মাহ থেকে তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেলাম। এখন আমরা এই ধর্মগুলোর বর্তমান অবস্থা ও এদের বিশ্বাসের স্তম্ভগুলোর মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

ইহুদিদের সাথে খ্রিষ্টানদের পার্থক্য

ইহুদিরা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নবি হিসেবে মানে না, মাসিহ হিসেবেও স্বীকার করে না। তাকে তারা ভণ্ড মাসিহ মনে করে। আর মারইয়ামকে ভাবে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যভিচারিণী, আজও! এ জন্যই আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখব, ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের সবসময় দা-কুড়াল সম্পর্ক ছিল। বিশ্বাস করা কঠিন হলেও এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য।

খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের যিশুখ্রিষ্টের হন্তারক মনে করত। তাই খ্রিষ্টানরা ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের তীব্র হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। জেরুজালেম যখন খ্রিষ্টানদের অধিকারে ছিল, তখন খ্রিষ্টানরা 'Temple of Solomon'-এর জায়গাটা ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলেছিল কেবল ইহুদিদের প্রতি তাদের মানসিকতা তুলে ধরার জন্য।

কেউ কি বলতে পারেন, ইহুদিদের এই মানবেতর অবস্থার পরিবর্তন কখন হয়েছিল?

পরিবর্তনটা হয়েছিল উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক জেরুজালেম অধিকৃত হওয়ার পর। পূতি-দুর্গন্ধময় ওই জায়গাটা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজ হাতে পরিষ্কার করা শুরু করেছিলেন। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?

না, মুসলিমদের সহিষ্ণুতা এমনই ছিল।

ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বাসের ব্যাপারে ইসলামের মধ্যপন্থা

যে সময়ে ইহুদিরা ঈসা আলাইহিস সালামকে ভণ্ড মাসিহ বলছে; আর খ্রিষ্টানরা তাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে ফেলছে, সে-সময়ে কুরআন এলো ঈসা আলাইহিস সালামকে 'উপযুক্ত সম্মান দিতে'। কুরআন তুলে ধরল তার প্রকৃত পরিচয়; তার সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো একজন নবি হিসেবে—যা ছিল আগের দুই চরমপন্থার মধ্যবর্তী।

ঠিক একইভাবে ইহুদিরা যেখানে মারইয়ামকে ব্যভিচারিণী বলছে; আর খ্রিষ্টানরা তাকে পূজনীয় বানিয়ে ফেলছে, সেখানে কুরআন তাকে আখ্যায়িত করেছে কনিতিনের একজন'[১] হিসেবে—যে কিনা আল্লাহর আনুগত্য করতে খুবই আগ্রহী, কোনোরকম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটা একটা পুরুষবাচক শব্দ।

---

[১] সুরা তাহরিম (৬৬), আয়াত : ১২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পুরুষ ও নারী উভয়ই যখন শ্রোতা, আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী তখন পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ তিনি আমাদের সবার জন্য অনুসরণীয় আদর্শ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে; কিন্তু অবশ্যই পূজনীয় নয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—ইহুদিদের দাবি অনুযায়ী ঈসা আলাইহিস সালাম ঈশ্বরের রাজ্য (God's Kingdom) পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো চেষ্টাই করেননি, যা কি না মাসিহর করার কথা ছিল; এ ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? ইসলাম কি আমাদের এই ধাঁধার উত্তর দেয়?

অবশ্যই! ঈসা আলাইহিস সালাম এই কাজ করবেন তার দ্বিতীয়বার আগমনের পর! তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি এটা বিশ্বাস করা আমাদের ঈমানের দাবি। তবে তিনি আসবেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত হিসেবে, কারণ তিনি ইমাম মাহদির পেছনে সালাত আদায় করবেন।

ইহুদিবাদের সাথে ইসলামের পার্থক্য

ইহুদিবাদের সাথে ইসলামের পার্থক্য, আশা করি, অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা এ পর্যন্ত যা আলোচনা করেছি তার সারাংশ করলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায়—ইহুদিরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নেয়নি তাদের বংশগত অহমিকার কারণে। তারা ইহুদিবাদকে একটা গোত্র-পরিচয় বানিয়ে ফেলেছিল। আর এই কাজ করতে গিয়ে তারা আল্লাহকে উপস্থাপন করেছে সাম্প্রদায়িক হিসেবে এবং পরকালে ন্যায়বিচারের ব্যাপারটা বিকৃত করেছে। কীভাবে? নিচের আয়াতে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে—

> *তারা বলে, ইহুদি অথবা খ্রিষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা তাদের মনোবাসনা মাত্র। আপনি বলে দেন, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত করো।*[১]

এই যে একটা নির্দিষ্ট গোত্রের হলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে—এটাই ছিল তাদের বিকৃতির মর্মার্থ; কিন্তু ইসলাম আমাদের জানাচ্ছে যে, মানুষ কোন পরিবারে

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ১১১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্মগ্রহণ করল সেটা তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিতে পারে না। যেমন—ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বাবা মূর্তিপূজক ছিলেন; আর নুহ আলাইহিস সালামের ঘরে জন্ম নিয়েছিল কাফির সন্তান।

এ প্রসঙ্গে নিচের আয়াতটি থেকে অনেক কিছু শেখার আছে—

> নিঃসন্দেহে যারা বিশ্বাসী এবং যারা ইহুদি, নাসারা ও সাবেইন[১], (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাআলার প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে।[২]

আপাতদৃষ্টিতে এই আয়াতটি পড়ে মনে হতে পারে অমুসলিমরাও বুঝি জান্নাতে যাবে। ইনফ্যাক্ট, গত শতাব্দীতে মুসলিমরা যখন পশ্চিমা দেশগুলোতে বাস করতে শুরু করল; এবং দ্বীনের ব্যাপারে হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করল, তখন থেকেই এই আয়াতটি এভাবে অপব্যাখ্যা করা শুরু হয়। এই আয়াতটির সঠিক মানে বুঝতে হলে আমাদের আগে বুঝতে হবে যে, আল্লাহর বাণী এরকম বিচ্ছিন্নভাবে, ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই, যা ইসলাম-বিরোধীরা করে থাকে। কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করা জ্ঞানের একটি স্পেশালাইজড শাখা যার কিছু বেসিক মূলনীতি আছে। যেমন—আমরা যদি কোনো আয়াত কোন প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছিল তা জানতে পারি তাহলে আয়াতের অর্থ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ—ওপরের আয়াতটি নাজিল হয়েছিল সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটা প্রশ্নের উত্তরে। আমরা হয়তো তার ইসলামগ্রহণের কাহিনি জানি, না জানলে এই অসাধারণ কাহিনিটি জেনে নেওয়ার অনুরোধ রইল। তার ইসলামগ্রহণের যাত্রায় তিনি বেশ কিছু খ্রিষ্টান সাধুর সংস্পর্শে এসেছিলেন, যারা নিজেদের খ্রিষ্টধর্মের বিকৃতি (সামনে আমরা এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানব, ইনশা আল্লাহ) থেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের ব্যাপারে ঈমান রাখত যে, অদূর ভবিষ্যতে তিনি আসবেন; কিন্তু তার

---

[১] এই সম্প্রদায়ের লোকেরা শুরুতে কোনো এক সত্য ধর্মের অনুসারী ছিল। (আর এই জন্যই কুরআনে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি তাদের উল্লেখ করা হয়েছে।) পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে ফেরেশতাপূজা ও তারকাপূজার প্রচলন শুরু হয়।

[২] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৬২

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগেই তারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহু সেসব ব্যক্তিদের পরকালে পরিণতির ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করে জানান যে, তারা জান্নাতবাসী হবেন। [১]

তাই উপর্যুক্ত আয়াতটি আসলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বের ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, একে আমাদের সময়ে যারা ইসলামের ব্যাপারে জানে, তারপরও নিজেদের ভুল-ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছে তাদের ব্যাপারে প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের সময়ের মানুষদের ব্যাপারে কুরআন তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেই দিচ্ছে—

> *যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে সত্য তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।*[২]

মজার ব্যাপার কী জানেন? ইবনু কাসিরের তাফসির থেকে আমরা এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারি, সেখানেই বলা হচ্ছে, সুরা বাকারার এই ৬২ নং আয়াতের পরই সুরা আলি-ইমরানের ওপরের আয়াতটি নাজিল হয়। কী দারুণ ব্যাপার না!

আচ্ছা, কারও যদি এই আয়াত নাজিল হওয়ার পেছনের কারণ জানা না থাকে? তাহলেও আসলে এই আয়াত দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ কুরআনকে অবশ্যই সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে। আমরা কিন্তু দুনিয়াবি বিষয়ের কোনো বইয়ের ক্ষেত্রেও এমনটা করি না—একটা চ্যাপ্টারের একটা লাইন পড়েই ওই বইটার ব্যাপারে একটা উপসংহারে পৌঁছে যাওয়া; কিন্তু কুরআনের ব্যাপারে ঠিকই এমনটাই করি। কেন এই দুমুখো নীতি?

সুরা বাকারার ৬২ নং আয়াত বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই এর আগের এবং পরের আয়াতগুলো একসাথে বিবেচনা করতে হবে। আমরা আগেই বলেছি, কীভাবে

---

[১] *তাফসির ইবনু কাসির*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭০; সুরা বাকারার ৬২ নং আয়াতের তাফসির, ইসলামি ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত।

[২] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৮৫

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান না আনলে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান আনা অর্থহীন হয়ে যায়। সুরা বাকারার শুরুর দিকের আয়াত এবং ৪০ নং আয়াত থেকে যখন বনি ইসরাইলকে সরাসরি সম্বোধন করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনার কথা বলা হলো, তারই ধারাবাহিকতায় এই আয়াত এসেছে। এখন কেউ যদি এর সবকিছু অগ্রাহ্য করে স্রেফ সুরা বাকারার ৬২ নং আয়াতটি তুলে ধরে বলে যে ইহুদি, খ্রিস্টান, সাবেইন সবাই জান্নাতে যাবে, তাহলে তাকে প্রবৃত্তি পূজারি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!

এই আয়াতটি আসলে বুঝতে হবে সুরা বাকারার ৮ নং আয়াতের প্রেক্ষিতে যেখানে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিচ্ছেন, অসম্পূর্ণ ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। আর এটাই তাফসিরশাস্ত্রের প্রথম মূলনীতি—কুরআনের এক অংশ আরেক অংশকে ব্যাখ্যা করে। এখন আমরা যদি তা না বুঝে খণ্ড-খণ্ডভাবে যেকোনো আয়াত বিবেচনা করি, তাহলে কুরআন থেকে সব মতের ব্যাখ্যাই পাওয়া যাবে; এটাও দাবি করা যাবে যে, ইহুদি এবং খ্রিস্টান হলেও কোনো সমস্যা নেই, কুরআন বলছে জান্নাতে যাওয়া যাবে। অথচ এই বইটাতে আমরা কুরআনের আলোকে এটাই বোঝার চেষ্টা করছি যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের বিশ্বাসের পার্থক্যটা কোন জায়গায় এবং ওরা কী ভুল করেছিল যা কারণে আমরা সুরা ফাতিহায় ওদের মতো হওয়া থেকে আশ্রয় চাইছি।

উল্লেখ্য, যখন আমরা বলি যে, শুধু ইসলামের যথাযথ অনুসারীরাই জান্নাতে যাবে তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছায়নি তাদের ক্ষেত্রে কী হবে। এ প্রসঙ্গে নিচের হাদিসটা পড়লে আমার বুকটা ভরে যায়—

> *চার প্রকারের লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথন করবে। প্রথম হলো বধির লোক, যে কিছুই শুনতে পায় না। দ্বিতীয় হলো সম্পূর্ণ নির্বোধ ও পাগল লোক, যে কিছুই জানে না। তৃতীয় হলো অত্যন্ত বৃদ্ধ, যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। চতুর্থ হলো ওই ব্যক্তি, যে এমন যুগে জীবন যাপন করেছে যে যুগে কোনো নবি আগমন করেননি বা কোনো ধর্মীয় শিক্ষাও বিদ্যমান ছিল না। বধির লোকটি বলবে, 'ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমার কানে কোনো শব্দ পৌঁছেনি'। পাগল বলবে, 'ইসলাম এসেছিল বটে, কিন্তু আমার অবস্থা তো এমন ছিল যে, শিশুরা আমার ওপর গোবর নিক্ষেপ করত।' বৃদ্ধ বলবে, 'ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল, আমি কিছুই*

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুঝতাম না।' আর যে লোকটির কাছে কোনো রাসুলুল্লাহ আসেনি এবং সে তার কোনো শিক্ষাও পায়নি সে বলবে, 'আমার কাছে কোনো রাসুলুল্লাহ আসেননি এবং আমি কোনো সত্যও পাইনি। সুতরাং, আমি আমল করতাম কীভাবে?' তাদের এসব কথা শুনে আল্লাহ তাআলা তাদের নির্দেশ দেবেন—'আচ্ছা যাও, জাহান্নামে লাফিয়ে পড়ো।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তারা আল্লাহর আদেশ মেনে নেয় এবং জাহান্নামে লাফিয়ে পড়ে, তবে জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য ঠান্ডা আরামদায়ক হয়ে যাবে।' অন্য বিবরণে আছে যে, যারা জাহান্নামে লাফিয়ে পড়বে তা তাদের জন্য হয়ে যাবে ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক। আর যারা বিরত থাকবে, তাদের হুকুম অমান্যের কারণে টেনেহিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১]

এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কিয়ামতের দিন কোনো জুলুম করা হবে না, যা আল্লাহ কুরআনে বহুবার উল্লেখ করেছেন।[২] তবে এখান থেকে আমি আরও একটা গভীর জিনিস উপলব্ধি করেছি—কিয়ামতের দিন আমাদের বিচার হবে এককভাবে, একজন মানুষকে যে নিআমত ও পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে সেটার আলোকে। সহজ ভাষায়, এই দুনিয়াতে আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা প্রশ্নপত্রের ওপর পরীক্ষা দিচ্ছি, তাই আমাদের বিচার হবে প্রত্যেকের কাছে আসা প্রশ্নপত্র অনুযায়ী। যে মানুষ প্রাপ্ত নিআমত অনুযায়ী সত্যের সন্ধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো কারণে পায়নি কিংবা তার আগেই মৃত্যু হয়েছে, তার বিচার হবে সেভাবে। আসলে ঠিক একই কারণে সালমান ফারসি যাদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারা জান্নাতে যাবেন কারণ তারা তাদের সময়ের প্রেক্ষিতে সবচেয়ে বিশুদ্ধ দ্বীনটুকু পালন করেছেন। এটা একটা কমন ফর্মুলা যা সকল সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই আমরা যখন বলি, জান্নাতে যাওয়ার জন্য মুসলিম হওয়া অপরিহার্য তখন সেটা যেন ইহুদিদের জাতীয়তাবাদী মানসিকতার মতো না শোনায় যে, মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই বা নামটা মুসলিম শোনালেই কেউ জান্নাতে যাবে।

যা-ই হোক, ইহুদিদের এই তীব্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ওদের এমন কিছু বিকৃতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করেছে যা এক কথায় ন্যাক্কারজনক। যেমন: তাদের দাবি, ইবরাহিম

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ, তাফসির ইবনু কাসির* [তাফসির পাবলিকেশন কমিটি (ড. মুজিবুর রহমান)], সুরা বনি ইসরাইলের ১৫ নং আয়াতের তাফসির। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া যাহলি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত একটি রিওয়ায়াতে নবিশূন্য যুগের লোক, পাগল ও শিশুর কথাও এসেছে।

[২] সুরা কাহফ (১৮), আয়াত : ৪৯ অনেকগুলো উদাহরণের একটি।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে ইসহাক আলাইহিস সালামকে কুরবানি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, ইসমাইল আলাইহিস সালামকে নয়। বাইবেলে আছে—

> **ঈশ্বর বললেন, তোমার একমাত্র পুত্র ইসহাক যাকে তুমি ভালোবাসো, তাকে নিয়ে তুমি মোরিয়া দেশে যাও এবং সেখানে যে পাহাড়ের কথা আমি তোমাকে বলব, তার ওপরে তুমি তাকে পোড়ানো-বলি হিসেবে উৎসর্গ করো।**[১]

এখানে ইসহাক আলাইহিস সালামের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে। আবার খেয়াল করলে দেখব যে, 'তোমার একমাত্র পুত্র'—এটাও বলা হয়েছে। এর মাঝে কি কোনো বৈপরীত্য আছে?

আছে।

কারণ বাইবেলের স্কলাররাও স্বীকার করেন, ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম ইসহাক আলাইহিস সালামের আগে। তাহলে ইসহাক আলাইহিস সালাম একমাত্র পুত্র হলেন কীভাবে? এই যে নিজেদের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজনের সময় নিজেদের গ্রন্থ বদলে দেওয়া—এর দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলছেন—

> *হে মুসলমানগণ, তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত, অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত। অথচ তারা সে সম্পর্কে অবগত ছিল।*[২]

এবার আসুন দেখি কুরবানির ব্যাপারে কুরআন কী বলে—

সুতরাং, আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহিম তাকে বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম, তোমাকে যবেহ করছি। এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? সে বলল, বাবা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা-ই করুন। আল্লাহ চান

---

[১] Genesis 22 : 2

[২] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৭৫

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তো আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সহনশীল পাবেন।[১]

লক্ষ করুন, এখানে কিন্তু ইসমাইল আলাইহিস সালামের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু এখন আমরা জানি যে, কুরআনের এক অংশ আরেক অংশের ব্যাখ্যা করে। তাহলে দেখা যাক কুরআন ইসহাক আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কী বলে :

> *তার স্ত্রী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের বিষয়েও।*[২]

অর্থাৎ ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ যখন দেওয়া হয়েছিল, তখনই বলা হয়েছিল, তার আবার সন্তান হবে যার নাম হবে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। এটা কি সম্ভব যে, যার ভবিষ্যৎ বংশধরের কথাও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, তাকেই আল্লাহ কুরবানি করে দেবার আদেশ করবেন? এভাবে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে কুরআন জানাচ্ছে, ইসমাইল আলাইহিস সালামকেই কুরবানি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল।

ইহুদিবাদের আজকের অবস্থা

ইহুদিরা বিগত দুই হাজার বছর ধরে প্রতিশ্রুত মাসিহর অপেক্ষা করে চলেছে—যে কিনা হবে তাদের বংশধর এবং ঈশ্বরের রাজ্য (God's kingdom) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। তাদের দৃষ্টিতে আজকের ইসরাইল রাষ্ট্রেরও ধর্মীয় ভিত্তি রয়েছে। সেটা হচ্ছে—তারা মাসিহর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত; তাই পবিত্র ভূমিতে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে মাসিহর কাজ এগিয়ে দিচ্ছে, তার আগমনকে ত্বরান্বিত করছে। সেখান থেকে অইহুদিদের সরিয়ে ইহুদি বসতি গড়ে তোলাকে তারা মাসিহর মিশনের অংশ ভাবছে এবং পুণ্যের কাজ মনে করছে।

তবে ইহুদিদের মাঝেই অনেক দল আছে। যারা বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষক ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে, তারা মূলত জায়োনিস্ট (Zionist) আন্দোলনের অংশ। আমাদের মুসলিমদের এই জায়োনিস্ট আন্দোলনের ব্যাপারে সম্যক ধারণা থাকা দরকার।

---

[১] সুরা সাফফাত (৩৭), আয়াত : ১০১-১০২

[২] সুরা হুদ (১১), আয়াত : ৭১

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা আগেই জেনেছি, শত শত বছর ধরে ইহুদিরা ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছিল। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়েই উনিশ শতকের একদম শেষের দিকে (১৮৯৭ সালে) এই আন্দোলনের সূচনা হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল ইহুদিদের জন্য একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের (Jews home state) ব্যবস্থা করা। এই আন্দোলনের বিস্তারিত বর্ণনা করা আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু এটুকু জানা দরকার—যদিও ২য় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের ওপর চালানো নির্যাতনকে (hollocast) তারা কারণ হিসেবে ব্যবহার করে, আদতে ইহুদিদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আন্দোলন এর বহু আগে থেকেই চলছিল। তবে এটা ঠিক, এই ঘটনার পর তারা সাধারণ ইহুদিদের সমর্থন লাভ করে। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে, জায়োনিস্ট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তরা অধিকাংশই ইউরোপিয়ান ইহুদি, যাদের পূর্বপুরুষরা রাজনৈতিক কারণে ইহুদিধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে বনি ইসরাইলের কোনো সম্পর্কই নেই। তাই তাদের জন্য বনি ইসরাইল হিসেবে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জাতি হবার দাবি কিছুটা হাস্যকর বৈকি! এ জন্য আমাদের এটা জানা খুবই জরুরি যে, জায়োনিজম (Zionism) এবং জুডাইজম (Judaism) এক নয়; বরং বহু সনাতন (orthodox) ইহুদি আছে, যারা ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোর বিরোধী।

এই জায়োনিস্টরাই দাজ্জালকে মাসিহ ভেবে ভুল করবে এবং তার অনুসারী হবে। অবশ্য ইহুদিরাই শুধু দাজ্জালের অনুসারী হবে এমন না, তার অনুসারীদের মাঝে বিপথগামী মুসলিমও থাকবে[১]। এ প্রসঙ্গে নিচের হাদিসটি অনেক সময় ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াতে ব্যবহার করা হয়, ইসলামকে ইহুদিবিদ্বেষী, অ্যান্টিসেমিটিক ধর্ম হিসেবে পরিচিত করা হয়—

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের সঙ্গে ইহুদি সম্প্রদায়ের যুদ্ধ না হবে। মুসলিমগণ তাদের হত্যা করবে। ফলে তারা পাথর বা গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে, 'হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই তো ইহুদি আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। এসো, তাকে হত্যা করো।' কিন্তু 'গারকাদ' নামক গাছ দেখিয়ে দেবে না। কারণ, এটা হচ্ছে ইহুদিদের সহায়তাকারী গাছ।[২]

---

[১] সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৭৯

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৭২২৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, এই হাদিসটিতে দাজ্জালের সময়ের যুদ্ধাবস্থার কথা বর্ণনা করছে। তাই অবশ্যই এখানে সব ইহুদির কথা বলা হয়নি, দাজ্জালের অনুসারীদের কথা বোঝানো হয়েছে।

ইহুদিবাদের সাথে ইসলামের মিল

ইহুদিরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে। আদি পাপের ধারণাতে বিশ্বাস করে না। ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র মনে করে না। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান, কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। তাদেরও ব্যক্তিজীবন আর ধর্মীয় জীবন আলাদা নয়। তাদের ধর্মেও সালাত, সিয়ামের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে তারা পাঁচবেলা নয়, দুই বেলা সালাত আদায় করে। সনাতন ইহুদি মেয়েদের মাঝে পর্দার বিধান আছে, ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাদেরও 'কশের মাংস' খেতে হয় (আমাদের জবাই করা মাংসের মতো)। তারাও পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করে। বর্তমান বিশ্বের ধর্মসমূহের মধ্যে ইহুদিদের সাথেই মুসলিমদের ধর্মীয় আচার-ব্যবহার অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইহুদিবাদ নিয়ে আমাদের কথকতার এখানেই পরিসমাপ্তি। এরপর থেকে আমরা আজকের খ্রিষ্টধর্মের মূল ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খ্রিষ্টধর্মের মূলনীতি এবং বাইবেল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

বর্তমানে আমরা খ্রিষ্টধর্মের যে রূপ দেখি তার মূলনীতিগুলো নিয়ে ক্রমান্বয়ে পর্যালোচনা করব। এর মাঝে রয়েছে—

» ত্রিত্ববাদ (Trinity)

» জেসাস তথা ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেই ঈশ্বর

» জেসাস তথা ঈসা আলাইহিস সালাম ঈশ্বরের পুত্র

» প্রতিটা মানুষ আদিপাপ (Original Sin) নিয়ে জন্মায়

» জেসাস ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য।

তবে এসব নিয়ে আলোচনা করার আগে বাইবেল সম্পর্কে আমাদের একটা প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে। বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট নিয়ে গঠিত। ওল্ড টেস্টামেন্টের ব্যাপারে আমরা আগে বলেছি। নিউ টেস্টামেন্ট ৪টি গসপেলের (Mathew, Mark, John, Luke) সমন্বয়ে গঠিত যেগুলো তাদের কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত (Canonical)। তাদের দাবি, এরা সবাই ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অথচ ড. বিলাল ফিলিপ্স তার The True Message of Jesus Chirst বইতে দেখিয়েছেন, এদের কারও পরিচয়ই নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।[১]

---

[১] তিনি রেফারেন্স দিয়েছেন The new Encyclopaedia Britannica,vol.14, p.824-27

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গসপেলের লেখক এবং ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যরা একই ব্যক্তি নন, তারা এসব নাম ব্যবহার করেছে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য। প্রাথমিকভাবে এইসব গসপেল প্রচারিত হয়েছিল নামবিহীনভাবে। পরবর্তী সময়ে এই নামগুলো যুক্ত করা হয়েছিল ২য় শতাব্দীতে। কারা করেছিল, তাও জানা যায় না।[১]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, আজকের বাইবেল আর ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর নাজিল হওয়া ইঞ্জিল যে এক নয়, বরং তার বিকৃত রূপ—এটা মুসলিমদের মতো তারাও স্বীকার করে। এই নামগুলো দিয়েই তারা বোঝাচ্ছে যে, গসপেলগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের দ্বারা রচিত হয়েছে, কোনো ঐশী বাণী নয়। তাদের গসপেলগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা করলে বহু অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। যেকোনো একটা ঘটনার বিবরণ কখনোই সবগুলো গসপেলে একইভাবে পাওয়া যায় না। ড. বিলাল ফিলিপ্স তার বইতে এ রকম অনেকগুলো উদাহরণ দেখিয়েছেন।[২]

প্রশ্ন উঠতে পারে যে আমাদের হাদিসগ্রন্থেও তো একই ঘটনা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে, তবু তো আমরা সেগুলোকে আল্লাহর পরোক্ষ ওহি হিসেবে গ্রহণ করি। কথাটা সত্য, তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের হাদিস শাস্ত্রের ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী সনদ পদ্ধতি রয়েছে—যা নির্ধারণ করে যেকোনো বর্ণনার ধারা একদম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। শুধু হাদিসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার স্বার্থে মুসলিম উম্মাহ ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষের জীবনী সংকলন করেছেন যা এক কথায় অবিশ্বাস্য! এভাবেই সহিহ, হাসান, দুর্বল, জাল হাদিসের মাঝে পার্থক্য করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে আমাদের কুরআনের সত্যতার ক্ষেত্রে এমন কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

---

[১] গ্রাহাম স্ট্যান্টনের কাছ থেকে জানা যায়, 'গ্রীক-রোমীয় রচনাগুলোতে লেখকের নাম ছিল; কিন্তু বাইবেলের সুসমাচারগুলোর (Gospel) রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। 'অমুক লিখিত সুসমাচার' জাতীয় শিরোনাম দিয়ে যেসব লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো মূল পাণ্ডুলিপিতে ছিল না। কারণ, সেগুলোকে মাত্র দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।' (Stanton, Graham N. p. 19. 8)

[২] দি ইন্টারপ্রেটার ডিকশনারি অব দ্য বাইবেল-এ বলা হয়েছে, 'এটি উল্লেখ করা নিরাপদ যে, মূল পাণ্ডুলিপির সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ একটি বাক্যও নতুন নিয়মে নেই।' এর সাথে বার্ট ডি এয়ারমানের প্রসিদ্ধ কথাগুলো সংযুক্ত করা যেতে পারে, 'তুলনা করতে গেলেই সম্ভবত ব্যাপারটি সবচেয়ে সহজ হয়ে যায়। নতুন নিয়মে থাকা শব্দগুলোর চেয়ে আমাদের মূল পাণ্ডুলিপিগুলোতে থাকা বৈসাদৃশ্যই অনেক বেশি।' (The New Testament : A Historical Introduction to the Early Christian Writings. p. 12.)

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যারা কুরআনের সত্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আক্রমণ করতে চায়, আমাদের মাঝে নানাবিধ সন্দেহ ঢোকাতে চায়, তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পারে কুরআনের এই বৈশিষ্ট্য। আজকে আমেরিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো কিশোর যার কিনা কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে, তার যদি চায়নার কোনো ছেলের সাথে প্রথম বারের মতো দেখা হয় এবং তারা একসাথে সালাতে দাঁড়ায়, তাহলে তারা হুবহু একই সুরা ফাতিহা এবং কুরআনের অন্য অংশ পড়বে। এটা আসলে কুরআনে উল্লেখিত[১] আল্লাহর ওয়াদার প্রমাণ যেখানে আল্লাহ জানিয়েছেন, তিনি আমাদের পুরো শরিয়ত সংরক্ষণ করবেন।[২] আল্লাহ তাআলা কুরআনে আরও বলেছেন যে, তিনি কুরআন মনে রাখা সহজ করে দিয়েছেন।[৩] এই আয়াতের এক জলজ্যান্ত প্রমাণ হচ্ছে বাইবেলের আকার কুরআনের এক-পঞ্চমাংশ হলেও আপনি কোনো খ্রিষ্টান পাদরি বা পোপকে পাবেন না যাদের বাইবেল পুরোটা মুখস্থ (যেকোনো একটা ভার্সন)। তারা চার্চে সবসময় দেখে দেখে পড়ে। আর মুসলিমদের এই চরম দুরবস্থার যুগেও কুরআনে হাফিজের সংখ্যা যে অসংখ্য, তা কে না জানে!

এমনকি আজ যদি দুনিয়ার সব কুরআন একসাথে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ইন্টারনেট বা সবধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তবু সমগ্র কুরআনের অনুলিপি তৈরি করতে মুসলিমদের অতি সামান্য কয়েকদিন লাগবে। কারণ, কুরআন শুধু লিখিতভাবেই না, মৌখিকভাবেও, অর্থাৎ মুখস্থ আকারেও সংরক্ষিত; কিন্তু এই একই কাজ যদি বাইবেলের সাথে করা হয়, তবে তা পুনরুদ্ধার করা এক কথায় অসম্ভব!

কুরআনের আরও এক দারুণ ব্যাপার হলো এটা হৃদয়ের অবস্থা নিয়ে কথা বলে, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য মানুষের পক্ষে জানা দুষ্কর। তাছাড়া কুরআন থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনবৃত্তান্ত জানা যাবে না। বরং কুরআন বুঝতে হলে আলাদা করে তার জীবনী পড়তে হবে; কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টে মুসা আলাইহিস

---

[১] সুরা হিজর (১৫), আয়াত : ৯

[২] আয়াতে উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ 'যিকির' সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা গোটা কুরআনে ৫২ বার 'যিকির' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কখনো তা কুরআন, কখনো রিসালাত, কখনো শরিয়ত, কখনো সংরক্ষণ, কখনো হাদিস, কখনো উপদেশ, কখনো মর্যাদা, আবার কখনো ইবাদত বোঝাতে 'যিকির' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে 'যিকির' শব্দটি কুরআনে বিশটি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

[৩] সুরা কামার (৫৪), আয়াত : ১৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালামের কাহিনি এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মনে হবে যেন তার জীবনী। এমনকি তার মৃত্যুর কাহিনিও উল্লেখ আছে—যা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, এই গ্রন্থে মানুষের চিন্তাপ্রসূত অনেক লেখা রয়েছে, বর্ণিত সব ঘটনা আল্লাহপ্রদত্ত ওহি নয়।

এই বিষয়টি ছাড়াও বাইবেলের গ্রহণযোগ্যতা আরও কমিয়ে দেয় এটার মূল পাণ্ডুলিপির ভাষা। আমরা অনেকেই হয়তো জানি—ঈসা আলাইহিস সালাম যে ভাষায় কথা বলতেন তার নাম ছিল আরামাইক, যা আস্তে আস্তে হিব্রুর বদলে ইহুদিদের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তবে গসপেলের সবচেয়ে পুরোনো পাণ্ডুলিপির ভাষা হচ্ছে গ্রিক। আমরা সবাই জানি, এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদের সময় বিষয়বস্তুর নির্যাস অনেকটাই হারিয়ে যায়। আর অনুবাদের সময় অনুবাদকের পক্ষে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে টপিক সংযোজন-বিয়োজন করা সহজেই সম্ভব। বাইবেলের ক্ষেত্রে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই তথ্যটা মনে রাখা দরকার। কারণ, ভবিষ্যতে কিছু বিষয় বুঝতে এটা খুবই কাজে লাগবে, ইনশা আল্লাহ।

অর্থাৎ বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে ভার্সনের সংখ্যা অনেক[১], যা কুরআনের ক্ষেত্রে চিন্তাই করা যায় না।

একটা কথা আমি সবসময় বলি—জ্ঞান, সেটা যে শাখারই হোক না কেন তা যদি নিরপেক্ষভাবে অর্জিত হয় এবং মানুষকে ভাবতে শেখায়, তবে তা আমাদেরকে সত্যের কাছে নিয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ। যেমনটা হয়েছিল মুসা আলাইহিস সালামের সময়ে জাদুকরদের সাথে। তাদের জাদুবিদ্যার জ্ঞানই তাদের সত্য চিনতে শিখিয়েছিল। ঠিক একইভাবে, যারা বাইবেল স্কলার, তাদের অধিকাংশই আজকাল বিশ্বাস করেন না যে, বাইবেল ঐশী বাণী। এই উপলব্ধি বহু খ্রিষ্টান স্কলারকে ইসলামগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ।

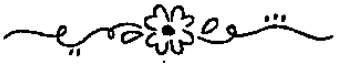

[১] তাই কেউ যদি আমাদের খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াত দিতে আসে, তখন আমরা সহজেই তাদের এই প্রশ্নটা করতে পারি যে, তোমাদের ধর্মগ্রন্থের এতগুলো ভার্সন কেন?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রিত্ববাদের পর্যালোচনা

এখন আমরা বর্তমান খ্রিষ্টান ধর্মের সবচেয়ে মৌলিক স্তম্ভ—ত্রিত্ববাদ (Trinity) নিয়ে আলোচনা করব। এটা নিয়ে আগে আমরা বিস্তারিত কথা বলেছি, কিন্তু সেটা ছিল কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আজকে আমরা দেখব বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে। তার আগে বলে নেওয়া ভালো, এখন থেকে আমরা যা বলব সেটার উৎস মূলত দুটো বই—ড. বিলাল ফিলিপ্সের The True Message of Jesus Christ আর ড. লরেন্স ব্রাউনের[১] Misgoded.

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তাদের ধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি তথা ত্রিত্ববাদের কথা বাইবেলের কোথাও সরাসরি উল্লেখ নেই। বাইবেল স্কলাররাই সেটা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, এটা কোনো ঐশ্বরিক মতবাদ (Revealed doctrine) নয়, বরং বিবর্তিত মতবাদ (Evolved Doctrine) অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ববিদরা সময়ের সাথে সাথে এটা ঘষামাজা করেছেন। এই মতবাদকে প্রথম একটা সুসংগঠিত রূপরেখা দেন Tertullian (155 – 240 CE), তাও আবার ঈসা আলাইহিস সালামের মিশনের প্রায় ২০০ বছর পরে! পরবর্তী সময়ে নাইসিয়া পরিষদ (Council of Nicea) (৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ) এটাকে আরও পরিমার্জিত করে। 'নাইসিয়া পরিষদ' কী, সেটা আমরা পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। এই টার্মটা মনে রাখার জন্য পাঠকের প্রতি অনুরোধ রইল।

---

[১] https : //extremelysmart.org/2011/11/26/dr-laurence-brown/

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মজার ব্যাপার হচ্ছে বাইবেলে এই ত্রিত্ববাদের রেফারেন্স তো আমরা পাই-ই না, বরং এর বিপরীত কথা পাই। একজন এসে ঈসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সবচেয়ে বড় অনুশাসন (commandment) কোনটা?' উত্তরে তিনি বলেন—

> **'হে ইসরাইল, শোনো; আমাদের ঈশ্বর একমাত্র প্রভু।'**[১]

অর্থাৎ বাইবেলই বলছে, আল্লাহ এক—এটাই মূল কথা। এখন আপনি যদি কোনো খ্রিস্টানকে এই রেফারেন্স দেখান, তাহলে সে বলবে, 'হ্যাঁ, ঈশ্বর এক—এটা তো ঠিকই আছে। কিন্তু তিনের এক' ইত্যাদি। এভাবে সে ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা দিতে চাইবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এইভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার কথা তো ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের নিজের, তাই না? কিন্তু তিনি আর কোনো ব্যাখ্যাই দিলেন না, এক কথায় বলে দিলেন যে, আল্লাহ এক। তাহলে আমরা কার কথা বেশি বিশ্বাস করব? ঈসা আলাইহিস সালামের কথা নাকি কোনো পোপ অথবা পাদ্রীর কথা?

বাইবেল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে এমন কাউকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন বাইবেল থেকে ত্রিত্ববাদের স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে, তাহলে খুব সম্ভবত সে নিচের অংশগুলোকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করবে। এগুলো আমরা এখন ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করব, ইনশা আল্লাহ।

রেফারেন্স ১ :

> **তিনজন সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঈশ্বর, বাক্য এবং পবিত্র আত্মা। এই তিনের মধ্য দিয়ে সেই সাক্ষ্য আসছে স্বর্গে এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই। পবিত্র আত্মা, পানি ও রক্ত—এই তিনের মধ্য দিয়ে সেই সাক্ষ্য আসছে মর্ত্যে এবং সেই তিনের সাক্ষ্য এক।**[২]

এটা সবচেয়ে বহুল উল্লেখিত রেফারেন্স, যেখানে বলা হচ্ছে পিতা (Father), বাক্য (The word),[৩] পবিত্র আত্মা (Holy Spirit)—এই তিন মিলিয়ে এক; কিন্তু বাইবেল স্কলাররা এ ব্যাপারে কী বলেন?

---

[১] Mark 12 : 29

[২] 1 John 5 : 7-8 (King James Version)

[৩] সুরা আলি-ইমরানের ৪৫নং আয়াতেও ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মকে আল্লাহর বাণী (বাক্য) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এটা নিয়ে আমরা আগে কথা বলেছি।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by LuraTech Infosoft

তারা বলেন যে, এই বাক্যটা মূল পাণ্ডুলিপিতে ছিল না, কোনো একজন কপিকারক এটা ফুটনোট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন নিজস্ব চিন্তা হিসেবে! পঞ্চম শতাব্দীতে এসে কারও এটা পছন্দ হলে (যে ত্রিত্ববাদের সমর্থক ছিল) সে তা মার্জিন থেকে মূল টেক্সটের অংশ বানিয়ে দেন। তাই বাইবেল স্কলাররা এই অংশকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১]

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এখনকার অধিকাংশ বাইবেল, যেগুলো সাধারণ মানুষদের জন্য, সেখান থেকে এটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে[২]; কিন্তু New Scofield Reference Bible বাইবেল স্কলারদের জন্য, সেখানে এটা রেখে দেওয়া হয়েছে, তবে ফুটনোটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা ৫ম শতাব্দীতে সংযুক্ত করা হয়েছে। মানে বাইবেলের অনুবাদ কেমন হবে সেটা নির্ভর করে পাঠকের ওপরে। এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে আমার বারবার নিচের আয়াতটির কথা মনে হচ্ছিল—

> *অতএব, তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব, তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।*[৩]

---

[১] দি ইন্টারপ্রেটারস বাইবেল এখানে মন্তব্য করেছে, 'রিভাইসড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনকে সামনে রেখে কিং জেমস ভার্সনের এই শ্লোকটিকে বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। কোনো প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে এর অস্তিত্ব নেই। কোনো গ্রীক ধর্মগুরুও এটা বর্ণনা করেননি। সব সংস্করণের মধ্যে কেবল ল্যাটিনে এর সন্ধান মেলে। আবার ল্যাটিনের একদম প্রাচীন সংস্করণগুলোর মাঝেও এটি পড়ে না। ভাল্‌গেইটের সবচেয়ে আদি পাণ্ডুলিপিগুলোতে এটা নেই। আবার, ডোড (Johannine Epistles, p. 127n) আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, 'সর্বপ্রথম স্পেনের প্রিসিলিয়ান এটাকে যোহনের প্রথম পত্রের অন্তর্ভুক্ত করে। সে ছিল প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাসী। ৩৮৫ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয় এবং ধীরে ধীরে এটি ল্যাটিন ভাল্‌গেইটের পাণ্ডুলিপিতে স্থান করে নেয়। অতঃপর একসময় এটি মূল শ্লোক হিসেবে গৃহীত হয়ে যায়।' [The Interpreter's Bible. 1957. Volume XII. Nashville : Abingdon Press. pp. 293294.]

বিস্তারিত জানতে : https : //bit.ly/2Ladhog

[২] যেমন : Revised Standard Version of 1952 and 1971, New Revised Standard Version of 1989, New American Standard Bible, New International Version, The Good News Bible, The New English Bible, The Jerusalem Bible, Darby's New Translation ইত্যাদি।

[৩]সুরা বাকারা, আয়াত : ৭৯

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রেফারেন্স ২ :

> **'তাই তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য করো। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে ব্যাপ্টাইজ করো।'**[১]

এখানে পিতা (Father), পুত্র (Son), পবিত্র আত্মা (Holy Spirit)—এদের তিনজনের নামে মানুষকে ব্যাপ্টাইজ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে আরেকটা গসপেলে[২] একই নির্দেশের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেখানে পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মার কোনো উল্লেখ নেই।[৩]

পারলৌকিক মুক্তির জন্য এমন বিপরীতধর্মী টেক্সটের ওপর কি ভরসা করা যায়?

আমার পক্ষে সম্ভব নয় ভরসা করা। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যদিও-বা এখানে তিনটা সত্তার কথা বলা হয়েছে, এটা কিন্তু প্রমাণ করে না যে, এরা তিনজন মিলে ঈশ্বর (God)। আসুন কমনসেন্স থেকে চিন্তা করি। কেউ যদি বলে 'সিংহ, বাঘ এবং ভল্লুক' তাহলে কি আমরা এটাকে তিনের ভেতর এক পশু (triune) চিন্তা করি? তাহলে 'পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা' শুনে কেউ ত্রিত্ববাদের কথা চিন্তা করবে কেন!

রেফারেন্স ৩ :

প্রমাণ হিসেবে আরও দেখানো হয় নিচের অংশ যেখানে বলা হচ্ছে—যে ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখেছে, সে যেন পিতা (Father) বা ঈশ্বরকেই (God) দেখেছে। তাহলে তো এরা একই সত্তা!

---

[১] Matthew 28 : 19

[২] আর তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে যাও এবং সব লোকের কাছে সুসমাচার (Gospel) প্রচার করো।' [Mark 16 : 15]

[৩] এমনকি বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুসারে, খোদ যিশুর শিষ্যরাই ব্যাপ্টিজম করানোর সময়ে ৩ জনের নামে করতেন না, যাদের ওরা ত্রিত্বের তিনজন ব্যক্তি মনে করে। বরং দেখা যায়, শিষ্যরা শুধু তাদের নবি যিশুর নামে ব্যাপ্টিজম করাতেন। উদাহরণ : Acts 2 : 38, 8 : 16, 10 : 48, 19 : 5

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by PLM Infosoft

> যিশু তাকে বললেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছি; আর ফিলিপ, তোমরা এখনো আমায় চিনলে না? যে আমায় দেখেছে, সে পিতাকে দেখেছে। তোমরা কীভাবে বলছ, 'আমরা পিতাকে দেখতে চাই?'[১]

কিন্তু বাইবেলের অন্য অংশেই আবার আছে কেউ পিতা বা ঈশ্বরকে দেখেনি[২], তার কণ্ঠও শোনেনি! তাহলে কি তারা একই সত্তা হতে পারে!

রেফারেন্স ৪ :

তাছাড়া যারা ত্রিত্ববাদের পক্ষে কথা বলেন তাদের আরও একটা প্রিয় রেফারেন্স হচ্ছে—

> **'আমি ও পিতা, আমরা এক।'**[৩]

অথচ এর ঠিক আগের অংশেই[৪] বলা হচ্ছে **'আমার পিতা, যিনি তাদের আমায় দিয়েছেন, তিনি সবার ও সবকিছু থেকে মহান।'** তাছাড়া বাইবেলে এমন আয়াতও[৫] আছে যেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম শিষ্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন যে, তারা সবাই এক। তাহলে সেই আয়াতগুলোকেও ত্রিত্ববাদীদের উপরিউক্ত রেফারেন্সের আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা উচিত। আর এভাবে ব্যাখ্যা করলে কিন্তু মতবাদটা আর তিন সত্তার সমষ্টির থাকে না, বহু সত্তার সমষ্টির হয়ে যায়।

---

[১] John 14 : 9

[২] পিতা, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, তিনি স্বয়ং আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তোমরা কখনো তার স্বর শোনোনি, তার রূপও দেখোনি। [John 5 : 37]

[৩] John 10 : 30

[4] John 10 : 29

[৫] পিতা, যেমন তুমি আমাতে রয়েছ, আর আমি তোমাতে রয়েছি, তেমনি তারাও যেন এক হয়। তারা যেন আমাদের মধ্যে থাকে যাতে জগৎসংসার বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ। [John 17 : 21] আমি আর এই জগতে থাকছি না, কিন্তু তারা এই জগতে থাকছে, আমি তোমারই কাছে যাচ্ছি। পবিত্র পিতা, যে নাম তুমি আমায় দিয়েছ, তোমার সেই নামের শক্তিতে তুমি তাদের রক্ষা করো। আমরা যেমন এক, তেমনি তারা যেন সকলে এক হতে পারে। [John 17 : 11]

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখন আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আজকের বাইবেলে কিছু হলেও আল্লাহর বিশুদ্ধ বাণী অবশিষ্ট আছে। সেই আলোকে কেউ কি অনুমান করতে পারেন, ওপরের অংশে আসলে কীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে?

আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝব যে, **'আমি ও পিতা, আমরা এক'** অথবা **'আমরা এক (শিষ্যগণ)'**—এই কনসেপ্টগুলো যতটা না আক্ষরিক, তার চেয়ে প্রতীকী। এখানে আসলে এদের সবার পথ বা মিশন যে একই এমন কথা বোঝানো হয়েছে আর এমনটা আমাদের কুরআনেও একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমার নিচের আয়াতটির কথা মনে পড়ছে—

> *যে লোক রাসুলের হুকুম মান্য করবে, সে আল্লাহর হুকুমই মান্য করল।*[১]

[১] সুরা নিসা (৪), আয়াত : ৮০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈসা আলাইহিস সালামই কি আল্লাহ!

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, ত্রিত্ববাদ যেমন বাইবেলে নেই, তেমনি আজকের বাইবেলে এত বিকৃতির পরও ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র দাবি করেছেন কি না তা একটি বিতর্কিত ব্যাপার। উপরন্তু নিউ টেস্টামেন্টে তিনি ৮৮ বার নিজেকে মানবসন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। একইভাবে তিনি কোথাও নিজেকে ঐশ্বরিক হিসেবে দাবি করেননি, বরং এমনটা অস্বীকার করেছেন।

আমরা এখানে অবতারবাদ (God Incarnation) তথা মানুষের রূপ ধরে আল্লাহর দুনিয়াতে আসার বিষয়টা কতটি অযৌক্তিক তা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে নেই। কারণ, তাহলে আজ আর আলোচনা শেষ হবে না। বাইবেলেই উল্লেখ রয়েছে, ঈশ্বর কখনোই মানুষ নন এবং মানুষের পুত্রও নন।[১] এভাবে বাইবেল সরাসরি অবতারবাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বাইবেল থেকে আরও জানা যায়, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল, তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল, তিনি সবকিছু জানতেন না—এগুলো স্পষ্টতই মানবীয় দুর্বলতা বা বৈশিষ্ট্য। এরপরও যারা বলেন, 'ঈশ্বর সবকিছু হতে পারলে মানুষ কেন হতে পারবে না?' তাদের এক কথায় বলা যায়, ঈশ্বর এমন কিছু করেন না, যা তাঁর ঐশ্বরিক মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক (God does not do any ungodly task)।[২]

---

[১] Numbers 23 : 19

[২] বিস্তারিত : https : //bit.ly/2OFatla

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এসব যুক্তি ছাড়াও বাইবেল থেকে অনেক রেফারেন্স দেওয়া যায়, যেগুলোতে ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেকে আল্লাহর অনুগত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

রেফারেন্স ১ :

> তাই যিশু তাদের বললেন, 'যখন তোমরা মানবপুত্রকে উঁচুতে তুলবে, তখন জানবে যে, আমিই তিনি এবং আমি নিজের থেকে কিছুই করি না। পিতা যেমন আমায় শিখিয়েছেন, আমি সেরকমই বলছি।[১]

এই অংশে তিনি স্পষ্টভাবে বলছেন, তিনি নিজে থেকে কিছুই করেন না, পিতা যা শেখান তা-ই বলেন।

রেফারেন্স ২ :

> তোমরা আমায় বলতে শুনেছ যে, 'আমি যাচ্ছি, আর আমি আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা যদি আমায় ভালোবাসো, তবে এটা জেনে খুশি হবে যে, আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। কারণ, পিতা আমায় থেকে শ্রেষ্ঠতর।[২]

এখানে ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেই বলছেন যে, পিতা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।

রেফারেন্স ৩ :

> যিশু উত্তর দিলেন, 'শাস্ত্রে লেখা আছে, 'তুমি কেবল তোমার প্রভু ঈশ্বরকেই উপাসনা করবে, কেবল তারই সেবা করবে!'[৩]

---

[১] John 8 : 28

[২] John 14 : 28, আরও আছে—উত্তরে যিশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি; পুত্র নিজে থেকে কিছু করতে পারেন না। পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তা-ই করতে পারেন। পিতা যা কিছু করেন পুত্রও তাই করেন।' [John 5 : 19]

[৩] Luke 4 : 8

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই রেফারেন্সটা সম্ভবত সর্বোচ্চ গুরুত্বের দাবি রাখে; কারণ, এখানে ঈসা আলাইহিস সালাম এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলছেন। আমরা আরও দেখেছি যে, ঈসা আলাইহিস সালাম সিজদা করেছেন।[১] তিনি নিজেকে যদি ঐশ্বরিক দাবি করবেন, তাহলে কাকে সিজদা করেছিলেন তিনি?

রেফারেন্স ৪ :

> **যিশু তাদের বললেন, 'কেবল নিজের দেশ ও নিজের পরিবারেই কোনো নবি সম্মান পান না।'**[২]

এখানে ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেকে নবি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন—যা শুধুই একটা উদাহরণ। বাইবেলের আরও অনেক জায়গায় এমন উদাহরণ আছে।

এখন অবধারিতভাবে প্রশ্ন ওঠে, যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে ঈশ্বর হিসেবে দাবি করেন তাদের পক্ষের রেফারেন্স কোনটা? তারা নিচের অংশকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে—

> **'আর এটি সর্বসম্মত যে, আমাদের ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব মহৎ। ঈশ্বর (God) মনুষ্য দেহে প্রকাশিত হলেন, পবিত্র আত্মার (Holy spirit) শক্তিতে যথার্থ প্রতিপন্ন হলেন, দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন, জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হলেন, জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হলেন, সপ্রতাপে ঊর্ধ্বে নীত হলেন।'**[৩]

এখানে বলা হচ্ছে, ঈশ্বর (God) রক্ত-মাংসের রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন মজার ব্যাপারটা হলো—এই অংশটি এভাবে বাইবেলের আদি পাণ্ডুলিপিগুলোতে ছিল না। আদি গ্রীক পাণ্ডুলিপি অনুসারে এটা ঈসা আলাইহিস সালামের প্রশ্ন ছিল—'Who manifest in the flesh?' কোনো একজন কপিকারকের ভুলে (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) এটা হয়ে গেছে ঈশ্বর (God)। কারণ, গ্রীক ভাষায়

---

[১] Matthew 26 : 39

[২] Matthew 13 : 53-57

[৩] 1 Timothy 3 : 16 King James Version (KJV)

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Who আর God শব্দের মধ্যে কেবল একটি মাত্র 'দাগের' পার্থক্য। তারপর থেকে এভাবেই চলছে। পরে যখন বাইবেলের অনেক পুরোনো পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তখন এই বিষয়টি চোখে পড়েছে। তাই আজকাল পরিমার্জিত সংস্করণগুলোতে একটা ফুটনোট[১] দেওয়া থাকে যেন কেউ সরাসরি দাবি করতে না পারে যে, কপিকারকের ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে।

সুবহানাল্লাহ! আমি যখন পড়ছিলাম এগুলো নিয়ে, আমার মাথা পুরো গুলিয়ে যাচ্ছিল! যে গ্রন্থের এত এত সংস্করণ আর কোটি কোটি অসংগতি প্রতিটি সংস্করণের মাঝে, সেখানে কীভাবে এটার ওপর ভিত্তি করে জীবন চালানো সম্ভব? নিশ্চয়ই কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত তার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে—কুরআনের কোনো সংস্করণ নেই।

[১] একই শ্লোকে গ্রীকে এখানে 'যিনি' ব্যবহার করা হয়েছে, অন্য প্রাচীন বর্ণনায় 'ঈশ্বর' ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য সূত্রে আছে, এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে, আমাদের ধর্মের নিগূঢ় সত্য অতি মহান—তিনি দেহে প্রকাশিত হলেন, পবিত্র আত্মার শক্তিতে যথার্থ প্রতিপন্ন হলেন, স্বর্গদূতরা তার দর্শন পেলেন। সর্বজাতির মধ্যে তাঁর সুসমাচার প্রচারিত হলো, জগতের মানুষ তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল, পরে স্বমহিমায় তিনি স্বর্গে উন্নীত হলেন। [1 Timothy 3 : 16 New Revised Standard Version (NRSV)]

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈসা আলাইহিস সালাম কি আল্লাহর ছেলে!

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি, ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের পরিচয় দিয়েছেন নবি হিসেবে। তাহলে এই ঈশ্বর পুত্রের (Son of God) ধারণাটা এলো কোত্থেকে? ত্রিত্ববাদের মতোই এটা একটা বিবর্তিত মতবাদ, ঐশ্বরিক মতবাদ নয়। এটা সর্বসম্মতক্রমে খ্রিষ্টধর্মের অংশ হয় ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে, নাইসিয়া পরিষদের (Council of Nicaea) মাধ্যমে। আগেই বলেছি, এ প্রসঙ্গে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ঈসা আলাইহিস সালাম 'ঈশ্বরপুত্র'—এর স্বপক্ষে তারা বাইবেল থেকে যেসব যুক্তি দেখায় সেগুলো আমরা এখন বিশ্লেষণ করব, ইনশা আল্লাহ।

যুক্তি ১ : ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে পিতা ডেকেছেন

কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর। তিনি 'আমার পিতা' না, 'আমাদের পিতা' বলেছেন। এই হিসাব অনুযায়ী, যেসব খ্রিষ্টান Lord's Prayer[১] উচ্চারণ করে, তারা কি সবাই আল্লাহর পুত্র?

যুক্তি ২ এবং অনুবাদে অসততার ১ম উদাহরণ

পাণ্ডুলিপিগুলো ঘাঁটলে দেখা যায়, ঈশ্বরপুত্রের এই মতবাদটি এসেছে দুটো গ্রীক শব্দ থেকে—'pais' এবং 'theou'. যেগুলোর অনুবাদ করা হয়েছে 'পুত্র' (son) হিসেবে;

---

[১] খ্রিষ্টানদের একটি ভক্তিপূর্ণ উপাসনা। নতুন নিয়ম অনুযায়ী যিশু এই উপাসনার নিয়ম শিখিয়ে গেছেন।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু এখানে গোড়ায় গলদ বিদ্যমান। গ্রীক শব্দ 'pais' এসেছে হিব্রু শব্দ 'ebbed' থেকে যার প্রাথমিক অর্থ হচ্ছে দাস (servant)। সুতরাং, 'pais' এবং 'theou'-এর সঠিক অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল 'আল্লাহর দাস', 'আল্লাহর ছেলে' নয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাইবেল ঘাঁটলে দেখা যায়, অন্য আরও বহু চরিত্রকে 'pais' এবং 'theou' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই শব্দটা নিউ টেস্টামেন্টে এসেছে ৮ বার। এর মাঝে ৫ বার বলা হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালামের কথা, বাকিগুলোতে দাউদ আলাইহিস সালাম[১] এবং ইসরাইলের ক্ষেত্রে[২]। প্রাথমিকভাবে বাইবেলে এই শব্দটার অনুবাদে সংগতি ছিল না। যখন ঈসা আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে তখন 'ছেলে'। যখন অন্যদের কথা বলা হয়েছে তখন 'দাস'! King James সংস্করণে এমনটাই দেখলাম। তবে আস্তে আস্তে মনে হয় মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ছে, মানুষকে ধোঁকা দেওয়া কঠিন হচ্ছে। যে কারণে পরিমার্জিত সংস্করণে দেখলাম সবই অনুবাদ করা হয়েছে 'দাস' হিসেবে।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এই শব্দটা আসলে আমাদের আব্দুল্লাহ তথা আল্লাহর বান্দার কনসেপ্টের মতো।

যুক্তি ৩ এবং অনুবাদে অসততার ২য় উদাহরণ

আরেকটি গ্রীক শব্দ 'huios', যার অনুবাদ করা হয় পুত্র (Son) হিসেবে, সেটাও একটা ভুল অনুবাদ। কারণ, অন্যান্য রেফারেন্স[৩] পড়লে সহজেই বোঝা যায়, অর্থটা আক্ষরিক নয়, প্রতীকী। কেননা এগুলোতে 'রাজ্যের সন্তান (son of kingdom)', 'বজ্রধ্বনির সন্তান (sons of thunder)' ইত্যাদির উল্লেখও রয়েছে, যা আক্ষরিক অর্থে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তারা যেহেতু এটাকে আক্ষরিকভাবে নিয়েছে, সেহেতু ঈসা আলাইহিস সালামের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার সময়ে লেখা হয়েছে আল্লাহর ছেলে (Son of God)। যখন অন্যদের ব্যাপারে অনুবাদ করা হয়েছে যেমন—'Adam was

---

[১] Lk. 1 : 69; Acts 4 : 25

[২] Lk. 1 : 54

[৩] Mattew 17 : 25, Luke 19 : 9, Matthew 7 : 9, Matthew 12 : 27, John 19 : 26, Luke 16 : 8, Mark 3 : 17.

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

the son of God'[১], 'Solomon এর কথা বলা হয়েছে, he will be my son'[২]। এমনকি ইসরাইলের সবাইকে 'sons of God' বলা হয়েছে।

দুটো উদাহরণের মাঝে পার্থক্য কি বোঝা যাচ্ছে? আগের 'Son'-এর 'S' লেখা হয়েছে বড় হাতের অক্ষরে; কিন্তু কেন এমন করা হয়েছে? কোনো কারণ নেই। বাইবেলের পাণ্ডুলিপিগুলো যেসব ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে—আরামাইক, গ্রীক ইত্যাদি ভাষার কোনোটাতেই এই বড় হাতের অক্ষরের (Capitalization) কনসেপ্ট নেই। তবুও এটা করা হয়েছে স্রেফ ঈসা আলাইহিস সালামকে আলাদা করার জন্য, তাদের মতবাদের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্য। এটা বাইবেলের অনুবাদকদের অসততার আরেকটি উদাহরণ।

যুক্তি ৪ এবং অনুবাদে অসততার ৩য় উদাহরণ

বড় হাতের অক্ষরে লেখা ছাড়াও ওদের আরও কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেমন তারা বলা শুরু করেছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম সৃষ্টি হননি, বরং পুত্র হিসেবে প্রসূত (begotten) হয়েছেন। এখন আমরা যদি 'প্রসূত' শব্দটার অর্থ অভিধানে দেখি, তা হচ্ছে নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়াতে যে সন্তানের জন্ম তাকেই 'প্রসূত' বলে। তাহলে কি তারা দাবি করে যে, আল্লাহ মারইয়ামের সাথে এই প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন? 'আস্তাগফিরুল্লাহ' ঠিক কতবার বললে এহেন ধারণা করার গুনাহ থেকেও বাঁচা যাবে আমার জানা নেই। তবে নিশ্চয়ই আমার রব যথার্থই ব্যাপারটা প্রকাশ করেছেন এভাবে—

> *তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। হয়তো এ কারণেই এখন নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। কেননা, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে সন্তান আহ্বান করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না।*[৩]

[১] Luke 3 : 38

[২] 2 Samuel 7 : 13

[৩]সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ৮৮-৯৩

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ ছাড়াও এখানে মজার একটি ব্যাপার আছে। বাইবেলের অনুবাদকেরা 'Monogenes' শব্দটা অনুবাদ করতে গিয়ে বলেছেন, এর অর্থ 'একমাত্র প্রসূত পুত্র (only begotten son)'। এই শব্দটা নিউ টেস্টামেন্টে ৯ বার আছে। Luke ৭ : ১২, ৮ : ৪২, ৯ : ৩৮ এগুলোতেও এই শব্দটা আছে, কিন্তু এখানে ঈসা আলাইহিস সালামের কথা বলা হচ্ছে না। ফলে তখন তারা 'একমাত্র প্রসূত' হিসেবে অনুবাদ করেনি। বাকি জায়গাগুলোতে যখন ঈসা আলাইহিস সালামের কথা বলা হচ্ছে, তখন 'একমাত্র প্রসূত' অনুবাদ করেছে। আরও এক জায়গায়[১] তারা এই শব্দটির অনুবাদ করেছে 'একমাত্র প্রসূত' যদিও-বা তখন ঈসা আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়নি। কার কথা বলা হচ্ছে কেউ কি অনুমান করতে পারেন?

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের 'একমাত্র প্রসূত পুত্র' হিসেবে ইসহাক আলাইহিস সালামের কথা। কেন এরূপ বলা হচ্ছে? কারণ, তারা তার সন্তান হিসেবে ইসমাইল আলাইহিস সালামের অস্তিত্বও অস্বীকার করতে চায়! কেন চায় সেটা তো আমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝি। তবে এই উদ্দেশ্যে অবশ্যই তারা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। কারণ, অনেকগুলো জায়গায়[২] আল্লাহ নিজে ইসমাইল আলাইহিস সালামকে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ছেলে হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছেন।

আমার কাছে এটা বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার একটা বড় উদাহরণ। তবে আশার কথা, এখনকার অনেক পরিমার্জিত সংস্করণ থেকেই এই বিষয়গুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ 'একমাত্র প্রসূত পুত্র' হিসেবে আর অনুবাদ করা হয়নি।

তাছাড়া আমার কাছে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে তার নিজের কথা। তিনি নিজে যেখানে সুস্পষ্টভাবে নিজেকে মানুষ হিসেবে দাবি করছেন, সেখানে আমি, আপনি কে তাকে আল্লাহর ছেলে বলার? আসুন দেখা যাক নিচের রেফারেন্সটি কী বলছে—

> **'কিন্তু এখন তোমরা আমায় হত্যা করতে চাইছ। আমি সেই লোক যে ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য শুনেছি এবং তোমাদের তা বলেছি। আব্রাহাম তো এ রকম কাজ করেননি।'**[৩]

---

[১] Hebrew 11 : 17

[২] Genesis 16 : 11, 16 : 15, 17 : 7, 17 : 23, 17 : 25

[৩] John 8 : 40, New Revised Standard Version (NRSV)

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে তিনি নিজেকে সেই লোক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যিনি সত্য প্রচার করছেন। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, ঈসা আলাইহিস সালাম যদি আসলেই নিজেকে আল্লাহর ছেলে হিসেবে দাবি করতেন, তাহলে তৎকালীন ইহুদি আইন অনুযায়ী এটা হতো ধর্মত্যাগ এবং নিঃসন্দেহে তারা তাকে সাথে সাথেই হত্যা করত!

তাছাড়া আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল নবি-রাসুলুল্লাহ অভিন্ন বাণী প্রচার করে গেছেন। সুতরাং, এই কনসেপ্ট সবার মাঝে প্রচার করা অবশ্যই তাওহিদের বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই এটা সত্য, তাহলে এমন একটা বিশাল ঘটনার ব্যাপারে আগের সব নবির ভবিষ্যদ্বাণী করা উচিত ছিল, তাই না? কিন্তু আমরা কোথাও এমন কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত পাই না।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আদি পাপ : বাইবেলের আলোকে আলোচনা

ত্রিত্ববাদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নিয়ে কথা বলার পর অবধারিতভাবে যে বিষয়টা আলোচনায় আসে তা হলো ঈসা আলাইহিস সালামের ক্রুশবিদ্ধ হবার ঘটনা। সাধারণ কমনসেন্স বলে যে, আল্লাহর ছেলেকে কেন মানুষ ক্রুশবিদ্ধ করতে সমর্থ হবে! তাই এটা সমর্থন করার জন্য খ্রিষ্টানরা মূলত দুটো মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়েছে—'আদি পাপ' এবং প্রায়শ্চিত্ত (Atonement)।

প্রথমত, আদি পাপ অর্থ তো আমরা সকলেই জানি—আদম আলাইহিস সালাম ও হাওয়া আলাইহাস সালাম কর্তৃক আল্লাহর নিষেধ করা গাছের ফল খাওয়া। তারা মনে করে যে, এই পাপের ফলেই মানুষ দুনিয়াতে এসেছে, তাই সব মানুষই জন্মগতভাবে পাপী।

দ্বিতীয়ত, প্রায়শ্চিত্ত অর্থ হচ্ছে—ঈসা আলাইহিস সালাম ঈশ্বরপুত্র হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এটা খ্রিষ্টধর্মের একটা আবশ্যকীয় অংশ। এখান থেকেই তাদের ব্যাপ্টিজম (Baptism)-এর প্রথাটা এসেছে যেখানে একজন নবজাতক শিশুকে ব্যাপ্টাইজ[১] করা হয়। তবে পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টান ধর্মের

---

[১] ব্যাপ্টিজম হলো সেই নিগূঢ়তত্ত্ব যা অতীতের সব পাপ মুছে দেয়। মানুষকে তা নতুন ও বিশুদ্ধ করে তোলে। যিশুর দেহের সাথে সংযুক্ত হবার মাধ্যম হলো ব্যাপ্টিজম। অর্থোডক্স গীর্জার অংশ হবার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পুরো সময় জুড়ে পানি পবিত্রাবস্থায় থাকে। পূত-পবিত্র ত্রিত্বের নামে ব্যাপ্টাইজড হতে আসা মানুষকে তিনবার পুরোপুরি পানিতে ডুবানো হয়। এতে পূর্বেকার সত্তার মৃত্যু ঘটে বলে ধরে নেওয়া

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মূলনীতিগুলোতে বিশ্বাস করে অন্য কেউও ব্যাপ্টাইজড হতে পারে।

এখন ত্রিত্ববাদ, ঈশ্বরপুত্র, ঈসা আলাইহিস সালামের ঐশ্বরিকতা ইত্যাদির মতোই আদি পাপ মতবাদের কোনো সরাসরি রেফারেন্স বাইবেলে পাওয়া যায় না, বরং আমরা এই মতবাদের পুরোপুরি বিপরীত বক্তব্য পাই। কী সেটা?

> **যে ব্যক্তি পাপ করে কেবল সেই মারা যাবে। পুত্রকে তার পিতার পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে না; আবার পিতাকেও তার পুত্রের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে না। ভালো লোকের ধার্মিকতা তার নিজের হাতে; তেমনই মন্দ লোকের মন্দও কেবল তারই অধিকারগত।**[১]

এখানে বলা হচ্ছে, কোনো শিশু তার মা-বাবার পাপের বোঝা বহন করবে না, মা-বাবাও তার সন্তানেরটা বহন করবে না ইত্যাদি।[২] এর চাইতে সুস্পষ্ট বক্তব্য আর কী থাকতে পারে!

কিন্তু আদি পাপ মতবাদের স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ তো থাকতে হবে! খ্রিষ্টানরা যে দলিল উপস্থাপন করে সেটা হলো—

> **পরের দিন যোহন (John) যিশুকে তার দিকে আসতে দেখে বললেন, 'ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপরাশি বহন করে নিয়ে যান!'**[৩]

হয়। এভাবে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, তার দাফনে অংশ নেওয়া হয় এবং যিশুর পুনরুত্থানে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে একটি নতুন জীবনের সূচনা ঘটে।

জন্মের পরপরই অর্থোডক্স খ্রিষ্টান পরিবারের সন্তানদের ব্যাপ্টাইজ করা হয়। যারা অর্থোডক্স হিসেবে ধর্মান্তরিত হয় তাদের ব্যাপ্টিজম গীর্জার নিয়মানুযায়ী হয়। যদিও মাঝে মাঝে কিছু ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। আর যারা অর্থোডক্সি ছেড়ে নতুন ধর্মানুসারী হয়েছে, তারা যদি আবার ফিরে আসতে চায় তাহলে তাদের ক্রিসমেশন দ্বারা গীর্জার সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

[১] Ezekiel 18 : 20

[২] কুরআনেও অনুরূপ আয়াত আছে যেখানে বলা হয়েছে, একজন আরেকজনের পাপের বোঝা বহন করবে না। যেমন— সুরা আনআম, আয়াত : ১৬৪; সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৫; সুরা ফাতির, আয়াত : ১৮; সুরা যুমার, আয়াত : ৭

[৩] John 1 : 29

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে ঈসা আলাইহিস সালামকে ঈশ্বরের মেষশাবক (Lamb of God) বলা হচ্ছে, যে কিনা পুরো দুনিয়ার পাপ মোচন করে দেয়। যেহেতু মেষশাবক হচ্ছে যা কুরবানি দেওয়া হয়, তাই তাদের দাবি, ঈসা আলাইহিস সালামের কুরবানির মাধ্যমে পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। এখন আপনাদের যুক্তিবাদী মন কী বলে? এমন একটা অস্পষ্ট রেফারেন্সের ওপর কি নিজের পারলৌকিক পরিণতি ভরসা করা যায়? আমি হলে পারতাম না এত বড় ঝুঁকি নিতে!

এ ছাড়া এই রেফারেন্স নিয়ে অন্য সমস্যাও আছে। এখানে যে শব্দটার অনুবাদ করা হয়েছে মেষশাবক (Lamb), সেটা একটা ভুল অনুবাদ।[১] মূল আরেমিক শব্দটার অনুবাদ হচ্ছে দাস (servant), যা বাক্যটার অর্থ একেবারেই বদলে দেয় এবং খ্রিষ্টান ধর্মের মূলে গিয়ে কুঠারাঘাত করে। বাইবেলের অনুবাদকরা যে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে কতটা অসৎ, এটা তার একটি জ্বলজ্বলে উদাহরণ।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তিনি আসলেই দুনিয়া থেকে পাপ মোচন করবেন, তাহলে নিচের শ্লোকে কেন তিনি পরকালের বিচারের দিকে ইঙ্গিত করছেন?

> **তারপর তারা তাদের কবর থেকে বাইরে আসবে। যারা সৎকর্ম করেছে তারা উত্থিত হবে এবং অনন্ত জীবন লাভ করবে। আর যারা মন্দকাজ করেছিল, তারা পুনরুত্থিত হবে এবং দোষী বলে বিবেচিত হবে।[২]**

এখন আমাদের বুঝতে হবে যে, এই আদি পাপ মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই খ্রিষ্টানরা দাবি করে যিশু সমগ্র মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন; কিন্তু মজার কথা হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালাম নিজে কখনোই এটা দাবি করেননি। তাদের ধর্মগ্রন্থে আজও সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে, তিনি শুধুই বনি ইসরাইলের জন্য এসেছিলেন—

> **আমাকে কেবল ইসরাইলের হারানো মেষদের কাছে পাঠানো হয়েছে।[৩]**

---

[১] https : //bit.ly/2PttyWK

[২] John 5 : 29

[৩] Matthew 15 : 24

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈসা আলাইহিস সালাম যখন তার শিষ্যদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠালেন, তখন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন, তারা যেন শুধু পথহারা বনি ইসরাইলকেই দাওয়াত দেয়, অন্য কাউকে নয়।

> **তোমরা অইহুদিদের অঞ্চলে বা সমরীয়দের কোনো নগরে যেয়ো না; বরং ইসরাইল জাতির হারানো মেষদের কাছে যেয়ো।**[১]

আজকের বিশ্বের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়—যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের অধিকাংশই অইহুদি (Gentile), ইসরাইল জাতির হারানো মেষ নয়!

[১] Matthew 10 : 5-6

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আদি পাপ : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম আমাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছে যে, নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কারণে আদম আলাইহিস সালামকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়নি, বরং তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছিল দুনিয়ায় পাঠানোর জন্য—

> *আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতারা বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হবে এবং রক্তপাত ঘটাবে?*[১]

আবার মানবসন্তান সবাই যে প্রথমে নিষ্পাপ থাকে সেটা আমরা নিচের হাদিস থেকে জানতে পারি। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *প্রতিটি শিশু সৃষ্টিগতভাবে মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদি, নাসারা অথবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে।*[২]

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৩০

[২] *সহিহ বুখারি* : ১৩৫৮, *সহিহ মুসলিম* : ২৬৫৮

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ তো গেল ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য। আল্লাহপ্রদত্ত আমাদের কমনসেন্স কী বলে এই প্রসঙ্গে?

প্রতিটি মানুষ তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে ন্যায়বিচার প্রত্যাশী। আমরা সবাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, এই দুনিয়ায় সবসময় ন্যায়বিচার হয় না। আর এই না হওয়াটাই আমার কাছে পরকালের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় যৌক্তিক প্রমাণ বলে মনে হয়। বিচার হতে হবে, হতেই হবে। তাত্ত্বিকভাবে যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই যে, আমরা শূন্য থেকে এসে আবার শূন্যে মিলিয়ে যাব, তাহলে আজ এত অন্যায়, খুনোখুনি, অপরাধ যারা করছে, তারা কি এমনিতেই পার পেয়ে যাবে?

এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে খ্রিষ্টান ধর্মের এই আদি পাপের ধারণাটি ন্যায়বিচার ধারণার মূলে গিয়ে আঘাত হানে। আবার আমার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি আরেকজন করেই থাকে, তাহলে আমার হাজারটা খুন করতে অসুবিধা কোথায়? আর একজন শিশু যে কিনা মাত্র পৃথিবীর আলো দেখেছে, সে জন্ম থেকেই পাপী, এটাই-বা কেমন ধারণা! তাই আমার কেন যেন মনে হয়—যারা নিজেদের ব্যাপ্টিস্ট খ্রিষ্টান দাবি করেন, ভেতরে ভেতরে তারা ঠিকই জানে যে, এটা সত্য হতে পারে না, তারপরও মরীচিকার মতো এই বিশ্বাসটাকে আঁকড়ে ধরে রাখে। কারণ, এতে যেমন খুশি তেমন জীবনযাপন করার একটা আধ্যাত্মিক লাইসেন্স পাওয়া যায়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামের দৃষ্টিতে আদি পাপ বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেটা কী হতে পারে, কেউ কি অনুমান করতে পারেন?

ইবলিস যখন আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সেটাই আদি পাপ। কারণ, আদম আলাইহিস সালামের নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার আগে এই পাপটা সংঘটিত হয়েছিল।

কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থে এটা একদমই অনুপস্থিত। কেন বলুন তো?

আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাব নিজেদের খেয়াল খুশিমতো বিকৃত করতে যে তাদের প্ররোচনা দিয়েছে, সে কী চাইবে যে তার পাপের কথা উল্লেখ থাকুক?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে আমাদের একটা জিনিস খুব গুরুত্বের সাথে বোঝা উচিত। আমরা যদি শয়তানের সিজদা না করার ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন করে কেবল আদম আলাইহিস সালামের ঘটনাকে সবার দৃষ্টিগোচর করি, তাহলে আমরা এখান থেকে প্রকৃত শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হব। আমাদের বুঝতে হবে, আদি পাপ শুধু একটি ধারণা নয়, বরং এটা জীবনযাপনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি। আমার মনে আছে, ছোটবেলায় আমি যখন আমলে নাজাত টাইপের বই থেকে ইসলাম শিখতাম, সেখানে বিশেষ একটি দুআ থাকত আসরের ওয়াক্তে পড়ার জন্য। আন্দাজ করতে পারেন, কী সেই দুআ? ছলনাময়ী নারীদের প্ররোচনা থেকে পুরুষদের বাঁচার জন্য দুআ। বইতে আসরের সময়টা বেশি করে ইবাদতে মশগুল থাকতে বলা হতো। কেন এমন বলা হতো? কারণটা বেশ অদ্ভুত এবং হাস্যকর! আদম আলাইহিস সালাম নাকি আসরের ওয়াক্তে বিবি হাওয়ার প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন! শুধু তা-ই নয়, বিবি হাওয়া পুরো ফলটা খেয়েছিলেন বলে মেয়েদের প্রতি মাসে যন্ত্রণাদায়ক কিছু মুহূর্তের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। ওদিকে আদম আলাইহিস সালাম পুরোটা খাননি, গলার কাছে আটকে গিয়েছিল, তাই ছেলেদের গলার মাঝের উঁচু অংশটিকে 'Adam's Apple' বলা হয়! সুবহানাল্লাহ! খ্রিষ্টধর্মের উপকথা কীভাবে আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। এসব বিভ্রান্তমূলক বই থেকে ইসলাম শেখা হয় বলেই হয়তো এত তরুণ-তরুণী ইসলামবিদ্বেষী হয়ে বেড়ে ওঠে!

বহু বছর পর আমি যখন সুরা বাকারায় বর্ণিত কাহিনিটা আরবিতে পড়লাম, তখন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আল্লাহ জানাচ্ছেন—তারা উভয়েই ভুলটা করেছিল।[১] আরবি ভাষা সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকলেই আমরা বুঝতে পারব যে, এই আয়াতে দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

এই কাহিনির সবচেয়ে শিক্ষণীয় অংশ—ভুল দুইজনের দ্বারাই হয়েছিল—আদম আলাইহিস সালাম ও শয়তান। আদম আলাইহিস সালাম সাথে সাথে তাওবা করেছিলেন, কিন্তু শয়তান করে নাই। অতএব, এখানে ভুল করাটা মুখ্য না, ভুল করার পর আমাদের প্রতিক্রিয়াটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।

আরও একটা পয়েন্ট যেটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ লেগেছে তা হলো শয়তানের অপরাধের মূল কারণ ছিল স্বীকৃতি পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আরবিতে যেটাকে বলা

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৩৬

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হচ্ছে 'ইস্তিকবার'। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাব, এই অনুভূতিটা অনেক বড় বড় পাপের উৎস। আমাদের হয়তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনি মনে আছে। তার ভাইদের মাঝের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের মূলে ছিল বাবা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছ থেকে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ পাওয়ার তীব্র ইচ্ছা। একে স্রেফ হিংসা অহংকার হিসেবে আখ্যায়িত করলে আমরা হয়তো নিজেদের সংশোধন করতে পারব না ঠিকমতো। ইস্তিকবারের চেয়েও সূক্ষ্মতম অনুভূতি। এখানে সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে শয়তান লালায়িত ছিল ধর্মীয় সম্মানের জন্য, দুনিয়ার না কিন্তু!

আমাদের কি মনে আছে, এই ধর্মীয় মর্যাদার মোহটা ছাড়তে পারেনি বলেই ইহুদিরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার মতো কুফরি করতে পেরেছিল? আমার দৃষ্টিতে আদি পাপ তাই ইস্তিকবার। এটা একটা রোগ, যা আক্রমণ করতে পারে আমাদের যেকাউকে, যেকোনো সময়ে। সেইসাথে বছরের পর বছর ধরে করে আসা আমলকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ রোগ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন। আমিন।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্রুশবিদ্ধের ঘটনা : বাইবেল যা বলে

বাইবেলের আলোকে ঈসা আলাইহিস সালামের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা বুঝতে হলে আমাদের কিছুটা নির্ভর করতে হবে অনির্ভরযোগ্য গসপেলসমূহের ওপরে। খ্রিষ্টানদের গসপেল অনুসারে ঈসা আলাইহিস সালামের ১২ জন শিষ্য ছিল (এই সংখ্যা ঠিক না ভুল আমরা জানি না)। তাদের মাঝে জুডাস (Judas) নামের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে ঈসা আলাইহিস সালামকে ধরিয়ে দিয়েছিল রোমান সৈন্যদের কাছে। বাকি শিষ্যরা তিনি গ্রেফতার হওয়ার পর তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।[১]

খ্রিষ্টানরা দাবি করে যে, শত শত মানুষ নাকি যিশুখ্রিষ্টের এই ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে; কিন্তু তাদের গসপেল থেকেই জানা যায়, রোমান সৈন্যরা বাদে মাত্র কয়েকজন মহিলা এটা দেখেছিল।[২]

বাইবেলের রেফারেন্স থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যদের মাঝখান থেকে কেউ এই ঘটনা দেখে নাই। এরপর কী হয়েছিল? তাদের বিশ্বাস

---

[১] ...তখন শিষ্যরা তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। আর একজন যুবক উলঙ্গ চেহারায় কেবল একখানি চাদর পরে যিশুর পেছন পেছন যেতে লাগল। তারা যুবকটিকে ধরলে, সে সেই চাদরটি ফেলে উলঙ্গ হয়ে পালাল। [Mark 14 : 50, 51, 52]; [Matthew 26 : 56, 57]

[২] আর সেখানে অনেক মহিলা ছিলেন। তারা দূর থেকে দেখছিলেন, তারা যিশুর সেবা করতে করতে গালীল থেকে তাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে মগ্দলিনি মরিয়ম, যাকোব ও যোসেফের মা মরিয়ম এবং সিবদিয়ের ছেলে যোহন ও যাকোবের মা ছিলেন। [Matthew 27 : 55, 56]; [Mark 15 : 40, 41]

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুসারে ঈসা আলাইহিস সালামকে ক্রুশবিদ্ধ করার পর তার একজন অনুসারী তার কবরস্থানে যান এবং কবরটা শূন্য দেখতে পান। সেখানে তিনি ফেরেশতা দেখতে পান। তারপর ৪০ দিন সময়ের মাঝে ঈসা আলাইহিস সাল্লাম তার বিভিন্ন অনুসারীদের মাঝে দেখা দেন।[১]

এখান থেকেই তাদের বিশ্বাস হচ্ছে যে, ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং ফেরেশতাদের সাহায্যে ঊর্ধ্বে গমন করেন। তারা তার দ্বিতীয় আগমনে বিশ্বাস করে, দ্বিতীয়বার এসে তিনি তার সম্পূর্ণ মিশন সম্পন্ন করবেন অর্থাৎ ন্যায়বিচারপূর্ণ ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই পুনরুত্থানের ঘটনাটা তাদের ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় অংশ, এই উপলক্ষ্যে তারা ইস্টার সানডে (Easter Sunday) উদযাপন করে, যেটার কথা আমরা অনেকেই জানি।

অর্থাৎ ঊর্ধ্বগমনের ধারণাটা খ্রিষ্টানদের মাঝেও আছে; কিন্তু এর মাধ্যমেই তারা ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঐশ্বরিকতা আরোপ করে। আর সে জন্যই ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য তাদের আদি পাপ এবং তিনি সকল মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন—এইসব কনসেপ্টের দরকার হয়। ড. লরেন্স ব্রাউন, যার লেখা রিসোর্স হিসেবে আমি মূলত বইয়ের এই অংশ লিখতে গিয়ে ব্যবহার করেছি, তিনি তার আর্টিকেলে দেখিয়েছেন, ঈসা আলাইহিস সালামের এই ঊর্ধ্বগমনের যেসব কাহিনি গসপেলে আছে সেগুলোর মাঝে এত বৈপরীত্য আছে যে, সেগুলা থেকে প্রকৃত ঘটনা খুঁজে পাওয়া কিংবা সেগুলোতে বিশ্বাস করা কোনো যুক্তিবাদী মনের পক্ষে খুবই কঠিন।[২]

এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে—বাইবেলের অন্যান্য অংশ থেকে পরোক্ষভাবে বোঝা যায়, ঈসা আলাইহিস সালাম ক্রুশবিদ্ধ হননি, বরং তিনি তার অনুসারীদের বলেছেন, তিনি ঊর্ধ্বে গমন করবেন। নিচে আমরা এমন কিছু রেফারেন্স দেখব—

---

[১] যিশুর পুনরুত্থানের পর এরা কবর ছেড়ে পবিত্র নগর জেরুজালেমে গিয়ে বহুলোককে দেখা দিয়েছিলেন। [Matthew 27 : 53]

[২] যাদের আগ্রহ আছে, তারা লেখাটা এখানে পড়ে দেখতে পারেন—https : //bit.ly/2Yvilsz

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> পরে তিনি শিষ্যদের থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে হাঁটুগেড়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'পিতা যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। হ্যাঁ, তবুও আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!' এরপর স্বর্গ থেকে একজন স্বর্গদূত এসে তাকে শক্তি জোগালেন। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে যিশু আরও আকুলভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। সেই সময় তার গা দিয়ে বড় বড় রক্তের ফোঁটার মতো ঘাম ঝরছিল।[১]

অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন,[২] মৃত্যু যেন তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তখনই ফেরেশতার আগমন ঘটে। এ থেকে আমরা বুঝি, আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। আল্লাহ যে দুআ কবুল করেছিলেন তা নিচের অংশ থেকে বোঝা যায়—

> **'খ্রিস্ট যখন এ জগতে ছিলেন তখন সাহায্যের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বরই তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ। যিশু ঈশ্বরের নিকট প্রবল আর্তনাদ ও অশ্রুর সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি তার নম্রতা ও বাধ্যতার জন্য ঈশ্বর যিশুর প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন।**[৩]

এর চেয়ে আরও সরাসরি রেফারেন্সও পাওয়া যায়—

> **ঈশ্বর তার দূতদের আজ্ঞা দেবেন এবং তুমি যেখানেই যাবে তারা তোমায় রক্ষা করবে। তোমার পা যাতে পাথরে হোঁচট না খায়, সেই জন্য ওদের হাত তোমায় ওপরে ধরে রাখবেন।**[8]

---

[১] [luke 22 : 41-44]

[২] এটি আরেকটি রেফারেন্স ঈসা আলাইহিস সালামের ঐশ্বরিকতা প্রত্যাখ্যান করার জন্য।

[৩] [Hebrews 5 : 7, New Revised Standard Version]

[8] Psalms 91 : 11-12 New International Version (NIV) Psalms-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী যে যিশুরই ব্যাপারে এর প্রমাণ হলো—খোদ নিউ টেস্টামেন্টে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, Psalms 91 মাসিহর ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী। New International Version (NIV) বাইবেলের Luke 4 : 10-12 ও এর ফুটনোট দেখুন। এখানে সরাসরি Psalms 91 : 11-12 উদ্ধৃত করা হয়েছে। অনেক খ্রিস্টান অপতর্ক করে বলতে চায় Psalms 91 মাসিহ এর ব্যাপারে না; কিন্তু তাদের কথা সরাসরি বাইবেলের বিপরীত। Psalms 91 অধ্যায়ের পুরোটাই মাসিহর ভবিষ্যদ্বাণী, এটা নিউ টেস্টামেন্ট সাক্ষ্য দেয়।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই অংশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ফেরেশতারা তাকে সবসময় রক্ষা করবেন, কোনো পাথরে যেন তার পা হোঁচট না খায় (ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার শুরুর পদ্ধতি), সে জন্য হাত দিয়ে তাকে ওপরে ধরে রাখবেন। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, তারপরও শত শত বছর ধরে এই মতবাদ চালু থাকার কারণ কী? কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর! তারা বাইবেল পড়ে না, পোপ-পাদরিরা যা বলে তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে!

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্রুশবিদ্ধের ঘটনা : ইসলাম যা বলে

বাইবেলের আলোকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা পর্যালোচনা করার পর নিশ্চয়ই আমাদের বিস্তারিত জানতে ইচ্ছা করছে, ঈসা আলাইহিস সালামের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কী বলে? কুরআন আমাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে যে, ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা বা ক্রুশবিদ্ধ কোনোটাই করতে তারা সক্ষম হয়নি। যেসব আয়াতে এই বিষয়টি উল্লেখ করা আছে সেগুলো হচ্ছে সুরা ইমরানের ৫৫ নং আয়াত, নিসার ১৫৭-৫৮ নং আয়াত। তবে এটাও ঠিক যে, ঘটনাটা আদতে কীভাবে ঘটেছিল তা কুরআন ও হাদিস থেকে আমরা কিছু জানতে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের জন্য এটা অপ্রয়োজনীয়, সে জন্যই আল্লাহ আমাদের জানাননি।

তবে এই আয়াতগুলো নিয়ে কথা বলার আগে আমি নিজের কিছু ব্যক্তিগত উপলব্ধি শেয়ার করতে চাই। আমি যখন ড. লরেন্স ব্রাউনের Misgoded বইটা পড়ছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, খ্রিষ্টানদের আসলে খুব দোষ দেওয়া যায় কি না। তারা অনুবাদ পড়ছে। তারা কীভাবে বুঝবে যে, গ্রীক পাণ্ডুলিপি থেকে অনুবাদের সময় সততা বজায় রাখা হয়নি? গ্রীক ভাষার জ্ঞান তো আজকের বিশ্বে খুব প্রচলিত জ্ঞানও না। আমরা কি আশা করতে পারি, প্রতিটা মানুষ পরীক্ষা করে দেখবে আদি পাণ্ডুলিপি? বাইবেলের অনুবাদকদের, পোপ, পাদরি এদের যদি এইটুকু বিশ্বাস না করা যায়, তাহলে পুরো ধর্ম-ব্যবস্থাটাই তো ভেঙে পড়বে! এটা ভাবতে গিয়েই আমার মনে হচ্ছিল, মুসলিম হিসেবে আমাদের অবস্থা কি খুব আলাদা? আজকাল

www.boimate.com

কেউ যদি কুরআনের ভুল অনুবাদ করে, অপব্যাখ্যা করে, তাহলে আমাদের কি বোঝার উপায় আছে সেটা?

আমরা অনেক সময়ই অভিযোগ করি, কুরআন আল্লাহ কেন আরবি ভাষায় নাজিল করলেন যা কিনা অনেক কঠিন! অথচ আমরা চিন্তা করি না, এটা আল্লাহর অশেষ রহমত যে আরবি আজও একটা জীবন্ত ভাষা, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আল্লাহ নিজে বলছেন, তিনি কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করা আমাদের জন্য সহজ করে দেবেন।[১] তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে আমরা আল্লাহর ওয়াদায় বিশ্বাস করি না?

এই কথাগুলো এখন বলছি কারণ আমরা অনেকেই হয়তো জানি, ঈসা আলাইহিস সালামকে ওপরে তুলে নেওয়া-সম্পর্কিত আয়াতগুলো নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা করা হয়। ২০০৯ সালের দিকে আমি যখন ইসলাম প্র্যাকটিস করা শুরু করি, আমার মনে আছে, তখন দেশে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা নিয়ে খুব তোলপাড় চলছিল। আমি তখন মাত্র ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করা শুরু করেছি, এদের নামও শুনিনি আগে। তখন তারা প্রায়ই রাতের অন্ধকারে বাসার নিচ দিয়ে তাদের লিফলেট দিয়ে যেত। সেগুলোতে লেখা থাকত—তারা কেন মুসলিম, তাদের বিশ্বাসের মূলনীতিগুলো, সেগুলোর যৌক্তিকতা ইত্যাদি। (যেমন তারা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবি ভাবে, তাকে মাসিহ হিসেবে দাবি করে, কুরআনের উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ করতে চায় যে ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যু হয়েছে ইত্যাদি।) আমি যেহেতু তখন কিছুই জানি না, তাই একটা দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল, অস্বীকার করব না। তখন তাদের বিশ্বাসের স্তম্ভগুলোর তীব্র বিরোধিতা করে খুব কড়া ভাষায় লেখা একটা বই পড়েছিলাম, পড়ে আমার লেখকের ওপরেই মেজাজ খারাপ হয়েছিল।

কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে তখন ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি করে তাদের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছিলাম। তাই এ-সংক্রান্ত রিসোর্স যে ইন্টারনেটে আছে, সেটা আমি জানতাম। এবার বইয়ের এই অংশ লিখতে গিয়ে আজকের আমি যখন ওই রিসোর্সগুলো আবার পড়তে লাগলাম, তখন আমি বুঝলাম যে, সেগুলো আসলে কতটা অপ্রতুল! আমি আরও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ,

---

[১] সুরা কামার (৫৪), আয়াত : ১৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পেয়েও গেলাম যা বোঝার জন্য আরবির প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। সুবহানাল্লাহ, আমি যেন নতুন করে উপলব্ধি করলাম, আরবি কুরআন হচ্ছে কুরআন। কুরআন আরবিতে বুঝলে কেউ আমাকে ইচ্ছামতো অনুবাদ অথবা অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্ত করতে পারবে না, ইনশা আল্লাহ!

এই অনুভূতি আসতেই মনে পড়ল মারইয়াম জামিলার কথা। ইসলামের একদম প্রাথমিক সময়ে তার *Islam and the west, Islam and Orientalism* ইত্যাদি বইগুলো আমাকে অনেক কিছু বুঝতে শিখিয়েছিল। নির্দিষ্ট বইয়ের নাম মনে পড়ছে না, তবে কোনো একটা বইতে ছিল, মুসলিম বিশ্বে ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা করা হয়েছে তা হচ্ছে সূক্ষ্ম ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাষা হিসেবে আরবিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এর জের মুসলিম উম্মাহ আজও পোহাচ্ছে। তিনি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই বিষয়টি দেখিয়েছিলেন যে, ঐশী গ্রন্থের মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্নতাই তাদের পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ ছিল। তখন কথাটা পড়ে আমি চমকে উঠেছিলাম, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আরবি শেখার। আজকে এই আয়াতগুলো নিয়ে পড়তে গিয়ে আবারও তার সেই বক্তব্যের প্রজ্ঞা অনুধাবন করলাম। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বললেই নয়—আমরা হয়তো প্রাচ্যবিদ বা ওরিয়েন্টালিস্টদের ব্যাপারে জানি, এদের কাজই ছিল ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করে ইসলামের ভুল প্রচার করা। আজকাল জাকির নায়েক বা অন্যান্য অনেক বক্তাকে কুরআন বা হাদিসের বিভিন্ন আয়াতের মাঝে আপাত বিরোধিতাগুলোর ব্যাখ্যা দিতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নকারী হয় মুসলিম, ইন্টারনেটে হয়তো ইসলাম নিয়ে সার্চ দিয়েছে, প্রথমেই ইসলাম বিরোধী সাইটগুলো এসেছে, দিশেহারা হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই আপাত বিরোধিতাগুলো খুঁজে বের করল কে? ওরিয়েন্টালিস্টরা?

উত্তর হচ্ছে, না। ইসলামের ক্ল্যাসিকাল যুগে আমাদের আলিমরাই এগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং আপাত বিরোধিতাগুলো যে আসলে কোনো সমস্যাই না—সেগুলো ব্যাখ্যা করে বই লিখেছেন। এদিকে ওরিয়েন্টালিস্টরা করেছে কী, সেসব বই থেকে শুধু আপাত বিরোধিতাগুলো তুলে ধরে আলাদা বই লিখেছে নিজেদের ভাষায়। আমাদের আলিমদের লেখা বই-ই ব্যবহার করেছে উলটো ইসলামকে হেয় প্রমাণে। শতাধিক বছর ধরে চালানো তাদের এই প্রচেষ্টা হয়তো পশ্চিমাদের কাছে সফল হয়েছে, কিন্তু মুসলিমদের কেশাগ্র স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি। কেন?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণ, মুসলিমরা খুব ভালো করে আলিমদের লেখার সাথে পরিচিত ছিল। যখনই তারা আপাত বিরোধিতাগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে, মুসলিমরা আলিমদের লেখা যুক্তি দিয়ে তাদের যুক্তিকে খণ্ডন করেছে।

তাহলে কখন থেকে মুসলিম উম্মাহ এগুলো দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া শুরু করেছে? যখন থেকে ক্ল্যাসিকাল রিসোর্সের সাথে মুসলিমদের সেতুবন্ধন ভেঙে গেছে। কখন এটা হয়েছে? যখন থেকে আরবি আর মুসলিমদের প্রধান ভাষা নেই!

জানি না, এই কথাগুলো বলা প্রাসঙ্গিক হলো কি না, তবে এই আয়াতগুলো পড়তে গিয়ে আমি বুকের গভীর থেকে আবারও অনুভব করেছি, আরবি জানাটা আমাদের জন্য আবশ্যক। এ যেন কোনো শখ নয়, জরুরি প্রয়োজন এখন!

ফিরে আসছি মূল আলোচনায়। এখন আমরা ঈসা আলাইহিস সালামের ঊর্ধ্বগমনের কথা উল্লেখিত হয়েছে এমন তিনটি আয়াত বিশ্লেষণ করব, ইনশা আল্লাহ।

আমরা প্রথমে আলোচনা করব সুরা আলি-ইমরানের ৫৫ নং আয়াত এবং সুরা মায়িদার ১১৭ নং আয়াত নিয়ে। কাদিয়ানীরা এই আয়াতগুলোকে ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চায় যে, ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যু হয়েছে। এই আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে ইচ্ছা করেই আমি ইন্টারনেটে পাওয়া যায় এমন দুটো বাংলা অনুবাদ উল্লেখ করছি—

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

[জহুরুল হকের অনুবাদ]

স্মরণ করো! আল্লাহ বললেন—'হে ঈসা, আমি নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু ঘটাব, এবং আমি তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করব, আর তোমাকে পরিশোধিত করব যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের থেকে, আর যারা তোমায় অনুসরণ করবে তাদের আমি স্থান দেবো অবিশ্বাস-পোষণকারীদের ওপরে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত, এরপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে, আর আমি তোমাদের মধ্যে বিচার করব, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।'[১]

[১] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৫৫

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[মুহিউদ্দীন খানের অনুবাদ]

আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেব এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেব—কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদের কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের ওপর জয়ী করে রাখব। বস্তুত তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো।[১]

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

[জহুরুল হকের অনুবাদ]

আমি তাদের বলিনি তুমি যা আমাকে আদেশ করেছ তা ছাড়া অন্য কিছু, যথা—'তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো যিনি আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু', আর আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমার মৃত্যু ঘটালে তখন তুমিই ছিলে তাদের ওপরে প্রহরী। আর তুমিই হচ্ছে সব কিছুরই সাক্ষী।[২]

[মুহিউদ্দীন খানের অনুবাদ]

আমি তো তাদের কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন—তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন করো যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।[৩]

[১] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৫৫

[২] সুরা মায়িদা (৫), আয়াত : ১১৭

[৩] সুরা মায়িদা, আয়াত : ১১৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা হয়তো জানি, বিভ্রান্ত গ্রুপগুলোর সবচেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে স্পষ্ট আয়াতগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে অস্পষ্ট আয়াতগুলোকে ব্যবহার করা। এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। আল্লাহ সুরা নিসার ১৫৭ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিচ্ছেন, ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করা হয়নি, শূলেও চড়ানো হয়নি; কিন্তু তারা যে শব্দটা নিয়ে কাটাছেঁড়া করে, সেটা হলো مُتَوَفِّيكَ[১] এবং تَوَفَّيْتَنِي[২]। দুটো শব্দই একই মূল ধাতু থেকে এসেছে, তাই আমরা সুরা আলি-ইমরানের ৫৫ নং আয়াতকে ভিত্তি করেই আলোচনা চালিয়ে যাব। খেয়াল করলে দেখব, জহুরুল হক দুই ক্ষেত্রেই এটার অনুবাদ করেছেন 'তোমার মৃত্যু ঘটাব', যেটা আসলে কাদিয়ানী ব্যাখ্যা। মুহিউদ্দীন খানের সুরা আলি-ইমরানের ৫৫ নং আয়াতের অনুবাদে আছে—'তোমাকে নিয়ে নেবো', যেটা অনেকটা আক্ষরিক অনুবাদ। ইংরেজি অনুবাদগুলোতেও বলা হয়েছে 'Will Take you'। বিষয়টা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে?

আমরা এটা পর্যালোচনা করব আরবি ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে। مُتَوَفِّيكَ আসলে দুটো শব্দ, كَ এখানে সংযুক্ত সর্বনাম (Attached pronoun)। مُتَوَفِّ শব্দটার মূল ধাতু হচ্ছে تَوَفَّ যার আভিধানিক অর্থ 'একেবারে নিয়ে নেওয়া'। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, 'হে ঈসা, আমি আপনাকে একেবারে নিয়ে নিচ্ছি...'। এখন কেউ যদি বলে, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাকে নিয়ে নিয়েছেন', স্বাভাবিকভাবেই আমরা বুঝব, সেই ব্যক্তি মারা গেছে; কিন্তু কুরআন বুঝতে হলে আমাদের আভিধানিক অর্থ দেখলে হবে না, দেখতে হবে কুরআনে এই শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র এই تَوَفَّ শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে ফেরেশতারা যখন আত্মাকে তুলে নিয়ে যায় তখন। সুরা যুমারের ৪২ নং আয়াতে আছে—

اللَّـهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে।

কাদিয়ানীরা এই যুক্তি দেখিয়ে বলে যে ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যু ঘটেছে। অথচ এই আয়াত থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই তুলে নেওয়ার ব্যাপারটা শুধু মৃত্যুর

[১] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৫৫

[২] সুরা মায়িদা (৫), আয়াত : ১১৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সময়েই ঘটে না, ঘুমের সময়েও ঘটে। খুব, খুব স্পষ্ট করে ঘুমের সময়ে এবং মৃত্যুর সময়ে আত্মা তুলে নেওয়ার মাঝে পার্থক্যটা তুলে ধরা হয়েছে। ঘুমের সময়ের তুলে নেওয়ার কথা সুরা আনআমের ৬০ নং আয়াতেও আছে—

وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ

তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদের করায়ত্ত করে নেন।

তাছাড়া কুরআনের অন্যত্র থেকে বোঝা যায়, تَوَفِّ শব্দটা দিয়ে শুধুই মৃত্যুকে বোঝায় না। যেমন: সুরা নিসার ১৫ নং আয়াত—حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদের তুলে না নেয়। যদি تَوَفِ মানেই মৃত্যু হতো তাহলে আলাদা করে الْمَوْتُ (মাওত) শব্দটা উল্লেখ করার দরকার ছিল না।

তাহলে আমরা এতে কী বুঝলাম? যখন আল্লাহ تَوَفِّ শব্দ দ্বারা মৃত্যু বা ঘুম বোঝাচ্ছেন, তখন তিনি কী বোঝাচ্ছেন সেটা আয়াতের অন্যান্য অংশ থেকে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। যখন কিছুই বোঝাচ্ছেন না, তখন আলি-ইমরানের ৫৫ নং আয়াতের অনুবাদ করতে হবে আক্ষরিক—'আমি আপনাকে একেবারে নিয়ে নিচ্ছি।'

আল ইমরানের ৫৫ নং আয়াতটির প্রকৃত অর্থ কী তাহলে? এই আয়াতে تَوَفِّيكَ বলতে আসলে কী বোঝানো হচ্ছে সেটা আয়াতের পরের অংশেই বলে দেওয়া হচ্ছে—إِلَيَّ وَرَافِعُكَ যার অর্থ হচ্ছে 'এবং আমার নিকট আপনাকে উঠিয়ে নেব'। এই অংশটা নিয়ে কাদিয়ানীরা বলে যে এটার আসল মানে হচ্ছে, 'কাউকে কোনো মর্যাদায় উন্নীত করা'। প্রমাণ হিসেবে তারা উপস্থাপন করে নিচের আয়াতটি—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

[মুহিউদ্দীন খানের অনুবাদ]

এই কিতাবে ইদরিসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবি। আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম।[১]

[১] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ৫৬-৫৭

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[জহুরুল হকের অনুবাদ]

> আর কিতাবখানাতে ইদরিসের কথা স্মরণ করো। নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন সত্যপরায়ণ, একজন নবি। আর **আমরা তাকে উন্নীত করেছিলাম অত্যুচ্চ পর্যায়ে।**[১]

তাদের কথা হচ্ছে যে رَافِعُ মানে জীবিত তুলে নেওয়া নয়, সম্মানিত করা—যেমনটা ইদরিস আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে। তার মৃত্যু হয়েছে সেটা নিশ্চিত। অতএব, মৃতদের ক্ষেত্রেও এটার ব্যবহার হতে পারে।

আসলে এই যুক্তিটা তখনই সন্তোষজনক মনে হবে, যখন আমাদের আরবি ভাষাজ্ঞান থাকবে না।

رَافِعُ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শারীরিকভাবে কাউকে তুলে নেওয়া। যদি এটা দ্বারা সম্মান বা অন্য কিছু বোঝানো হয় তাহলে বিশেষণ যোগ করা হয়। এটার উদাহরণ হচ্ছে ওপরের আয়াতটি—ইদরিস আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কীভাবে সমুন্নত করা হয়েছে? مَكَانًا عَلِيًّا মানে অত্যুচ্চ পর্যায়ে।

এমন আরেকটি উদাহরণ আছে সুরা ইনশিরাহতে—

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা, স্মরণ, মর্যাদা ইত্যাদি সমুন্নত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো বিশেষণ যদি না থাকে, শুধু رَافِعُ থাকে, তাহলে আভিধানিক অর্থানুসারে—শারীরিকভাবে কাউকে তুলে নেওয়া বুঝতে হবে। এটার প্রমাণ কী?

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[২]

এই আয়াতে তৎকালীন বনি ইসরাইলের ওপর তুর পাহাড় তুলে ধরার কথা বলা হচ্ছে। এই আয়াত পড়ে কেউ কস্মিনকালেও চিন্তা করে না যে, তুর পাহাড়কে সম্মানিত করার কথা বলা হচ্ছে।

---

[১] সুরা মারইয়াম (১৯), আয়াত : ৫৬-৫৭

[২] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ৬৩

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাহলে অবশেষে এত আলোচনার সারমর্ম কী? ঈসা আলাইহিস সালামকে তার দেহ এবং প্রাণ-সহ সম্পূর্ণরূপে তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন সুরা আলি-ইমরানের ৫৫ নং আয়াতের যে এ কথাই বোঝানো হয়েছে, তা আমরা কীভাবে নির্ণয় করলাম? আয়াতের পরের অংশ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ থেকে! যেটাতে কোনো বিশেষণ না থাকায় আমরা বুঝব শারীরিকভাবে তুলে নেওয়া। অর্থাৎ বাংলা অনুবাদগুলো এ ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর।

এখন আমরা দেখব স্পষ্ট আয়াতটি, সুরা নিসার ১৫৭ নং আয়াত।

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

[জহুরুল হকের অনুবাদ]

আর তাদের বলার জন্য—'আমরা নিশ্চয়ই কতল করেছি মাসিহকে—আল্লাহর রাসুল মারইয়ামপুত্র ঈসাকে।' অথচ তারা তাকে কতল করেনি, আর তারা তাকে ত্রুশে বধও করেনি, কিন্তু তাদের কাছে তাকে তেমন প্রতীয়মান করা হয়েছিল। আর নিঃসন্দেহ যারা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করছিল, তারা অবশ্য তার সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে ছিল। এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই অনুমানের অনুসরণ ছাড়া। আর এটা সুনিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাকে তাঁর দিকে উন্নীত করেছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাশক্তিশালী, পরমজ্ঞানী।

[মুহিউদ্দীন খানের অনুবাদ]

আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মারইয়ামপুত্র ঈসা মাসিহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শূলেতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এ ক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধু অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তারা তাকে হত্যা করেনি; বরং তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

www.boimate.com

Compressed with PDFCompressor by DLM Infosoft

এখানে বলা হচ্ছে وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّـهُ إِلَيْهِ আর নিশ্চয়ই তাকে তারা হত্যা করেনি; বরং তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে।

অর্থাৎ তাকে হত্যা করা হয়নি, যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে بَل শব্দটা দিয়ে। তাহলে কী করা হয়েছে? رَّفَعَهُ, তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে। যখন আমরা مُتَوَفِّيكَ শব্দের অর্থটা এভাবে সঠিকভাবে বুঝব, তখন সুরা মায়িদার ১১৭ নং আয়াতের সঠিক অনুবাদ বুঝতে পারব যেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম বলছেন, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ—অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। অর্থাৎ আমাকে আপনার কাছে তুলে নিলেন। এই উদাহরণ থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি আরবি জানা কতটা জরুরি?

যা-ই হোক, এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছিল কীভাবে? আমরা আগেই বলেছি কুরআন বা হাদিস এ ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট কিছু বলে না। এ প্রসঙ্গে সুরা নিসা ১৫৭-১৫৮ নং আয়াতটি আবারও লক্ষণীয়। এই আয়াতে আমাদের মূল আলোচ্য হচ্ছে شُبِّهَ শব্দটা। আমরা খেয়াল করলে দেখব, দুটো অনুবাদে পুরোই ভিন্ন দুটো অর্থ উপস্থাপন করা হয়েছে।

[জহুরুল হকের অনুবাদ]

.....

কিন্তু তাদের কাছে তাকে তেমন প্রতীয়মান করা হয়েছিল।

.....

[মুহিউদ্দীন খানের অনুবাদ]

.....

বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল।

.....

প্রথমটা থেকে মনে হবে, কেউ একজন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। পরেরটা থেকে মনে হবে, পুরো ঘটনাটা নিয়েই বিভ্রান্তি আছে। আরবি শব্দের অর্থের দিক থেকে দুটোই সম্ভব। এখন *তাফসির ইবনু কাসির*-এ এই আয়াতের তাফসিরে ইবনু আব্বাস থেকে যে বর্ণনা করছেন,[১] তাতে বলা হচ্ছে, ঈসা আলাইহিস সালামের জায়গায়

---

[১] http : //www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=59

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরেকজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে ঈসা আলাইহিস সালাম জানতে চেয়েছিলেন, তার শিষ্যদের মাঝে কে রাজি হবে তার বদলে আত্মাহুতি দিতে। শিষ্যের চেহারা তার চেহারার মতো হয়ে যাবে এটাও বলে দিয়েছিলেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই বক্তব্যের কাছাকাছি বক্তব্য আমরা পাই প্রাচীন কিছু Gnostic গসপেলে যেমন—'Apocalypse of Peter' কিংবা 'The Second Treatise of the Great Seth' যেগুলোতে বলা হয়েছে ঈসা আলাইহিস সালাম ক্রুশবিদ্ধ হননি[১] এবং এই ব্যাপারটি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এখন شُبِّهَ শব্দটার অর্থ যদি আমরা 'কেউ একজন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল' চিন্তা না করে এটা ভাবি যে, অর্থটা হচ্ছে 'পুরো ঘটনাটা নিয়েই বিভ্রান্তি আছে' তাহলেও কিন্তু অর্থের কোনো তারতম্য হয় না। কারণ, এর আগে আমরা বলেছি যে, খ্রিষ্টান বর্ণনা অনুসারে কী হয়েছিল, কীভাবে হয়েছিল কোনো কিছুই সুনির্দিষ্ট করে জানা যায় না। ড. লরেন্স ব্রাউন তার Misgoded বইটার পুরো একটা চ্যাপ্টার জুড়ে দেখিয়েছেন, একদম শীর্ষস্থানীয় বাইবেল স্কলারদের মাঝে এটা নিয়ে কত দ্বিধা, মতভেদ ইত্যাদি আছে। সুবহানাল্লাহ, নিশ্চয়ই কুরআনের বক্তব্য সত্য!

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমনটা ঘটালেন, অর্থাৎ কেন তিনি সুস্পষ্টভাবে তখনকার মানুষদের দেখিয়ে দিলেন না যে, ঈসা আলাইহিস সালামকে তুলে নেওয়া হয়েছে? এ জন্য আমাদের আল্লাহর একটা রীতি বুঝতে হবে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো ব্যক্তি বা জাতির ওপর মারাত্মক অসন্তুষ্ট হন, তখন তার একটা প্রকাশ হচ্ছে তাকে বা তাদেরকে পাপ করার অবাধ সুযোগ দেওয়া। সুরা বাকারার ১৫ নং আয়াতে বলা হচ্ছে—

اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

বরং আল্লাহই তাদের প্রতি উপহাস করেন। আর তিনি তাদের ছাড় দেন। ফলে তারা নিজেদের অহংকার ও অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘোরে।

এখানে ব্যবহৃত يَمُدُّ শব্দটির অর্থ হচ্ছে অবকাশ দেওয়া, ছাড় দেওয়া ইত্যাদি যাতে সে বুঝতে না পারে, আল্লাহ তার ওপর ঠিক কতটা অসন্তুষ্ট! সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, শক্তিমান ও সফল ভাবতে থাকে।

---

[১] http://gnosis.org/naghamm/apopeth.html এবং আরও আছে—http://gnosis.org/naghamm/2seth.html

www.boiRate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তৎকালীন ইহুদিদের সাথেও এই রকম করেছিলেন। রোমান সৈন্যদের দ্বারা আল্লাহর রাসুলকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যে তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল, সেটা আল্লাহ তাদের বুঝতে দেন না—এটাই ছিল তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর চক্রান্ত। কেননা এটা বুঝলে তারা টের পেত—ঈসা আলাইহিস সালামই প্রকৃত মাসিহ। তারা আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছিল, যে কথা তাদের গ্রন্থেই আছে।[১]

এভাবে বিভ্রান্তিতে রেখে আল্লাহ তাদের হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করেছেন। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে?

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা যে আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালামকে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তার আগের আয়াতেই বলেছেন—

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

আর কাফিরেরা চক্রান্ত করেছে এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী।[২]

এই আয়াতটি একটা সার্বজনীন আয়াত হলেও পরের আয়াতে আল্লাহ এটার একটা সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিচ্ছেন! এই বিভ্রান্তিটা শুধু সেই সময়ের ইহুদি নয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সত্যি হয়ে গিয়েছে। তারা আজও যে এক মাসিহের জন্য অপেক্ষা করছে এটা কি বিশাল এক শাস্তি নয়? তাছাড়া আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, খ্রিষ্টানরা ক্ষমতায় থাকাকালে ইহুদিরা কীভাবে নির্যাতিত হয়েছে ঈসা আলাইহিস সালামের হত্যাকারী হিসেবে? ইহুদিদের নিয়ে কথা বলার সময় আমরা সেটা উল্লেখ করেছি।

এ ছাড়াও সেই সময়েই যারা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে এমন করেছিল, তারা দুনিয়াতে আরেকটা বিশাল শাস্তি পেয়েছিল।

কারও কি মনে আছে সেটা কী?

---

[১] আর একইভাবে প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও প্রাচীনেরা একসঙ্গে ঠাট্টা করে বলল, 'ওই ব্যক্তি অন্য লোককে রক্ষা করত, আর নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ও না ইসরাইলের রাজা! এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরা ওর ওপরে বিশ্বাস করব।' [Matthew 27 : 41-42]

[২] সুরা আলি-ইমরান (৩), আয়াত : ৫৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭০ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত 'দ্বিতীয় বিপর্যয়'। রোমানরা তখন জেরুজালেমকে এমনভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল যে, কথিত আছে—সেই বিপর্যয়ে কোথাও দুটো ইট একসাথে ছিল না।

আল্লাহ আমাদের এভাবে পাপ করার ক্রমাগত সুযোগ দেওয়া থেকে রক্ষা করুন! আমরা যেন বুঝতে পারি যে, আল্লাহ আমাদের ওপর ঠিক কতটা অসন্তুষ্ট!

এখানে আরও একটা ব্যাপার আমরা হয়তো সবাই জানি, নবি ও রাসুলুল্লাহ একই নন। অর্থাৎ সব রাসুলই নবি, কিন্তু সব নবি রাসুলুল্লাহ নন। রাসুলরা নবিদের থেকে অধিক সম্মানিত। আমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পাব, কাফিররা আল্লাহর অনেক নবিকে হত্যা করতে সক্ষম হলেও কোনো রাসুলকে তারা হত্যা করতে পারেনি। ঈসা আলাইহিস সালাম যেহেতু আল্লাহর রাসুল ছিলেন, তাই তাকে যদি ইহুদিরা হত্যা করতে পারত, তাহলে সেটা হতো আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন। আল্লাহ তাঁর একজন সম্মানিত রাসুলকে ক্রুশবিদ্ধের মতো অপমানজনক ও অসহায় মৃত্যু দেবেন তা কি কখনো হতে পারে? তাদের গ্রন্থ থেকেই আমরা জানতে পারি—

> যাকে গাছে ঝুলিয়ে (ফাঁসিতে বা ক্রুশে) মেরে ফেলা হবে সে স্রষ্টা কর্তৃক অভিশপ্ত।[১]

সুতরাং, যদি আমি বিশ্বাস করি, ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত সফল হয়েছিল, তবে সেটা তার জন্য সম্মানহানিকর, এতে তার সম্মান বাড়ে না।

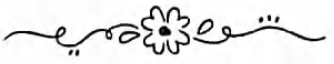

[১] Deuteronomy 21 : 23

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাইবেলের আলোকে বর্তমান খ্রিষ্টানদের জীবনযাত্রা

এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছি, বাইবেল খ্রিষ্টানদের জীবনে তাত্ত্বিক দিক থেকে জীবন্ত কোনো গ্রন্থ নয়। এটা ব্যাবহারিক দিক থেকেও প্রযোজ্য। কেউ যদি এখনকার বাইবেল পড়ে তাহলে বর্তমান খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রচলিত বিশ্বাস, আচার-প্রথা দেখে অবাক হয়ে যাবে। কারণ, তারা যা করে তার অধিকাংশই বাইবেলে নিষিদ্ধ। আসলে বাইবেল থেকে ঈসা আলাইহিস সালামের যে রূপ ফুটে ওঠে তা আজকের খ্রিষ্টানদের তুলে ধরা রূপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, বরং তা একজন মুসলিমের আচার ব্যবহারের সাথে অনেকটাই মিলে যায়। নিচে সেরকম কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো—

■ শুকরের মাংস না খাওয়া

বাইবেলে আছে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ।[১] কিন্তু আজকের খ্রিষ্টানরা কি তা মেনে চলে? শুকরের মাংস তো তাদের খাদ্যতালিকার অবিচ্ছেদ্য আইটেম। এ ছাড়াও শুকর প্রাণীটা তাদের এত বেশি প্রিয় যে, তাদের বাচ্চাদের ছড়া, গল্প, কার্টুন—সবখানে এটার সরব উপস্থিতি।

---

[১] অন্য কিছু জন্তুদের পায়ের খুর দু-ভাগ করা, কিন্তু তারা জাবর কাটে না, ওইসব জন্তু খাবে না। শূকর সে ধরনের জন্তু। সুতরাং সেগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি। সেসব প্রাণীর মাংস খাবে না। এমনকি তাদের মৃত দেহও স্পর্শ করবে না, তা তোমাদের পক্ষে অশুচি। [Leviticus 11 : 7-8], আরও আছে— [Deuteronomy 14 : 8]

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

■ রক্ত জাতীয় কিছু না খাওয়া

বাইবেলে রক্ত জাতীয় কিছু খেতে বারণ করা হয়েছে।[১] একই নিষেধাজ্ঞা কুরআনেও রয়েছে।[২]

■ মদ্যপান না করা

যারা পশ্চিমা দেশগুলোতে থাকেন তাদের জন্য এটা কল্পনা করাও অসম্ভব যে, বাইবেল মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করেছে।[৩]

আমরা অনেকেই হয়তো জানি, খ্রিষ্টানরা এটাকে তাদের ধর্মীয় অনুষঙ্গে পরিণত করেছে। ফলে গীর্জার ভেতরে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে তারা মদ্যপান করে। তাহলে কেন এই বৈপরীত্য? ঘটনা হচ্ছে যোহনের গসপেলে (Gospel of John) উল্লেখিত আছে, ঈসা আলাইহিস সালাম 'Last Supper'-এর সময় পানিকে মদে পরিণত করেছিলেন, যা ছিল তার একটা মুজিযা। সেখান থেকেই তারা ধরে নিয়েছে যে, মদ হালাল; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই ঘটনাটা চারটা গসপেলের মধ্যে কেবল এই একটিতেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর যোহনের গসপেল বারবারই ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে অন্যান্য গসপেলের সাথে বিরোধিতাপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছে। যে কারণে শুরু থেকেই চার্চ এই গসপেলকে প্রচলিত মতবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তাই আজকের নিউ টেস্টামেন্টের স্কলাররা এই ঘটনার বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দিহান।

---

[১] কিন্তু তোমরা অবশ্যই রক্ত খাবে না। ঠিক জলের মতোই রক্তকে তোমরা মাটিতে ঢেলে দেবে। [Deuteronomy 12 : 16]

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ১৪৫

[৩] সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি ইসরাইলের সন্তানদের বলো, 'কোনো পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে আলাদা হবার জন্য যখন বিশেষ ব্রত, নাসরীয় ব্রত করবে, তখন সে আঙ্গুর রস ও সুরা থেকে নিজেকে আলাদা রাখবে, আঙ্গুর রসের সিরকা বা সুরার সিরকা পান করবে না এবং আঙ্গুর ফল থেকে উৎপন্ন কোনো পানীয় পান করবে না, আর কাঁচা কিংবা শুকনো আঙ্গুর ফল খাবে না। যতদিন সে আমার উদ্দেশ্যে আলাদা থাকবে, সে বীজ থেকে ত্বক পর্যন্ত আঙ্গুর ফল দিয়ে তৈরি কিছুই খাবে না। [Numbers 6 : 1-4]

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

■ সালাতে সিজদা করা

বাইবেল অনুসারে, ঈসা আলাইহিস সালাম ইবাদতের সময় সিজদা করেছিলেন, যেমনটা আমরা করে থাকি।[১]

■ মেয়েদের পর্দার বিধান

তাদের মাদার মেরির অর্থাৎ মারইয়ামের কোনো মূর্তি বা ছবি দেখে তাকে মুসলিম নারী হিসেবে ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। তারা কেন তাকে এভাবে উপস্থাপন করছে সেটা একটা রহস্য। কারণ, যারা তার প্রতিকৃতি বানাচ্ছে তাদের কেউই তাকে দেখেনি। যারা তাকে দেখেনি তারা কীভাবে তার প্রতিকৃতি বানাতে পারে? তবে বাইবেল থেকে জানা যায়, পুণ্যবতী নারীরা মুখ ঢেকে চলতেন।[২]

যদিও মাদার মেরির প্রতিকৃতি থেকে আমাদের কোনো কিছু গ্রহণ করার সুযোগ নেই। তবে যারা মুসলিম মেয়েদের পর্দার বিধানকে নির্যাতন বলেন আমার তাদের খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়—'তাহলে আপনাদের হিসেব অনুযায়ী মাদার মেরিই তো সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত ছিলেন, তাই না?'

■ সিয়াম রাখা

বাইবেলে এটাও উল্লেখ আছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম ৪০ দিন সিয়াম রেখেছিলেন।[৩]

■ সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞা

এটা মনে হয় সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার, বাইবেল অনুসারে সুদের লেনদের নিষিদ্ধ। আজকের সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় এটা বিশ্বাস করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে।

---

[১] পরে তিনি কিছুটা সামনে এগিয়ে উপুড় হয়ে প্রার্থনা করে বললেন, 'হে আমার পিতা, যদি এটা সম্ভব হয়, তবে এই দুঃখের পানপাত্র আমার কাছে থেকে দূরে যাক, আমার ইচ্ছামতো না হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামতো হোক! [Matthew 26 : 39]

[২] আর রিবিকা চোখ তুলে যখন ইসহাককে দেখলেন, তখন উট থেকে নামলেন। সেই দাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের সঙ্গে দেখা করতে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে আসছেন, ওই লোকটি কে?' দাস বললেন, 'তিনি আমার মনিবের পুত্র' শুনে রিবিকা ওড়না দিয়ে তার মুখ ঢাকল। Genesis 24 : 64-65 এখানে উল্লেখ্য যে রিবিকা ছিলেন ইসহাক আলাইহিস সালাম (Isaac)-এর স্ত্রী।

[৩] আর তিনি ৪০ দিন-রাত উপবাস থেকে শেষে ক্ষুধিত হলেন। [Matthew 4 : 2]

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে এটার এত রেফারেন্স আছে যে, সব এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমি একটা লিংক দিচ্ছি যেখানে সবগুলো একসাথে উল্লেখ করা আছে।[১] তবে এটা উল্লেখ না করলেই নয়—তৎকালীন ইহুদিরা মাসজিদুল আকসার মধ্যে অন্যান্য লেনদেনের সাথে সুদের লেনদেনও শুরু করেছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম এসে মানি এক্সচেইঞ্জারদের টেবিল উল্টে দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ড. লরেন্স ব্রাউনের একটা মন্তব্য আমার খুব ভালো লাগে—মুসলিমরা খ্রিষ্টানদের চেয়েও ঈসা আলাইহিস সালামকে বেশি অনুসরণ করে।

What an irony, তাই না? যারা 'জেসাস জেসাস' বলে গলা ফাটিয়ে ফেলছে, তারাই তার অবাধ্যতায় লিপ্ত। অবধারিতভাবে তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কেন এমন হচ্ছে? কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর—তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে না, তাই জানে না!

কিন্তু আমরাও কি এমন দোষে দোষী নই? আমরা কি দেখি না যে, তথাকথিত আশেকে রাসুলদের অধিকাংশ কাজই সুন্নাহ বিরোধী? তখন আবারও বলতে ইচ্ছে হয়, What an irony!

[১] https : //bit.ly/33Hod2W

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খ্রিষ্টধর্মের বিবর্তন : বিকৃতির অনুসন্ধান

আমরা যখন বর্তমান খ্রিষ্টধর্মের মূলনীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, বারবার একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে—খ্রিষ্টধর্মের স্তম্ভগুলোর কোনোটার ভিত্তিই ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা নয়। বাইবেল থেকে প্রত্যক্ষ রেফারেন্স পাওয়া যায় না, বরং বিপরীত কথা পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই বিশাল পরিবর্তন ঘটল কীভাবে? এ জন্য আমাদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে এবং পরিচিত হতে হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের সাথে—পৌল (Paul)। তাকে আধুনিক খ্রিষ্টবাদের জনক বলে অভিহিত করা যায়।

কিন্তু কে ছিল এই পৌল? সে কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যদের কেউ ছিল না, তার সাথে ঈসা আলাইহিস সালামের সরাসরি কখনো সাক্ষাৎও হয়নি কখনো। বরং পৌল প্রাথমিকভাবে ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে প্রচণ্ড বিদ্বেষী ছিল। তাকে তথাকথিত ক্রুশবিদ্ধ করার পর পৌল যাচ্ছিল তার শিষ্যদের ধরে আনার জন্য (কথিত আছে যে, তারা সবাই পালিয়ে গিয়েছিল), তাদের হত্যা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাহলে সে এমন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কীভাবে হলো, যে তাকে আধুনিক খ্রিষ্টবাদের জনক বলা যায়?

তার বক্তব্য অনুসারে, পথিমধ্যে পুনরুত্থিত যিশু তার সামনে আলোকোজ্জ্বল হয়ে আবির্ভূত হন। ইতঃপূর্বে আমরা ঈসা আলাইহিস সালামের ক্রুশবিদ্ধ নিয়ে কথা বলার সময় বলেছিলাম যে, তারা বিশ্বাস করে তিনদিন পর তিনি পুনরুত্থিত হন, তারপর ৪০ দিন পর্যন্ত সময়ে ধরে বিভিন্ন শিষ্যদের কাছে দেখা দেন এবং তারপর

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একবারে ঊর্ধ্বগমন করেন। পৌল দাবি করে ঈসা আলাইহিস সালাম তার কাছে দেখা দিয়েছিলেন। তার সেই আলোর ঝলকানিতে সে অন্ধপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, তিনদিন পর সে তার দৃষ্টিশক্তি খুঁজে পায়, আর তারপর থেকেই সে ঈসা আলাইহিস সালামের অন্ধভক্ত হয়ে যায়।[১]

কিন্তু এই কাহিনিতে একটা অসংগতি আছে। কেউ কি অনুমান করতে পারেন কী সেটা? পৌল তো ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্য ছিল না, তাকে জীবদ্দশায় দেখেওনি। তাহলে সে কীভাবে বুঝল যে, তার কাছে যিনি দেখা দিয়েছেন তিনি ঈসা আলাইহিস সালাম? মজার ব্যাপার হচ্ছে, সে নিজেও জানত যে এই ব্যাপারটা শয়তানের কাছ থেকে আসতে পারে—

> **এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ, শয়তানও দীপ্তিময় দূতের রূপ ধারণ করে। অতএব, তার সেবকরাও যে ধার্মিকতার সেবকদের বেশ ধারণ করে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। পরিণামে তাদের কাজের জন্য তারা শাস্তিভোগ করবে।**[২]

কিন্তু কেন আমরা এমনটা ভাবছি? কেন আমরা তার এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাটিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছি? সে যে ঈসা আলাইহিস সালামের ঘোরবিরোধী থেকে অন্ধভক্ত হয়ে গেল এটা তো ভালো, তাই না? ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের মাধ্যমে কেউ যদি ধার্মিক হয়ে যায় এটা তো আনন্দের কথা।

সমস্যাটা হচ্ছে পৌল ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করা শুরু করেনি, বরং ধর্মটাকেই বদলে দিয়েছিল। কী প্রচার করা শুরু করল সে?

ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন সত্য মাসিহ, তিনি ছিলেন ঈশ্বরপুত্র।

অবাক লাগছে? হ্যাঁ। ঈসা আলাইহিস সালাম যে আল্লাহর পুত্র সেই ধারণার প্রবর্তক ছিল এই পৌল। আজকের খ্রিষ্টধর্মের যেসব মূলনীতি আমরা বিশ্লেষণ করেছি এবং বাইবেলের সাথে বিরোধিতাপূর্ণ পেয়েছি, সেগুলো সবকিছু এই পৌলের মস্তিষ্কপ্রসূত।

---

[১] Acts 9 : 1-22

[২] 2 Corinthians 11 : 14-15

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা নিচে এক নজরে বোঝার চেষ্টা করব পৌলের প্রচারিত মতবাদগুলো কী ছিল এবং সেগুলো কীভাবে ঈসা আলাইহিস সালামের প্রচারিত শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল—

পৌলের শিক্ষা	ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা
১। ঈসা আলাইহিস সালাম বিশ্ব মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। সে-ই মূলত খ্রিষ্টবাদকে ইহুদিবাদের বাইরে নিয়ে যায়।	১। ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন তিনি শুধু বনি ইসরাইলের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।[১]
২। ঈসা আলাইহিস সালাম ঈশ্বরপুত্র ছিলেন।	২। ঈসা আলাইহিস সালাম ৮৮ বার নিউ টেস্টামেন্টে নিজেকে মানবসন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
৩। অইহুদিদের জন্য তাওরাতের আইন-কানুন প্রযোজ্য না, শুধু বিশ্বাস করলেই চলবে। আবার আইন-কানুনকে আক্ষরিকভাবে না নিয়ে প্রতীকী অর্থে নিতে হবে। উদাহরণ : ঈসা আলাইহিস সালামের খৎনা করা হয়েছিল [২]কিন্তু পৌল বলেছে, এটা জরুরি না।[৩]	৩। ঈসা আলাইহিস সালাম বলছেন তার আদেশগুলো মানতে হবে, শুধু মুখের বুলি ফোটালে হবে না।[৪]
৪। ঈসা আলাইহিস সালাম যে আদি পাপ (Original sin) মোচন করতে গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, তারপর পুনরুত্থিত হয়েছেন, এগুলোও পৌলের উদ্ভাবন।[৫]	৪। ঈসা আলাইহিস সালাম যে এ সম্পর্কিত কোনো কথা কোথাও বলেননি, তা আমরা আগেই বিস্তারিত জেনেছি।

[১] Matthew 15 : 24

[২] Luke 2 : 21

[৩] Roman 4 : 11 and Gal 5 : 2

[৪] Matthew 7 : 21, Matthew 19 : 17, John 15 : 10, Deuteronomy 4 : 1-4

[৫] Timothy 2 : 8New Revised Standard Version (NRSV)

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫। পৌল ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপ্টিজমের একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল যে-কেউ যখন পানিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্টাইজড হয়, সে আদতে নিজেকে ঈসা আলাইহিস সালামের রক্তে সিক্ত করছে, তার পুরোনো সত্তার মৃত্যু ঘটছে এবং ঈসা আলাইহিস সালামের মতোই তার নবজন্ম হচ্ছে, আদি পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে।[১]	৫। ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের জন্য ব্যাপ্টিজম স্রেফ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকরণ একটা প্রক্রিয়া ছিল। এর সাথে তথাকথিত আদি পাপ বা ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরুত্থানের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—পৌল যে এভাবে ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা বিকৃত করে প্রচার করছিল, সে ব্যাপারে তার প্রকৃত শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, ঈসা আলাইহিস সালাম তার দাওয়াতি কাজ শুধু বনি ইসরাইলের লোকদের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। যদিও ইহুদিদের একটা অংশ ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, তার শিষ্যরা নিজেদের প্র্যাকটিসিং ইহুদিই ভাবত এবং তাওরাতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত। নিউ টেস্টামেন্টের একটা অংশ 'Acts of the Apostles' থেকে বোঝা যায়, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রাথমিক অনুসারীরা কী কঠোরভাবে তাওরাতের নিয়ম-কানুনগুলো মেনে চলতেন![২] তবে তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর একজন নবি হিসেবে বিশ্বাস করত। এটাই ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের বিরোধিতাকারী ইহুদিদের সাথে তাদের একমাত্র পার্থক্য।

ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবেই ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যদের কাছে পৌল ছিলেন এক পথভ্রষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল জেরুজালেম। তাদের সাথে পৌলের প্রচারিত ধর্মবিশ্বাস একটা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের আজকের ভাষায়, জেরুজালেমকেন্দ্রিক প্রধান চার্চ তাকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা করেছিল।

---

[১] See Romans 6 : 3-4, Colossians 2 : 12.

[২] Carmichael, Joel. p. 223.

www.boimate.com

Compressed with PDFCompressor by DLM Infosoft

সেটা আমরা কীভাবে জানতে পারি? বার্ট ডি. এয়ারম্যান (Bart D. Ehrman) সম্ভবত আজকের সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী বাইবেল স্কলার।[১] তার ভাষ্যমতে, পৌলের মতবাদ সে সময় ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ঈসা আলাইহিস সালামের কাছের শিষ্যরা একে ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত বাণীর বিকৃতি বলে মনে করত।[২] তাদের গ্রন্থ অনুসারে, জেমস (তৎকালীন গীর্জা প্রধান) পৌলকে সতর্ক করে দেন এক সমাবেশের ব্যাপারে, যেখানে পৌলের শাস্তি নির্ধারণের কথা ছিল।[৩]

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যদের এমন বিরোধিতা সত্ত্বেও কীভাবে পৌলের শিক্ষা বেঁচে রইল এবং আজকের সময়ে জীবন্ত থাকল যেখানে তিনি তার শিষ্যই ছিলেন না?

এ জন্য আমাদের ইতিহাস জানতে হবে। ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্টভাবে বলা যায়, পৌলের শিক্ষা তৎকালীন রোমান পৌত্তলিকধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ফলে অইহুদিদের কাছে সেটা খুবই জনপ্রিয়তা পায়। কোনো আইন মানতে হবে না, শুধু বিশ্বাস করলেই হবে। কেউ একজন আমার পাপের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে গেছে, আমার কোনো দায় নেই, এটা তো খুবই মজার একটা ধর্ম, এটা সাধারণ মানুষের ভালো লাগবে—এটাই তো স্বাভাবিক! তাছাড়া ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমানদের দ্বারা জেরুজালেম মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর জেরুজালেমভিত্তিক ইহুদি, খ্রিষ্টানদের প্রভাবও অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং পৌল দ্বারা প্রচারিত নতুন ধর্ম যা কিনা একসময় জেরুজালেম চার্চের কঠিন বিরোধিতার কারণে কোনো সুবিধাই করতে পারছিল না, সেটা অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার সাথে প্রচার ও প্রসারের সুযোগ পায়। আমাদের দেশে মাজার পূজারিরা যেমন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায় সেরকম আর কী।

তবে এটাও সত্য যে, পৌলের মতবাদ পূর্ণরূপে সফল হতে পারেনি। বহু মানুষ তখনও একত্ববাদী খ্রিষ্টান ছিল যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নবি

---

[১] *The New Testment : A Historical Introduction to the Early Christian Writings* বইয়ের লেখক

[২] পৌলের অভিমত বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত কিছু ছিল না। তর্ক সাপেক্ষে বললেও এর কোনো ব্যাপকতা ছিল না। সেখানে তৎকালীন প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ ছিলেন। তন্মধ্যে যিশুর নিকটতম শিষ্য পিটারও ছিলেন, যিনি প্রচণ্ডভাবে তার হিসেবের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। পৌলের মতাদর্শকে তিনি খ্রিষ্টের প্রকৃত বার্তার বিকৃতি বলে বিবেচনা করতেন। [Ehrman, Bart D. Lost Christianities. Pp. 97-98.]

[৩] Acts 21 : 28-34

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছাড়া আর কিছুই ভাবত না। এই গ্রুপের নাম প্রথমে ছিল 'Nazarenes', পরে 'Ebionites'. এ ছাড়াও আরও অনেক গ্রুপের উদ্ভব হয়েছিল, যেগুলোর কথা পৌল নিজেই উল্লেখ করেছে।[১]

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার, কুরআন কখনোই 'খ্রিষ্টান' এই শব্দটা ব্যবহার করেনি, করেছে নাসারা। কেন, সেটা নিয়ে একাধিক মত আছে। নাসারা শব্দটি 'সাহায্যকারী' এই ধাতুমূল থেকে আসতে পারে। তাহলে সেটা দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত শিষ্যদের বোঝায়—যাদের কুরআনের ভাষায় হাওয়ারি নামে সম্বোধন করা হয়।[২]। আরেকটি অর্থ হতে পারে যে, এখানে নাজারেথ (Nazareth) শহরের আরবি নাম যেটা, النَّاصِرَة, সেটার অধিবাসীদের বোঝাচ্ছে। নাজারেথ কী তা কি আমরা জানি? এটা হলো ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মস্থান। আদতে ধাতুমূল যা-ই হোক, একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, কুরআন বারবার ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার প্রকৃত শিষ্যদের সাথে সংযোগটা তুলে ধরতে চাইছে, পৌলের শিক্ষা আর ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা যে এক নয়, সেদিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে এদের একদল যে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, সেটাও উল্লেখ করছে পরোক্ষভাবে।[৩]

সেটা কীভাবে? কুরআন যখন নাসারাদের মাঝে প্রচলিত বিভ্রান্ত কোনো মতবাদের কথা উল্লেখ করেছে, তখন النَّصَارَى, মানে নির্দিষ্টতাবাচক শব্দ ব্যবহার করেছে, সাধারণ বিশেষ্য নয় (আরবিতে আল যুক্ত শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু বোঝায়)।

ফিরে আসছি মূল কাহিনিতে। সামগ্রিকভাবে খ্রিষ্টধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যা তৎকালীন রোমান শাসকদের চক্ষুশূল হয়ে গিয়েছিল। তারা খ্রিষ্টানদের সহ্য করতে পারত না। ঈসা আলাইহিস সালামকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যাচেষ্টার ঘটনার পর থেকেই তার অনুসারীরা প্রবল অত্যাচারের সম্মুখীন হয় যা অব্যাহত থাকে পরবর্তী ৩০০ বছর পর্যন্ত। রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা তখন এমনিতেই নাজুক, তার ওপর

---

[১] আমি এই কথা বলছি যে, তোমরা সবাই বলে থাকো, 'আমি পৌলের,', আমি 'আপল্লোর,' আর আমি 'কৈফার,' আর আমি 'খ্রিষ্টের।' [1 Corinthians 1 : 12]
আপল্লো—একজন আলেকজান্দ্রীয় খ্রিষ্টান
কৈফা—যিশুর একজন শিষ্য যিনি পিটার নামেও পরিচিত।

[২] সুরা মায়িদা (৫), আয়াত : ১১১

[৩] সুরা তাওবা (৯), আয়াত ৯ : ৩০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খ্রিষ্টানদের দমন করতে অর্থ ও শক্তির ব্যয় সেটার অবস্থা আরও খারাপ করে দিচ্ছিল। এইসময় ঘটে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

কী সেটা?

তৎকালীন রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

কেন? তা আল্লাহই ভালো জানেন। অধিকাংশের মতে তিনি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এটা করেছিলেন, আধ্যাত্মিক কারণে নয়। সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশি শক্তি আর অর্থক্ষেপণ হচ্ছে যেই খাতে সেটাকে সমূলে উৎপাটন করা অর্থাৎ শত্রুকে বন্ধু বানিয়ে ফেলা ছিল তার উদ্দেশ্য। তিনি আসলে ধর্মীয় কোন্দলের কারণে বহুধা বিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন খ্রিষ্টধর্মের ব্যানারে। খ্রিষ্টধর্ম বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৌলের প্রচারিত মতবাদ সুস্পষ্ট শিরক হলেও এটা তখনকার রোমান পৌত্তলিকধর্মের তুলনায় একত্ববাদী ছিল। একজন মাত্র ঈশ্বর, তার পুত্রও একজন—গ্রীক পুরাণ দ্বারা প্রভাবিত শত শত দেবতার তুলনায় এটা কম তো বটেই!

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই ঈশ্বরপুত্র (Son of God) কনসেপ্টের ব্যাখ্যা নিয়েই তৈরি হয়েছিল বহু দল। কনস্টানটাইন চাইছিলেন একটা কমন প্ল্যাটফর্ম। সেজন্য তিনি তখনকার সমস্ত বিশপ, পোপ, ফাদার অর্থাৎ যত ধরনের কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আছে সবাইকে একত্র করে একটা সম্মেলন আহ্বান করলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল সব পক্ষের যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণ করে একটা উপসংহারে পৌঁছানো। এই সম্মেলনটাই পরিচিত 'নাইসিয়া পরিষদ (Council of Nicaea)' নামে—যা সংঘটিত হয়েছিল ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে। এর মাধ্যমে আজকের খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনার সূচনা হয়। মনে আছে আমরা আগে একাধিকবার এই সম্মেলনের কথা উল্লেখ করেছিলাম?

এই কাউন্সিলে মোটামুটি দুইটা বড় দল ছিল। এক পক্ষ ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের ঐশ্বরিকতার সমর্থক (মানে পৌলের মতবাদ), আরেক পক্ষ ছিল বাইবেলের শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে পালনকারী সমর্থক (ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের মতবাদ)। এই দ্বিতীয় পক্ষের সবচেয়ে জোরালো কণ্ঠ ছিল অ্যারিয়ান (Arian) নামের এক ব্যক্তির, যিনি তাদের ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। যখনই কেউ ঈসা আলাইহিস সালামের ঐশ্বরিকতার পক্ষে যুক্তি দেখাত, তখনই সে

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাইবেল থেকে কোনো না কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করে সেটাকে খণ্ডন করত।

এখন যদি সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয়, তাহলে অ্যারিয়ানের যুক্তি ছিল অখণ্ডনীয়; কিন্তু কনস্টানটাইনের ডাকা নাইসিয়া পরিষদের ঝোঁক ছিল পৌলের প্রচারিত মতবাদের দিকে। অ্যারিয়ানের শানিত যুক্তি সেখানে ছিল অনাহূত। শেষ পর্যন্ত গায়ের জোরেই তারা ঐশ্বরিক যিশুকেই খ্রিস্টধর্মের একমাত্র গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তারা নিজেরাই স্বীকার করছে, অ্যারিয়ানের বিতর্ককে পিছে ফেলে নাইসিয়া পরিষদে পাশ হওয়া মতবাদের ভিত্তি বাইবেল ছিল না।[১] নাইসিয়া ধর্মবিশ্বাসের (Nicaea Creed) মতো বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ভিত্তিহীন বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অ্যারিয়ানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া যত বিরোধিতাপূর্ণ গ্রুপ ছিল[২] তাদের সবাইকে প্রভাবশালী ত্রিত্ববাদী চার্চ কর্তৃপক্ষ ধর্মচ্যুত হিসেবে ঘোষণা করে এবং পুড়িয়ে হত্যা করে। এভাবে সব ধরনের বিরোধী কণ্ঠকে নির্বিবাদে দমন করে প্রায় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে ত্রিত্ববাদের ধারণা খ্রিস্টানদের জীবনের সাথে একীভূত হয়।[৩] ৪৫১ খ্রিস্টাব্দে চালসেডন পরিষদের (Council of Chalcedon) মাধ্যমে যে ধর্মীয় বিশ্বাস স্থির করা হয় সেটা ছিল—প্রকৃতিতে কোনো দ্বিধা, পরিবর্তন, বিভাজন, বিয়োগ ছাড়াই তিনি এক এবং অভিন্ন যিশু, পুত্র, প্রভু, একমাত্র প্রসূত। [৪]

গায়ের জোরে বিরোধী পক্ষকে দমন করার চার্চের এই যে কৌশল, সেটা তাদের একটা নিয়মিত কৌশল বলা যায়। ক্যাথোলিক চার্চের ১৫০০ বছরের শাসনামলে একেশ্বরবাদীদের পুড়িয়ে মারা একটা নিয়মিত ঘটনা ছিল বলা যায়। শুনলে গা শিউরে উঠবে—এভাবে ত্রিত্ববাদী চার্চ প্রায় ১২ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছে! 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' যে টার্মটা আমরা ব্যবহার করি, সেটা আসলে এসেছে এখান থেকেই।[৫]

---

[১] New Catholic Encyclopedia. Vol 13, p. 426.

[২] আমরা হয়তো এখন The Corinthians, the Basilidians, the Paulicians, the Cathari and the Carpocratians এসব গ্রুপের নাম এখন আর জানি না, কিন্তু এরা শুরুর দিকের খুব প্রগতিশীল গ্রুপ ছিল যা ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

[৩] New Catholic Encyclopedia. Vol 14, p. 299

[৪] Catholic Encyclopedia. CDRom; 1914 edition, under 'Council of Chalcedon

[৫] অঁরি চার্লস লিয়া তার *History of The Inquisition of The Middle Ages* গ্রন্থে হানাদারদের

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা অনেকেই হয়তো সুরা বুরুজের তাফসির পড়েছি। অনেক মুফাসসির বলেন, ওখানে যে কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে হত্যা করা হচ্ছে একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টানদের। আবার এটাও কথিত আছে যে, সুরা কাহফে বর্ণিত আসহাবুল কাহফের তরুণেরা আসলে ছিল একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টান, অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত অনুসারী।

ত্রিত্ববাদী চার্চ এভাবে শুধু যে মানুষগুলোকে হত্যা করেছে তা না, তাদের স্বপক্ষের সকল দলিল, রেকর্ড সবকিছু ধ্বংস করেছে। আর এ কারণে ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্যদের শিক্ষা প্রতিফলিত হয় এমন কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই। তাদের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তারা আরও একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। সেটা কি কেউ অনুমান করতে পারেন? তা হচ্ছে সাধারণ মানুষদের জন্য বাইবেল পড়া নিষিদ্ধ করে রাখা। এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুশাসনের মাঝে দুটি উল্লেখ করা হলো :

> **পুরাতন এবং নতুন নিয়মের কোনো পুস্তক পুরোহিততন্ত্রের সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের নিকট রাখার অনুমতি নেই। এ সমস্ত পুস্তকের কোনো প্রকার অনুবাদ রাখাকে আরও কঠোরভাবে নিষেধ করা হলো।**[১]
>
> **পুরাতন এবং নতুন নিয়মের কোনো পুস্তক কেউ তার নিজের অধিকারে রাখতে পারবে না। কেউ অধিকার করে থাকলে অবশ্যই স্থানীয় যাজকের কাছে তা আট দিনের মধ্যে হস্তান্তর করতে হবে যাতে তা পুড়িয়ে ফেলা যায়।** [২]

এই অনুশাসনের পিছে আনুষ্ঠানিক কারণ হিসেবে তারা কী বলত? ঈশ্বরের বাণী মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য উন্মুক্ত। তবে সাধারণ মানুষ যদি এটা পড়ে তাহলে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে; কারণ, এটা বোঝার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা

উগ্রবাদের পূর্ণ বিভীষিকাকে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউ রেহায় পায়নি। মেরি ম্যাগডালেন গীর্জায় ৭০০০ শরণার্থীর ওপর গণহত্যা চালানো হয়েছিল। এবং রাজদূতদের দ্বারা নিহতদের মোট সংখ্যা প্রায় বিশ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে...[Lea, Henry Charles. Vol. I, p. 154]

[১] The church council of Toulouse (1229) canon 14, Heresy and Authority in Medieval Europe, Scholar Press, London, England

[২] The church council of Toulouse (1229) canon 2, D. Lortsch, Historie de la Bible en France (1910) p.14.

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সবার থাকে না।

কিন্তু প্রকৃত কারণটা কী ছিল? প্রকৃত কারণটা ছিল ত্রিত্ববাদী চার্চের মতবাদের অসাড়তা এবং মূল বাইবেলের সাথে সম্পর্কহীনতা! ২০১৩ সালে *Jesus Uncensored—Restoring the Authentic Jew* নামে ড. বার্নার্ড স্টার একটা দারুণ বই লেখেন। সেখানে তিনি লিখেছেন—

'সত্য হলো যিশু একটি ধার্মিক ইহুদি পরিবারেই জন্মেছিলেন যারা ইহুদিধর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। নিউ টেস্টামেন্টে উল্লেখ আছে, তাকে জন্মের অষ্টম দিন খৎনা করানো হয়। তিনি তার পুরো জীবনেই সম্পূর্ণভাবে ইহুদিধর্ম, তাওরাত ও ইহুদি রীতিনীতির প্রতি সমর্পিত ছিলেন। তিনি সিনাগগে (Synagogues) প্রার্থনা করতেন এবং ইহুদিধর্মের অনুসারীদের দলে দলে তাওরাত শিক্ষা দিতেন। এ সবকিছুই গসপেলগুলোতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।'

ড. স্টার তার বইতে আরও বলেছেন—

'ইহুদি (Jew)' শব্দটি নিউ টেস্টামেন্টে এসেছে ২০২ বার এবং গসপেলে এসেছে ৮২ বার যেখানে গসপেলে 'খ্রিষ্টান (Christian)' শব্দটির কোনো উল্লেখ নেই এবং নিউ টেস্টামেন্টের পরবর্তী অংশে শুধু তিনবার[১] 'খ্রিষ্টান (Christian)' শব্দটি এসেছে। এটা আমি যখন খ্রিষ্টানদের জানালাম তারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।'

ড. স্টারের প্রশ্ন হচ্ছে—কেন গসপেলে 'খ্রিষ্টান (Christian)' শব্দের অনুপস্থিতি যেখানে যিশুর জীবন ও কর্ম নিয়ে বলা হয়েছে? তিনি নিজেই বলছেন—'কারণ, যিশুর জীবদ্দশায় খ্রিষ্টধর্মের কোনো উপস্থিতি ছিল না।'

লেখক যিশুর ধর্ম সম্পর্কে বাইবেল থেকে নিচের পয়েন্টগুলো নিয়েছেন :

১) যিশু যাদের সাথে মিশতেন তারা সবাই ছিলেন ইহুদি। যিশু তাওরাত পড়তে ভালোবাসতেন। এমনকি জেরুজালেমের উপাসনালয়গুলোতে নিয়মিত ধর্ম প্রচার করতেন। তিনি যদি ইহুদি না হতেন, তাহলে এটা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব ছিল। তারা তাকে ধর্মযাজক যশূয়া (Rabbi Yeshua) বলে ডাকে ।

---

[১] Acts 11 : 26; 26 : 28; and 1 Peter 4 : 16.

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২) যিশু, ম্যারি, ব্যাপ্টিস্ট যোহন (John the Baptist) কিংবা কোনো শিষ্য, কেউই নিজেদের আদি ইহুদিধর্ম থেকে আলাদা হয়ে খ্রিস্টধর্ম নামে নতুন কোনো ধর্ম শুরুর ইচ্ছেও পোষণ করেননি।

ড. স্টারের উল্লিখিত বর্ণনা মতে, চার্চ এ জন্যই সাধারণ মানুষজন থেকে বাইবেলকে দূরে রাখত যাতে করে তারা যিশুর সত্যিকারের ধর্ম (ইহুদিবাদ) কী তা জানতে না পারে।

তাছাড়াও তখনকার চার্চগুলো চালিত হতো বিশাল যাজকীয় এবং পার্থিব ক্ষমতা দিয়ে এবং পরিণামস্বরূপ একদম মূল থেকেই এটি দূষিত হয়ে পড়েছিল। যারা এটি পরিচালনা করতেন তারা চাইতেন না, সাধারণ মানুষ বাইবেলের শিক্ষা এবং তাদের কৃতকর্মের মাঝে তুলনা করে চার্চের ভুলগুলো খুঁজে পেতে সক্ষম হোক। চার্চের নেতারা ভেবেছিল, যদি বাইবেল সবার হাতে হাতে পৌঁছে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ এর বিষয়বস্তু দেখে বুঝে যাবে যে, এটি যিশুর সত্যিকার ধর্ম থেকে পুরোটাই বিচ্যুত।

আচ্ছা, আমরাও কি একই দোষে দুষ্ট নই? আমরাও কি কুরআন থেকে অনেক দূরে নই? আমাদের কুরআনের যদি অপব্যাখ্যা করা হয়, আমরা কি সেটা ধরতে পারব?

আমরা এর আগে সালমান বিন ফারসি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিখ্যাত পারসিক সাহাবির কথা উল্লেখ করেছি। তার ইসলাম গ্রহণের যাত্রায় তিনি যেসব খ্রিস্টান সাধুর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তারা মূলত একেশ্বরবাদী হলেও সংখ্যার বিচারে তার ছিলেন খুবই নগণ্য। কেন তারা সংখ্যালঘু ছিলেন সেটা নিশ্চয়ই এখন আমরা বুঝতে পারছি। একদম শেষের জন সালমান বিন ফারসিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের জায়গায় যেতে বলেছিলেন। কারণ, একেশ্বরবাদী সাধু আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না, এবং তাদের গ্রন্থ অনুসারে আরেকজন নবি আসার সময় হয়ে গিয়েছিল! এই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আশা করি, আমরা এখন সবাই বুঝতে পারছি—ঈশ্বরপুত্র, ত্রিত্ববাদ, আদি পাপ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি যেসব কনসেপ্টের কোনো ভিত্তি আমরা বাইবেলে পাইনি, সেগুলো

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সব খ্রিষ্টধর্মের অংশ হয়েছিল নাইসিয়া পরিষদের মাধ্যমে।[১]

আর বিরোধী পক্ষকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পলিসি গ্রহণ করার কারণে খ্রিষ্টধর্মের এই ভার্সনটাই বর্তমানে সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। তাহলে ঘটনার ক্রমটা কী দাঁড়াল?

পৌল রোমান পৌত্তলিক ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত একটা বিকৃত মতবাদ প্রচার করছিল যা অইহুদিদের কাছে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম, সে রাতারাতি পরিবর্তন পছন্দ করে না। যখন সে একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে, তখন নতুন ধর্ম ও পুরোনো ধর্মের মাঝে মিল তাকে আকৃষ্ট করে, এতে নতুন ধর্ম পালনে তার সুবিধা হয়। ফলে এটা স্বীকার করতেই হবে—পৌল যদি ঈসা আলাইহিস সালামের প্রচার করা ধর্মের মাঝে ঈশ্বরপুত্র, ত্রিত্ববাদ—এইসব মতবাদ সংযোজন না করত, তাহলে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার এভাবে বাড়ত না, তারা রোমান সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হতো না; আর এই হুমকি নিশ্চিহ্ন করার জন্য কনস্টানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণও করতেন না। কনস্টানটাইন এই কাজ না করলে আজ আমরা পশ্চিমা সভ্যতার প্রধান ধর্ম হিসেবে খ্রিষ্টধর্মকে যেভাবে দেখতে পাই, সেভাবে দেখতে পেতাম না।

ঈশ্বরপুত্র, ত্রিত্ববাদ এই কনসেপ্টগুলো এখনকার খ্রিষ্টানরা যে খুব সহজে গ্রহণ করেছে তা কিন্তু না। আমরা যদি 'খ্রিষ্টান থেকে মুসলিম হয়েছে' এমন মানুষদের কাহিনি পড়ি, তাহলে দেখব, তাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছে খ্রিষ্টধর্মের এই কনসেপ্টগুলো অযৌক্তিক মনে হওয়ার কারণেই। তারা যখন এসব প্রশ্ন নিয়ে তাদের পোপ বা ফাদারদের কাছে গিয়েছে, তখন তারা প্রথমে হয়তো এক-আধটু যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঠিক তারপরই বলেছে, 'এটা আমাদের ধর্মের এমন এক রহস্য, যা তোমাকে কেবল বিশ্বাসই করে যেতে হবে!' এই ব্যাপারটি তাদের ভালো লাগেনি। আসলে ধর্ম মানেই অন্ধবিশ্বাস এমন কথা কিন্তু ইসলামে কখনোই বলা হয়নি, এবং এই ব্যাপারটাই তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

---

[১] দৈবপুত্র এবং ত্রিত্ব—উভয়েরই মূল তত্ত্বগত নীতি নাইসিয়া পরিষদ থেকে উৎসারিত। নাইসীয় ধর্মবিশ্বাসের সাথে এটি মিশিয়ে দেওয়া হয়। যদিও এতে বাইবেল বহির্ভূত পরিভাষা থাকার কারণে কিছু সংশয় রয়েছে। তথাপি প্রথম নাইসিয়া পরিষদে (৩২৫ ঈসায়ী) উপস্থিত পাদরিদের সম্মতিক্রমে আরিয়ানবাদের বিপরীতে সঠিক বিশ্বাস রক্ষার্থে এই মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। [New Catholic Encyclopedia. Vol 10, p. 437.]

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাইবেলে শেষ নবির আগমন-বার্তা

এই বইতে আমি একটা জিনিস বোঝাতে চেয়েছি—বাইবেলে যত বিকৃতি আর পরিবর্তনই করা হোক না কেন কিংবা বিকৃতি সাধনের যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, সত্যান্বেষীদের সত্য খুঁজে পাওয়ার মতো বিষয়বস্তু আজও সেখানে বিদ্যমান! আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোকপাত করব, তা হচ্ছে কীভাবে বর্তমান বাইবেলেও আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়।

বাইবেল অনুসারে, ব্যাপ্টিস্ট যোহন যখন ব্যাপ্টিজম করা শুরু করল, তখন তৎকালীন ইহুদিরা তাকে জিজ্ঞেস করল কোন ক্ষমতাবলে সে এই কাজ করছে। তখন তারা তাকে যে প্রশ্নগুলো করল, তা থেকে বোঝা যায় যে, তারা তিনজন সত্তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

জেরুজালেমে ইহুদিরা যখন কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে পাঠিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইল, তখন যোহন এভাবে সাক্ষ্য দিলেন। তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেন না; বরং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন, 'আমি সেই খ্রিষ্ট নই।' তারা তাকে প্রশ্ন করল, 'তাহলে আপনি কে? আপনি কি এলীয়?' তিনি বললেন, 'না, আমি নই।' 'আপনি কি সেই নবি?' তিনি বললেন, 'না।'[১]

---

[১] John, 1 : 19-21

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে প্রশ্নের ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তারা আলাদা আলাদা সত্তা ছিলেন। যোহন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল তিনজন ভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে : খ্রিস্ট, ইলিয়াস এবং 'সেই নবি'। যোহনের গসপেলের আগের কোনো অংশেও 'সেই নবি' সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা নেই, অন্য আরও যে গসপেল আছে সেগুলোতেও এর উল্লেখ নেই। তাহলে 'সেই নবি' বলতে এখানে কার কথা বলা হয়েছে? খ্রিস্টান ব্যাখাকারীগণ যুক্তি দিয়েছেন, 'সেই নবি' বলতে যিশুখ্রিস্টকে বোঝানো হয়েছে; কিন্তু এটাকে সমর্থন করে এমন কোনো প্রমাণ ব্যাপ্টিস্ট যোহনের কথায় পাওয়া যায় না এবং যে গসপেলগুলো রয়েছে তাতেও এ সম্পর্কিত কোনো প্রমাণ নেই।

বাইবেলের নির্ঘণ্টের (concordance)[১] নোট সেকশনে বলা হচ্ছে যে, এই 'সেই নবি' হচ্ছে মুসা আলাইহিস সালাম যার নবুওয়াতের কথা বলে গিয়েছেন—

> প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের জন্য একজনকে পাঠাবেন। তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্য থেকেই এই পয়গম্বর আসবে। সে আমারই মতো হবে। তোমরা অবশ্যই এই পয়গম্বরের কথা শুনবে। তোমরা ঈশ্বরের কাছে যা চেয়েছিলে সেই অনুযায়ী তিনি এই পয়গম্বরকে তোমাদের কাছে পাঠাবেন। যখন তোমরা হোরেব পর্বতে সকলে একত্রিত হয়েছিলে, তখন তোমরা ঈশ্বরের আওয়াজ শুনে এবং পর্বতমালার ওপরে সেই মহৎ আগুন দেখে ভীত হয়েছিলে। সে জন্য তোমরা বলেছিলে, 'আমাদের প্রভু ঈশ্বরের ধ্বনি আমাদের পুনরায় আর শোনাবেন না! আমাদের আর সেই মহৎ আগুন দেখতে দেবেন না, দেখলে আমরা মারা যাব! ঈশ্বর আমাকে বলেছিলেন, 'তারা ঠিকই বলেছে। আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য তোমার মতো একজন ভাববাদী ওঠাব এবং আমি তার মুখে আমার বাক্য দেবো। তাকে আমি যা বলতে আদেশ দেবো সে তা-ই বলবে'[২]

এখন এই অংশটা মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায়, মুসা আলাইহিস সালাম যে বলেছেন, 'সে আমারই মতো হবে।'—এই নবি ঈসা আলাইহিস সালাম নন; বরং আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেন? কারণ তো অনেকগুলো।

---

[১] একটি বইয়ে বা রচনায় ব্যবহৃত মূল শব্দগুলো দিয়ে সজ্জিত অক্ষরক্রমকে নির্ঘণ্ট (concordance) বলা হয়। এই তালিকায় প্রতিটি শব্দ যেখানে যেভাবে এসেছে তা প্রসঙ্গসহ উল্লেখ থাকে।

[২] Deuteronomy 18 : 15-18

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১) তিনি বলছেন 'তাদের ভাইদের মধ্য থেকে', অর্থাৎ বনি ইসরাইল নয়, অন্য একটা জাতি, নাহলে বলা হতো 'তোমাদের মধ্যে' কিংবা 'আমাদের মধ্যে'।

২) মুসা আলাইহিস সালাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বাভাবিক আর প্রাকৃতিক নিয়মেই একজন নারী ও পুরুষের মাধ্যমে জন্ম হয়েছে; কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এক বিশেষ আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

৩) মুসা আলাইহিস সালাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়েই বিয়ে করেছিলেন এবং সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন; কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে এমন কিছু জানা যায় না।

৪) মুসা আলাইহিস সালাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়েই তাদের অনুসারীদের জন্য নতুন বিধি এবং আইন নিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছিলেন মুসা আলাইহিস সালামের সময়ের বিধি-আইন সম্পূর্ণ করতে।

৫) মুসা আলাইহিস সালাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়েই স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাদের দাফন করা হয়। ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তুলে নিয়েছেন। (আমরা যদি খ্রিষ্টানদের মত গ্রহণ করি, তবু মুসা আলাইহিস সালামের মতো তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি)।

৬) মুসা আলাইহিস সালাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুজনেই তাদের জীবদ্দশায় মোটামুটিভাবে সবার কাছেই নবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন; কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামকে তার সময়ের খুব কম মানুষই নবি হিসেবে মেনে নিয়েছে।

৭) মুসা আলাইহিস সালাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়েই নবি হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন; কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের বেলায় এমন কিছু ঘটেনি।

৮) মুসা আলাইহিস সালাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়েই হিজরত করেছিলেন।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই মিলগুলো এবং ভাইয়ের যুক্তি যখন খ্রিস্টানদের সামনে তুলে ধরা হয়, তখন তারা দাবি করে যে, এখানে সাধারণভাবে ইসরাইল থেকে আগত যেকোনো নবির কথা বোঝানো হয়েছে। তাই এটা যদি বাদও দিই, আরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ইসমাইল আলাইহিস সালামের ১২ জন ছেলে ছিলেন, যার মাঝে একজন ছিলেন কেদার (Kedar)। তার কথা 'ইসাইয়া ৪২'-এ বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীতে[১] বলা আছে। সেখানে কেদারের বংশধররা যেখানে বসবাস করবে তার বিবরণ দেওয়া আছে। সেটা শুনে বোঝা যায় যে, নবি তার বংশধরদের একজন হবেন। আমরা হয়তো অনেকেই জানি, কুরাইশরা এই কেদারের বংশধরই ছিল।[২]

এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার আগে উল্লেখিত অংশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার কথা আছে যা অবশ্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই যায়, ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে কোনোভাবেই না।

এ সবকিছুও যদি কারও জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে জানা দরকার, বাইবেলে উল্লেখ আছে, সেই নবি পারান পাহাড় থেকে আসবে, যেখানে আসলে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বিবি হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাইলকে রেখে এসেছিলেন।[৩]

---

[১] আমি আমার দাসের দিকে তাকাই! আমি তাকে সমর্থন করি। সে হচ্ছে সেই জন, যাকে আমি বেছে নিয়েছিলাম। আমি তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট। তার ওপর আমি আমার আত্মা রেখেছি। সে ন্যায়সংগতভাবে জাতিসমূহের বিচার করবে। পৃথিবীতে ন্যায়বিচার না আনা পর্যন্ত সে দুর্বল হবে না অথবা নিষ্পেষিত হবে না। দূরবর্তী স্থানের লোকেরা তার শিক্ষামালায় আস্থাবান হবে।

আমি তোমাদের প্রভু, সঠিক কাজ করতে তোমাদের ডেকেছিলাম। আমি তোমাদের হাত ধরেছি। আমি তোমাদের রক্ষা করেছি এবং তোমাদের মাধ্যমে আমি লোকদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছি। তুমি সমস্ত জাতিগুলির জন্য একটি আলোকস্বরূপ হবে। মরুভূমি ও শহর, পূর্ব ইসরায়েলের কেদারের গ্রামগুলো প্রভুর প্রশংসা করো। শেলাবাসীরা আনন্দগীত গাও! পর্বতশৃঙ্গ থেকে তোমরা গেয়ে ওঠো। [Isaiah 42 : 1, 4, 6, 11]

[২] ইয়াসির কাদি তার সিরাহর শুরুতে পুরা এক পর্ব ধরে রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশলতিকা নিয়ে কথা বলেন। সেসব শুনে মনে হতে পারে এসব একঘেয়ে তথ্য জেনে কী হবে! কিন্তু এতটুকু পড়ে নিশ্চয় পাঠক বুঝতে পেরেছেন যে, আল্লাহর দুনিয়াতে কোনো জ্ঞানই ফেলনা নয়, যদি ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়।

[৩] প্রভু সীনয় পর্বত হতে এলেন, সেয়ীরের গোধূলি বেলায় যেন আলো উদিত হলো। পারান পাহাড় হতে যেন আলো জ্বলে উঠল। প্রভু তাঁর ১০ হাজার পবিত্র জনকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে এলেন। ঈশ্বরের পরাক্রমী সৈন্যরা তার পাশে ছিল। [Deuteronomy 33 : 2]

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারান পাহাড়ের পরিচয় তাদের গ্রন্থ থেকেই পাওয়া যায়।[১] তা ছাড়া তাদের গ্রন্থেই আছে, আল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশ থেকে একাধিক জাতি উৎপন্ন করবেন।[২]

ভবিষ্যদ্বাণীর এখানেই শেষ নেই। আরও আছে। ঈসা আলাইহিস সালাম তার লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

> **যিশু তাদের বললেন, 'তোমরা কি কখনো শাস্ত্রে পড়োনি, যে পাথরটাকে মিস্ত্রীরা অগ্রাহ্য করেছিল, সেই পাথরটাই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠেছিল। এটা প্রভুরই কাজ, এটা আমাদের চোখে আশ্চর্য লাগে। এ জন্য আমি তোমাদের বলছি, 'তোমাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া যাবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তার ফল দেবে। আর এই পাথরের ওপরে যে পড়বে, সে ভগ্ন হবে। কিন্তু এই পাথর যার ওপরে পড়বে, তাকে চুরমার করে ফেলবে।[৩]**

এখন খ্রিষ্টানদের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে 'অগ্রাহ্য করা পাথর' বলতে বোঝানো হয়েছে ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেকে! অথচ কেউ ওপরের অংশটা মন দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবে, এখানে একটা জাতির কথা বলা হয়েছে—বনি ইসরাইল থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নিয়ে অন্য একটা জাতিকে দেওয়া হবে, যেটাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, অথচ তারাই প্রধান হয়ে উঠবে। এর চেয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষা আর কী হতে পারে!

আমি বিভিন্ন ধর্মান্তরিত মুসলিমদের সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গো শুনেছি এবং আমার কাছে এটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় মনে হয়—গসপেলেই উল্লেখ করা হয়েছে,

---

[১] আব্রাহাম খুব ভোরে উঠে কিছু খাদ্য ও জলের একটি পাত্র এবং বালকটিকে হাগারের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। সেখান থেকে সে বেরিয়ে গিয়ে বেরশেবার প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঈশ্বরের সাহচর্যে বালকটি ক্রমে বড় হয়ে উঠল। সে ছিল প্রান্তরবাসী ও নিপুণ তিরন্দাজ। পারানের প্রান্তরে সে বাস করত। তার মা মিশর থেকে তার জন্য একটি বধূ সংগ্রহ করে আনল। [Genesis 21 : 14, 20-21]

[২] তখন আব্রাম উপুড় হয়ে পড়লেন এবং ঈশ্বর তাঁর সঙ্গো আলাপ করে বললেন, দেখো, আমিই তোমার সঙ্গো নিজের নিয়ম স্থির করছি, তুমি বহুজাতির আদিপিতা হবে। তোমার নাম আব্রাম (মহাপিতা) আর থাকবে না, কিন্তু তোমার নাম আব্রাহাম (বহুলোকের পিতা) হবে; কারণ, আমি তোমাকে বহুজাতির আদিপিতা করলাম। আমি তোমাকে অত্যধিক পরিমাণে ফলবান করব এবং তোমার থেকে বহুজাতি সৃষ্টি করব। আর রাজারা তোমার থেকে সৃষ্টি হবে। [Genesis 17 : 3-6]

[৩] Matthew 21 : 42-44, KJV

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈসা আলাইহিস সালামের মিশন সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি তার বিদায়ী সম্ভাষণে শিষ্যদের বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আরেকজন আসবে না। আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে নিচের লেখাটুকু পড়ি—

> তথাপি, আমি তোমাদের সত্যি বলছি—আমার চলে যাওয়া তোমাদের জন্য ভালো। যদি আমি না যাই, সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে তাকে পাঠিয়ে দেবো। যখন সেই সাহায্যকারী আসবেন, তখন তিনি পাপ, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচার সম্পর্কে জগতের মানুষকে চেতনা দেবেন।[১]

এখানে যে শব্দটার অনুবাদ করা হয়েছে সাহায্যকারী, সেটা একটা গ্রীক শব্দ—Paracletos বা Perycletos. তাদের দাবি হচ্ছে—এখানে holy spirit বা পবিত্র আত্মার কথা বলা হয়েছে, যা ত্রিত্ববাদের একটা অংশ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ত্রিত্ববাদের অংশ হিসেবে নিশ্চয়ই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কনসেপ্ট। তাহলে সেটা চারটা গসপেলের মাঝে শুধু 'যোহন (John)'-এই স্থান পেল কেন! উক্ত শব্দটি বাইবেলে পাঁচবার এসেছে, প্রত্যেকটি কেবল এই গসপেলেই। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক বাকি ৩জন একবারের জন্য উল্লেখও করলেন না!

এখন এই সাহায্যকারী (Paracletos) শব্দটা পড়লে এটাকে শারীরিক সত্তা মনে হওয়াই স্বাভাবিক, পবিত্র আত্মা মনে হওয়া একটু কঠিন বৈকি। তাই আমরা বলি যে, এখানে একজন নবিকে বোঝানো হচ্ছে, পবিত্র আত্মাকে না। তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যেন আমাদের দাবি করার সময় বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সৎ থাকি। তাদের বইকে যেনতেনভাবে আমাদের পক্ষে আনার একটা প্রবণতা যেন কাজ না করে। আসলে উল্লেখিত অংশের পরের আয়াতগুলো পড়লেই বোঝা যায়, এখানে ঈশ্বরের অংশের কথা বলা হচ্ছে না—

> তোমাদের বলবার আমার অনেক কিছু আছে, কিন্তু তোমরা এখন তাদের বুঝতে পারবে না। যখন তিনি, সত্যের রুহ আসবেন, তখন পথ দেখিয়ে তোমাদের পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন। কারণ, তিনি নিজের থেকে কিছু বলবেন না। কিন্তু যা যা

---

[১] John 16 : 7-8

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> শোনেন তা-ই বলবেন এবং আগাম ঘটনাও তোমাদের জানাবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন। কেননা যা আমার, তা-ই নিয়ে তোমাদের জানাবেন।[১]

'কারণ, তিনি নিজের থেকে কিছু বলবেন না; কিন্তু যা যা শোনেন, তা-ই বলবেন'—এই অংশ পড়লেই বোঝা যায়, আল্লাহ তাকে যা শেখাবেন, তিনি তা-ই বলবেন। তিনি নিজে থেকে কিছু বলবেন না।

এই অংশটা পড়ে কারও কি কিছু মনে পড়ছে?

আমার মনে পড়ছে সুরা নাজমের ৩ নং আয়াত যেখানে আল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বলছেন—

.....

এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।

.....

আরও বলা হচ্ছে, তিনি ঈসা আলাইহিস সালামের প্রশংসা করবেন। সর্বোপরি ইহুদিরা যখন তাকে ভণ্ড মাসিহ বলছিল আর খ্রিষ্টানরা তাকে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে দিয়ে অসম্মানিত করছিল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তার প্রকৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করেন।

তাছাড়া বাইবেলের অন্যান্য যেসব অংশে 'Paracletos' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, সেখান থেকেও এটার অর্থ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়—

> **আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের আরেকজন সাহায্যকারী দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি সত্যের আত্মা, যাকে এই জগৎসংসার মেনে নিতে পারে না। কারণ, জগৎ তাকে দেখে না বা তাকে জানে না। তোমরা তাকে জানো। কারণ, তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, আর তিনি তোমাদের মধ্যেই থাকবেন।[২]**

---

[১] John 16 : 12-14

[২] John 14 : 16-17

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে সাহায্যকারী (Paracletos) শব্দটির আগে একটা বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে—'allos'। এই গ্রীক শব্দের অর্থ হচ্ছে আরেকজন।

তাদের যুক্তি হিসেবে Paracletos অর্থ যদি পবিত্র আত্মা হয়, তাহলে পবিত্র আত্মা আসলে কয়টা?

এতগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর পর কি আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের ব্যাপারে বলে গিয়েছিলেন?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক সূত্রে গাঁথা সবকিছু

এতক্ষণ ধরে এতকিছু আলোচনার পর আমাদের নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে, এই সবকিছুর শেষ কোথায়, পরিণতি কী! মূলত কুরআন আমাদের সুন্দর একটা পরিণতির ব্যাপারে জানিয়ে রেখেছে—

> *আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না। আর কিয়ামত দিবসে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।*[১]

অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পূর্বে তার ব্যাপারে সবার সব ভুল ধারণার অবসান ঘটবে। আমরা অনেকেই জানি, দুনিয়ার একদম শেষ সময়ে তার আগমন ঘটবে[২] এবং তিনিই দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তার আগে দুনিয়ায় ইমাম মাহদি থাকবেন যিনি ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের পর তাকে সালাতের ইমামতি করতে বলবেন। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম সেটা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং ইমাম মাহদির ইমামতিতে আসরের সালাত আদায় করবেন।[৩]

---

[১] সুরা নিসা (৪), আয়াত : ১৫৯

[২] সুতরাং, তা (ঈসা ইবনু মারইয়ামের আগমন) হলো কিয়ামতের নিদর্শন। কাজেই, তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মানো। এটা এক সরল পথ। [সুরা যুখরুফ, আয়াত : ৬১]

[৩] ঘটনাপ্রবাহের ওপর বেশ ভালো একটা আর্টিকেল আছে এখানে—https : //bit.ly/33OyOZX

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ থেকে কী বোঝা যায়? ঈসা আলাইহিস সালাম নিজে একজন নবি হয়েও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন উম্মতের নেতৃত্বে সালাত আদায় করবেন। এটা শেষ নবি হিসেবে আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ।

এসব আমরা কোথা থেকে জানতে পারি? হাদিস থেকে। এ-সংক্রান্ত নিচের হাদিসটি গুরুত্বপূর্ণ—

> *আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমার ও তার অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের মাঝে কোনো নবি নেই। আর তিনি তো আসমান থেকে অবতরণ করবেন। তাকে চেনার উপায়—উচ্চতায় তিনি হবেন মাঝারি, তার দেহের রং হবে লাল-সাদা ও গেরুয়া রঙের মাঝামাঝি অর্থাৎ দুধে আলতা এবং তার মাথার চুল ভেজা না হওয়া সত্ত্বেও মনে হবে চুল থেকে যেন ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। তিনি ইসলামের পক্ষে অন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর নিধন করবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করবেন। তিনি ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম বিলুপ্ত করবেন এবং মাসিহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি পৃথিবীতে ৪০ বছর অবস্থান করবেন, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলিমরা তার জানাযা পড়বে।'* [১]

তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো, এই শেষ সময়ের ঘটনাবলি, কখন, কোথায়, কীভাবে ঘটবে, বিশেষ করে দাজ্জাল-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে অতিরিক্ত গবেষণা করাটা ব্যক্তিগতভাবে আমার অপছন্দ। লেবু বেশি কচলালে যেমন তিতা হয়ে যায়, আমার অবস্থা হয়েছে তেমন। ইসলামে আসার প্রথম দিকে আমি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এ-সংক্রান্ত বই পড়তাম, ভিডিও দেখতাম। এসব রিসোর্সের একেবারেই যে কোনো ইতিবাচক দিক নেই তা নয়, তবে ক্ষতিকারক দিকের পাল্লাই বেশি ভারী যা বুঝতে আমার বেশ সময় লেগেছে। এগুলোতে দাজ্জালের আগমনের ব্যাপারটা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন সবকিছু নির্ধারিত হয়ে গেছে, দাজ্জাল এই এলো বলে, নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আমার যেন আর কিছুই করার নেই। তখন অধিকাংশ মানুষই হতদ্যোম হয়ে যায়, ভাবতে থাকে, এই বিশাল পরিকল্পনা ব্যর্থ করার কোনো সামর্থ্যই আমার নেই। তবে এ

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ*, যুদ্ধ-সংঘর্ষ অধ্যায়, হাদিস নং : ৪৩২৪

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্ষেত্রে আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা ভুলে যাই, আমি দাজ্জালের আগমন ঠেকাতে পারিনি কেন অথবা তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারিনি কেন ইত্যাদির জন্য আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন না। দাজ্জাল কবে আসবে সেটা অনুমান করা আমাদের কাজ না। আমার হিসাব শুরু হবে আমার মৃত্যুর সাথে সাথেই আর সেটা আসতে পারে যেকোনো সময়েই। আমাদের বরং উচিত দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য হাদিসে যেসব কৌশল শেখানো হয়েছে সেগুলো জেনে রাখা এবং তার ওপর আমল করা। কৌশলগুলো কী কী?

প্রথমত, নিচের দুআটা মুখস্থ করে ফেলা—

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের দুআটি কুরআনের সূরার মতো করে সাহাবিদের শিক্ষা দিতেন—

“

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِوَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

হে আল্লাহ, আমি জাহান্নামের আজাব হতে, কবরের আজাব হতে, মাসিহ দাজ্জালের ফিতনা হতে, জীবিত এবং মৃতের ফিতনা হতে আপনার আশ্রয় নিচ্ছি।[১]

দ্বিতীয়ত, আর সুরা কাহফের ১ম এবং শেষ ১০ আয়াত মুখস্থ করে ফেলা (অর্থ-সহ) এবং এটার শিক্ষা জীবনে প্রয়োগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দিক থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে পরিত্রাণ পাবে। অন্য বর্ণনায় সূরা কাহফের শেষের দশ আয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৫৮৮

[২] *সহিহ মুসলিম* : ১৯১৯-১৯২০

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয়ত, সামগ্রিকভাবে, আমাদের এই জীবনে করণীয় কী তা নিয়ে নিচের হাদিসটি আমার খুব পছন্দের। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> *কিয়ামত এসে গিয়েছে জেনেও, তোমাদের কারো হাতে যদি গাছের চারা থাকে এবং তা যদি রোপন করতে পারো, তবে রোপন করে ফেলবে।'*[১]

সুবহানাল্লাহ! কী কর্মতৎপর একটা জীবন দর্শন! যখন জানি যে একটু পরই কিয়ামত হবে, তখন আর গাছ লাগিয়ে কী হবে, তাই না? কিন্তু না, আমরা ফলাফলের জন্য দায়িত্বশীল না, শুধুই চেষ্টার জন্য।

এ তো গেল দুনিয়ার পরিণতি, কিয়ামতের দিনে কী ঘটবে সেটার কথা তো আগেই বলেছি—আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি মানুষকে তার ইবাদত করতে বলেছিলেন কি না।[২]

এখন নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, খ্রিষ্টানরা এটার কথা কীভাবে জানবে, তাই না? তারা তো ভাবছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম ওদের কিয়ামতের দিন উদ্ধার করবেন। না, তাদের বইতেও এই কথা আছে—

> **যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তাদের প্রত্যেকেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে তা নয়। আমার স্বর্গের পিতার ইচ্ছা যে পালন করবে কেবল সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। সেই দিন অনেকে আমায় বলবে, 'প্রভু, প্রভু আমরা কি আপনার নামে ভাববাণী বলিনি? আপনার নামে আমরা কি শয়তানদের তাড়াইনি? আপনার নামে আমরা কি অনেক অলৌকিক কাজ করিনি?' তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব, 'আমি তোমাদের কখনো আপন বলে জানিনি, দুষ্টের দল! আমার সামনে থেকে দূর হও।'**[৩]

তাহলে আমরা কী বুঝলাম? নিজেদের ধর্মগ্রন্থ পড়ার কোনো বিকল্প নেই, সেটা যে ধর্মই হোক।

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১২৯৮১, *কিতাবুল আদাব* : ৪৭৯

[২] সুরা মায়িদা (৫), আয়াত : ১১৬-১১৮

[৩] Matthew 7 : 21-23

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব : আমাদের জীবনে এর প্রাসঙ্গিকতা

শিকড়ের সন্ধানে আমাদের বিনম্র প্রচেষ্টার এখানেই সমাপ্তি। আমরা শুধু একবার দেখে নেব, এই বইতে আমরা মূল কী কী বিষয় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি—

- **ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের পরিচয়, ইসলামের সাথে এর সম্পর্ক।**
- **কুরআনের সুবিশাল অংশ যা নিয়ে কথা বলে তা জানা এবং বোঝা।**
- **ইসরাইল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার ধর্মীয় দাবি যে ভিত্তিহীন তা বোঝা।**

আমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি, মুসলিম শুধু তাদেরই বলে না, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী, বরং সকল নবির অনুসারীরাই মুসলিম অর্থাৎ আত্মসমর্পিত ছিলেন। মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারী, কুরআন যাদের বনি ইসরাইল বলে সম্বোধন করছে, তারা তখনকার মুসলিম ছিল, তাদের মাঝে মুনাফিকও ছিল। এই পরিচয় থেকে তাদের প্রথম ঐতিহাসিক পতন ঘটে ঈসা আলাইহিস সালামকে মাসিহ হিসেবে অস্বীকার করার পর। আল্লাহ তাদের আবার সুযোগ দিয়েছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হওয়ার মাধ্যমে। তবে তারা সেটাও প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের ইহুদি পরিচয়কেই বেছে নিয়েছিল, যা ছিল একটা বংশ পরিচয়। এটা ছিল তাদের শেষ সুযোগ আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জাতি হিসেবে মর্যাদা ধরে রাখার। তারা আজও মাসিহের জন্য অপেক্ষা করছে সেটা আমরা বলেছি।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত অনুসারীরা ছিল তখনকার মুসলিম। পৌল কর্তৃক খ্রিষ্টধর্মের বিকৃতির পর সব খ্রিষ্টানকে মুসলিম বলা যাবে না, যারা একেশ্বরবাদী ছিল তারাই শুধু ওই নির্ধারিত সময়ের মুসলিম ছিল।

তারপর সবশেষে এলেন আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনিই শেষ নবি। তাই আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জাতি এখন মুসলিমরা; কিন্তু কীসের জন্য মনোনীত? এই দুনিয়াতে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

অতএব, আমাদের জন্যও সতর্কবার্তা হচ্ছে ইসলাম জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কোনো সম্পত্তি নয়, এটা একটা দায়িত্ব। মুসলিম হওয়ার ফলে আল্লাহর কাছে যেসব বিশেষ মর্যাদা প্রতিশ্রুত রয়েছে, তা অর্জন করে নিতে হয়। ইসলামের দরজা সবার জন্য খোলা, তার জন্ম পরিচয় যা-ই হোক না কেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই যে আমরা অন্য ধর্মের মূলনীতিগুলো তাদের ধর্মগ্রন্থ ব্যবচ্ছেদ করে বিশ্লেষণ করলাম তার যৌক্তিকতা কী, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এটার প্রাসঙ্গিকতা কী?

এই বই এর সূচনাতে আমি বলেছিলাম, আমরা যখন সুরা ফাতিহাতে অভিশপ্তদের (ইহুদিদের) এবং পথভ্রষ্টদের (খ্রিষ্টানদের) অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই, তখন প্রকারান্তরে তাদের যে স্বভাব তাদের এই পরিণতির পিছনে দায়ী, তা থেকে আশ্রয় চাই।

এখন যেহেতু আমরা দুই ধর্মের ব্যাপারেই মোটামুটি প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করেছি, এখন সময় এসেছে তাদের সেই স্বভাব নিয়ে কথা বলার।

তার আগে আমাদের মাথায় রাখতে হবে মানুষের ব্যবহার, আচরণ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে মূলত দুটো ফ্যাকাল্টি—হৃদয় এবং মস্তিষ্ক। হৃদয়ের মাঝে থাকে আবেগগুলো, আর মস্তিষ্ক পর্যালোচনা করে যুক্তি, প্রমাণ ইত্যাদি। সঠিক পথে থাকার জন্য এই ফ্যাকাল্টিদ্বয়ের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ভারসাম্যহীনতার একটা উদাহরণ হচ্ছে একজন ডাক্তার যখন ধূমপান করেন। এখানে তার ভারসাম্যহীনতা মস্তিষ্কে নয়। সে খুব ভালো করেই জানে কেন এটা করা উচিত না। সমস্যা হচ্ছে হৃদয়ে। সেই একই মানুষ হয়তো তার মেয়ের সামনে সিগারেট খায় না। কারণ, সন্তানের প্রতি তার ভালোবাসা তাকে এটা করতে দেয় না।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ভুলগুলোর কারণ আমরা এই আঙ্গিক থেকে দেখলে বুঝব যে, ইহুদিদের সমস্যা মস্তিষ্কে ছিল না, ছিল হৃদয়ে। তাদের কাছে প্রমাণের কোনো অভাব ছিল না রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সেই নবি যার জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ যে উপমা ব্যবহার করছেন সেটা পড়লেই আমি আবেগাপ্লুত হয়ে যাই—

> যাদের আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে তাদের সন্তানদের। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে। [১]

সব ধরনের প্রমাণ থাকার পরও তারা মেনে নিতে পারছিল না যে, উম্মি তথা নিরক্ষরদের মধ্য থেকে নবি আসবে, তাদের গোত্র থেকে না।

পক্ষান্তরে আমরা যদি খ্রিষ্টানদের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাব, মিশনারি কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা প্রচুর মানবতার জন্য কাজ করে; কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে তারা প্রমাণ বা যুক্তির তোয়াক্কা করে না। শুধু আবেগ দিয়েই তাদের দিয়ে অনেক কিছু করানো যায়। ভালোবাসা, ভালোবাসা, আর ভালোবাসা—ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য, যুক্তি-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে এক ভালোবাসা।

আমি যখন এই বই লেখার জন্য বিভিন্ন রিসোর্স পড়ছিলাম বা ভিডিও দেখছিলাম তখন আমার ভেতরে একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি কি আমার অবস্থান প্রমাণ করার জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে বেছে বেছে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যে দোষ আমরা খ্রিষ্টান বা ইহুদিদের দিয়ে থাকি? আমার কি উচিত না তাদের পক্ষের লেখাগুলোও পড়া? বলা যেতে পারে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সৎ থাকার জন্য আমি ত্রিত্ববাদের (Trinity) পক্ষে বেশ কিছু লেখা পড়লাম। আমি যখন লেখাগুলো পড়ছিলাম তখন ঠিক এই বিষয়টাই লক্ষ করলাম—আবেগে উপচানো, গদগদ লেখা। কেন এরা তিনজন আলাদা হয়েও এক, যেগুলার অধিকাংশই আমার কাছে মনে হয়েছে কমনসেন্সের পরিপন্থি! সত্যি কথা হচ্ছে আমার যুক্তিবাদী মন একটুও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তখন আমার লরেন্স ব্রাউনের *Misgoded* বইটির ভূমিকার কিছু কথা মনে পড়ে গেল।

---

[১] সুরা বাকারা (২), আয়াত : ১৪৬

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি ওখানে লিখেছেন যে, এখন আমরা সারা বিশ্বের মানুষরা খুব কমই চিন্তা করে থাকি। সস্তা বিনোদনের নানা উপকরণ উপভোগ করে আমাদের দিন কাটে। আড্ডায় কিংবা চায়ের কাপে যেসব বিষয়ের ওপর ঝড় ওঠে তাও খুবই অগভীর বিষয়। ফলে আজকাল মানুষকে খুব হালকা যুক্তি বা আবেগ দিয়ে পটিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু অতীতে ব্যাপারটা এমন ছিল না, তখন মানুষ অনেক গভীরভাবে চিন্তা বা বিশ্লেষণ করত। যে কারণে তখন প্রতিবাদীকণ্ঠকে স্তব্ধ করার জন্য চার্চকে খুব কঠোর ব্যবস্থা নিতে হতো যে বিষয়ে নিয়ে আমরা বিস্তারিত পড়েছি।

এই আলোচনার দ্বারা আমাদের মাঝে একটা তীব্র ভয় উদ্রেক করা উচিত—আমরা যখন নিজেরা দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত না হই, নিজেদের পারলৌকিক পরিণতির ব্যাপারে অন্যের ওপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করি—সেটা ধর্মীয় নেতা হোক কিংবা কোনো পীর অথবা কোনো তথাকথিত আউলিয়া—তার পরিণাম কী ভয়ংকর হতে পারে, তা বোঝা। আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত, নিজেদের ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে আমাদের অবস্থা খ্রিষ্টানদের থেকে খুব আলাদা কি না।

সুরা ফাতিহায় উল্লেখিত দুআ থেকে আমরা খুব গভীর একটা দিকনির্দেশনা পাই কিন্তু! এখানে প্রকারান্তরে আমাদের বলা হচ্ছে, জ্ঞানের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত—

১) আমাদের ক্রমাগত জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়ার মাঝে থাকতে হবে। যদি আমরা মনে করি, যত বেশি জানব তত মানতে হবে (এটা আমি অনেকের কাছেই শুনি), অথবা যা জানি এটাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই, অথবা খালি অমুক তমুক যাদের একটু প্র্যাকটিসিং মনে হয় তার কথার ওপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করি, নিজেরা রেফারেন্স কিছু না দেখি—তাহলে আমরা হয়ে যাব الضَّالِّينَ-(যারা পথভ্রষ্ট) তথা খ্রিষ্টানদের মতো।

২) জ্ঞান যা অর্জন করছি তা আমলে পরিণত করার জন্য সবসময় আন্তরিক চেষ্টা করে যেতে হবে। কোনো কিছু ফরয জানার পর তা না করে আমরা যেন বসে না থাকি! যদি জ্ঞান আসার পরও সেখানে আমরা গাফিলতি করি, তাহলে সেটা হবে الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ-(যাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ) তথা ইহুদিদের মতো!

কতটুকু জ্ঞান অর্জন ফরয, সেই লেভেলটাকে আমরা ইদানীং মনে হয় অনেক নিচে নামিয়ে এনেছি। এখন আমি যদি কাউকে বলি যে, ইসলামিক অনলাইন

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামি স্টাডিজে আমার একটা ব্যাচেলর ডিগ্রী আছে—যেখানে আমরা উসূল আল ফিকহ, উসূল আত তাফসির, উসূল আল হাদিস ইত্যাদি টপিকের ওপরে কোর্স করেছি—মানুষ আমাকে স্কলার হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করে দেবে। এখানেই সমস্যাটা। আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ব্যাচেলরে আমাদের যা পড়ানো হয়েছে, সেটা ফরয মানে বেসিক লেভেলের জ্ঞান। এখন মুসলিমদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে গেছে বলে এই জ্ঞানগুলো ব্যাচেলর লেভেলে পড়ানো হচ্ছে। অথচ এগুলো একদম ছোটবেলা থেকে আমাদের জেনে বড় হওয়া উচিত ছিল।

ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। এই বইটি লেখার সময় আমি তাবিজকবজ, জিনে বিশ্বাস এগুলো নিয়ে যা লিখেছি, হলফ করে বলতে পারি, এগুলো সিংহভাগ প্র্যাকটিসিং মুসলিমদের সিস্টেমেটিকভাবে জানা নেই। অথচ তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তাদের সুরা নাস মুখস্থ আছে কি না, তারা সবাই বলবে তাদের সুরা নাস মুখস্থ আছে! কী ভয়াবহ রকমের বৈপরীত্য!

অথচ চিন্তা করে দেখুন, এটা কি আমাদের একদম ছোট্টবেলায় শেখা আকিদা শিক্ষার সাথে জেনে নেওয়ার কথা ছিল না?

এ রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে। বহু!

তবে এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, অনেক মানুষ পড়াশোনা করে, তবু ভুল জিনিসই শেখে।

কেন?

কারণ, তারা ভুল মানুষের কাছে শেখে।

কীভাবে বুঝব যে, আমি কোনো ভুল মানুষের কাছে শিখছি কি না?

কঠিন প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর আছে!

যে সুরা ফাতিহা নিয়ে কথা বলছি, সেখানেই একটা দুআ আল্লাহ আমাদের প্রতিদিন ১৭ বার করে পড়া ফরয করে দিয়েছেন—ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকিম।

কেন আল্লাহ এটা প্রতিদিন এতবার করে পড়তে বলেছেন?

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণ, হিদায়াত কোনো চিরস্থায়ী বিষয় নয়। একবার হিদায়াতপ্রাপ্ত হলে সেটার ওপর মৃত্যুবরণ করা একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ।

আমি ভুল মানুষের কাছে পড়ছি কি না, সেটা বোঝার আরও একটা উপায় আছে (এটা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির আবিষ্কার)—তারা আমাকে জ্ঞানার্জন করতে বলছে নাকি অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে বলছে, সেটা যাচাই করা। কোনো একটা বিশেষ টপিকে কথা এড়িয়ে যাচ্ছে, নাকি খোলামেলা আলোচনা করছে। আমার দ্বিধাগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে কি না।

তবে একটা বিষয় আমি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, একটা মানুষের পক্ষে কখনোই ইসলামের সব শাখার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব না। এ কারণে ইসলামিক স্কলারশিপের ক্ষেত্রেও আমাদের স্পেশালাইজেশন দরকার। কেউ যদি ইসলামের শাস্তি আইন নিয়ে কথা বলে, তার উচিত দেশীয় আইন নিয়েও পড়াশোনা করা। প্রচলিত এবং ইসলামি পড়াশোনার মাঝে একটা সমন্বয় থাকা দরকার। এটার সবচেয়ে বড় উদাহরণ মনে হয় ইসলামি অর্থনীতির ফিল্ড। যেসব আলিমরা ইসলামি অর্থনীতির ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেন, তাদের অধিকাংশেরই প্রচলিত অর্থনীতির খুঁটিনাটি নিয়ে পড়াশোনা নেই। আমি নিজে যেহেতু এই ফিল্ড নিয়ে সামান্য পড়াশোনা করছি, তাই এই সমস্যার ভয়াবহতাটা আমি খুব টের পাই। এ কারণে আমার জীবনের একটা স্বপ্ন হচ্ছে—অর্থনীতিবিদ, যারা প্রচলিত অর্থনীতি নিয়ে পড়েছেন, তাদের সাথে স্কলারদের একটা সেতুবন্ধন রচনা করা, এমন প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যেখানে দুটো ফিল্ড একসাথে খুব জোর দিয়ে পড়ানো হবে।

এ তো গেল জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা। ইহুদিদের মতো জ্ঞানপাপী হওয়া থেকে আমরা কীভাবে নিজেদের বাঁচাতে পারি?

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে ইসলাম প্র্যাকটিস শুরু করার পর কিছু ধার্মিক মানুষের এত হতাশাজনক রূপ আমি দেখেছি যে, আমি যদি না জানতাম ইসলামই সত্য, তবে বহু আগেই ইসলাম থেকে ছিটকে যেতাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমনটা কেন হয়? কেন আল্লাহ আমাদের যে জ্ঞান দিয়েছেন তার দাবি অনুযায়ী আমরা আচরণ করতে পারি না?

আমার সীমিত অভিজ্ঞতা বলে ধর্মীয় আচার-আচরণগুলো করতে করতে যখন সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়, যথাযোগ্য মনোযোগ না দিয়েই দায়সারাভাবে করা

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়, তখনই হৃদয়টা কঠিন হয়ে যায়। এক কথায়, আল্লাহর সাথে সম্পর্কটা তখন হালকা হয়ে যায়।

আরও একটা কারণ হচ্ছে বন্ধুবান্ধবের সার্কেল আল্লাহর স্মরণ বিমুখ হওয়া। 'বিশ্বাসীরা একজন আরেকজনের জন্য আয়নাস্বরূপ', 'রিমাইন্ডার বিশ্বাসীদের জন্য উপকারী'—এই মূলনীতি দুইটি খুবই কার্যকরী!

আর অবশ্যই আমাদের সবার মাঝে 'আমিও ভুল হতে পারি'—এই বিনয়টা থাকা উচিত। সে জন্য আল্লাহর কাছে ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে পারার ক্ষমতা) চেয়ে কেঁদেকেটে প্রার্থন করার বিকল্প নাই।

আমি খ্রিষ্টধর্মের বিবর্তন নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে একটা বিষয় লক্ষ করলাম, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে, এই বিবর্তনের ইতিহাস, বাইবেলভরতি অসংগতি ইত্যাদি জানার পর বহু মানুষ ধর্ম জিনিসটাকেই মানবরচিত প্রতিষ্ঠান ভাবা শুরু করে এবং নাস্তিক হয়ে যায়!

যারা এই লেখাটা মন দিয়ে পড়েছেন, তারা দেখবেন, ড. লরেন্স ব্রাউন 'Dr Bart D Ehrman' নামক একজন বাইবেল-স্কলারের বইয়ের প্রচুর রেফারেন্স দিয়েছেন। আমার একটা স্বভাব হচ্ছে, এ রকম কারও কাজের অনেক সুনাম শুনলে আমি তার জীবনী নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠি। তার সম্পর্কে ঘাঁটতে গিয়ে দেখলাম তিনি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করা। এটা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় একটা ইউনিভার্সিটি। এ থেকে আমরা নিশ্চয়ই তার যোগ্যতার লেভেলটা বুঝতে পারছি। এরপর তার বেশ কয়েকটা সাক্ষাৎকার শুনলাম। সেখানে তিনি নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, প্রথমে তিনি নিবেদিতপ্রাণ ইভাঞ্জেলিক খ্রিষ্টান ছিলেন, তারপর উদারপন্থি খ্রিষ্টান এবং এখন একজন সংশয়বাদী (Agnostic)। যত পড়াশোনা করেছেন, তত তিনি বুঝেছেন যে স্রষ্টার অস্তিত্বটাই আসলে প্রশ্নবিদ্ধ। তার একটা কথা খুব ভালো লেগেছে—তিনি বলেছেন, তিনি যখন নিবেদিতপ্রাণ ইভাঞ্জেলিক খ্রিষ্টান ছিলেন তখন তিনি বোঝার চেষ্টা করতেন, 'কীভাবে ঈশ্বর মানুষের রূপ ধরলেন?' তার পড়াশোনা যত বাড়তে থাকল, তিনি বুঝলেন যে ঘটনাটা আসলে উলটো—অর্থাৎ যে ঘটনাটা ঘটেছিল তা হলো 'একজন মানুষ ঈশ্বরে পরিণত হয়েছিলেন'। এটাই হচ্ছে আসল ইতিহাস।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শুধু তাই না, ইউটিউবে একটা খুব বিখ্যাত ভিডিও আছে [১]যেটার শুরুতে একজন কমেডিয়ান আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করছেন।

আমাদের দেশে এখন যেসব নাস্তিক্যবাদী ব্লগ তৈরি হয়েছে, তাদের সবগুলোতে আমি একটা কমন ট্রেন্ড দেখতে পাই। প্রথম ধাপ হচ্ছে সব ধর্মকে এক কাতারে ফেলা, তারপর খ্রিষ্টধর্মের এসব ইতিহাস তুলে ধরে ধর্ম বিষয়টিকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের একটা কথিত সংঘর্ষ তুলে ধরা—মধ্যযুগে চার্চ বিজ্ঞানীদের সাথে কী করেছে সেসব কাহিনি বলে এই কাজটা করা হয়। তারপর কুরআনেও এমন সংঘর্ষ তুলে ধরার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো হয়।

কিন্তু আসলে কি ব্যাপারটা তাই? মুসলিমদের স্বর্ণযুগে যত বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন, তারা তো সবসময় কুরআন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কেউ কি এমন একটা উদাহরণ তুলে ধরতে পারবেন যেখানে কোনো মুসলিম বিজ্ঞানীকে হত্যা করা হয়েছে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু আবিষ্কার করার জন্য? যারা মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাস পড়েছেন, তারা তাদের রেঁনেসার কথা পড়েছেন, কিন্তু এই রেঁনেসাটা এলো কোথা থেকে, কাদের থেকে? মুসলিমদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তো! ইসলামে কি প্রশ্ন করা নিষেধ? আল্লাহ কি কুরআনে বারবার চিন্তা করতে বলেননি? ত্রিত্ববাদের মতো যুক্তিবুদ্ধিহীন কনসেপ্ট যে ধর্মের ভিত্তি তা যে মানুষকে চিন্তা করতে, যুক্তিবাদী হতে অনুৎসাহিত করবে এটাই কি স্বাভাবিক নয়? কিন্তু ইসলাম তো এমন নয়!

ড. লরেন্স ব্রাউনের ইসলাম গ্রহণের কাহিনির একটা অংশ পড়ে আমার খুব কষ্ট লেগেছিল। তিনি বলছিলেন যে, 'সম্ভাব্য সত্য ধর্মের লিস্টে ইসলামকে আমি সবার শেষে রেখেছিলাম, তা ছাড়া বাদবাকি সব ধর্মই আমি ঘেঁটে দেখেছি।' কেন? আমার এখানে যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, তারা সবাই নিজ উদ্যোগে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে। এমন কখনো শুনিনি যে, মুসলিম প্রতিবেশী, কলিগ কিংবা ক্লাসমেটদের দেখে ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়েছে। আমার জানায় ভুল থাকতে পারে, কিন্তু যত মানুষের ইসলাম গ্রহণের কাহিনি পড়েছি, সবগুলো এমনই ছিল। অথচ আগে কি এমন ছিল? সবসময় মুসলিমদের চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করত।

---

[১] Horus —The REAL Story Behind Jesus Christ নামে,

www.boiRate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখন কি সেটা হয়? কেন হয় না?

কারণটা খুব সাধারণ—আমরা ইসলামের পতাকাবাহক হবার বদলে পশ্চিমাদের অন্ধ অনুসরণকারী হয়ে গেছি। নইলে এসব পশ্চিমা দেশে মুসলিমের সংখ্যা কি কম? অবশ্য কারা মুসলিম তা বুঝবই-বা কীভাবে! দেখে তো চেনার উপায় নেই!

সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হচ্ছে, নাস্তিকদের লেখা এইসব ছাইপাঁশ পড়ে জন্মসূত্রে মুসলিমরাই ইসলাম নিয়ে সন্দিহান হতে শুরু করে। কবে আমরা মুসলিমরা একটু পড়ুয়া জাতি হব?

যারা সত্যান্বেষী, তারা নিজেরা পড়াশোনা করেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ইসলামই হচ্ছে সেই সত্য ধর্ম যা আল্লাহর কাছ থেকে আগত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তারা নিউ টেস্টামেন্টের মাঝে এত অসংগতি দেখেও কেন নাস্তিক হয়ে যায় না? আল্লাহই ভালো জানেন! তবে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, যারা আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে সাহায্য চায়, তারাই সঠিক পথের দিশা পায়। অর্থাৎ ব্যাপারটার সাথে শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণাই জড়িত না, আবেগীয় ব্যাপারও বিদ্যমান, যেমনটা আমরা আগে বলেছি।

অতএব, আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত নিজেদের ধর্মগ্রন্থটা আদ্যোপান্ত পড়া। আমরা জন্মসূত্রে মুসলিমরা কুরআনের অনুবাদ পড়তে গিয়ে যেসব জটিলতার শিকার হই, সেই যাত্রাটা সহজ করে দেবার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস ছিল এই বইটা। আমরা হয়তো জানিই না যে, বর্তমানে বাংলাদেশে মিশনারি তৎপরতা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দাওয়াতি কাজ করতে গেলে এই বইয়ের কিছু অংশ সামান্য হলেও উপকারে আসতে পারে। আর পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী কোনো প্রবাসী বাঙালি হলে তো এগুলো জানা খুবই জরুরি—নিজের ঈমান দৃঢ় রাখার জন্য, সম্ভব হলে দাওয়াতি কাজের জন্য। আল্লাহ আমাদের এমন একটি জীবনযাপন করার তাওফিক দেন—যেখানে কুরআন জীবন্ত। আমিন।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিশিষ্ট

Dynasties	Dates BCE (approx.)	Period	Patriarch
3—6	2700—2200	Old Kingdom	—
7—10	2200—2040	First Intermediate	Abraham (c. 2000 BCE)?
11—12	2040—1674	Middle Kingdom	Abraham (c. 2000—1800 BCE)?Jacob, Joseph (c .1800 BCE)?
13—17	1674—1553	Second Intermediate	Jacob, Joseph
18—20	1552—1069	New Kingdom	'Pharaoh' first applied to the king around middle of the 14th century BCE, c. 1352-1348 BCE.
			Moses born around the beginning of the 13th century BCE.

এই ছকে মিশরীয় ইতিহাসে কখন ফিরআউন উপাধি ব্যবহৃত হতো সেটা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নির্ঘন্ট

বাইবেলীয় শব্দ	পরিভাষা
Atonement	প্রায়শ্চিত্ত
Abraham	ইবরাহিম আলাইহিস সালাম
Acts of Apostles	শিষ্যচরিত; নতুন নিয়ম : ৫ম অধ্যায়
Ark of the Covenant	মুসা আলাইহিস সালাম ও পূর্ববর্তী নবিদের পরিত্যক্ত বরকতময় কিছু বস্তুসামগ্রী; কুরআনে এটিকে 'তাবুত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
Biblical Kingdom	ঈশ্বরের রাজ্য
Bible	বাইবেল শব্দটি এসেছে গ্রীক τὰ βιβλία (tà biblía) থেকে, যার অর্থ–বইয়ের সংকলন। অনেকগুলো বইয়ের সমন্বয়ে বাইবেল গঠিত। বাইবেল ২টি অংশে বিভক্ত। যথা : ১। Old Testament (পুরাতন নিয়ম) ২। New Testament (নতুন নিয়ম)
Old Testament	Tanakh বা Old Testament ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কমন ধর্মগ্রন্থ। ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্বে আগমনকারী বনি ইসরাইলের নবিদের নামে ইহুদিদের লেখা সকল (বিকৃত) গ্রন্থের সংকলন হচ্ছে Tanakh যা Tenakh, Tenak, Tanach, Mikra এই নামেও পরিচিত। Tanakh কথাটি এসেছে Torah (তাওরাত), Nevi'im (নবিগণ) এবং Ketuvim (গ্রন্থসমূহ) এই হিব্রু শব্দগুলোর আদ্যাক্ষরের সমন্বয়ে। এই গ্রন্থগুলোর ওপরে খ্রিষ্টানরাও ঈমান রাখে। তারা এই কিতাবগুলোর সংকলনকে Old Testament (পুরাতন নিয়ম) বলে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

New Testament	New Testament হলো বাইবেলের দ্বিতীয় অংশ। ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট বাইবেলে ওল্ড টেস্টামেন্টের পুস্তক সংখ্যায় তারতম্য থাকলেও নিউ টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে উভয়টিতেই ২৭টি পুস্তক রয়েছে। তন্মধ্যে ৪টিকে তারা তথাকথিত ইঞ্জিল বা গসপেল বলে থাকে। এখানে যীশুর জীবন-সংক্রান্ত আলোচনা উঠে এসেছে যার ১৩টিই মূলত সেন্ট পল রচিত চিঠি।
Canonical	অনুমোদিত
Chosen People	আল্লাহর মনোনীত জাতি
Commandment	প্রত্যাদেশ
Council of Nicea	নাইসিয়া পরিষদ
Deuteronomy	দ্বিতীয় বিবরণ; পুরাতন নিয়ম : ৫ম অধ্যায়
Evolved Doctrine	বিবর্তিত মতবাদ
Exodus	যাত্রাপুস্তক; পুরাতন নিয়ম : ২য় অধ্যায়
First Jews Diaspora	প্রথমবার ইসরাইলি রাজ্য ভাঙন এবং তৎকালীন ইহুদিদের নির্বাসন
Genesis	আদিপুস্তক; পুরাতন নিয়ম : ১ম অধ্যায়
God Incarnation	অবতারবাদ তথা মানুষের রূপ ধারণ করে ঈশ্বরের দুনিয়ায় আগমনের মতবাদ
God's Kingdom	ঈশ্বরের রাজ্য
Gospel	খ্রিষ্টীয় সুসমাচার (প্রধানত নতুন নিয়মের ১ম চারটি বই)
Holy Spirit	পবিত্র আত্মা
Jacob	ইয়াকুব আলাইহিস সালাম
Jesus	ঈসা আলাইহিস সালাম
Jews	ইহুদি
John	যোহন লিখিত সুসমাচার
John the Baptist	ব্যাপ্টিস্ট যোহন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Joseph	ইউসুফ আলাইহিস সালাম
Joshua	ইউশা ইবনু নুন
Judeo-Christian	ইহুদি-খ্রিষ্টীয়
Kabbalah	ইহুদি ধর্মের মরমিবাদী শাখা
King Solomon	সুলাইমান আলাইহিস সালাম
Kingdom of David	দাউদ আলাইহিস সালামের সাম্রাজ্য
Leviticus	লেবীয় পুস্তক; পুরাতন নিয়ম : ৩য় অধ্যায়
Luke	লুক লিখিত সুসমাচার; নতুন নিয়ম : ৩য় অধ্যায়
Mark	মার্ক লিখিত সুসমাচার; নতুন নিয়ম : ২য় অধ্যায়
Matthew	মথি লিখিত সুসমাচার; নতুন নিয়ম : ১ম অধ্যায়
Numbers	গণনা পুস্তক; পুরাতন নিয়ম, অধ্যায় : ৪
Original Sin	আদিপাপ
Paul	পৌল আধুনিক খ্রিষ্টবাদের জনক
Promised land	প্রতিশ্রুত ভূমি
Psalms	সামসংগীত; পুরাতন নিয়ম
Revealed doctrine	ঐশ্বরিক মতবাদ
Ritual Murder	বলিদান
Romans	রোমীয়
Samuel	সামুয়েল; পুরাতন নিয়ম
Trinity	ত্রিত্ববাদ
Temple of Solomon	সুলাইমান আলাইহিস সালামের আমলে পুনর্নির্মাণ করা মাসজিদুল আকসা। ইহুদিরা একে 'Temple of Solomon' (হিব্রুতে Beit Hamikdash) হিসেবে অভিহিত করে।
First Temple	প্রথমবার নির্মিত 'Solomon's Temple'।
2nd coming	দ্বিতীয় আগমন

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

2nd Temple	Nebuchadnezzar II (বখত নাসর) জেরুজালেম আক্রমণ করে 1st Temple ধ্বংস করে দেন। পরে পারসিয়ান রাজা সাইরাসের আনুকূল্যে ইহুদিরা জেরুজালেমে ফিরে আসে এবং আগের জায়গাতেই আরেকটি স্থাপনা নির্মাণ করে যাকে তারা '2nd Temple' হিসেবে অভিহিত করেছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কৃতজ্ঞতা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে এই কাজটি সম্পন্ন করার তাওফিক দিয়েছেন। তেমন কিছু না ভেবে, অনেকটা হুট করেই ২০১৩ সালের দিকে 'শিকড়ের সন্ধানে' সিরিজটি ফেসবুকের পাতায় লেখা শুরু করি। লিখতে গিয়ে অনেক পড়াশোনা করতে হতো আমাকে। এ কারণে পর্বগুলোর মাঝে দীর্ঘদিনের গ্যাপ পড়ে যেত। সিরিজটি শেষ করতে পারার মূল কৃতিত্ব আমার ফেসবুকের নাম না-জানা হাজারো পাঠকের। তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং ব্যাপক উৎসাহ না পেলে হয়তো এটা 'অসমাপ্ত প্রজেক্ট' হিসেবে হারিয়ে যেত কোনো একসময়।

প্রথমেই যার কথা বলব, তিনি হচ্ছেন শায়লা আন্টি। আমি তার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি সুদূর মালয়েশিয়া থেকে ফোনকলের মাধ্যমে আমাকে অতিশয় অনুরোধ করেছিলেন, আমি যেন সিরিজ লেখার কাজটি সমাপ্ত করি। তার কিছু আত্মীয় এই সিরিজের প্রথম অর্ধেক পড়ে কুরআন হাতে নিয়েছে। কথাটা আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। কারণ, আমি জানি, কুরআনের সাথে সম্পর্ক হওয়ার আগের ও পরের জীবনের মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মূলত তার ফোনকল পাওয়ার পর থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সিরিজের কাজটি আমাকে শেষ করতেই হবে—যত ব্যস্ততাই আসুক না কেন আমার জীবনে।

ফেসবুকে লেখা শেষ করলেও সিরিজটিকে বই আকারে প্রকাশ করার কথা ভাবিনি কখনো, যদিও বইপ্রকাশের ব্যাপারে অনেকের কাছ থেকে অফার পেয়েছি বহুবার, আলহামদুলিল্লাহ। কারণ, কুরআন নিয়ে বই লেখার যোগ্যতা আমার নেই, সেটা

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি খুব ভালো করেই জানতাম। একদিন এক দ্বীনি বোন বলল, 'বইটি কাউকে দিয়ে শারয়ি সম্পাদনা করিয়ে প্রকাশ করলেই তো পারো!' ওর এই কথা শোনার পরই আমি বইপ্রকাশের চিন্তাভাবনা শুরু করি।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আবুল হাসানাত কাসিম এবং মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ মুরতাযা ভাইয়ের কাছে। তারা আন্তরিকতার সাথে বইটির শারয়ি সম্পাদনা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ পুরো সমকালীন পরিবার এবং তাদের নাম না-জানা এডিটর ও প্রুফরিডার ভাইদের প্রতি, যারা খুব যত্ন নিয়ে বইটি পড়েছেন, সম্পাদনা করেছেন এবং বাইবেলের রেফারেন্সগুলো বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আহমেদ ইয়াসিন ভাই আমার প্রচণ্ড ব্যস্ততার বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন, আমার পছন্দ-অপছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তাদের যথাযথ প্রতিদান রয়েছে সুমহান রবের কাছে।

আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই মুশফিকুর রহমান মিনার ভাইয়ের প্রতি। তিনি যে কাজটি করেছেন তা খুব কম মানুষেরই করার যোগ্যতা রয়েছে। মিনার ভাই বাইবেলের রেফারেন্সগুলো ক্রসচেক করেছেন। পাশাপাশি আরও অনেক বিষয়ে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। তিনি এই কাজটি না করলে একাধিক বার শারয়ি সম্পাদনার পরও আমার মধ্যে একটা খচখচানি রয়ে যেত। আল্লাহ তার ইলম ও আমলে বারাকাহ দান করুন।

পরিশেষে, যে দুজন মানুষের কথা না বললেই নয়, তারা হলেন আমার বড় বোন হাবিবা মুবাশ্বেরা এবং আমার জীবনসঙ্গী আহমেদ সাবিত। একজন বিয়ের আগ পর্যন্ত, আরেকজন বিয়ের পর থেকে সীমাহীন ধৈর্য নিয়ে আমাকে সহ্য করে যাচ্ছেন বলেই আজ আমি এইটুকু পথ আসতে পেরেছি। তারা আমার জীবনের ছায়াবৃক্ষ হয়ে না থাকলে, আল্লাহ সামান্য যেটুকু মেধা দিয়েছেন তা হয়তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত। আল্লাহ তাদের নেক হায়াত দিন এবং জান্নাতে আমাদের একসাথে থাকার তাওফিক দিন। আমিন।

www.boiRate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হামিদা মুবাশ্বেরা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পিএইচডি করছেন। এর আগে মালয়শিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় (IIUM) থেকে ইসলামিক ফিনান্সে মাস্টার্স করেছেন। ব্যাচেলর করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (IBA) থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ইসলামিক অনলাইন বিশ্ববিদ্যালয় (IOU) থেকে, সেখানে ইসলামিক স্টাডিজে দ্বিতীয় ব্যাচেলর সম্পন্ন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জননী।

হরেক রকমের বই পড়া ও লেখালেখি হামিদা মুবাশ্বেরার কাছে এক ধরনের নেশার মতো। বাবার আকস্মিক মৃত্যু তাকে জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করে। কী হয় মৃত্যুর পর? এটা নিয়ে কোন ধর্ম কী বলে? কেন আমরা মুসলিম? অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়? নিজের শিকড়, আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের ব্যক্তিগত যে যাত্রা, সেই পথ থেকে কুড়ানো মণি-মুক্তা নিয়ে লিখেছেন 'শিকড়ের সন্ধানে'।

সমকালীন প্রকাশন

www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিকড়ের সন্ধানে

হামিদা মুবাশ্বেরা

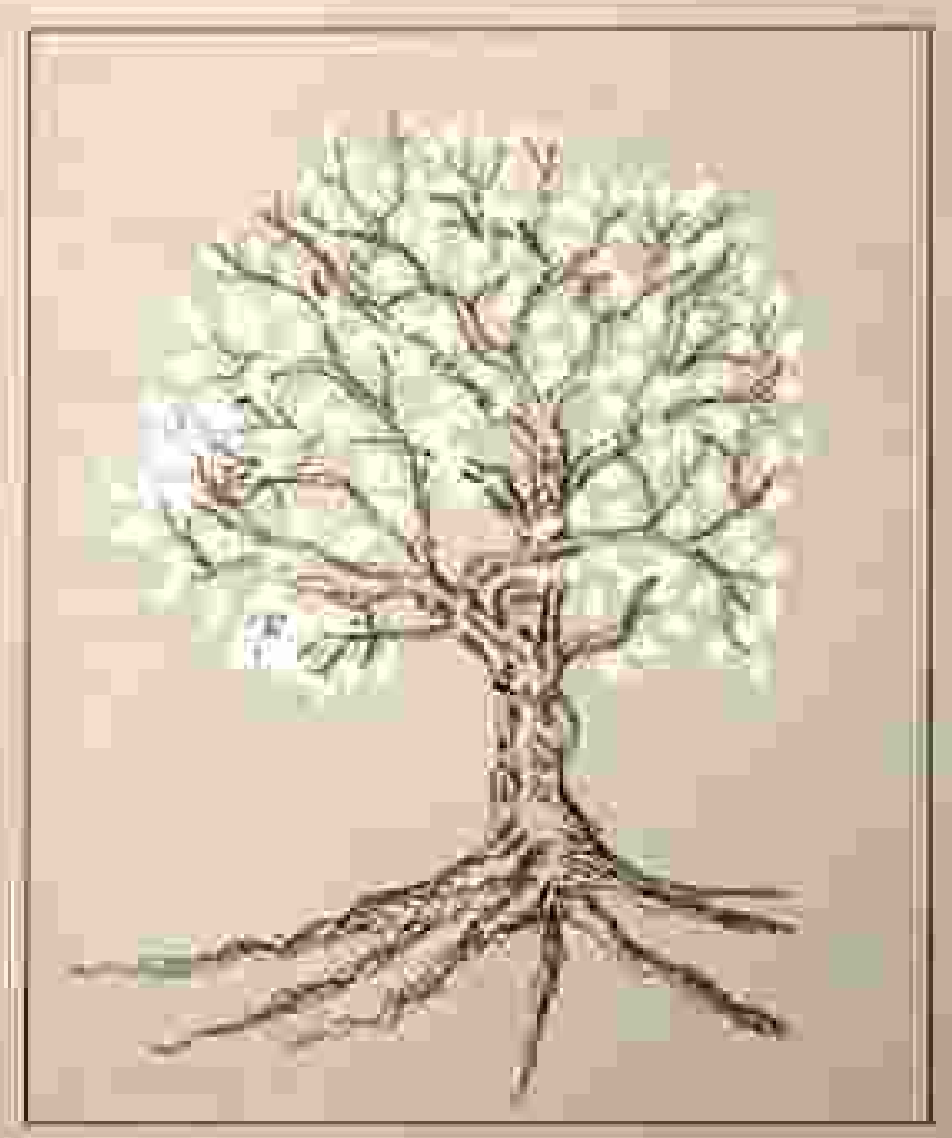

www.boimate.com